পার তাহলে তোমার কথা শুনে চর্ব্বো।

জ্ঞা। তোমার নাম যেমন সরলা, তোমার সরল কথা শুনে আমি খুসি হলাম। আচ্ছা তোমার কি আপত্তি বল?

স। ভাই আমি শুনিচি শাস্ত্রে ইটি বারণ আছে। আমি কি শাস্ত্র ছেড়ে পাপ কর্‌বো?

জ্ঞা। আমাদের মেয়ে মানুষদের কেমন স্বভাব! যা জানিনে তাইতেই শাস্ত্রের দোহাই দে অন্যের মুখ বন্দ করি। তুমি কি কিছু পড়ে দেখেচো? এদেশের একটী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অনেক শাস্ত্রের বচন তুলে মেয়ে মানুষদের লেখা পড়া করা উচিত প্রমাণ করেচেন; তার একটা শ্লোক শোন "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ" পিতা কন্যাকে পালন করিবেন এবং যত্ন করে লেখাপড়া শেখাবেন। সে বইখানি কাচে নাই, থাক্‌লে তোমায় সব শুনাতাম।

স। যদিভাই শাস্ত্রে ওরকম লেখা থাকে, কিন্তু যা কোন কালে কেও করেনি, আমার বিবেচনায় তা করা ভাল বোধ হয় না।

জ্ঞা। নূতন যা হয় তাই খারাব এ আমাদের একটা বড় ভুল। দেখ এই যে কলের গাড়ীতে যাবার জন্যে লোক সব ব্যতিব্যস্ত হয়, এত আজ্‌ কাল্‌ তয়ের হয়েছে, এখন নূতন নূতন কত কল বেরুচ্চে আরও দেখ বেটা ছেলেরা যে ইংরাজী লেখাপড়া শিখ্‌ছে, ইংরেজের কাচে চাকরী কচ্চে, এ বা কোন্‌ কালে ছিল?

স। নতুন যদি কিছু ভাল হয় তা কত্তে দোষ নাই কিন্তু একটা নতুন কাণ্ড কেও যা ভাল বলে না তা কেমন করে করা যায়?

জ্ঞা। ভাই! লেখাপড়াটা শেখা কত বড় উপকারী পরে বলবো, আগে তোমার আর সব সন্দেহ যাক্‌। এটা যে নূতন কাণ্ড কে তোমায় বল্লে? যদি দেশের আগেকার খবর রাখ্‌তে, তাহলে তোমার বোধ হতো আগে সব মেয়ে লেখা পড়া কর্‌তো। আজও কত বড় বড় মেয়েদের নাম শোনাযায়! খনার জ্যোতিষ সকলেই জানে, লীলাবতীর যে আঁকের বই আছে তা দেখে কত পণ্ডিত লোক অবাক্‌ হন, বিলেতের সাহেবেরা তা থেকে কত সঙ্কেত শিখে গেছেন। গার্গী বলে এক মেয়ে মানুষ বেদ অবধি পড়ে ছিলেন। রুক্মিণী বিবাহের সময় কৃষ্ণকে পত্র লিখেছিলেন। অধিক কি বল্‌বো, মহাকবি কালিদাসের কথা শুনেচ, শোনাযায় তিনি আগে এমন মূর্খ ছিলেন যে ডালের আগায় বসে গোড়ায় কোপ দিচ্ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ভারি লেখাপড়া জান্‌তো, কালিদাস তার কাছে লজ্জাপেয়ে বিবেকী হয়ে গেছেলেন, তার পর এত বড় লোক হলেন। আগে আগে মেয়েদের স্বয়ম্বরা হত, তার যে এসে কন্যাকে শাস্ত্রে হারা

ইতে পারিত সেই তাহার বর হইত। এতে কি বোধ হয় না আগে লেখাপড়ার চলন ছিল?

স। ভাই আগেকার মেয়েরা যদি লেখাপড়া কত্তো, শাস্ত্রেও তাই বলে, তবে এর চলন উঠে গেল কেন?

জ্ঞা। তুমি ভাই জান, আগে হিঁদুদের রাজত্ব ছিল, তার পর মুসলমানেরা রাজা হয়, এখন ইংরেজেরা এদেশ শাসন কচ্চেন। মুসলমান রাজাদের সময় হিন্দুদের অনেক রীত নীত উঠে যায়। আর তারা ভারি অত্যাচার কর্‌তো এতে হিন্দুরা ভয়করে অনেক ভাল কাজও ছেড়ে দেন। ইংরেজেরা ভদ্ররাজা, দেখ তাদের আমলে মেয়েদের লেখাপড়ার কথা উঠেছে।

স। আমার বোধ হয় মেয়েমানুষদের লেখা পড়ায় দোষ আছে তাইতেই উঠে গেছে। এক ত শুনি এতে বিধবা হয়।

জ্ঞা। আজও তোমার এত ভুল! লেখা পড়ার ভিতর কি আছে যে এক জনের স্বামীকে মেরে ফেলবে? আমি সেকালের যে সকল মেয়েদের কথা বল্‌লাম তারা তো সব সধবা ছিল। লেখা পড়াতেই যদি বিধবা করে, তাহলে ইংরেজদের দেশের সব মেয়ে বিধবা হতো আর আমাদের দেশের সকলেই সধবা থাক্‌তো; কিন্তু এদেশে তবে এত বিধবা কেন? বিধবা সকলেই হতে পারে, কেও লেখা পড়া শিখে হলেই কি লেখা পড়ার দোষ হলো?

স। কিন্তু ভাই অনেক মেয়ে এতে খারাব হয়ে যায়।

জ্ঞা। তুমি লেখা পড়ার কিছু জান না বলে এমন কথা কও। যার স্বভাব খারাব, যে খারাব সংসর্গে থাকে সে লেখা পড়া করুক আর না করুক প্রায় খারাব হয়। অনেক মন্দ মেয়ে মানুষ খারাব মতলবেই একটু লিখ্‌তে বা পড়্‌তে শিখে, খারাব বই পড়ে, খারাব পত্র লিখ্‌তে শেখে; তা বলে কি লেখা পড়ার দোষ? টাকা নে অনেকে মন্দ কর্ম্ম করে তবে আর কারুর টাকা রোজকার করা উচিত নয়? খারাব মতলব থাক্‌লে এক রকমে না পারে আর এক রকমে যায়। তারা ত জ্ঞান পাবার জন্যে লেখা পড়া করে না।

স। তুমি ত এক এক কোরে আমার সব কথা কেটে দিলে দেখ্‌তে পাই। আচ্ছা তোমারে জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি এই যে এত মেয়ে লেখা পড়া কচ্চে না, তায় ক্ষতি কি হচ্চে?

জ্ঞা। ভাই কি ক্ষতি হচ্চে তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর? একবার আমাদের অবস্থার পানে চেয়ে দেখ দেখি। পুরুষদের সঙ্গে আমাদের তুলনা কল্লে আলো আর অন্ধকার বোধ হয়। আমরা কি মানুষ নই? পশুর মত খাওয়া দাওয়া আর সামান্য কাজ কর্ম্ম

ঘরেই জীবনটা কাটিয়ে যেতে এসেচি? আমরা যেমন পশুর মত থাক্‌তে ভাল বাসি, পুরুষেরাও তেমনি দাসীর মত কোরে রেখেছে, অবুঝ বোলে ঘৃণা করে, একটা কথা বল্লে "ও মেয়েমানুষের কথা" বলে উড়্‌য়ে দেয়। কি বল্‌বো ছোট ছোট ছেলেরা দু একখানা বই পড়ে আমাদের ভুল্‌ ধরে, কথা শুনে হাসে, এতে তো আমাদের লজ্জা বা অপমান বোধ হয় না। নিজের ঘটে কিছু নাই পরের কথা শুনে চল্‌তে হয়, চিরকাল পরের মন যুগ্‌য়ে থাক্‌তে হয়। আমরা চক্‌ থাক্‌তে অন্ধ, মুখ্‌ থাক্‌তে বোবা। কোথাও থেকে যদি একখানা দরকারী লেখা এল কত সময় পড়তে না পেরে কত ক্ষতি হয়। একটা দরকারী বিষয় কাহাকে লিখে জানাবার যো নাই। দূর দেশে যদি কোন আত্মীয় থাকে মনের ভাব তার কাছে প্রকাশ কর্‌বার উপায় নাই, এতে কোরে কত সময় এক জনের মনের ভাব আর একজন জান্‌তে না পেরে তার কর্ত্তব্য কর্‌তে পরে না। আমরা দেখ্‌তে পাই এ দেশে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে প্রায় মনের মিল নাই তার একটী কারণও এই। আরও দেখ ভাল ভাল বয়ে কি সব জ্ঞান ও ধর্ম্মের কথা লেখা আছে তা কি জান্‌তে আমাদের ইচ্ছা হয় না? অনেক সময় ছেলেপুলে কি কোন আত্মীয় মলে গেলে মেয়েমানুষে শোকে সারা হয়, কিন্তু ভাল বই পড়্‌তে পেলে অনেক শান্ত্বনা পেতে পারে। মেয়ে মানুষদের মধ্যে এত ঝকড়া বিবাদ হয় কেন? পুরুষেরা অনেক সময় বাড়ীর ভিতর টেঁক্‌তে পারেন না। এরা সামান্য বিষয়ে অহঙ্কার করে, হিংসা করে। মেয়েদের জন্যে কত ভাইয়ে ভাইয়ে পৃথক্‌ হয়েচে। তারা যাদের ভাল বাসে লেখা পড়া না জানাতে তাদেরও কত অনিষ্ট করে, মাতৃ দোষে কত শিশু নষ্ট হয়।

স। তোমার কথাগুলো ভাই আমার মনে বড় লাগ্‌চে। কিন্তু অনেকে বলে মেয়ে মানুষে কি লেখা পড়া শিখে চাকরী কত্তে যাবে, না সভায় গে বক্তৃতা কর্‌বে? তাদের লেখা পড়ার দরকার কি?

জ্ঞা। ভাই লেখা পড়া না শেখার যে কত দোষ আর শেখার যে কত গুণ তা আমি মুখে মুখে কত বল্‌বো? যারা ও সব কথা কয় তারা নিতান্ত অজ্ঞান। একটু লিখ্‌তে বা কইতে পাল্লেই আমরা একজনকে বড় লেখা পড়া জানে মনে করি, কিন্তু জ্ঞান না হলে লেখা পড়ার কিছুই হয় না। লেখা পড়া শিখ্‌লে সকল দেশের সকল কালের সকল প্রকার জ্ঞান আমরা ঘরে বসে অনায়াসে লাভ কত্তে পারি। পৃথিবী কি, চন্দ্র কি, সূর্য্য কি, বায়ু কি, পশু পক্ষী সকলের স্বভাব কি রূপ, এই রূপ চেতন অচেতন সকল পদার্থের বিষয় জান্‌তে পারি। এতে সুধু

জ্ঞান হয় না, সঙ্গে সঙ্গে কত আ-নন্দ হয়। আমরা আপনারা কে, কার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক, আমাদের কর্ত্তব্য কি, পরে আমা-দের কি হবে, এই সকল বিষয় আর সকলের চেয়ে দরকারী; লেখা পড়া করে এও জান্তে পারি। আর যিনি সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা, লেখাপড়া শিখে তাঁর ভাব ও ইচ্ছাও জান্তে পেরে চিরকালের মঙ্গল লাভ কর্ত্তে পারি। এর চেয়ে সুখ আর কি আছে? আর তুমি যে চাকরী আর বক্তৃতার কথা বল্লে মেয়ে মানুষ সে রকম না ক-রুক, অন্য রকম কত্তে পারে। অনেক মেয়ে লেখাপড়া শিখে ভাল ভাল বই রচেচে তাতে তা-দের টাকা লাভ হয়েছে আর কত লোকের উপকার হয়েছে। কত মেয়ে এই রকমে দুঃখে পড়েও ঘর সংসার চালাতে পারে। মেয়ে মানুষে পুরুষের সভায় যাবে কেন, তারা আপনারা একত্র হয়ে নানা প্রকার জ্ঞান আলোচনা কত্তে পারে, আপনাদের এবং দেশের কিসে মঙ্গল হয় তার উপায় কত্তে পারে। আর আমি ঠিক্ বল্তে পারি মেয়ে মানুষেরা আপনারা এইরূপ উদ্যোগী না হলে তাদের দুঃখ যাবে না, মঙ্গলও হবে না।

স। ভাই লেখাপড়ায় যে এত হয় তা আমি জানিতাম না। তুমি ভাই আমার চখ্ ফুটয়ে দিলে, আমি তোমার উপকার কখনও ভুল্‌বো না। আমার ইচ্ছে এখনি আপনি লেখাপড়া শিখি এবং আর সকলকেও বলি, কিন্তু ভাই আমার একটা উপায় বলে দেও দেখি, কি করে সময় পাই?

জ্ঞা। মন থাক্‌লে সব হয়। আমি দেখিচি পুরুষেরা একবারে আমাদের বেঁধে রাখতে চায় না। আমরা যদি গুচয়ে সংসারের কর্ম্ম করি অনেক সময় পাই। কত সময় মিছে ঝকড়া, আলস্য, পর নিন্দা আর আমোদ কর্ত্তে যায়। যদি একটু মন্ থাকে সময়ের অ-ভাব হয় না।

স। কিন্তু ভাই! কি রকম বই পড়্‌তে হবে তা আমি কেমন করে জান্‌বো? কিন্‌তে টাকা কড়ী বা কোথায় পাই?

জ্ঞ। একটু চেষ্টা কল্লেই হয়, আর আমি তোমাকে অনেক বলে দিতেও পারি। বই কিন্‌তে কত কড়ী বা লাগে। যে কড়ীতে আ-মরা খেলনা কিনি, ভণ্ড গণক ট-নককে দি, আর মিছে তামাসা দেখি, তাতে অনেক বই হয়। খুব অল্পদামে বাঙ্গালা ভাল ভাল বই হচ্ছে। আর তোমাকে একটা শুভখবর বলি, এদেশের অনেক ভাল ভাল লোক আমাদের দুঃখে দুঃখী হয়ে মেয়ে মানুষেরা যাতে লেখাপড়া শিখ্‌তে পারে তার উপায় কচ্চেন। লেখাপড়া শেখ-বার এমন সুযোগ আমাদের কখন হয় নাই।

স। আচ্ছা ভাই! তুমি আমার

গুরু হলে, আমায় যা বল্‌বে তাই কর্‌বো। লোকে যা বলে বলুক আমি লেখাপড়া শিখ্‌বো।

স্ত্রী। দিন দুই একটু লোকের ঠাট্টা বা দুটা কথা সয়ে থাকতে হয়, যদি আপনাকে ভাল রেখে চল্‌তে পার সকলেই ভারি সন্তুষ্ট হয়ে পরে ধন্য ধন্য কর্‌বে।

—০—

ভূগোল।

পৃথিবীর আকার।

আমরা এই যে পৃথিবীতে আছি এর আকার কি রূপ, এ কেমন করিয়া আছে, এতে ঈশ্বরের কত প্রকার সৃষ্টি এবং মানুষের কত রকম কাণ্ড কার্‌খানা রহিয়াছে, ভূগোল পাঠ না করিলে সে সকল জানা যায় না। আমাদের দেশের মেয়ে মানুষেরা বাড়ির বাহির হইতে পারে না, কিন্তু ভূগোল পড়িলে তাহারা ঘরে বসিয়াই সমুদায় পৃথিবীর খবর বলিতে পারে। এমন বিদ্যা শিখিতে কাহার না আমোদ হয়।

ভূগোল শিখিতে হইলে প্রথমে পৃথিবীর আকার কি রূপ জানা আবশ্যক। অবোধ লোকে মনে করে যে পৃথিবীর বুঝি কিছু আকার নাই, এর শেষও নাই, যতদূর যাও একটী সীমা পাওয়া যায় না। তারা জানে না বলিয়া এমন কথা কয়। পৃথিবীর যে শেষ আছে তার প্রমাণ দেখ—

(১) আমরা প্রতিদিন দেখি সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমে গিয়া অস্ত যায়। কিন্তু তার পর এক বারে পূর্ব্বদিকে আসিয়া কেমন করিয়া উদয় হয়? ইহাতে বেশ বোধ হয় পৃথিবীর একটা শেষ আছে তাহাতেই সূর্য্যকে নীচে দিয়া ঘুরিয়া আসিতে দেখা যায়।

(২) মাগেলন্, ড্রেক্, আন্‌সন্ প্রভৃতি বড় বড় নাবিকেরা এক জায়গা হইতে জাহাজ ছাড়িয়া পৃথিবীর চারিদিক্ ঘুরিয়া আবার সেই খানে ফিরিয়া আসিয়াছেন। এখন এই রূপে অনেকেই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতেছে। সীমা না থাকিলে পৃথিবীর সব দিক্ ঘুরে আসা যাইত না।

পৃথিবীর যে শেষ আছে বুঝা গেল কিন্তু এর আকার লইয়া অনেকে অনেক রকম অনুমান করে। কেও বলে তিন কোণা কেও বলে চারি কোণা; কেও বলে ঘরের মেজে বা থালার মত এর উপরি ভাগটা এক সমান। কিন্তু এ সকলের কিছুই ঠিক্ নয়। পৃথিবীর আকার একটি কদমফুল বা কমলা লেবুর ন্যায় গোল। ইহার উপরি ভাগ গোল, নীচে গোল, সব দিক্ গোল। আমাদের দেশের আর্য্যভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিত এবং আর আর দেশের বড় বড় লোক ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। পৃথিবীর আকার গোল বলিয়াই, যে শাস্ত্রে ইহার বিবরণ জানা যায় তাহাকে ভূগোল কহে।

আমাদের দেশে পৃথিবীকে তিন কোণা বলে তার কারণ এই, আমরা যে ভারতবর্ষে থাকি তার আকৃতি এইরূপ। আমরা বাড়ী ঘর উঠান পুকুর চারি কোণা করি তাইতে মনে হয় পৃথিবীও হয়ত চারিকোণা। আর যেমন একটা পীঁপিড়া গোল জালার উপর উঠিয়া মনে করিতে পারে যে সে সমান জায়গায় আছে সেই রূপ আমরা এই বৃহৎ পৃথিবীর একটু জায়গা দেখিয়া মনে করি পৃথিবীর উপরটা সমান।

পৃথিবী যে গোল তার গুটিকত প্রমাণ দেখ—

(১) পূর্ব্বে যে নাবিকদের কথা বলিয়াছি তাহারা বরাবর একমুখে জাহাজ চালাইয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসিয়াছে। পৃথিবীর যদি তিন কোণ বা চারিকোণ থাকিত তাহা হইলে প্রত্যেক কোণে জাহাজের মুখ ফিরাইতে হইত। কিন্তু ইহা গোল বলিয়া সেরূপ করিতে হয় নাই।

(২) আমরা যদি একটা খুব বৃহৎ মাঠের মাঝখানে গিয়া বা উচ্চ ছাদের উপর উঠিয়া পৃথিবীর চারিদিক্ পানে চাই তাহা হইলে সকল দিক্ই গোল দেখিতে পাই। আর কোন রকম আকার হইলে গোল দেখাইবে কেন ?

পৃথিবীর উপরি ভাগটা যে থালার মত সমান নয় ইহা সহজে বোধ হয় না, কিন্তু প্রমাণ ভাল করে দেখিলে জলেরমত বুঝা যায়।
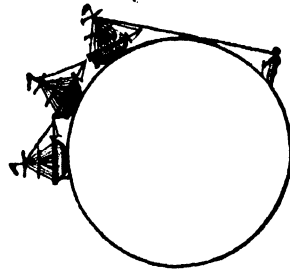
(৩) যখন একখান জাহাজ দূর হইতে তীরের নিকট আইসে আগে তার মাস্তুল দেখাযায়, পরে উপরের খানিক ভাগ, এব খুব নিকট হইলে তলা অবধি দেখিতে পাওয়া যায়। আবার যখন তীর হইতে জাহাজ ছাড়িয়া দেয় ক্রমে যত দূরে যায় নীচের ভাগটা আগে দেখাযায় না, ক্রমে ক্রমে মাস্তুল অবধি ও অদৃশ্য হয়। এরূপ হইবার কারণ কি ? পৃথিবীর উপরটা যদি ঘরের মেজের মত সমান হইত তাহা হইলে জাহাজ দূরে গেলেও তার আগা গোড়া সব দেখাযাইত। কিন্তু গোলজমীর একধার হতে অন্যধার দেখাযায় না, মাঝখানে খানিকটা উঁচু হইয়া চখের আড়াল করে। উপরে যে ছবিটি দেখিতেছ তাহাতে পৃথিবীর একধারে একটী মানুষ দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, জাহাজ অন্যধারে আছে। দেখ মাঝখানে খানিকটা গোলজমী উঁচু হইয়া আছে বলিয়া জাহাজের সব দেখা যাইতেছে না। জাহাজ আবার যত সরিয়া যাইতেছে আর কিছুই দেখাযায় না।

(৪) আর একটী প্রমাণ দেখ। সূর্য্য যখন পূর্ব্বদিকে উদয় হয় পৃথিবীর সকল জায়গায় এককালে আলো পড়ে না। পূর্ব্বদেশ-সকলে প্রভাত আগে হয় ক্রমে ক্রমে পশ্চিম দেশ-সকলে বিলম্ব হইয়া পড়ে। এই জন্য আমাদের দেশে যখন দুপর বেলা বিলাতে রাত্রি পোহায়। পৃথিবীর উপরিভাগটা গোল বলিয়া এক ধারে আলো পড়িলে মাঝখানে খানিকটা উঁচু হইয়া আড়াল করে, কাজে কাজেই সে আলো অন্যদিকে যাইতে পারে না। একটা প্রদীপের কাছে একটা গোল জিনিষ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ।

(৫) রাত্রিকালে আকাশ যখন নক্ষত্রে পূর্ণ থাকে, আমরা যদি দক্ষিণ দিক্ হইতে ক্রমাগত উত্তর মুখে যাই তাহা হইলে দেখিতে পাই উত্তর দিকে যে সকল তারা মাটীতে ঠেকিয়াছিল ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতেছে আর দক্ষিণের তারা সকল নামিয়া পড়িতেছে। পৃথিবীর উপরটা গোল বা গড়ানে বলিয়া আমরা উঠি ও নামি, তাহাতে তারা সকলের উঠা নামা বোধ হয়।

(৬) যখন চন্দ্র গ্রহণ হয় সূর্য্য একদিকে থাকে চন্দ্র আর এক দিকে থাকে পৃথিবী দুয়ের মাঝখানে আইসে। ইহাতে পৃথিবীর ছায়া ক্রমে ক্রমে চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলে। এই ছায়াটি ঠিক্ গোল এজন্য সকল সময়েই গোল দেখা-যায়; কোন বস্তু ঠিক্ গোল না হইলে তাহার ছায়া ঠিক্ গোল হইতে পারে না। দেখ পৃথিবী যদি থালার মত চাপ্‌টা হইত তাহা হইলে থালা যেমন আড়্ করিয়া ধরিলে তার ছায়া রেখার মত পড়ে পৃথিবীর ছায়াটা কখন না কখন রেখার মত দেখা যাইত। রাহু নামে এক দৈত্য চন্দ্রকে গিলিতে আইসে তাহাতে তাহার গ্রহণ হয় এ কল্পনা মাত্র পরে বুঝিতে পারিবে।

পৃথিবী যে গোল তার আরও অনেক প্রমাণ আছে কিন্তু বিজ্ঞান শাস্ত্র ভাল করিয়া না জানিলে তা বুঝাযায় না। বেশী বেশী প্রমাণের আর দরকারই বা কি? এই কয়টি ভাল করিয়া বুঝিলেই হয়।

এই পৃথিবী গোলাকার বটে কিন্তু সবদিকে সমান গোল নয়। যেমন কমলালেবুর দুদিক্ চাপটা ইহার দক্ষিণ ও উত্তর দিক দুটি একটু চাপ্‌টা। অনেকে বলিতে পারে যে পৃথিবীতে কত গভীর সাগর ও উচ্চ গাছ পাহাড় রহিয়াছে তবে ইহাকে গোলাকার কিরূপে বলাযায়? কিন্তু যেমন কদম ফুলের গায় ছোট বড় কেশর ও ঠাঁই ঠাঁই ছিদ্র থাকিলেও তাহাতে বয় না, পৃথিবী বৃহৎ অতএব তার পক্ষে পাহাড় ও সাগর একটু আধটু উঁচু নীচু, তাতে তার গোলাকার যায় না।

বিজ্ঞান।

জল-বহুরূপী।

অনেকে মানুষবহুরূপী দেখেছে তারা কখন বুড়ো, কখন সাহেব, কখন মোহন্ত নানা সাজ সাজে। কিন্তু জল যে কত রকম সাজ সাজিতে পারে তা অনেকে দেখে না। এই জল কখন ধোঁয়া হয়ে আকাশে উঠে, কখন মেঘ হয়ে নানা রঙ্ পরে, আবার বৃষ্টি হইয়া দেশ ভাষাইয়া দেয়, কখনও শিশির হয়ে ঘাসের উপর মুক্তা গুলির ন্যায় দেখায়, কখন কোয়াসা হইয়া দিক্‌সকল অন্ধকার করে রাখে, কখন শীল হইয়া পাথরের নুড়ীর মত ঝড়্ ঝড়্ করিয়া পড়ে, কখনও বা বরফ হইয়া জলের উপর এমন জমাট হয় যে তার উপর দিয়া মানুষ হাতী অনায়াসে চলে যেতে পারে।

এসকল কথা শুনে অনেকে আশ্চর্য্য হবেন, কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্র জানিলে সহজে বুঝা যায়। যে শাস্ত্রে, কি কারণে কেমন করিয়া কি রূপ ঘটনা হয় বুঝাইয়া দেয় তাহাকে বিজ্ঞান কহে। জল হইতে মেঘ ও বৃষ্টি কেমন করিয়া হয় প্রথমে বিবেচনা করা যাউক।

আমরা ছেলে বেলা অবধি শুনিয়া আসি যে ৬ মেঘ ও ৩৬মেঘিনী আছে; মাঝে মাঝে তারা শাল পাতা খাইতে আইসে; এবং তাদের মুখের লাল পড়িয়া 'অভ্র হয়; ইন্দ্রের ঐরাবত সমুদ্র হইতে জল শুষিয়া যখন তাদের পিঠে ছড়াইয়া দেয় তাহারা চারি দিকে চালনা করিয়া বৃষ্টি করে। এসকল কথা সত্য নয় গল্প কথা মাত্র।

মেঘ আর কিছুই নয় জলের এক রকম আকার মাত্র। জল ধোঁয়া হয়, ধোঁয়া হইতে মেঘ হয়, মেঘ গলিয়া বৃষ্টি হয়। এক হাঁড়ী জল যখন গরম করা যায় তাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতে থাকে। এই ধোঁয়ার উপর যদি খানিক ক্ষণ ধরিয়া হাত রাখাযায় তাহা হইলে সেই হাত ভিজিয়া যায়, জল টস্ টস্ করিয়া পড়ে। এখানে ধোঁয়া জমিয়া জল হইয়া গেল। এই ধোঁয়া উপরে উঠিয়া মেঘ হয়। আকাশে যে এত মেঘ হয় তার কারণ এই, সূর্য্যের তাপে সমুদ্রের জল গরম হয় তাহাতে খুঁব হালকা এক রকম ধোঁয়া উঠে কিন্তু সকল সময় চখে দেখা যায় না ইহাকে বাষ্প বলে। এই বাষ্প অনেক পরিমাণে আকাশে উঠিয়া যখন জমিতে থাকে তখন মেঘ হয়। সূর্য্যের কিরণ পড়ে মেঘে নানা রকম রঙ্ হয়। এই মেঘ সকল বড় অধিক দূরে থাকে না, উঁচু পাহাড়ে উঠিলে দেখা যায় ধোঁয়া বা কোয়াসার মত নীচে দিয়া চলিয়া যায়। এই মেঘ সকল শীতল বাতাসে জমিয়া যখন ভারি হইয়া যায় তখন আর উপরে থাকিতে পারে না বৃষ্টি হইয়া পৃথিবীতে পড়িতে থাকে। বাতাসে মেঘ সকল চালিয়া বেড়ায় তাহাতেই অনেক দূর অবধি বৃষ্টি ছড়াইয়া

পড়ে। এখানে দেখ জল বহু-রূপী ধোঁয়া হইল, বাষ্প হইল, মেঘ হইল, আবার বৃষ্টি হইয়া যে জল সেই জল হইয়া গেল। এর বিষয়ে আর আর কথা পরে বলিব।

স্বাস্থ্যরক্ষা।

১ম-গৃহ পরিষ্কার।

শরীর সুস্থ থাকিলে যে কত সুখ আর অসুস্থ হইলে যে কত কষ্ট তা সকলেই জানে, বলা বেশীর ভাগ। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! গুটিকত সামান্য নিয়ম মেনে না চলাতে আমাদের দেশের লোক এত চিররোগী হইয়া অসুখেই জীবন কাটায়, অল্পে জরাজীর্ণ হইয়া কাজের বাহির হয় এবং অকালে প্রাণত্যাগ করিয়া পরিবারকে শোকে ভাসাইয়া যায়।

পরিষ্কার থাকা, নিয়ম মত খাওয়া দাওয়া এবং নিয়ম মত পরিশ্রম ও বিশ্রাম এই চারিটী বাঁধা বাঁধি থাকিলে শরীর অনেক সুস্থ থাকে।

১- পরিষ্কার থাকা। পরিষ্কার থাকিতে হইলে প্রথমে যে বাড়ী ঘরে থাকাযায় তা যাতে বন্দেজ মত থাকে কোথাও অপরিষ্কার না হয় তারদিকে মনোযোগ দিতে হয় আমাদের বাঙ্গালিরা অন্য জাতীকে ম্লেচ্ছ বলে ঘৃণা করেন কিন্তু এসব বিষয়ে তাঁদের নজর হয় না। অনেকে ইচ্ছা করে ঘর বাড়ী বেবন্দেজ ও ম্লেচ্ছ করিয়া রাখেন। কোথায় গে দেখ বাড়ীর দোয়ারে এক গোবরের গাদা; কোথায় ঘরে ও উঠানে একহাঁটু জঞ্জাল, কোথায় বা গাছপালা পচে ও ময়লা জমে বিষের মত হাওয়া উঠিতেছে, এইরূপ কত শত বিষয়ে আমাদের চখ্ পড়ে না উপরি কাজ মনে করিয়া রাখি। অনেকের বাড়ীতে ভাগ্যে যদি একটা শ্রাদ্ধ, বিবাহ বা আর কোন বড় কর্ম্ম-কাজ হইল তখনই যা কিছু পরিষ্কার হয় কিন্তু কাজ শেষ হয়ে গেলে সে বাড়ী দশগুণ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠে। আমরা যেন লোক দেখাবার জন্যেই বাড়ী ঘর দোয়ার সাফ করি তাহা না হইলে যে নানা রোগ হয় তা আমাদের তত গ্রাহ্য হয় না।

এবিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েরা মনোযোগী হলে পরিবার অনেক নীরোগী থাকিতে পারে। তাদের উচিত বাড়ীর ভিতরে যাহাতে কোনরূপ অপরিষ্কার না থাকে তার চেষ্টা করেন। প্রতিদিন উঠান, ঘর দোয়ার যাতে ঝাঁট পাট হয়, কেবল বাহিরের চেকণাই নয় কিন্তু ভিতরের কোন জায়গায় একটুও ময়লা বা জিনিষ পত্রের বেবন্দেজ না হয় তারদিকে চখ্ রাখেন। অনেক বাড়ীতে খাট ও চৌকীর নীচে ঘরের কোণে কত জঞ্জাল থাকে, দেয়ালে সাতচর্ম্ম ময়লা পড়ে এসকল যাতে না হয় তা করিবেন, সব সামগ্রী পত্র বন্দেজমত গুছাইয়া রাখি-

রেন, এতে ঘরের শ্রী থাকে অনেক রোগও আসিতে পারে না। এতে খরচ কি? যদি দাস দাসী না পাওয়া যায় অপনারা একটু পরিশ্রম করিলেই হয়।

হাওয়া মানুষের পরমায়ু, সকলেই বলে। চারিদিক্ পরিষ্কার থাকিলে হাওয়াও পরিষ্কার হইয়া শরীর ভাল রাখে। কিন্তু হাওয়া খেলিবার পথ সব রেখে দিতে হয়। অনেকে বাড়ীঘর এমন ঘেরাও ও আঁটা আঁটি করিয়া তৈয়ার করেন যে বাতাস তার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। যে দুই চারিটী জানালা দরজা থাকে তার অনেক গুলা হয়ত ২। ১ বৎসর খোলা হয় না। জল যেমন বন্দ করিয়া রাখিলে পচিয়া উঠে, যত খেলিতে পায় তত পরিষ্কার হয়। বাতাসও তেমনি একটা ঘরের ভিতর বন্দ থাকিলে খারাব হইয়া উঠে যত বাহিরের বাতাসের সঙ্গে মেশে তত পরিষ্কার হয়। অনেকে দেখিয়াছে একটা একটা ঘরের জানালা দরজা যদি কিছু কাল আঁটাথাকে হঠাৎ খুলিলে বিশ্রী গন্ধ পাওয়া যায় এতে যে কত রকম রোগ হয় তা বলা যায় না। অতএব মেয়েদের উচিত বাড়ী ঘর দোয়ার যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তার প্রতি মন দেন এবং জানলা দরজা গুলি খুলিয়া রাখিয়া যাহাতে ঘরের ভিতর হাওয়া খেলিতে পারে তার উপায় করেন। তাঁরা এবিষয়ে মনোযোগী হইলে পুরুষদেরও চাড় পড়িতে পারে। এইরূপে বাড়ীর ভিতর বাহির যত পরিষ্কার হইবে, পরিষ্কার বাতাস যত বহিতে থাকিবে পরিবারের রোগ ও অসুখ ততই কমিয়া যাইবে এবং সুস্থতা ও সুখ নিশ্চয়ই বাড়িতে থাকিবে।

নীতি-উপদেশ।

যিনি করিলেন সৃষ্টি দিলেন সকল।
তাঁহারে সেবিয়া কর জনম সফল॥
সকলেই তাঁর পুত্র তাঁর কন্যা হয়।
সকলের প্রতি যেন ভাল ভাব রয়॥
পিতা মাতা জ্ঞানদাতা গুরুজন যত।
কায়মনে ভক্তি সবে কর অবিরত॥
দাস দাসী ছোট ভাই ভগিনী যতেক।
সন্তান সমান স্নেহ সবে করিবেক॥
সঙ্গিনী সকল দেখ আপন মতন।
সাধু কাজ কর সবে সাধু আলাপন॥
কায় মন বাক্য যেন সত্য পথে রয়।
মিথ্যার সমান পাপ আর নাহি হয়॥
অন্যে যদি করে কিছু তব অপকার।
উপকার করি তার কর প্রতীকার॥
মনেতেও পাপ ইচ্ছা ঠাঁই নাহি দিবে।
যা কিছু জানিবে ভাল তখনি করিবে॥
আপনার হিত চিন্তা করিবে যেমন।
যত পার পরহিত করিবে সাধন॥
বিনয়ী সুবোধ শান্ত সুশীল যে হয়।
মিষ্টভাষী শিষ্টাচারী সরল হৃদয়॥
সকলের প্রিয় সেই সেইত সুন্দর।
গুণ না থাকিলে রূপে কে করে আদর॥
জ্ঞান আর ধর্ম্ম মানুষের আভরণ।
এই দুই রতন লাভে করিবে যতন॥

ব্রাহ্ম সমাজের যন্ত্রে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথমভাগ—প্রথম খণ্ড।

সকলের পিতা যিনি করুণানিধান।
নর নারী প্রতি তাঁর করুণা সমান॥
জ্ঞান ধর্ম্মে উভয়ের দিয়াছেন মন।
নয়ন থাকিতে অন্ধ কেন বামাগণ?

২ সংখ্যা। { আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য ৵০ আনা।

বিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন।

জ্ঞানদা, সরলা ও পাড়ার স্ত্রীলোকগণ।

সরলা। জ্ঞানদা! একটা বড় সুসমাচার তোমায় চুপে চুপে বলি শোন। সেদিন ভাই তুমি আমারে যে কথাগুলি বলে মেয়েমানুষদের লেখাপড়া শেখা উচিত বুঝিয়ে দেছিলে আমি পাড়ার সঙ্গিমেয়ে জনকতককে তাই বলেছিলাম, তাতে তারা অনেক আপত্তি করে শেষকাল আমাদের দলে এসেছে, লেখাপড়া শেখ্‌বার জন্যে অনেকের মন হয়েছে, তারা তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে আস্‌চে, একটু পেছিয়ে আছে, এলো বলে।

জ্ঞানদা। ভাই সরলা! আমি জানি যাদের মন ভাল, তারা আপনারা একটা সুখ পেয়ে লুকায়ে রাখে না, আর দশজনকে সুখী দেখ্‌তে চায়। তোমার সাধু ইচ্ছা দেখে আমি যে কত সন্তুষ্ট হলাম বলিতে পারি না। যা হউক ঐ বুঝি তাঁরা আস্‌ছেন, চল আগিয়ে আনি গিয়ে। (পাড়ার মেয়েদের নিকটে আসিয়া) আমার এ বড় সৌভাগ্য! এস ভগিনী সব এস; চল ঐ ঘরের ভিতর গিয়া বসি।

পাড়ার মেয়েরা। আমরা অনেক দিন তোমার নাম শুনেচি কিন্তু লেখাপড়া কর বলে তোমার উপর কেমন কেমন একটা ভাব ছিল। এখন সরলার মুখে তোমার কথা

শুনে তুমি যে সামান্য মেয়ে নও বুঝেছি। শুনিলাম সরলাকে তুমি না কি লেখাপড়া শিখাবে? তা ভাই সেই সঙ্গে আমাদের প্রতিও কেন অনুগ্রহ কর না?

জ্ঞা। অমৃতে অরুচি কার? আমি সকল মেয়েমানুষকে আমার ভগিনী বলিয়া জানি, আমাদ্বারা যদি কাহারও কিছু উপকার হয় তার বাড়া আমার সৌভাগ্য কি? আর জ্ঞানের জন্য যারা আইসে তারা যে আমাকে কত সুখী করে বলিতে পারি না। আমি দিবা নিশি আমাদের মেয়েমানুষদের দুঃখের কথা ভাবি আর কাঁদিতে থাকি। তোমরা লেখাপড়া শিখিলে আমার সব দুঃখ যায়।

পাড়া°। তবে তোমারে আর বেশী কথা কি বল্‌বো? লেখাপড়া শিখ্‌বো বলে আমরাত স্থির করেছি, তা সরলার সঙ্গে আমাদিগকে তোমার ছাত্রী করিয়া লও। আজি কিন্তু আমরা কতগুলা কথা জেনে যেতে এসেছি, তুমি আগে তাই বলে দেও।

জ্ঞা। আচ্ছা, কি কথা জানিবে বল?

পাড়া। আমরা এই যে লেখাপড়া করিব একি একটু লিখিতে আর পড়িতে শিখিলেই হয়? না, বাঙ্গালা, ইংরাজী, পারসী, সব বিদ্যা জানিতে হবে বিদ্যা সব শুদ্ধ কত রকম এবং তা শিখিবার উপকার কি কি? আর শিখিতে বা কতদিন লাগে এই সব আমরা জানিতে চাই।

জ্ঞা। সরলাকে এবিষয় আমি ভাল করিয়া বলিতাম, তা এতগুলি একত্র হয়ে একথা উঠেছে বড় ভাল হয়েছে, কিন্তু এটা খুব ভারি বিষয় একটু মনঃসংযোগ দিয়া শুনিতে হবে।

স। আমি জানি ওঁদের মনঃসংযোগ খুব আছে তুমি কিছু ভাবিও না। ছাত্রীর মত আমাদিগকে উপদেশ দেও আমরা সকলেই মনদিয়া শুনিব।

জ্ঞা। লেখাপড়া নাম দেওয়া যায় বলিয়া একটু লিখিতে আর পড়িতে পারিলেই বিদ্যা হয় না। পরমেশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়া সকল জন্তুর চেয়ে বড় করেছেন, সেই বুদ্ধি চালনা করিয়া নানা বিষয়ের জ্ঞান লাভ করাই বিদ্যা। লেখা ও পড়াতে বিদ্যা শিখিবার সাহায্য করে বলিয়া তা আগে চাই কিন্তু সে আসল বিদ্যা নয়। আর আমাদের একটা ভ্রম আছে যে একজন যদি বাঙ্গলা ইংরেজী পারসী, নাগরী শিখিলেক আমরা মনে করি এ লোকটা চারি বিদ্যায় মূর্ত্তিমন্ত। কিন্তু বাঙ্গলা ইংরাজী প্রভৃতি বিদ্যা নয়, ভাষা। যেমন একটা ঘরের ভিতর যাইতে হইলে দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হয় জ্ঞানভাণ্ডারে যাইতে

হইলে প্রথম ভাষা শিখিতে হয়। কিন্তু যেমন কোন একটা দ্বারদিয়া যাইলেই ঘরে প্রবেশ করা যায় সেই রূপ বিদ্যার জন্য কোন একটা ভাষা শিখিলেই হয়। নানাভাষা জানিলেই বেশী বিদ্যা হয় না।

ছাত্রীগণ। তবে কি বাঙ্গলাতে ও ইংরাজীতে সমান?

জ্ঞা। আসল বিষয়ে সমান বটে অর্থাৎ দুয়েতেই এক রকমে জ্ঞান পাওয়া যায়। তবে বিশেষ এই যে ইংরাজীতে অনেক বেশী বই আছে তাতে বেশী জ্ঞান পাওয়া যায়। তা ঈশ্বরেচ্ছায় কালক্রমে আমাদের বাঙ্গলা ভাষাও সেইরূপ হইবে। যা হউক আমি তোমাদের বলেছি যে জ্ঞান লাভই বিদ্যা। এই বিদ্যা শিখিতে কতদিন লাগে যদি জানিতে চাও তবে কত রকম বিদ্যা আছে তা আগে জানিতে হয়।

ছা। আচ্ছা বল আমরা শুনিতেছি।

জ্ঞা। ঈশ্বর আমাদিগকে মন দিয়াছেন আর অসংখ্য বস্তু ও অসংখ্য কার্য্যে এই জগৎকে পূর্ণ করেছেন। এই মনের শক্তি সকল যত প্রকাশ পাইবে এবং নানা বিষয়ের জ্ঞান যত বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই বিদ্যারও বৃদ্ধি হইবে। বিদ্যার সংখ্যা নাই বিদ্যার কেহ সীমাও করিতে পারে না। সকল বিদ্যাতেই পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান ও পৃথক্ পৃথক্ সুখ। আমি তাহা এক একটী করিয়া বলিতেছি, মন দিয়া শুন।

১ম, ভূগোল-বিদ্যা। এবিদ্যা শিখিলে পৃথিবীর আকার কিরূপ? ইহা কেমন করিয়া আছে? ইহার কোন্ স্থানে কোন্ নদী পর্ব্বত সমুদ্র, দ্বীপ উপদ্বীপ ইত্যাদি, কোথায় কোন রাজ্য রাজধানী? কোথায় কিরূপ জল হাওয়া—কি রকম গাছপালা ও জন্তু সব আছে? কোথায় কি রকম মনুষ্যজাতি। তাহাদের আচার ব্যবহার কৃষি বাণিজ্য রাজ্যশাসন, শিক্ষাপ্রণালী ও ধর্ম্ম কিরূপ? এ সকল জানা যায়। ভূগোল পড়িলে অনেক ভ্রম যায়, আমরা হিমালয়কে পৃথিবীর সীমা মনে করিতাম; কিন্তু এখন জেনেছি, তার পরে আরও কত দেশ আছে। ইহা জানিলে দূরবর্ত্তী দেশ সকল যেন চক্ষের সম্মুখে বোধ হয়। এই ইংরাজেরা কোথাহতে কোন্ পথ দিয়া এ দেশে আসিলেন ঘরে বসিয়া জানা যায়। আর নানা দেশের লোকের আচার ব্যবহার তুলনা করিয়া স্বজাতীর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যায়।

যে বিদ্যাদ্বারা পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ সমুদায় বিবরণ জানা যায়, তাহার নাম ভূতত্ত্ববিদ্যা, তাহাও ভূগোলের অন্তর্গত।

২—খগোল বিদ্যা। ইহাদ্বারা আকাশের কাণ্ড কারখানা সকল জানা যায়; অর্থাৎ সূর্য্য কি? চন্দ্র

কি? ধূমকেতু কি? গ্রহ সকল কি? রাত্রি দিন শীত গ্রীষ্ম আদি ঋতু এবং গ্রহণাদি কিরূপে সংঘটন হয়, জানা যায়! গ্রহণের সময় দৈত্য আসিয়া চন্দ্র সূর্য্যকে গ্রাস করে, ধূমকেতু উঠিলে অমঙ্গলের লক্ষণ, খগোল জানিলে এ সকল ভ্রম দূর হয়। আর 'ব্রহ্মাণ্ড যে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার' তাহা জানিতে পারিয়া আশ্চর্য্য ও হর্ষে মন স্তব্ধ হয়, ব্রহ্মাণ্ডপতির অনন্ত মহিমা দেখিয়া ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে অবনত হয়।

৩—ইতিহাস। ভূগোল পড়িলে যেমন পৃথিবীর নানা দেশের বর্ত্তমান বিবরণ জানা যায়, ইতিহাস পড়িলে নানা দেশে পূর্ব্বকাল হইতে কত প্রকার স্মরণীয় ঘটনা হইয়াছে তাহা শিক্ষা কথা যায়। বহুদর্শন জ্ঞানের এক মহৎ উপায়, ইতিহাস পাঠে তাহা বিলক্ষণ হয়। মনুষ্য জাতির প্রথমে কিরূপ অবস্থা ছিল, ক্রমে ক্রমে তাহাদের কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, রাজ্যশাসন, বিদ্যা ও ধর্ম্মের কিরূপে উন্নতি হইয়াছে? এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয় অবগত হওয়া যায়। কোন্ রাজ্যের কি প্রকারে পত্তন হইল, কেমন করিয়া উন্নতি এবং পরে অধোগতি হইল, অধোগতির পর আবার উন্নতি হইল? কোন্ সময়ে কোন্ জাতির মধ্যে কোন্ কোন্ অসাধারণ ব্যক্তির উদয় হইয়াছে, কোন্ মহা মহা যুদ্ধে জনসমাজের মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? এ সকল জানা যায়। পৃথিবীর অধোগতি না হইয়া যে উন্নতি হইতেছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাও এই যে পৃথিবীর ক্রমশঃ মঙ্গল ও উন্নতি হয় ইহা স্পষ্ট প্রতীত হয়। তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলিলে সকল জাতির মঙ্গল নতুবা দুর্গতি; হিন্দুদের নিজের দোষেই যে তাঁহাদের এত দুরবস্থা, ইহাও দেখা যায়। ইতিহাসে কত ধর্ম্মোপদেশ পাওয়া যায়! কত ধনগর্ব্বিত রাজ্য ও প্রতাপগর্ব্বিত রাজা বিপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে ইহা দেখিয়া সংসারের অনিত্যতা শিক্ষা করা যায়।

৪—প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত অর্থাৎ স্বাভাবিক পদার্থ সকলের বিবরণ। এ বিদ্যা শিখিলে চেতন, উদ্ভিদ্ ও অচেতন সকল পদার্থ ক্রমশঃ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া কেমন সৃষ্ট হইয়াছে, কোন্ জন্তুর কিরূপ স্বভাব, কোন্ বস্তুর কিরূপ গুণ, জন্তু সকল কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, বৃক্ষ সকল কিরূপে অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও ফুলফলে শোভিত হয়, ধাতু ও আর আর জড়বস্তুর বিবিধ তত্ত্ব কি? জানা যায়। নানা অদ্ভুত বিবরণ ইহার মধ্যে আছে এবং তাহাতে জ্ঞানের সহিত অপার কৌতুক লাভ করা যায়।

৫—জীবন চরিত। এই পৃথিবীতে কত অসাধারণ মনুষ্য মধ্যে মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন এবং বিদ্যা ধর্ম্ম ও কত বিষয়ে আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত দেখাইয়া

যান। এই সকল মহাত্মার জীবন চরিত পাঠ করিলে ধর্ম্মের পথে কিরূপ অটল থাকিতে হয়, বিদ্যার জন্য কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে হয়, নানা দুরবস্থার মধ্যে পড়িয়াও কিরূপে আত্মার উন্নতি সাধন করা যায়, এসব বিষয়ে প্রবল দৃষ্টান্ত পাইয়া আমরা অশেষ মঙ্গল লাভ করিতে পারি।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

জীবন চরিত।

কুমারী*হারিয়েট মার্টিনো।

এখন আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লেখা পড়া চলন নাই তাহাতেই অনেকে মনে করেন যে তাহারা পুরুষদের মত বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে না। খনা, লীলাবতী, রুক্মিণী, গার্গী ও পূর্ব্বকালের আরও কত মেয়ের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, কিন্তু অনেকের বোধে সে কালের স্ত্রীলোকে দেবতা ছিল, এখনকার মেয়েরা সেরূপ শিখিতে পারে না। এই ভ্রমটী দূর করিবার জন্য আমরা একটি স্ত্রীলোকের বৃত্তান্ত লিখিতেছি। ইনি ইংরেজদের দেশের মেয়ে, অদ্যাপি জীবিত আছেন; বার্ত্তাশাস্ত্রে* সুপণ্ডিতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি যেরূপ কষ্টে পড়িয়াও লেখাপড়া শিখিয়াছেন এবং যেরূপ রাশি রাশি গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহা শুনিলে অনেক পুরুষকে অবাক্ হইতে হয়। ফলতঃ এই মেয়ে মানুষটি স্ত্রী জাতির অলঙ্কার এবং একটি প্রধান আদর্শ তাহার সন্দেহ নাই।

কুমারী হারিয়েট্ মার্টিনো ইংরাজী ১৮০২ শকের ১২ই জুন তারিখে অর্থাৎ প্রায় ৬১ বৎসর গত হইল নর্‌উইচ্ সহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার তেমন সঙ্গতি ছিল না, সুতরাং প্রথম বয়সে তিনি যৎসামান্যরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তাঁহার মত দুর্ভাগ্য মেয়েমানুষ অতি অল্প দেখা যায়। শরীর স্বভাবতঃ রুগ্ন ও দুর্ব্বল, তাহার উপর নানা দৈব ব্যাঘাতে তিনি অনেক সুখে বঞ্চিত। ঘ্রাণশক্তি প্রায় জন্মাবধি নাই, আস্বাদন শক্তিও সেই সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস হয়, অল্প বয়সে আবার শ্রবণশক্তিরও লোপ হইল। এখন তিনি এমনি কালা যে শব্দ কি রকম মনে করিতে হইলে সেই বাল্যকালের কথা স্মরণ করিতে হয় তাহাতেও ঠিক্ বুঝিতে পারেন না। তাঁহার সাংসারিকও অনেক কষ্ট

---

* ইংরেজদের দেশে কোন কোন স্ত্রীলোক দেশের উপকারে জীবন কাটাইবার জন্য বা অন্যান্য কারণে বিবাহ না করিয়া কৌমার অবস্থায় থাকেন, এজন্য তাহাদিগকে কুমারী বলে।

* যে শাস্ত্রে রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় সকল আলোচিত হয়।

ছিল। যাহা হউক এরূপ আপদে পড়িয়াও বিদ্যাশিক্ষা ও আত্মোন্নতির জন্য তাঁহার প্রবল অনুরাগ হইল। তাঁহার ভ্রাতা জেম্‌স মার্টিনো তাঁহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতেন এবং লেখাপড়া শিখিবার জন্য অনেক উৎসাহ দিতেন; কিন্তু কার্য্যবশতঃ প্রায় তাঁহাকে স্থানান্তরে থাকিতে হইত, সুতরাং ভগিনীকে ইচ্ছামত সাহায্য করিতে পারিতেন না। হারিয়েট্ নিজের যত্ন ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিলেন এবং 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ত্বরায় বিলক্ষণ বিদ্যাবতী হইয়া উঠিলেন।

গ্রন্থ রচনার জন্য হারিয়েটের বরাবর একটী ইচ্ছা ছিল; পরে পরিবারের নিতান্ত কষ্ট দেখিয়া তাহাতেই প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'যুবাদের জন্য ধর্ম্মচর্চ্চা' এই তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রকাশ হয়। তদবধি ক্রমাগত কয়েক বৎসর লেখনীর বিরাম যায় নাই, শেষে পীড়াতে অক্ষম করিয়া ফেলিল। তিনি প্রথমকার লেখা দ্বারা তত বিখ্যাত হইতে পারেন নাই কিন্তু তাহাদ্বারা সংসারের অনেক সচ্ছলতা হইল। তাঁহার লেখা সরল এবং খুব্ জোরকলম ছিল, পরে যে ভাল লেখক হইবেন তাহার পরিচয় দিয়াছিল। আর একটী প্রশংসার বিষয় এই যে, সকলগুলিই প্রায় ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তিনি নিজে অনেক বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু আত্মোন্নতির একটী মহৎ উপায় গ্রহণ করিলেন। অন্য সকলকে শিক্ষা দিবার জন্য যে সকল বিষয় পুস্তকে প্রকাশ করিতেন আপনি শিক্ষার্থী হইয়া আগে সেই সকল বিষয় ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিতেন। এই রূপে ৫।৬ বৎসরের মধ্যে ৭।৮ খানি উত্তম পুস্তক লিখিলেন এবং কয়েকখণ্ড পুস্তিকাও* প্রচার করিলেন। এই সকল গুলিতে সামান্য লোকদের মঙ্গলের জন্য যে তাঁর কতদূর ইচ্ছা তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে 'পালেষ্টাইন দেশের জনশ্রুতি' এই বিষয়টি লিখিয়া তাঁহার মনের এক নূতন উন্নত ভাব হইল এবং এই সময় হইতে তাঁহার লেখারও উচ্চতর ও নূতনতর ভাবভঙ্গী প্রকাশ পাইতে লাগিল। ইহাতে তাঁহার যশ অনেকদূর ব্যাপ্ত হইল। বস্তুতঃ পুস্তকখানি যেমন ধর্ম্মরস পূর্ণ সেইরূপ কোমল ও মধুরভাবে লিখিত হইয়া সকলের মনোহর হইয়াছে। তিনি একেশ্বরবাদী খৃষ্টান† সম্প্রদায়ের দলস্থ ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ের মতে তিনি তি-

---

* চটী বই।

† ইহারা একঈশ্বর মানেন এবং যিশু খ্রীষ্টকে গুরু বলেন, পরমেশ্বরের অবতার বলেন না।

নটি পারিতোষিক রচনা লেখেন। (১) প্রাচীন ধর্ম্মোপদেশকেরা ধর্ম্মের ভাব কতদূর প্রচার করিয়াছেন, (২) ইস্রেল জাতির প্রতি ঈশ্বরের কিরূপ অনুগ্রহ, (৩) সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায় কোন্ কোন্ বিষয়ে একমত হয় এই তিনটি তাহার বিষয়। এগুলি লেখা সামান্য লেখাপড়ার কর্ম্ম নয়।

১৮৩০ ও ৩১ খৃষ্টাব্দে 'যৌবনের ৫ বৎসর' বলিয়া এক পুস্তক লেখেন এবং একখানি মাসিক পত্রিকাতে লেখার অনেক সাহায্য করেন। এই সময়ে 'বার্ত্তাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা' লিখিবার সঙ্কল্প হয় এবং পরে ক্রমাগত তিন বৎসর তাহাতেই ব্যয় করেন। এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার একটী কারণ হঠাৎ উপস্থিত হইল। এক দিবস মাসেট নাম্নী একটী স্ত্রীলোকের রচিত 'বার্ত্তাশাস্ত্র বিষয়ে কথোপকথন' এই পুস্তক খানি পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে যে সকল নূতন মত লিখিত হইয়াছে তিনি না জানিয়া শুনিয়া ইতিপূর্ব্বে আপনার অনেক পুস্তকে তাহার প্রসঙ্গ করিয়াছেন। তিনি দেখিলেন বার্ত্তাশাস্ত্রের মতের সহিত কল্পনা শক্তির বেশ যোগ করা যাইতে পারে এবং সেইরূপ করি ২৪টী গল্প লিখিয়াছেন। প্রথম পুস্তকখানি প্রচার করিতে তাঁহার অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এক সভার সভ্যগণের সাহায্য লইয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন কিন্তু সত্যের সহিত কল্পনার যোগ হইয়াছে ইহাতে উপকার হইবে না, ইহা বলিয়া তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একজন সাহসী ব্যক্তি প্রথম খণ্ডটী প্রচার করিলেন। ইহাতে সকল লোকেই যথেষ্ট সমাদর ও অনুরাগ প্রকাশ করিল। প্রতিমাসে তাহার এক এক খণ্ড পাইবার জন্য সকলেই প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যে পুস্তকের এরূপ অভাব ও গৌরববৃদ্ধি হইল যে বারম্বার তাহা মুদ্রিত করিতে হইল এবং নানা ভাষায় অনুবাদ হইতে লাগিল। গল্প সকলের মূল উদ্দেশ্য বজায় রাখিয়া এরূপ সুন্দর চরিত্র বর্ণন ও বিচিত্র ভাব সংযোজন করিয়াছেন যে, তাহা পাঠ করিতে সকলেরই মন আকৃষ্ট ও আমোদিত হয়। ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, যে তিনি এপ্রকার না লিখিলে বার্ত্তাশাস্ত্রের অতি প্রয়োজনীয় তত্ত্ব সকলও অনেকের নিকট অপ্রকাশিত থাকিত। এই বিষয়টী লিখিয়া কল্পনারচকদের মধ্যে তিনি একজন প্রধান বলিয়া গণ্য হন। এই সময়ে ট্যাক্স অর্থাৎ করগ্রহণ বিষয়ে ছয়টি এবং দরিদ্রের প্রতি নিয়ম বিষয়ে ৪টি গল্প লিখেন।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে হারিয়েট আমেরিকাতে যাত্রা করেন। তথায় তাঁহার লেখাদ্বারা তিনি পরিচিত ছি-

লেন, অনেক ব্যক্তির মনে তাঁর প্রতি ভক্তিও জন্মিয়াছিল। তথায় যতদিন ছিলেন তাহা সেই দেশের রীতিনীতি আদি পর্য্যবেক্ষণ করিতেই ক্ষেপণ করেন। পরে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে 'আমেরিকার জনসমাজ' বলিয়া একখানি পুস্তক প্রচার করিলেন। ইহাতে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌স রাজ্যের শাসন প্রণালী, গৃহকার্য্যের নিয়ম শৃঙ্খলা, সভ্যতা এবং ধর্ম্মের সমালোচনা করিয়াছেন। এক বৎসর পরে 'পশ্চিম ভ্রমণ পুনরালোচনা বলিয়া আর একখানি গ্রন্থ লিখিলেন, তাহাতে অনেক নূতন এবং বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে তত্ত্বানুসন্ধান বিষয়ে তাঁর যে কতদূর সুক্ষ্মদৃষ্টি ও প্রবেশিকা বুদ্ধি* তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। অনন্তর স্ত্রীলোকদিগের আচার ব্যবহার এবং গৃহকার্য্যের নানাবিধ সন্ধান উল্লেখ করিয়া কয়েকখানি পুস্তক, একটী মনোহর উপন্যাস এবং 'সময় ও মনুষ্য' এই বিষয়ে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় কিন্তু তথাপি বালকদের জন্য কয়েকটি সুন্দর গল্প রচনা করিয়া তুলিলেন। অবশেষে একান্ত রোগাক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে কিছু কালের জন্য লেখনীকে বিশ্রাম দিতে হইল।

* অর্থাৎ তলাইয়া বুঝিতে পারেন।

তাঁহার সদ্‌গুণের পুরস্কারের জন্য ইতিপূর্ব্বে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজমন্ত্রী লর্ড গ্রে রাজকোষ হইতে ১৫০০ টাকা তাঁহাকে বার্ষিক বৃত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, এক্ষণে লর্ড মেল্‌বোরন্‌ তাঁহার দুরবস্থায় দুঃখিত হইয়া তাহা লইবার জন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন, আমার হাজার কষ্ট হউক না কেন, আমি প্রকাশ্যে যে ট্যাক্‌স বা করের দোষ দর্শাইয়াছি তাহার উদ্বৃত্ত টাকা কখনই গ্রহণ করিতে পারি না। এই সময়ে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, লিখিবার শক্তিও অচল হইয়াছিল, সাংসারিক অসুখও অনেক ছিল; তথাপি তিনি আপনার ধর্ম্ম বজায় রাখিবার জন্য এরূপ সুলভ অর্থ গ্রাহ্যই করিলেন না। ইহা কি কম স্বাধীনতা, কম বীরত্বের কর্ম্ম? ইহা কি সামান্য ত্যাগ স্বীকার? এরূপ ধর্ম্মসাহসী মহিলা আমরা কোথায় দেখেতে পাই!

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।*

সরলতা।

আমরা আবশ্যক মতে আপন আপন মনের ভাব ব্যক্ত করিতে

* কোন ব্যক্তি তাঁহার পত্নীর প্রতি নীতি বিষয়ক কতকগুলি উপদেশ দেন! তদ্দ্বারা সাধারণের উপকারের সম্ভাবনা এই ভাবিয়া তাহার এক একটি করিয়া এই পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

পারিব, এজন্য ঈশ্বর আমাদিগকে বাকশক্তি এবং ভাব প্রকাশের অন্যান্য উপায় দিয়াছেন। তাহা একারণে নহে যে আমরা মিথ্যা কহিয়া বা মনের যথার্থ ভাবের বিপরীত ভাব প্রকাশ করিয়া কাহারও অপকার বা আপনার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি সাধন করিব। অতএব মনের যা যথার্থ ভাব, তাহার ব্যতিক্রম প্রকাশ করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা অবহেলা করা হয়। যাহার কথা ও মনের ভাব, বিশ্বাস ও আচরণ একই, তাহাকে সরল কহে। সরল ব্যক্তি সকলেরই প্রশংসনীয়, কারণ সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতেছে। আরও সরল ব্যক্তি সকলের প্রিয় হয় ও সর্ব্বদা মনের সুখে থাকে। তুমি সর্ব্বদা সরল থাকিবে। সরলতা-হীন কখন হইও না।

যাহার মনে এক প্রকার কথায় আর এক প্রকার ভাব, যাহার বিশ্বাস এক রূপ, আচরণ অন্যরূপ, তাহাকে কপট বা ভণ্ড কহে। কপটতা ঈশ্বর ও লোক উভয়ের নিকটেই ঘৃণিত। কেহ কেহ অন্তরে পাপে পূর্ণ হইয়া বাহিরে সাতিশয় ধার্ম্মিকতা প্রকাশ করে; তাহারা স্পষ্ট পাপী অপেক্ষা অধম। ঈশ্বর অন্তর দেখিয়া বিচার করেন। অতএব তুমি কখন কপটাচারী হইও না, মনে পাপ পূর্ণ কিন্তু বাহিরে বিলক্ষণ ধার্ম্মিক, দেখাইবে না। ঈশ্বর তোমার মন দেখিয়া শাস্তি দিবেন বরং কপটতার জন্য অধিকতর দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

অভ্যাস, ভয় লোভ এবং অহঙ্কারাদি কুপ্রবৃত্তির বশ হইয়া লোকে কপটাচারী হয়। কিন্তু কপটতা মাত্রই জঘন্য ও পরিত্যজ্য। মনে করিও না যে কোন কোন সময়ে তোমার কপট না হইলে চলে না। ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন যে, সে আপনার ভাব হয় যথার্থরূপ প্রকাশ করিবে, নয় একেবারে স্তব্ধ হইয়া থাকিবে, কিন্তু কপট ব্যবহার স্বভাববিরুদ্ধ।

যাহারা হিংসা বা কোন দুরভিসন্ধি সাধনার্থ কপটাচারী হয়, তাহাদিগকে খল কহে। খলেরা সর্পের ন্যায় দেখিতে সুন্দর, কিন্তু অন্তরে বিষময়। তুমিত নিজে খল হইবে না ও খলের সহিত সহবাসও করিবে না। বরং অন্যকে সাবধান করিয়া দিবে যেন খলের সহিত সহবাস না করে। স্পষ্ট শত্রু অপেক্ষা খল বন্ধু শত গুণে ভয়ানক।

অত্যন্ত পাপী হইয়াও যদি কোন ব্যক্তি সরল হয়, সে অতি শীঘ্রই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে, কারণ সরল না হইলে কোন উপদেশ কার্য্যকারক হয় না; অতএব সর্ব্বাগ্রে সরল হইতে শিখ। সরলতা কিছু বহু কষ্টসাধ্য নহে; বরং কপটতা অনেক চাতুরীর কর্ম্ম। যাহা যথার্থ

মনের ভাব, তাহা সহজেই প্রকাশ পাইবে তজ্জন্য আর আয়াস করিতে হয় না। বাল্যকাল হইতে সরল হও, নতুবা মহা অনিষ্ট হইবে। তুমি যদি সরল হইতে পার তাহা হইলে সহজেই অন্যান্য ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারিবে; নচেৎ পাপ হইতে মুক্ত হওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। সরলতা দুই প্রকার, সত্যকথন ও সত্য ব্যবহার।

১। সত্য কথন—সত্য কথা কহা যে লোকমাত্রেরই উচিত তাহা বলা বাহুল্য। তুমি কখনই মিথ্যা কহিও না। এমন কি উপহাস ছলেও মিথ্যা কহিবে না। কারণ তাহা হইলে কুঅভ্যাস জন্মিবে। যদি সকলেই তোমার উপর রাগ প্রকাশ করে, যদি সকলেই তোমাকে ভৎসনা করে, ভয় দেখায়, তথাপি সত্য কথা কহিতে ক্ষান্ত হইবে না। তুমি সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সত্যবাদী হইবে; ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন। তা বলিয়া নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কোন অপ্রিয় সত্য কহিয়া কাহারও মনে মিছামিছি কষ্ট দিবেনা। মিষ্ট কথা কহিবে, সত্য কথা কহিবে। সুতরাং বিশেষ প্রয়োজন না হইলে অপ্রিয় সত্য বাক্য কহিবে না। কিন্তু মিথ্যা সর্ব্বদাই পরিত্যজ্য। যদি একটী মিথ্যা কহিলে কোন এক ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয় বা আপনার প্রাণরক্ষা হয় তাহাও কহিবে না। যদি কোন একটী সত্য কহিতে গেলে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, এমন কি আপনার প্রাণ সংশয় হয়, তথাপি প্রয়োজন হইলে সত্য কহিতে ক্ষান্ত থাকিবে না।

যদি কোন দোষ কর, তাহা সরল ভাবে স্বীকার করিবে। যাহা কিছু করিবে বলিয়াছ, যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা অবশ্যই পালন করিবে। প্রতিজ্ঞা অবহেলা করা পাপ। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পালন না করে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না। তুমি এরূপ সত্য কহিতে অভ্যাস রাখিবে, যেন লোকে তোমার কথাকে কখন মিথ্যা বলিয়া সন্দেহ না করিতে পারে। অতএব প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে ভাল করিয়া বিবেচনা করিবে। শীঘ্র প্রতিজ্ঞা করিয়া ফেলিও না; পালন করিতে পারিবে কি না আগে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে। যাহা নিশ্চয় জান না এমন কথা কহিতে গেলে "বোধ হয়" এইরূপ কথা ব্যবহার করিবে, যাহাতে লোকে বুঝিতে পারে যে তুমি তাহা নিশ্চয় জান না।

শুদ্ধ বাক্যদ্বারাই যে মনের ভাব প্রকাশ হয় এমত নহে, আকার ইঙ্গিত দ্বারাও হইয়া থাকে। অতএব বাক্যদ্বারা যেরূপ মিথ্যা ভাব প্রকাশ হয়, ভাব ভঙ্গিতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। যথা, যদি তুমি একটী দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেল, আর যা

হার জিনিস সে তোমাকে সন্দেহ না করিয়া কহে, যে 'তুমি কখন এমন কর্ম্ম কর নাই' সে সময় তুমি যদি চুপ করিয়া থাক তাহা হইলে এই বুঝা যাইবে যে, তুমি যেন বলিতেছ যে তুমি নষ্ট কর নাই। তুমি মনে করিয়া রাখিতে পার যে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলে সত্য কহিবে; সুতরাং কিছুই জিজ্ঞাসা করে নাই বলিয়া তুমি নিস্তব্ধ রহিয়াছ তাহাতে পাপ কি? কিন্তু বাস্তবিক সে স্থলে তোমার মিথ্যা কথা কহা হইল। সুতরাং কথা দ্বারাই হউক বা ভাবভঙ্গির দ্বারাই হউক, অন্য লোকে যেন তোমার নিকট হইতে অযথার্থ বিশ্বাস না পায়। তুমি স্পষ্ট বল বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশ কর, লোকে তোমার নিকট সত্য জানিতে না পারিলে অনেক সময় তোমারই দোষ বলিতে হইবেক। অতএব স্পষ্ট করিয়া হউক বা অস্পষ্ট করিয়া হউক কখন মিথ্যা আচরণ করিও না।

২। সত্য ব্যবহার—তোমার মনের বিশ্বাস যেরূপ সেইরূপ কার্য্য করিবে। লোকের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত বা লোক ভয়ে স্বীয় দৃঢ়প্রত্যয় অনুসারে কার্য্য না করা কপটতা মাত্র। তুমি যাহা সত্য বলিয়া জান, তুমি যাহা বিশ্বাস কর, লোকের কথায় তাহা লুকাইয়া রাখিও না। সরলতা ধর্ম্মের প্রথম কার্য্য। কখন ধর্ম্ম বিষয়ে লোকের কাছে ভাণ করিবে না। আপনি যেরূপ, সকলের নিকটই সেই রূপ দেখাইবে। যাহাকে যেরূপ ভালবাস তাহার সহিত সেই রূপ ব্যবহার করিবে; যাহাকে যথার্থ সম্মান নাকর বা ভাল না বাস তাহার নিকট বলিয়া বেড়াইও না যে "আমি তোমার কথা শুনিয়া থাকি, তোমাকে ভাল বাসি।" ইহা বলিয়া আবার বাড়াবাড়ি করিও না, কাহাকেও বিরক্ত করিও না। সকল লোকের সহিত শিষ্টাচার করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তিকে তুমি যথাথ ভক্তি না কর; তাহার প্রতি কপট ভক্তি প্রকাশ করিও না। কিন্তু যাঁহারা গুরুলোক, তাঁহাদিগের প্রতি ভক্তি না থাকা পাপ। অতএব যদি কোন গুরুলোকের প্রতি তোমার ভক্তি না থাকে, তুমি সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে যাহাতে ভক্তি হয়।

সরল ব্যবহার বন্ধুতার মূল। সরলতা না থাকিলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পার,) যশ পাইতে পার, কিন্তু বন্ধুতা লাভ করিতে পার না। মনের বন্ধু মনের ভাব চায়, কেবল মুখের নহে। অতএব বন্ধুর নিকট কখনই কপটতা করিও না। যদি তাহার উপর তোমার কোন বিরাগ জন্মিয়া থাকে স্পষ্ট বলিয়া তাহার প্রতীকার চেষ্টা করিবে। বন্ধুও সরলভাবে ভৎসনা করিলে বিরক্ত

হইও না। সরল ব্যবহার করিতে গেলে অনেক সময়ে ভাল লাগিবে না বটে, কিন্তু তাহা না হইলে বন্ধুতা থাকে না। মাতা যেরূপ সন্তানের নিকট কপট স্নেহ প্রকাশ করেন না, কার্য্যে স্নেহ দেখান; সেইরূপ তুমি বন্ধুর নিকট মুখে কপট ভালবাসা দেখাইবে না; যথার্থ ভাল বাসিবার কার্য্য করিবে। বস্তুতঃ যেমন আপনার মনের ভাব, ঠিক সেইরূপটী অন্যের নিকট কি কথায় কি কার্য্যে প্রকাশ করিবে। উচিত বোধ হইলে চুপ করিয়া থাকিতে পার কিন্তু বিপরীত প্রকাশ কখনই করিবে না। এইরূপ আচরণ করিলে তুমি সরল হইবে।

ঈশ্বরের নিকটত কেহই কপটতা দ্বারা মনের ভাব গোপন করিতে পারে না, কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ; তথাপি পাপিলোকে তাঁহার নিকট সরল হয় না। তুমি পাপ করিলে তাঁর নিকট গোপন করিতে যাইও না। তাহা স্বীকার করিবে। যেমন সাধু লোকের নিকট কাতর হইয়া দোষ স্বীকার করিলে তিনি ক্ষমা করেন, সেইরূপ দুঃখের সহিত পাপ স্বীকার করিলে ঈশ্বরও পাপীকে ক্ষমা করেন। তুমি যদি কৃতপাপের জন্য সমুচিত দুঃখ প্রকাশ করিয়া আর সেরূপ পাপ করিবে না প্রতিজ্ঞা কর; তাহা হইলে সে পাপ হইতে রক্ষা পাইবে। কিন্তু শুদ্ধ মুখেতেই কিছু হইবেক না; সরল হইয়া দুঃখ ও প্রতিজ্ঞা করিতে চাই ও সর্ব্বদা সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য্য করিতে যত্নশীল হইতে হইবেক। অতএব প্রতি সন্ধ্যাকালে সমস্ত দিনে যে যে পাপ করিয়াছ তাহা একে একে মনে করিয়া সেই পাপের উপর যাহাতে ঘৃণা পড়ে, তাহার জন্য যাহাতে দুঃখ হয়, এরূপ করিবে; এবং ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিবে যেন আর সেরূপ না হয়। যখন হঠাৎ কোন পাপ করিয়া ফেলিবে তখনি 'কেন করিলাম' বলিয়া ক্ষোভ করিবে; এবং আর না হয় এমন প্রতিজ্ঞা করিবে; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে যে তিনি তোমাকে ক্ষমা করেন ও প্রতিজ্ঞা পালনার্থ বল দেন।

চিত্রবিদ্যা।

মহিলাগণ! তোমাদিগের শিল্প কার্য্যে যেরূপ নৈপুণ্য আছে, তাহা দেখিলে মনে বড় আহ্লাদ জন্মে যদি তোমরা সুশিক্ষা পাইতে, তবে

তোমরা বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিতে পারিতে। তোমরা শিক্ষা না পাইয়া যে সকল শিল্পকর্ম্ম করিতেছ, তাহাতে বোধ হয় শিক্ষা পাইলে সব কর্ম্ম তোমরা সুচারুরূপে করিতে পারিবে। তোমরা এক বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ আছ, চিত্রকর্ম্ম একেবারে জান না। তোমরা যে পীড়ি আলিপানা দিয়া থাক, তাহাকে যদি চিত্রকর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দাও, তবে সে বড় হাসিবার কথা হয়।

তোমাদের যেরূপ নৈপুণ্য আছে তাহাতে আমি নিশ্চিত বলিতে পারি চেষ্টা করিলে তোমরা সত্বরই ছবি আঁকিতে শিখিবে। চিত্র করা শিখিতে হইলে কেবল একটুক্ মনঃসংযোগ চাই, ঠাহরিয়া ঠাহরিয়া দেখিতে হয় কোন্ আঁকটি কোন্ দিক দিয়া কি ভাবে গিয়াছে, আর সেইটি চেষ্টা করিয়া হাতে আনিতে হয়। অবশ্য, প্রথম বারে তাহা হাতে আসিবে না, পাঁচবার সাতবার দশবার চেষ্টা করিতে করিতে অবিকল সেইরূপ হাতে আসিবেই আসিবে; কিন্তু যাবৎ ঠিক্ সেইরূপ হাতে না আসিবে, তাবৎ ছাড়া উচিত নয়। যাঁর মনঃস্থির নাই, যিনি ব্যস্ত মানুষ, যিনি মনে করেন হইলেই হয়,তিনি কখন ইহা শিখিতে পারিবেন না।

চিত্রকর্ম্ম বড় কুড়েমি কাজ, এতে ভারি ত্যক্ত হইতে হয়, কিন্তু শিখিতে পারিলে তেমনি আমোদ। যেমন ছবিটি দেখিলাম তেমনি আঁকিলাম, যেমন পাখীটি দেখিলাম তেমনি আঁকিলাম, এতে যে কত সুখ হয় তাহা আমি আর অধিক কি বলিব, আপন মনে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই হয়।

চিত্র করিতে প্রথমতঃ একখানি কাড্‌বোর্ড, বড় একখানি শ্লেট, অথবা পুরু পরিস্কার একটী কাগজ; আর একখানি চাক খড়ী একটি পাথুরে পেনশীল অথবা কাগুজে পেনশীল চাই। খড়ী অথবা পেনশীল সূঁচলো করিয়া লইতে হয়। সর্ব্ব প্রথমে এক টানে বড় বড় সোজা কসি আঁকিতে অভ্যাস কর। যখন দেখিবে হাত বেস বশ হইয়াছে, অনায়াসে যে মুখ ইচ্ছা, সেই মুখ সোজা কসি আঁকিতে পার, তখন তিনকোণা চারিকোণা এই সকল আঁক। ক্রমশঃ গোল আঁকিতে আরম্ভ কর।* যখন দেখিলে, দিব্য সুগোল আঁকিতে শিখিলে, তখন যে ছবিটি উপরে দেওয়া গিয়াছে, এইটি সম্মুখে রাখিয়া এইরূপ আঁকিতে চেষ্টা কর। প্রথম গ, চিহ্নিত লতাটি আঁক, যখন দেখিবে যে ওটি হইয়াছে, তখন খ, চিহ্নিত ফুল পাতাওয়ালা লতা-

* ১ম সংখ্যক পত্রিকার ৮ম পৃষ্ঠার ছবিটি দেখিলে কতক সাহায্য পাইবে।

টি আঁক। যখন সেটি শিখিবে, তখন ঐ লতাটির বোঁটাশুদ্ধ যে পাতাটি আছে, সেইটি আঁক। সর্ব্বশেষে ক, চিহ্নিত ডালশুদ্ধ গোলাবফুলটি আঁকিতে অভ্যাস কর। যখন তোমরা মনে করিবে অবিকল ঐরূপ আঁকিতে শিখিয়াছ, তখন বরং আমাদিগকে দেখিতে পাঠাইবে, আমরা তাহার যে দোষ গুণ হয়, তাহা লিখিয়া পাঠাইব।

ভূগোল।

পৃথিবীর পরিমাণ ও স্থিতির বিষয়।

পৃথিবী একটী কদমফুল বা কমলা লেবুর ন্যায় গোলাকার, প্রমাণ হইয়াছে; ইহা কত বড় এখন জানা আবশ্যক। একগাছা রজ্জু দ্বারা যদি পৃথিবীর চারিদিক্ বেষ্টন করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ প্রায় ১১,০০০ এগার হাজার ক্রোশ হয়; ইহাকে পৃথিবীর পরিধি বা বেড় কহে। আর মনে কর যদি পৃথিবীর একধারে একটি ছিদ্র করিয়া ঠিক মাঝখানদিয়া অপর ধার পর্য্যন্ত এক শলাকা বিদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে তাহার পরিমাণ প্রায় ৩,৫০০ সাড়ে তিন হাজার ক্রোশ হয়; ইহাকে পৃথিবীর ব্যাস কহে।

পৃথিবী কেমন করিয়া আছে? এবিষয়ে আমাদের পুরাণে একটি আশ্চর্য্য কল্পনা দেখা যায়; অবোধ লোকে তাতেই বিশ্বাস করিয়া থাকে! পুরাণে বলে বাসুকি বলিয়া এক সর্প সহস্র ফণাতে পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছে। কোথাও বলে যে, বাসুকির উপর কচ্ছপ, সেই কচ্ছপের উপর হস্তী এবং হস্তীর পৃষ্ঠে পৃথিবী আছে। কিন্তু এখানে কি জিজ্ঞাসা করা যায় না, যে সেই বাসুকি কিসের উপরে আছে? বাসুকির নীচে আর একটা, তার নীচে আর একটা, এইরূপ ক্রমাগত না থাকিলে আর চলে না। কিন্তু সবশেষে কে থাকিবে? অতএব পুরাণের কথায় কেমন করিয়া বিশ্বাস করা যায়? আর এখন ইংরাজ ও আর আর জাতি পৃথিবীর প্রায় সব দিক্ ভ্রমণ করিয়া আসিতেছে তাহারাত কোনদিকে কিছুই দেখিতে পায় না। ফলতঃ পৃথিবী কিছুরই উপর নাই, শূন্যে আছে; ইহার চারিদিকে আকাশ। একটি কদম ফুলের চারিধারে যেমন কেশর থাকে ইহার চারিধারে পর্ব্বত, সাগর, বৃক্ষ, পশুপক্ষী মনুষ্য, সকলেই রহিয়াছে। আর্য্যভট্ট প্রভৃতি এদেশের প্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিতেরাও ঠিক্ এইমত ব্যক্ত করিয়াছেন। আমরা দেখি-শূন্যে কোন বস্তু রাখিলে পৃথিবীর দিকে পড়িয়া যায়। তাহার কারণ এই যে পৃথিবীর একটি আকর্ষণ শক্তি আছে তাহাতে সকল বস্তুকে

টানিয়া লয়; যেমন চুম্বক পাথর লৌহকে আকর্ষণ করে। যদি আকর্ষণ না থাকে, সব বস্তু শূন্যে থাকিতে পারে। আমাদের বিপরীত বা উল্টা দিকে যে সব মানুষাদি আছে, আমরা বলি তাদের মাথা নীচের দিকে আছে তারা কেমন করিয়া থাকে? কিন্তু তারাও আমাদিগের প্রতি সেইরূপ বলিতে পারে। আমাদের যেমন, সেইরূপ তাদেরও মাথার দিকে আকাশ। সে দিক আমাদের মতে নীচে কিন্তু তারা উপর বলিয়া দেখিতে পায়। ফলতঃ পৃথিবীর সব দিকই একরূপ; ইহার নীচে উপর নাই। পৃথিবীর টানে যেমন আমরা আছি তারাও ঠিক সেইরূপ আছে, আকাশের দিকে কেহই পড়িয়া বা উঠিয়া যাইতে পারে না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

জল বহুরূপা।

শিশির।

জল বহুরূপী ধোঁয়া ও বাষ্প, মেঘ এবং বৃষ্টি হইয়াছে; শিশির কেমন করিয়া হয়, দেখা যাউক। শিশির কোথা হইতে আইসে? অনেকে মনে করিতে পারে স্বর্গ হইতে দেবতারা বুঝি বৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহা এই পৃথিবীর জলভিন্ন আর কিছুই নয়। সূর্য্যের তাপে জল বাষ্প হইয়া উঠে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে; আরও অনেক কারণে অল্প বা অধিক বাষ্প পৃথিবী হইতে সর্ব্বদাই উঠিতেছে। ইহার সমুদায় কিছু মেঘ হয় না; অনেক বাষ্প বাতাসের সঙ্গে একত্র হইয়া থাকে। সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের তাপ যত হ্রাস হয়, পৃথিবী এবং আর আর বস্তুর ভিতরের তাপ ততই বাহির হইতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে সে সকল শীতল হয়। বাতাস শীতল হইতে কিছু অধিক সময় লাগে। শীতল বস্তু সকলের সহিত বাতাসের সংযোগ হইলে ইহার মধ্যে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা জমিয়া গিয়া শিশির হয়। অনেকে দেখিয়াছেন একখানা শীতল কাচ বা আয়না একটা গরম ঘরে লইয়া গেলে অথবা তাহার উপর মুখের ভাপ দিলে তাহা ভিজিয়া উঠে; কেন না বাষ্প শীতল বস্তুর সহিত মিলিত হইলে জমিয়া জল হইয়া যায়। শিশিরও ঠিক এইরূপে হয়।

সকলেই জানেন যে, যে রাত্রিতে ঝড় হয় বা আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন থাকে সে রাত্রে অধিক শিশির হয় না। ইহার কারণ এই, বাতাস অধিক বহিলে বাষ্প সকল ছড়াইয়া পড়ে সুতরাং তাহা জমিতে পারে না। আর আকাশ মেঘে ঢাকা থাকিলে পৃথিবী হইতে যে তাপ বাহির হয়, তাহা বরাবর চলিয়া যাইতে পারে না; বরং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাকে গরম করি-

য়া রাখে, কাজে কাজেই বাষ্প জমিয়া শিশির কি প্রকারে হইবে? আকাশ পরিষ্কার থাকিলে পৃথিবীর তাপ বাহির হইয়া বরাবর চলিয়া যায়, তাহাতেই ইহা অধিক শীতল হইতে থাকে এবং বাষ্প সকল ভাল করিয়া জমিয়া শিশির অধিক পড়ে।

শিশির সকল বস্তুতে সমান পড়ে না। যে বস্তু হইতে তাপ যত শীঘ্র বাহির হয় এবং যাহা তপ্ত হইতে যত অধিক সময় লাগে, তাহাতে শিশির তত অধিক হয়। ধাতু সকল অপেক্ষা কাচ শীঘ্র ভিজিয়া উঠে। আবার কাচ অপেক্ষা সজীব তৃণলতাতে শিশির অধিক জমে। শিশির না পাইলে অনেক গাছপালা মরিয়া যায়, এজন্য ঈশ্বর তাহার আশ্চর্য্য উপায় করিয়া দিয়াছেন।

যে রাত্রি যত অধিক শীতল হয় শিশির তাহাতে অধিক পড়ে। যে সকল দ্রব্য গাছের তলায় বা কোনরূপে ঢাকা থাকে তাহার তাপ বাহির হইতে পারে না সুতরাং তাহাতে শিশিরও জমিতে পারে না।

পদ্য।

সন্ধ্যা।

মরি কি আইল ভাই মধুর সময়।
রবির কিরণে আর দেহ না দহয়॥
সূর্য্য গেছে অস্তাচলে রৌদ্র আর নাই।
ঝাউ গাছে বায়ু বহে করি সাঁই সাঁই॥
ভূতল শীতল হল শরীর জুড়ায়।
গাছে বসি পাখিগণ কিবা গান গায়॥
অই দেখ ফুলগাছে ফুটে কত ফুল।
মিষ্ট ভাসে চারি দিক্ করেছে আকুল॥
সকলেই সুখী এবে দুঃখ কারো নাই।
পরমপিতার কাজে মেতেছে সবাই॥
ঐ যে আমের ডাল নড়ে বায়ু ভরে।
দেখ দেখ তাঁরি পদে নমস্কার করে॥
গর্ত্তে থেকে ঝিঁঝি গণ করে ঝিঁঝিঁ রব।
দল বাধি করিতেছে ঈশ্বরের স্তব।
অচেতনে সচেতনে ধরিয়াছে তান।
করিতেছে একমনে বিভুগুণ গান।
কোন জীব কোন জন্তু বাঁকি নাহি রয়।
উচ্চৈঃসরে গায় সবে জগদীশ জয়॥
আর ভাই চেয়ে দেখ আকাশের পরে।
লক্ষ মুখে কত তারা তাঁর নাম করে॥
তাই বলি আমরাও মিলে এসো ভাই।
মন খুলে সমস্বরে তাঁর গুন গাই॥

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী সভাতে স্ত্রীলোকদিগের লেখা সমাদর পূর্ব্বক গৃহীত হইবে, এবং যোগ্য বোধ হইলে পত্রিকাতে প্রকাশ করা যাইবে। লেখিকাগণ সম্পাদকের নিকট স্ব স্ব নাম ধাম সম্বলিত পত্র প্রেরণ করিবেন।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা পরমানন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী গুপ্ত মহাশয়া প্রণীত এবং তৎস্বামী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত "হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা" নামে একখানি অভিনব পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী সংখ্যক পত্রিকায় এবিষয়ের সমালোচনা হইবে।

☞ এই বামাবোধিনী পত্রিকা কলিকাতা বামাবোধিনী সভা হইতে সংখ্যা ক্রমে প্রকাশিত হইবে। যাহারা ইহারা গ্রহণেচ্ছু হইবেন, কলিকাতা বাইর সীমুলিয়া রঘুনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীট ১৬ নং বাটীতে বামাবোধিনী সভার কার্য্যালয়ে তত্ত্বকরিলে পাইবেন। মফঃসল হইতে ডাক মাস্থল সমেত ইহার দ্বাদশ খণ্ডের মূল্য ১॥০ টাকা অগ্রিম পাঠাইলে পত্রিকা নিয়মিত রূপ পাঠান যাইবেক।

চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীকালীচরণ দাস দে দ্বারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।
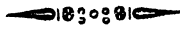
চিরদিন পরাধীন কারাবাসি-প্রায়,
একেতে অবলা হায় জ্ঞানহীনা তায়!
মানুষ হইয়া অন্ধ পশুমত রয়,
নারীর সমান দীন ভারতে কে হয়?

৩ সংখ্যা { কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য /০ আনা

বিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন।

জ্ঞানদা ও ছাত্রীগণ।

(ক্রমাগত।)

জ্ঞানদা। খগোল, ভূগোল, প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত, ইতিহাস ও জীবন চরিত এ কএকটি বিদ্যাতে জগৎ ও পৃথিবী এবং পৃথিবীর অচেতন, উদ্ভিদ্, ইতর প্রাণী ও মনুষ্যের স্থূল বিবরণ জানা যায়। কিন্তু যে বিদ্যা দ্বারা সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল জ্ঞাত হওয়া যায় তাহাকে বিজ্ঞান কহে। তাহা বিশেষ রূপে বলিতেছি।

বিজ্ঞান। এই জগতে যে অসংখ্য পদার্থ দেখিতেছি সে সকল কি রূপে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের কি রূপ সম্বন্ধ; জগতে যে অসংখ্য ঘটনা হইতেছে সে সকলের কারণ কি? এবং এক ঘটনার সহিত অন্য ঘটনার বা সম্বন্ধ কি? এ সকল বিজ্ঞান হইতে জানা যায়। ইহা অধ্যয়ন করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই ব্রহ্মাণ্ড একটি পরম সুন্দর যন্ত্র স্বরূপ, তাহার সকল স্থানেই নিয়ম শৃঙ্খলা এবং ঈশ্বর তাহার যন্ত্রী হইয়া আপনার অখণ্ড নিয়মে সকল স্থানে, সকল কালে, সমুদায় ঘটনার সংঘটন করিতেছেন। তাঁহার বিচিত্র শক্তি, আশ্চর্য্য কৌশল এবং অপার মঙ্গলভাব সর্ব্বত্র প্রকাশিত দেখা যায়। বিজ্ঞান শিক্ষা করিলে সকল কার্য্যের কারণ বুঝা যায় এবং ভ্রম ও কুসংস্কার সকল দূর হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে প্রগাঢ় আনন্দও লাভ হইতে থাকে।

এই বিজ্ঞান অতি বৃহৎ শাস্ত্র এবং তাহার অসংখ্য শাখা প্রশাখা। ইহাকে দুইটি প্রধান অংশে বিভাগ করা যায়;—১জড় বা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ; ২ মনোবিজ্ঞান।

১ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান। ইহা দ্বারা জড় বস্তু সকলের ও তাহাদের মধ্যে যে সকল কার্য্য চলিতেছে তাহার তত্ত্ব জানা যায়। ইহা আবার ৩টি ভাগে বিভক্ত।

(১) বাহ্য বিজ্ঞান—ইহা দ্বারা জড় বস্তু সকলের যে সকল কার্য্য কারণ বাহিরে প্রত্যক্ষ হয় তাহাই জানা যায়। কি রূপে জল হইতে বাস্প, মেঘ ও বৃষ্টি হয় ; কি রূপে জোয়ার ভাঁটা, ঝড় ও বজ্রপাত হয় ; কোন বস্তু শূন্যে রাখিলে কেন ভূমিতলে পতিত হয় ? জড় পদার্থ সকলের সাধারণ গুণ কি কি ? গতির নিয়ম কি ? এ সকল এই বিদ্যায় শিখা যায়। এই বিদ্যাবলে ইংরেজেরা কত কল প্রস্তুত করিতেছেন কলের গাড়ী, বেলুন, বাস্পীয় জাহাজ, বাস্পের আলো ও আর কত শত কাণ্ড করিতেছেন।

(২) রসায়ন বিদ্যা। এই জগতে যত প্রকার জড় বস্তু আছে তাহা কি কি মূল পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন—এক বস্তুর সহিত আর এক বস্তুর সংযোগ করিলে কি রূপ নুতন প্রকার গুণ ও কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা এই বিদ্যায় জানা যায়। চুর্ণে ও হরিদ্রাতে একত্র কর এক নুতন পাটিলবর্ণ দেখিবে। দুগ্ধে এক বিন্দু গোমূত্র বা অম্লরস মিশাও কেমন বিকার দেখিতে পাইবে। এই রূপ দুইটি বায়ু একত্র করিয়া জল তৈয়ার করা যায়। একখানি ছিন্ন বস্ত্র হইতে চিনি বাহির করা যায়। আমরা যে বেদের বাজী দেখিয়া আশ্চর্য্য হই, রসায়ন বিদ্যা জানিলে তাহা অতি সামান্য বোধ হয় এবং তাহা অপেক্ষা কত অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

(৩) শারীর বিজ্ঞান। বৃক্ষ ও জন্তুদিগের শরীর আছে। অস্থি, মাংস, শিরা, রক্ত ইত্যাদি দ্বারা শরীর কি রূপে নির্ম্মাণ হইয়াছে ; কেমন করিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত চালনা, আহার পরিপাক ইত্যাদি কার্য্য হয় ; কেমন করিয়া দর্শন শ্রবণাদি জ্ঞান জন্মে ; কেমন করিয়া গর্ভের সঞ্চার হয় এবং গর্ভাবস্থায় সন্তান কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে রক্ষা পায়, শারীর বিজ্ঞান দ্বারা এসকল জানাযায়। কিরূপে থাকিলে শরীর সুস্থথাকে এবং কি রূপে অসুস্থ হয় ; রোগ হইলে কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য ইহাও জানাযায়। এবিদ্যা না জানিলে কেহ চিকিৎসক হইতে পারে না। স্ত্রীলোকদের পক্ষে ইহার কিছু কিছু জানা বিশেষ আবশ্যক। পরিবারকে সুস্থ রাখিবার জন্য গৃহাদি কিরূপে পরিষ্কার রাখিতে হয় ; কিরূপ দ্রব্য ভক্ষণে উপকার

হয়; গর্ভাবস্থায় কিরূপ নিয়মে থাকা উচিত; প্রসবের পর কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য এবং সন্তান সন্ততিকে কিরূপে পালন করিতে হয়, এ সকল না জানাতে অনেক পরিবারে অনেক অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে।

২—মনো বিজ্ঞান। জড় বস্তু ভিন্ন সকলকে জ্ঞান পদার্থ বা মন বলা যায়। জড় জগৎ যত বৃহৎ, মনো জগৎ তদপেক্ষাও বৃহত্তর। মনুষ্যে ইহার আরম্ভ কিন্তু সেই অনন্ত ঈশ্বরে ইহার শেষ। সুতরাং অনন্তকাল শিক্ষা করিলেও ইহার শেষ হয় না। এ বিষয়ের ৩টি বিদ্যা আছে।

(১) মনো বিদ্যা। এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বলিয়াছেন "পৃথিবীর মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের মধ্যে মন শ্রেষ্ঠ"। বস্তুতঃ সমুদায় জড় জগৎ হইতে মন অসংখ্য গুণে উৎকৃষ্ট। এই মন না থাকিলে বিশ্বের কোন শোভা শৃঙ্খলা দেখিতে পাইতাম না— কোন বিদ্যারই সৃষ্টি হইত না। এই মন জড় হইতে কিসে বিভিন্ন? ইহাতে কত প্রকার ভাব, চিন্তা ও ইচ্ছা আছে? সেই সকলের সহিত বাহ্য জগতের কি রূপ সম্বন্ধ? মানসিক ক্রিয়া সকল কি রূপ নিয়মে সম্পন্ন হয়? মনো বিদ্যা দ্বারা এ সকল জানা যায়। ইহা ভাল করিয়া জানিলে আপনার মন বশ করিয়া তাহার উন্নতি সাধন করা যায় এবং অন্য লোকদিগের মনও আপনার আয়ত্ত করা যায়। আমরা যে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে চাই তাহাতে মনকে চালনা না করিলে হয় না সুতরাং মনের তত্ত্ব যত জানা যাইবে আমাদের সকল প্রকার জ্ঞানও ক্ষমতারও ততবৃদ্ধি হইবে।

(২) ধর্ম্মনীতি। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে এমন একটি বোধ দিয়াছেন যে তাহার দ্বারা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, ন্যায় অন্যায় সহজে বুঝিতে পারি এবং এমন একটি কর্ত্তৃত্ব শক্তি দিয়াছেন যে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই আপন ইচ্ছায় অবলম্বন করিতে পারি। এই কর্ত্তব্য সাধনই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন এবং তাহাই আমাদের জীবনের সার কার্য্য। তাহা না করিলে পশুতে ও মনুষ্যে অতি অল্প প্রভেদ থাকে। এই কর্ত্তব্য কত প্রকার? কাহার প্রতি কি রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য সাধনের কিরূপ পুরস্কার এবং লঙ্ঘনের বা কিরূপ দণ্ড? এ সমুদায় ধর্ম্মনীতি হইতে শিক্ষা করা যায়। আমাদের দেশের বিদ্যালয় সকলে যে রূপ অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়, ধর্ম্মনীতি সে রূপ শিক্ষা প্রদান না হওয়াতে যে কত কুফল ফলিতেছে তাহা সকলেরই বিদিত আছে। স্ত্রীলোকেরাও ইহার উপদেশ না পাওয়াতে পতি শ্বশুর পুত্র কন্যা ও দাস দাসী আদির প্রতি অনেক স্থলে বিপরীত ব্যবহার করেন। সকল লোকে ধর্ম্ম-

নীতি অনুসারে চলিলে মিথ্যা প্রবঞ্চনা, চৌর্য্য হিংসা, বিবাদ কলহ সকলই বিলুপ্ত হয় এবং এই পৃথিবী স্বর্গ লোক হয়।

(৩) পরমার্থ বিদ্যা। ঈশ্বর এবং ধর্ম্মের ভাব আমাদের অন্তরেই আছে তাহা উজ্জ্বল করিবার জন্য শিক্ষার আবশ্যক। ঈশ্বর কি পদার্থ, তাঁহার সহিত জড় জগৎ ও আত্মার কি রূপ সম্বন্ধ, কি রূপে তাঁহার উপাসনা করা যায়, পাপ পুণ্য ও তাহার দণ্ড পুরস্কার কি? পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি রূপে হয়? পরকালে আত্মার গতি কি হইবে? মুক্তি কি? এবং কি রূপে জীবনকে ঈশ্বরের পথে রাখিয়া তাঁহার সহবাসে আত্মাকে কৃতার্থ ও অনন্ত শান্তি সুখ লাভ করা যায়? এই সকল সার তত্ত্ব পরমার্থ বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে জানা যায়। যিনি এক মাত্র পরম সত্য বস্তু, তাঁহাকে জানা অপেক্ষা মনুষ্যের শ্রেষ্ঠতর অধিকার আর কি আছে? যে মনুষ্য পবিত্র হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত এই বিদ্যা শিক্ষা করেন তাঁহারই জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান, তাঁহার জীবন মধুময় হয়, তাঁহার সুখের সহিত আর কাহারও সুখের তুলনা হয় না।

—০:০—

কুমারী হারিয়েট্ মার্টিনো।

(২য় সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)।

১৮৩৯ হইতে ৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হারিয়েট, পীড়িতাবস্থায় ছিলেন। শেষোক্ত বর্ষে 'পীড়াগৃহে বাস' বলিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিলেন। শয্যাস্থ হইয়াও গভীর চিন্তা ও জ্ঞানোন্নতি সাধনে যে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, ইহাতে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। পীড়া হইতে তাঁহার আরোগ্য লাভের আর কোন আশা ছিল না কিন্তু মেস্মর তন্ত্রের* আশ্চর্য্য চিকিৎসা কৌশলে তাঁহার কায়িক ও মানসিক বলের পুনরুদয় হইল। দুই খণ্ড উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়া সত্বর ইহার প্রমাণও প্রদর্শন করিলেন।

ইতি পূর্ব্বে পশ্চিম খণ্ডে ভ্রমণ করিয়াছেন, এক্ষণে (১৮৪৬ খৃঃ) তাঁহার ভ্রাতা ও কয়েকটি আত্মীয় ব্যক্তির সমভিব্যাহারে পূর্ব্ব দেশ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। দুই বৎসর পরেই 'পূর্ব্ব দেশীয় লোকদিগের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা' বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিলেন। ইংলণ্ডদেশের কিয়দংশ ইতিহাস লিখিয়া ইতিহাস লেখক বলিয়াও পরিচিত হইলেন। ইহার কিছু দিন পরে 'মনুষ্যের সামাজিক স্বভাব ও উন্নতির নিয়ম' এ বিষয়ে সংখ্যা ক্রমে কতগুলি পত্রিকা লিখিয়া গ্রন্থবদ্ধ করত প্রকাশ করিলেন। তিনি ফরাশী

* এক প্রকার কৌশলের কথা শুনা যায় তাহাতে অঙ্গুলি সঙ্কেত এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা অন্য লোককে অচেতন এবং তাহার মন আপনার অধীন করা যায়। ইহার বিবরণ আমরা সময় ক্রমে লিখিতে চেষ্টা করিব।

দেশীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কংটের 'পসিটিব ফিলসফি' অর্থাৎ প্রকৃত বিজ্ঞান গ্রন্থটি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট প্রশংসা ভাজন হইয়াছেন। তাঁহার জীবন চরিতে এই খানি তাঁহার শেষ গ্রন্থ দেখা যায় কিন্তু অদ্যাপিও মধ্যে মধ্যে পুস্তক প্রচার করিতে তিনি ক্ষান্ত হন নাই। ইহাঁর লেখা গুলি অতি সরল ও ভাব পূর্ণ। দরিদ্র লোক, বালক ও স্ত্রী জাতির উপকারার্থে তাহার অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে। ইহাঁর পুস্তক সকল দ্বারা জন সাধারণের যে রূপ অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে, তৎ সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ড দেশের সাহিত্যেরও অনেক শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে।

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যালোচনায় থাকিলে সাংসারিক কাজকর্ম্মে অক্ষম হয় এই সাধারণ ভ্রমটি তিনি দূর করিয়াছেন। তিনি নিজে এক খণ্ড ভূমি লইয়া কৃষি কার্য্যের সুযোগ সন্ধান শিখিয়া আপনার বুদ্ধি কৌশলে তাহা এমত ফলশস্যশালী করিয়াছিলেন যে তদ্দর্শনে প্রতিবাসী কৃষকগণ আশ্চর্য্যান্বিত ও তাঁহার প্রতি দারুণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিল। ঘর সংসারের নিগূঢ়সন্ধানেও যে তিনি অজ্ঞ নহেন তাঁহার পুস্তক সকল দেখিলেই তাহা জানাযায়।

হারিয়েট যদিও এক্ষণে বৃদ্ধ ও বধির, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে থাকিলে যথেষ্ট প্রীতি ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি সকল বিষয়ের বহুদর্শী এবং উপকথার ভাণ্ডার স্বরূপ। সময় সময় তাঁহার বুদ্ধি চাতুর্য্য ও কল্পনার প্রভাব দেখিলে আশ্চর্য্য মানিতে হয়। তাঁহার স্বভাব অতি সরল ও সাধু। সাধ্যমত সকলের প্রতি দয়া বাৎসল্য প্রকাশ করিতে তিনি কখনই ত্রুটি করেন না।

এই স্ত্রীলোকটির জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা অনেক গুলি উপদেশ পাইতে পারি। ১-যত্ন ও চেষ্টা থাকিলে যত কেন বাহ্য প্রতিবন্ধক থাকুক না তাহা অতিক্রম করিয়া বিদ্যা শিক্ষা ও আত্মোন্নতি সাধন করা যায়। ২-পুরুষদের মত স্ত্রীলোকেরাও অশেষ বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারেন। ৩-বিদ্যা শিক্ষা করিলে পুস্তক রচনা দ্বারা স্ত্রীলোকেরা গৃহে বসিয়া অনায়াসে ধনোপার্জন করিতে পারেন। ৪-ইহা দ্বারা অপর সাধারণ সকলের মঙ্গল সাধনও করিতে পারেন। ৫-বিদ্যা দ্বারা সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সুশৃঙ্খল রূপে সম্পাদন করা যায়। ৬-বিদ্যার খ্যাতি স্বদেশ বিদেশ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয় এবং ইহার কীর্ত্তি চিরস্থায়ী থাকে। ৭-প্রত্যেক অবস্থা হইতেই আত্মোন্নতি সাধন করা যায় এবং ভুক্তভোগী হইয়া অন্য লোকের উপকার করা যায়। ৮-ধনলোভ বা লোকের অনুরোধে দারুণ দুঃখে পড়িয়াও আপনার বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করিবেক

না, এইরূপ স্থলেই আত্মার যথার্থ মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

—•—

জল-বহুরূপী।

কোয়াসা শীল ও বরফ।

কোয়াসা এক প্রকার মেঘই বলিলে হয়। বিশেষ এই, ইহা পৃথিবীর নিকটে থাকে—মেঘ দূরে দেখা যায়। উভয়েই বাস্প ঘন হইয়া হয়। বায়ুর সহিত জলীয় কণা সকল মিশিয়া থাকে শীত অধিক হইলে—উষ্ণ এবং শীতল এই বিভিন্ন প্রকার বায়ু একত্র হইয়া কোয়াসা জন্মায়। আমাদের দেশে শীতকালেই কোয়াসা হয়, শীতল প্রদেশ এবং সমুদ্রাদির উপর ইহা প্রায় সকল সময়ে দেখা যায়। কোয়াসাতে আম্রাদি বৃক্ষের মুকুল হয় এবং এমন কোন কোন দেশ আছে সেখানে বৃষ্টি হয় না কিন্তু গাঢ় কুজ্ঝটিকা * হইয়া ভূমি সকল সরস ও বৃক্ষাদির অনেক উপকার করে।

শীল কি রূপে তৈয়ার হয় এখনও নিশ্চয় হয় নাই। কিন্তু এটি এক প্রকার ঠিক, যে মেঘ সকল যখন বৃষ্টির ফোঁটা হইতে আরম্ভ হয়, হঠাৎ তাহাতে শীতল বাতাসের হলকা বহিলে শীল জমাইয়া ফেলে। শীলের আকার গোল বা ডিম্বের মত কিন্তু অনেক সময় অনেক প্রকার হয়। আকাশের উপরিভাগে শীলের আকার অতি ক্ষুদ্র থাকে কিন্তু যেমন নামিতে থাকে নিকটের বাস্পরাশি সঙ্গে সঙ্গে জমাট করিয়া বৃহৎ হয়। শীল বৃষ্টি হইয়া অনেক সময় বৃক্ষ আদির অনেক অনিষ্ট করে কিন্তু ইহা দ্বারা জগতের কোন না কোন প্রয়োজন ও মঙ্গল সাধন হয় সন্দেহ নাই।

বরফ বা হিমশীলা। জল শীতল হইয়া ক্রমে জমিয়া যায় এবং তাহাতে বরফ হয়। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্ত অত্যন্ত শীতল, সেখানকার সমুদ্র পর্ব্বতাকার বরফ রাশিতে আচ্ছন্ন থাকে। হিম-প্রধান ইংলণ্ড এবং আর আর দেশে শীতকালে বাস্প সকল মেঘ রূপ না ধরিয়া এক কালে বরফ হয় এবং তাহাই ভয়ানক রূপে বৃষ্টি হইয়া পথ ঘাট ছাদ জলাশয় এককালে ছাইয়া ফেলে। আমাদের দেশ অনেক উষ্ণ, এ জন্য এখানে তেমন বরফ দেখা যায় না কিন্তু জল জমাইয়া তাহা এক প্রকার তৈয়ার করা যায়। হিমালয় পর্ব্বত অত্যন্ত শীতল—বরফ সেখানে রাশি প্রমাণ হইয়া আছে। বরফ অতি শুভ্র এবং লঘু অর্থাৎ হালকা। সমুদ্র সকলের উপরিভাগে ইহা ছাদের ন্যায় ভাসিতে থাকে, জল-জন্তুগণ তাহার নিম্নে সুখে বিচরণ করে এবং শীত হইতে অনেক পরিত্রাণ পায়। বরফে অনেক বৃক্ষাদির মূল ও মুকুল সকল শীতের হস্ত হইতে রক্ষা করে—অনেক জল-

* কোয়াসা।

শূন্য স্থান উর্ব্বরা করিয়া দেয় এবং চক্র হীন গাড়ী চালাইবার জন্য সুন্দর পথ প্রস্তুত করে। বরফ জলের উপর ভাসিয়া থাকে এবং তাহার উপর দিয়া সচ্ছন্দে যাতায়াত করা যায়।

যে জলকে আমরা সামান্য বোধ করি তাহা কখন বাষ্প, কখন মেঘ, কখন শিশির, কখন কুজ্ঝটিকা, কখন শীল এবং কখন বরফ এই রূপে বহুরূপী সাজিয়া কখন পৃথিবীতে, কখন আকাশে, কখন সমুদ্রে কত স্থানে কত কাণ্ড করিতেছে—এক এক আকারে কত বিশেষ বিশেষ উপকার করিতেছে। যিনি এক পদার্থ হইতে এই বহুরূপ উৎপাদন করিতেছেন কি বিচিত্র তাঁহার শক্তি! জগতের অসংখ্য পদার্থকে অসংখ্য রূপে রাখিয়া তিনি যে ইহার মঙ্গলের জন্য কত উপায় বিধান করিতেছেন তাহা আমরা সহজ চক্ষে দেখিতে পাই না। বিজ্ঞান যত শিক্ষা করা যায়, তাঁহার মহিমা কৌশল দেখিয়া মন ততই আশ্চর্য্য ও ভক্তি রসে আর্দ্র হয়।

—০ঃ০—

ভুগোল।

পৃথিবীর গতি।

পৃথিবী গোলাকার ও শূন্যে আছে ইহার কোন দিকে কিছু ঠেকা নাই। কিন্তু ইহা কি এক স্থানে স্থির হইয়া আছে? আমাদের এই রূপ বোধ হয় বটে কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। আমরা দেখি প্রতি দিন সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিমে যাইতেছে, আবার অন্য দিক্ দিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে তাহাতেই দিবা রাত্রি হয় সেটিও আমাদের দেখিবার ভুল। সূর্য্য এক স্থানে আছে, পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে আপনা আপনি ঘুরিতেছে তাহাতেই দিবা-রাত্রি হইতেছে। যেমন একটা প্রদীপের সম্মুখে একটা গোল বস্তু ধরিলে তাহার একদিকে আলোক পড়ে, অন্য দিকে অন্ধকার। আবার ঘুরাইয়া দিলে আলোকের দিক্ অন্ধকারময় এবং অন্ধকারের দিক্ আলোকময় হয়। সেইরূপ পৃথিবীর যে ভাগ যখন সূর্য্যের দিকে ফিরে তাহাতে তখন আলোক পড়িয়া দিবা হয়; অন্য দিকে রাত্রি হয়।

আমরা পৃথিবীকে স্থির থাকিতে আর সূর্য্যকে যে ঘুরিতে দেখি এ কিছু আশ্চর্য্য নয়। এক খান গাড়ী কিম্বা নৌকাতে চড়িয়া যখন দ্রুত বেগে চলা যায়, তখন বোধ হয় গাড়ী বা নৌকা যেন স্থির আছে--আর উভয় পার্শ্বের বৃক্ষ ও গৃহাদি উলটা দিকে চলিয়া যাইতেছে। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব দিকে দ্রুত বেগে ভ্রমণ করিতেছে ইহাতেই বোধ হয় যেন সূর্য্য উলটা দিকে অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে গমন করিতেছে। পৃথিবীর তুলনায়, আমরা রেণুর ন্যায় ক্ষুদ্র, এজন্য ইহার চলাতে আমা-

দের চলা বোধ হয় না। একটা বৃহৎ জালার উপর একটি পিপীলিকা রাখিয়া ঘুরাইলে বোধ হয় সে কিছুই টের. পায় না।

পৃথিবীর দুই প্রকার গতি—আহ্নিক ও বার্ষিক। একটা ভঁণটা উপর দিকে ছুড়িলে অথবা একটা চাকা গড়াইয়া দিলে যেমন তাহা এক গতিতে আপনা আপনি ঘুরে, আর এক গতিতে দূরে যায়। পৃথিবী আহ্নিক গতিতে ২৪ ঘণ্টায় এক বার আপনাপনি ঘুরে ইহাতে দিবা রাত্রি হয়। বার্ষিক গতিতে ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড ৩১ পলে ইহা একবার সূর্য্যের চারিদিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে তাহাতে বৎসর হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত যে ছয় ঋতু হয় এই পৃথিবীর গতিই তাহার কারণ।

—০ঃ০—

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

"হিন্দুমহিলাগণের হীনাবস্থা।"

উপরে যে পুস্তক খানির নাম উল্লেখ করা গেল তাহা কৈলাসবাসিনী নাম্নী এদেশীয় একটি স্ত্রী লোকের রচিত। বঙ্গীয় অবলাগণ একটু একটু লেখা পড়ায় প্রবৃত্ত হন তাহা হইলেই আমরা যথেষ্ট মনে করি; এখন তাঁহাদের মধ্য হইতে গ্রন্থ প্রচার দেখিলে কোন্ হিতৈষি ব্যক্তির মনে না আশ্চর্য্য ও আনন্দের সঞ্চার হয়? বস্তুতঃ বামাগণের বিদ্যোন্নতি দর্শনে যদি কাহারও আহ্লাদ হয়, বামাবোধিনীর যে কত দূর হইবে বলিয়া জানাইবার নয়। যে মহিলার লেখনী হইতে এরূপ সুন্দর রচনা বাহির হইতে পারে, তিনি যে অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন বামাকুলের মধ্যে একটি রত্ন-স্বরূপ, তাহার আর সন্দেহ নাই।

এই স্ত্রীলোকটি কিরূপে এপ্রকার বিদ্যাবতী হইলেন তাহা তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকাতেই প্রকাশ করিয়াছেন ইহা দ্বারা অন্যান্য স্ত্রীলোক যথেষ্ট উপকার লাভ করিতে পারেন। তিনি আত্ম পরিচয় দান স্থলে লিখিয়াছেন;—"আমি বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে একটি বর্ণও শিক্ষা করি নাই এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার অভিলাষও ছিল না। অধিক কি কহিব কেহ নারীগণের বিদ্যা বিষয়ক কোন কথা উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাম এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে অচিরাৎ বিধবা হয়, প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন বাক্যটী অতি যত্ন সহকারে হৃদয় ভাণ্ডারে ধারণ করিতাম। আমার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় আমাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন কিন্তু আমি * * কোন মতেই তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতাম না, কিন্তু তিনি তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে চেষ্টিত হইলেন।

পরে আমি অগত্যা তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম। * *

"১৭৭১ শকের শ্রাবণ মাসে বর্ণমালার প্রথম ভাগের উপদেশ দেন; আমি সেই অবধি গোপন ভাবে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিতাম, এবং গুরুজন ভয়ে ভীত হইয়া পাঠ্য পুস্তকাদি সমুদায় নিক্ষেপ করিয়া শিক্ষকের প্রতি বড় বিরক্ত হইতাম, কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই আমাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইতে দিতেন না। সুতরাং আমি উভয় অনুরোধ রক্ষা করিবার মানসে, দিবা ভাগে সাংসারিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া সায়ংকালীন অবকাশ পাইয়া যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতাম।"

গ্রন্থ রচয়িত্রী দ্বাদশবৎসর বয়ঃক্রমের পর স্বামীর নিকট অক্ষর পরিচয় হইয়া, স্বয়ং বাঙ্গলা সমুদায় গ্রন্থ পাঠ করত অল্পদিনের মধ্যে এই রূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন; ইহা সামান্য প্রশংসার বিষয় নয়। তাঁহার পুস্তকের রচনা প্রণালী, শব্দ বিন্যাস এবং ভাষার পারিপাট্য দর্শন করিলে তাহা এক জন কৃতবিদ্য ব্যক্তির লেখা বলিয়াই বোধ হয়। পুস্তক খানির উপর এক্ষণে আমার দিগের মত ব্যক্ত করিব। এতদ্দেশের স্ত্রীলোক গণ কিরূপ দুরবস্থায় আছে তাহা বর্ণনা করাই ইহার উদ্দেশ্য। স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিয়া আপনার দিগের দুর্দ্দশা বুঝিতে প্রারম্ভ এবং তাহা নিবারণ জন্য লেখনী ধারণ করেন ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের শ্রেষ্ঠ কার্য্য আর কি আছে? গ্রন্থ রচয়িত্রী প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের জন্ম বিষয়ে এদেশের যেরূপ কুসংস্কার ও পক্ষপাত তাহা বর্ণন করিয়াছেন। তৎপরে বাল্যকালে পিতা মাতা তাহাদিগকে কোন শিক্ষা দেন না-পশুর ন্যায় পালন করেন; তাহারাও খেলা ও নানা প্রকার ভ্রান্তিমূলক ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া মিছামিছি সময় কাটায়, দেখাইয়াছেন। অনন্তর কৌলিন্য প্রথা উল্লেখ করিয়া তাহার সবিশেষ বিবরণ এবং তাহাহইতে কুলীন কন্যাগণের যত ভয়ঙ্কর পাপ ও অনিষ্ট হয় তাহা অনেক দৃষ্টান্তের সহিত অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন; এখানে কোন কোনস্থলে দোষ উল্লেখ সময়ে একটু অধিক স্পষ্ট হওয়াতে স্ত্রীস্বভাবের বিরুদ্ধ বোধ হয়। যাহাহউক এবিষয়ে এতাদৃশ অনুসন্ধানযুক্ত লেখা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। জাতিভেদ বিষয়ে লেখাটি কিছু অসংলগ্ন হইয়াছে। বাল্যবিবাহ যে অশেষ দোষাকর তাহা বিলক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপরে অবলা গণের শ্বশুরালয়ে যেরূপ দুরবস্থাঃ—শ্বশ্রূগণের তাড়না, ননন্দৃগণের ঈর্ষ্যাদৃষ্টি, পতির প্রণয়াভাব, এবং পাচিকা ও পরিচারিকার কার্য্যে কালক্ষয় এবং যাতৃগণের অনৈক্য এ সকল যথার্থরূপেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু

অনেক গৃহিণী বধূ শ্বশ্রু আদিকে যেরূপ দুরবস্থায় রাখেন তাহারও কিছু উল্লেখ করিলে ভাল হইত। আমাদের দেশের ধনাঢ্য স্ত্রীলোকেরা সকল সুবিধা থাকিতেও যে বৃথা তাস পাশা খেলায় অনুরাগী ও বিদ্যা শিক্ষায় অমনোযোগী, ইহা তাহাদের একটি মহৎ দোষ সন্দেহ নাই। দাম্পত্য অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষে প্রণয় যে এদেশে অত্যন্ত বিরল এবং তজ্জন্য পরিবারের মধ্যে প্রধান সুখের অনাটন তাহাও যথার্থ। স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে আপত্তি সকল খণ্ডন করা হইয়াছে। অঙ্গনাগণের স্বাধীনতা বিষয়ে যে রূপ লেখা হইয়াছে তাহার কতক যুক্তি সঙ্গত। কিন্তু শুদ্ধ যেখানে ইচ্ছা সেখানে বেড়াইলেই স্বাধীনতা হয় না—সে স্বেচ্ছাচার; তাহা অবশ্য দূষ্য। স্ত্রীলোকেরা যদি আপনাদের কর্ত্তব্য বুঝিয়া তাহা ন্যায়মত সাধন করিতে গিয়া বাধা না পান তাহা হইলেই তাঁহাদের স্বাধীনতা—ইহা কেন না তাঁহারা পাইবেন? পরিশেষে হৃদয় বিদারক বৈধব্য যন্ত্রণা বর্ণনার সহিত প্রস্তাব সমাপন হইয়াছে।

এই পুস্তকখানি হিন্দু স্ত্রীলোকগণের হীনাবস্থার একটি চিত্র স্বরূপ হইয়াছে। ইহা স্ত্রীলোক এবং বামা হিতাকাঙ্ক্ষী প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক বার অধ্যয়ন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু শুদ্ধ দৃষ্টিপাত করিলে কি হইবে? লেখার ভালমন্দ বিচার করিলেই বা কি হইবে? ইহা অপেক্ষা কি আমাদের অধিক কর্ত্তব্য নাই? মহিলাগণের এই হীনাবস্থা কিসে অপনীত হইতে পারে এ জন্য সকলেরই সাধ্যমত চেষ্টা করা উচিত। স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা হিন্দুসমাজের অশেষ দুর্গতির কারণ, কোন্ বিবেচক ব্যক্তি না স্বীকার করিবেন? গ্রন্থ রচয়িত্রী স্বজাতির দুরবস্থা বর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ হিতৈষি মহাত্মাগণের নিকট বারম্বার কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যেন অরণ্যে রোদন না হয়।

বামাগণের জ্ঞানোন্নতি সাধন তাহাদের হীনাবস্থা উচ্ছেদের যে এক প্রধান উপায় তাহার সন্দেহ নাই। অসাড় শরীরে সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হইলেও কিছুই বোধ হয় না কিন্তু চেতন হইলে কে আর স্থির থাকিতে পারে? আমাদিগের দেশে এক্ষণে অধিকাংশ পিতা মাতা যে রূপ কুসংস্কার পরায়ণ এবং কন্যাগণের যে রূপ অল্পবয়সে বিবাহ হয়, তাহাতে তাহাদিগের শিক্ষার সম্পূর্ণ ভার স্বামীদিগের হস্তেই। স্বামীরা এই বিষয়ে অবহেলা করিলে কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন। শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় আমাদের যে কত কৃতজ্ঞতার পাত্র তাহা বর্ণনাতীত। তিনি একটী স্ত্রীকে সুশিক্ষিত করিয়া কত আনন্দ প্রবাহিত করি-

য়াছেন। প্রত্যেক স্বামী তাঁহার অনুগামী হউন, ত্বরায় এদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে-তাঁহাদের সুখের পরিসীমা থাকিবে না। এই প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমরা এদেশীয় ভগিনীগণকে বলিতেছি যে তাঁহারা এই মান্যা মহিলার অনুগামিনী হইয়া বিদ্যাভ্যাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন, ত্বরায় কৃতকার্য্য হইবেন, আপনাদের দুরবস্থা বুঝিতে পারিবেন এবং ঈশ্বরের প্রসাদে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব সুখে সুখী হইবেন। বিদ্যা শিক্ষা ব্যতীত তাঁহাদের কল্যাণের আর দ্বিতীয় পথ নাই।

—•—

নূতন সংবাদ।

আণ্ডামান দ্বীপস্থ লোক।

কার্‌বিন্‌ নামে এক সাহেব কলিকাতায় গুটিকত আশ্চর্য্য মানুষ আনিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণে যে বাঙ্গলার উপসাগর আছে, তথায় আণ্ডামান নামে দ্বীপ আছে; ইহারা সেইখানকার লোক। আমাদের দেশে যে কুলী ধাঙ্গড় আদি দেখা যায়, ইহারা তাদের চেয়েও অসভ্য। ইহাদের শরীর বেঁটে ও কুচ্‌কুচে কাল, কিন্তু বিলক্ষণ জোরাল। ইহারা দেশে ন্যাংটা থাকে, বনের জন্তু মারিয়া খায় এবং এক প্রকার গর্ত্তে ও গাছপালায় থাকে বলিলে হয়। কিন্তু ইহারা ধর্ম্ম মানে; ঈশ্বরকে এক রকমে পূজা করে।

উক্ত সাহেব দুটি পুরুষ, একটি স্ত্রী, দুটি বালক ও দুটি বালিকাকে সভ্য করিবার জন্য এদেশে আনিয়াছেন এবং তাঁহারা আবার দেশে গিয়া আর সকলকে ভাল করিয়া তুলিবে। ইহারা প্রথম প্রথম কাপড় পরিতে চাহিত না। এখন ভাল পোসাক পরে; ভদ্রলোকের মত ব্যবহার সকল শিখিয়াছে; ইংরাজী কিছু কিছু বুঝিতে পারে এবং দুচারিটা কহিতেও পারে। এরা শীঘ লেখাপড়াও শিখিবে।

আমাদের স্ত্রীলোকেরা দেখুন, বনের অসভ্য লোক সভ্য হইয়া গেল; তখন তাঁহারা কি চেষ্টা করিলে লেখা-পড়া শিখিতে ও আপনাদের অবস্থা ভাল করিতে পারিবেন না। মানুষ সকল স্থানেই আগে পশুর মত থাকে— ক্রমে তাহাদের জ্ঞানের উন্নতি হয়, ভাল আচার—ভাল ব্যবহার হয়। স্ত্রীলোকেরা লেখা-পড়া শিখিলে এ দেশের আর এক শ্রী হইবে এবং তাহা দেখিয়া সকলেই কত আশ্চর্য্য ও আনন্দ লাভ করিবেন।

—•:•—

সন্তানকে লেখাপড়াশিখাইবার কৌশল।

ইংরাজদের দেশে আল্‌ফ্রেড্‌ দি-গ্রেট নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তিনি ১২ বৎসর বয়স অবধি কিছু লেখা-পড়া শিখেন

নাই। তাঁহার বিমাতা অতি বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি একখানি সুন্দর ছবি-আঁকা-বই দেখাইয়া আলফ্রেড ও তাঁহার আর আর ভাইকে বলিলেন 'তোমাদের মধ্যে যে আগে এইখানি পড়িতে পারিবে, তাহাকে ইহা দিব'। ইহাতে আলফ্রেড যত্ন করিয়া লেখা-পড়া শিখিয়া ফেলিলেন। সন্তানকে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য মাতা কত ফিকির করিতে পারেন।

২—আমাদের দেশে সার্ উইলিয়ম জোন্‌শ নামে এক সাহেব জজ্ অর্থাৎ বিচারক ছিলেন। তিনি এক জন অদ্বিতীয় বিদ্বান্। বাল্যকালে তিনি কোন বিষয় জানিবার জন্য মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন 'পড়, ক্রমে সব বুঝিতে পারিবে'। মাতার এই রূপ কথাতে জোন্‌সের লেখা-পড়ার জন্য আরও যত্ন ও অনুরাগ হইত।

পদ্য।

মানুষ নয় কে?

যাঁহার কৃপায় পেয়ে শরীর জীবন
করিয়াছি পৃথিবীতে জনম গ্রহণ;
তাঁর প্রতি ভালবাসা যার নাহি যায়,
জীবন বৃথায় তার জীবন বৃথায়। ১।

যাঁহার কৃপায় পেয়ে বিদ্যা বুদ্ধি ধন
সুখে সুখে করিতেছি জীবন যাপন;
এমন ঈশ্বরে ভক্তি না করে যে হায়!
জীবন বৃথায় তার জীবন বৃথায়। ২।

দীন হীন আতুরের দুঃখ দরশনে
কাতরে না কাঁদে জল যার দুনয়নে;
অনাথের মুখপানে যেবা নাহি চায়,
জীবন বৃথায় তার জীবন বৃথায়। ৩।

নিরাশ্রয় বাল্যকালে করে যে পালন,
অসময়ে করে যেই বিপদ তারণ;
তাঁহাদের উপকার ভুলে যেই যায়,
জীবন বৃথায় তার জীবন বৃথায়। ৪।

জগতের নাথ যিনি জীবের জীবন,
পিতা জ্ঞান করি তাঁরে, জন সাধারণ
সবে যে না দেখে ভ্রাতা ভগিনীর প্রায়
জীবন বৃথায় তার জীবন বৃথায়। ৫।

এই রূপ ঈশ্বরেতে যার নাহি মতি,
এই রূপ পর দুঃখে নির্দ্দয় যে অতি,
এই রূপ উপকার ভুলে যেই রয়,
এই রূপ ভ্রাতৃভাব যার হৃদে নয়;
থাকুক তাহার ধন মান যত ভয়,
মানুষ সে নয় কভু মানুষ সে নয়। ৬।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত মহাশয়গণের নিকট বামাবোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যো	।০
" পূর্ণচন্দ্র ভদ্র	১
" শরৎকুমার সেন	৸০
" যদুগোপাল বসু	।০
" নীলমাধব ভট্টাচার্য্য	৸০
" যাদবচন্দ্র ঘোষ	৸০
(ডাক মাসুল সমেত)	
শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বসু	১।০
শ্রীযুক্ত রাসেশ্বর বসু	২
" দীনদয়াল প্রামাণিক	১।৶০
" অনঙ্গমোহন ঘোষ	১।০

বিজ্ঞাপন।

বামাবোধিনী পত্রিকা সংক্রান্ত যে কোন সংবাদাদি থাকে তাহা কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

বামাগণ! দুঃখ নিশা হলো অবসান,
উঠ উঠ, বোধ হার কর পরিধান;
শোক তাপ মোহ দুঃখ হইবে সংহার,
লভিবে পরম শান্তি; আনন্দ অপার।

৪ সংখ্যা { অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য ৵০ আনা

বিদ্যা বিষয়ক কথোপকথন।

(সমাপ্ত)

জ্ঞানদা ও ছাত্রীগণ।

জ্ঞানদা। একটু বেশী লেখা পড়া না জানিলে বিদ্যা বিষয়ে যে সকল কথা বলিতেছি ভাল করিয়া বুঝা যায় না। ইহাতে কি তোমাদের কষ্ট বোধ হতেছে?

ছাত্রী। যদিও অনেক বিষয় কঠিন কিন্তু এ শুনিতে আমাদের আমোদ হতেছে। আর কত রকম বিদ্যা আছে বল, আমরা সব শুনিতে চাই।

জ্ঞানদা। এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ইহাতে যত প্রকার বস্তু আছে তাহাদের জ্ঞান যে সকল বিদ্যাতে পাওয়া যায় এবং আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব যে বিদ্যা হইতে শিক্ষা করা যায় তাহা বলিয়াছি। এখন সংসারের কাজ কর্ম্মে লাগে এবং মনের সন্তোষ জন্মায় এইরূপ কয়েকটি বিদ্যার উল্লেখ করিব।

(১) রাজনীতি—রাজ্য শাসনের জন্য যে সকল নিয়ম প্রণালী অর্থাৎ আইন চাই—কাহারও প্রতি কেহ কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার করিলে কিরূপ দণ্ড আবশ্যক—কিরূপ নিয়ম থাকিলে রাজ্যের শান্তি এবং মঙ্গল উন্নতি হয় এসকল রাজনীতি হইতে শিখা যায়। আমাদের দেশের ইংরেজ রাজপুরুষগণ ইহার প্রসাদে কেমন সুখে রাজত্ব করিতেছেন। রাজনীতি ধর্ম্মনীতির অনুযায়ী যত হইবে ততই ইহা দ্বারা রাজ্যের মঙ্গল হইবে।

(২) বার্ত্তাশাস্ত্র—কিসে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি, ব্যয়ের সুশৃঙ্খলা হয়-

কিসে নানা ব্যবসায়ে লোক সকল নিযুক্ত থাকিয়া পরস্পরের সাহায্য এবং আপনাদিগের জীবন যাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা এই শাস্ত্রে জানা যায়। ইহার মতে চলিলে ঘর সংসার চালাইবার অনেক সুবিধা করা যায়।

(৩) চিকিৎসা বিদ্যা—শারীর বিজ্ঞানে ইহার বিষয় বলাগিয়াছে। কিন্তু শুদ্ধ শরীরের গঠন এবং কার্য্য সকল জানিলে হয় না; রোগ সকলের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ এবং তদনুসারে বিশেষ বিশেষ ঔষধ পথ্য আদির নিয়ম জানা চাই। বিজ্ঞ চিকিৎসক হইতে হইলে অনেক বহু দর্শন আবশ্যক। গর্ভিণী এবং শিশু সন্তান পালন জন্য স্ত্রীলোকদের ইহার কিছু কিছু জানা নিতান্ত আবশ্যক।

(৪) কৃষি বিদ্যা—ভূমির গুণ, তাহা উর্ব্বরা করিবার উপায়, বৃক্ষ আদির স্বভাব এবং তাহাদিগের বৃদ্ধির কৌশল এই বিদ্যা দ্বারা জানিয়া যথেষ্ট পরিমাণে ফলশস্য উৎপাদন করা যায়। আমারদের আহার বস্ত্র ইহার উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

(৫) শিল্পাদি বিদ্যা—এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও মনোরঞ্জনকর বিদ্যা। গৃহ নির্ম্মাণ,বস্ত্র বয়ন, নানা প্রকার গৃহ সামগ্রী প্রস্তুত করণ, মূর্ত্তি গঠন, সূচিকর্ম্ম, চিত্র কার্য্য সকলই ইহার অন্তর্গত। মেয়েদের ইহার কতক কতক জানা ভাল। তাহা হইলে অনেক সময় কুড়ে হইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না—মনও খুসী থাকে এবং তেমন তেমন শিখিতে পারিলে ঘরে বসিয়াই টাকা আনা যায়। অনেক দুঃখি মেয়েমানুষ শিকে বুনে, কাটনা কেটে, চুলের দড়ি ভেঙ্গে এবং পাট কেটে রোজকার করে। কিন্তু ইহার চেয়ে ভদ্র কাজ আছে অর্থাৎ জামা সেলাই, ঘুন্‌শী ও কারপেটের জুতা বোনা,নেকড়ার ফুল ও পুতুল করা, বুটি তোলা কাপড় তৈয়ার করা, ভাল ভাল ছাঁচ কাটা ও ছবি আঁকা এ সকল করিতে কার না আনন্দ হয়? আর ইহাতে বিলক্ষণ দুটাকা লাভও হইতে পারে।

(৬) সঙ্গীত বিদ্যা—এরূপ মনোরম বিদ্যা আর নাই। ইহার যে অদ্ভুত রস, তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয় এবং মন উন্নত ভাবে ও অতুল আনন্দে মগ্ন হয়। গান-বাদ্য আমাদের দেশে অনেক মন্দবিষয়ে লিপ্ত হইয়াছে বলিয়া এত জঘন্য ও লজ্জাকর বোধ হয়, কিন্তু ভাল বিষয়ের সহিত যোগ করিলে ইহাদ্বারা কত সৎকার্য্যে উৎসাহ দেওয়া যায়—কত শোক তাপের শান্তি হয়—মনুষ্যের মধ্যে কত প্রীতি ও সদ্ভাব বৃদ্ধি হয় এবং ঘোর পাষণ্ডের মনও ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী হইয়া অতুল বিমলানন্দ সম্ভোগ করিতে পারে।

এই সকল ভিন্ন নানা ব্যবসায় ঘটিত আরও অনেক বিদ্যা আছে

এবং সে সকলও শিক্ষা করা আবশ্যক; যেমন শিক্ষকের কার্য্য, ধর্ম্ম প্রচারকের কার্য্য ইত্যাদি। তা বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে অনেক সময় চাই।

ছাত্রীগণ। বিদ্যা যে কত বড় তা এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম। যারা ইহার কিছুই জানে না—যথার্থই তারা চখ্‌ থাকিতে অন্ধ—তারা পশুরই সমান। বিদ্যার পরিচয় শুনিতে শুনিতেই কত আনন্দ হতেছে—না জানি সকল শিখিতে পারিলে কত সুখ পাব, কিন্তু আবার ভয় হয়! আমরা নির্ব্বোধ, এ কঠিন বিষয় সকল শেখা কি আমাদের কর্ম্ম?

জ্ঞানদা। অমন কথা মনে করিও না, নিরাশ হইও না। প্রথম প্রথম একটা সামান্য বিষয়ও অসাধ্য বোধ হয় কিন্তু ক্রমে সব সহজ হইয়া আইসে। শিশু একটি ভূমিষ্ঠ হইয়া কি এক পাও চলিতে পারে? কিন্তু ক্রমে সেই আবার দেশ দেশান্তর পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়। যে সাঁতার জানে না, তার পক্ষে ইহার মত কঠিন বিষয় আর কিছুই নাই, কিন্তু শিখিতে শিখিতে অতি সহজ বোধ হয়। তোমারা বিদ্যার পথে চলিতে চেষ্টা কর ক্রমে চলা সহজ হইবে।

ছাত্রী। তুমি বলিয়াছিলে যে ভাষা বিদ্যার দ্বারের মত, তা সেই ভাষা শিখিবার উপায় কি?

জ্ঞা। বিদ্যা শিখিতে হইলে ভাষাটা আগে আবশ্যক। ভাষা শিখিতে হইলে সাহিত্য, ব্যাকরণ অলঙ্কার জানিতে হয়।

(১) সাহিত্য—ইহাতে প্রথমে বর্ণ পরিচয় হইয়া ক্রমে পড়িতে শিখা যায় এবং তাহা হইলে পুস্তক সকলে যে নানা প্রকার মনের ভাব ব্যক্ত করা আছে তাহা বুঝা যায় এবং অপনার মনের ভাব তদনুযায়ী শব্দ রচনা দ্বারা ব্যক্ত করা যায়।

(২) ব্যাকরণে ভাষার শুদ্ধ নিয়ম সকল জানা যায়—নতুবা ভাষার মধ্যে একটি শৃঙ্খলা বুঝিতে পারা যায় না এবং লিখন ও পঠন অশুদ্ধ হয়।

(৩) অলঙ্কারে ভাষার মাধুর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও আর আর গুণ অবগত হওয়া যায়। যে ভাব সকল ব্যক্ত করা যায় তাহা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ অলঙ্কার শাস্ত্রে তাহার বিচার করিয়া দেয়। ন্যায় শাস্ত্রও ইহার একটি সহকারী। তাহাতে লেখা যুক্তি সঙ্গত কি অসঙ্গত বলিয়া দেয়।

জ্ঞান সকল শিখিবার জন্য আর একটি বৃহৎ শাস্ত্র শিখিতে হয় অর্থাৎ গণিত শাস্ত্র।

ছা। তাহা বিশেষ করিয়া বল?

জ্ঞা। গণিত অর্থাৎ অঙ্ক শাস্ত্র। ইহা উত্তম রূপে না জানিলে খগোল, ভূগোল ও বিজ্ঞানের কিছুই ভাল করিয়া বুঝা যায় না। গণিত সকল ব্যবসায় ও সাংসারিক কাজ কর্ম্মে অত্যন্ত আবশ্যক এবং ইহা দ্বারা বুদ্ধি বিলক্ষণ

তীক্ষ্ণ হয়। ইহার অনেক শাখা আছে।

(১) পাটীগণিত—ইহা দ্বারা ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা কি রূপে অঙ্কশাস্ত্র হইয়াছে—কিরূপে তাহাদিগের সংযোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ দ্বারা সকল অঙ্ক কসা যায় তাহা শিখা যায়।

(২) বীজগণিত—পাটীগণিতে বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারা যে সকল অঙ্ক কসিতে হয়, বীজগণিতে সে সকল এক সঙ্কেতে শিখিবার কৌশল পাওয়া যায় এবং ইহাতে অস্থিত অঙ্ক সকল বাহির করিবার সহজ উপায় শিখা যায়।

(৩) রেখাগণিত—ইহা দ্বারা ভূমি সকলের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ মাপিয়া কালি করা যায়; এক স্থান হইতে আর এক স্থানের দূর বলিয়া দেওয়া যায়; রেখা সকল অবলম্বন করিয়া ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোল ইত্যাকার নানা প্রকার ক্ষেত্র আঁকা যায় এবং নানা প্রকারে তাহাদের পরিমাণ করা যায়।

গণিত শাস্ত্র যদিও আর আর বিদ্যার সহকারী, কিন্তু ইহাও একটি প্রধান বিদ্যা বলিয়া গণ্য। অতএব ভাষা এবং অঙ্ক আগে শিখিতে হয়।

ছাত্রীগণ। ভাষা এবং অঙ্ক না শিখিলে অন্য উপায়ে কি জ্ঞান পাওয়া যায় না?

জ্ঞানদা। এমন মনে করিও না যে জ্ঞানের আর কোন পথ নাই। লোকের নিকট উপদেশ পাইয়া এবং আপনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা একত দুর্ঘট হয় আর তাহাতে সম্যক্ ফল লাভ হইতে পারে না। ভাষা শিখিলে সকল প্রকার পুস্তক পড়িতে পারিবে, সুতরাং অতি অল্প কালের মধ্যে সকল দেশের সকল কালের প্রধান মনুষ্যগণের জ্ঞান অনায়াসে শিখিয়া লইতে পারিবে। আপনি ঘরে বসিয়া জগতের তাবৎ সংবাদ জানিতে পারিবে।

তোমাদের এখন একটি বিষয় স্মরণ করিয়া রাখিতে হইবে এবং তাহা আমি পূর্ব্বেও এক প্রকার বলিয়া রাখিয়াছি যে, কেবল বাহির হইতে নানা প্রকার জ্ঞানে মনোভাণ্ডারকে পূর্ণ করিলেই বিদ্যার সমুদায় ফল সিদ্ধ হয় না। বিদ্যার আর একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে অর্থাৎ মনের শক্তি সকলের উন্নতি করা।

ছা। মনের শক্তি সকল আবার উন্নতি করা সে কি?

জ্ঞা। তোমরা জ্ঞান স্মরণ, বিবেচনা, ধারণা, অভিনিবেশ, সত্য অনুসন্ধান ইত্যাদি শক্তি মনের শক্তি; অল্প হউক বা অধিক হউক তাহা সকলেরই আছে। যত চালনা করা যায় এই সকল বৃদ্ধি পাইয়া ততই প্রখর হয় ক্রমে অধিক স্মরণ, অধিক মনোযোগ, অধিক বিবেচনা ইত্যাদি করিবার ক্ষমতা হয়। অনেকে অগাধ পুস্তক পড়িয়া বাহিরে রাশি রাশি

জ্ঞান সংগ্রহ করিয়াছে কিন্তু হয়ত সে সকল কেবল কণ্ঠস্থ আছে তাহাতে মনের কিছু উন্নতি হয় নাই। এই রূপ বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাব সকলেরও উন্নতি চাই অর্থাৎ দয়া, ভক্তি প্রীতি, পবিত্রতা ক্রমশঃ অধিক হইতে থাকিবে।

মানুষের মন অনন্ত উন্নতিশীল অর্থাৎ ইহার উন্নতির কখনই শেষ হইবে না। এই পৃথিবীতে যত দিন আছে নানা প্রকার জ্ঞান, নানা প্রকার শক্তি, নানা প্রকার ভাবে উন্নত হইতেছে—মৃত্যুর পরেও উন্নতি ক্রমাগত চলিতে থাকিবে। আমরা সেই অনন্ত জ্ঞান ঈশ্বরের ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সফল করিব।

ছাত্রী। বিদ্যার তুল্য মহারত্ন আর নাই। ইহা হইতে নানা প্রকার জ্ঞান লাভ হয়, সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সুসম্পন্ন করা যায়, মনের কত আনন্দ হয়, আবার মনের নানা প্রকার শক্তি ও ভাব বৃদ্ধি পাইয়া চিরকালের মঙ্গল হয়। আমরা যেরূপে পারি এই বিদ্যারত্ন লাভ করিতে চেষ্টা করিব। তুমি কল্যাবধি আমাদিগকে নিয়মিত শিক্ষা দেও। আজি সময় গিয়াছে আমরা বিদায় হই।

জ্ঞা। আচ্ছা, আজি সবে আইস। আমি তোমাদের জন্য এক প্রস্থ পুস্তক সংগ্রহ করি এবং একটি পাঠের প্রণালীও ঠিক্ করি। তোমরা ঘরে গিয়া আজিকার কথা গুলি ভাল করিয়া আলোচনা করিও। একটু চেষ্টা করিয়া লাগ ক্রমে সব শিক্ষা করা সহজ হইয়া আসিবে।

বিদ্যা-বিভাগ*।

১ ভাষা শিক্ষা { সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কার }

২ গণিত { পাটীগণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত }

৩ ইতিহাস বা স্থূলতত্ত্ব

(১) ভূগোল

(২) খগোল

(৩) প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত { খনিজ বিদ্যা, উদ্ভিজ্জ বিদ্যা, প্রাণি বিদ্যা }

(৪) ইতিহাস

(৫) জীবন চরিত

৪ বিজ্ঞান বা সূক্ষ্মতত্ত্ব

(১) প্রাকৃতিক { বাহ্য বিজ্ঞান, রাসায়নিক-বিজ্ঞান, শারীর বিজ্ঞান }

---

* বিদ্যার একটি পরিষ্কার এবং সুনিয়মবদ্ধ বিভাগ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম্ম। বিদ্যা সকল পরস্পরের সহিত একপ জড়িত যে এক হইতে অন্যকে পৃথক্ করা যায় না। এই রূপ ভূগোল, খগোল ও ইতিহাসের সহিত বিজ্ঞান সংযুক্ত থাকে এবং ব্যবসায় ঘটিত বিদ্যা সকলের সহিত জ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা সকল সংশ্লিষ্ট থাকে। যতদূর বিজ্ঞানের অনুযায়ী হয় এবং কার্য্যেতে আসিতে পারে এই রূপ লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করা গেল।

(২) মানসিক { মনো বিদ্যা / ধর্ম্মনীতি / পরমার্থবিদ্যা }

৫ ব্যবসায়িক ও আমোদপ্রদ বিদ্যা

(১) চিকিৎসা বিদ্যা
(২) কৃষি বিদ্যা
(৩) রাজনীতি
(৪) বার্ত্তা শাস্ত্র
(৫) শিল্পাদি বিদ্যা
(৬) সঙ্গীত বিদ্যা

ভাষা জ্ঞান।

যদিও এক্ষণে অনেক বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত হইয়াছে কিন্তু তাহা সংস্কৃতের অনুযায়ী হইয়া অনেক স্থলে বাঙ্গালা ভাষার অনাবশ্যক ও পাঠার্থিগণের শিক্ষার ক্লেশকর হয় এবং তাহাতে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয়ের রীতিমত উল্লেখ দেখা যায় না। অতএব সহজে বোধগম্য, বাঙ্গালা ভাষার ঠিক্ উপযোগী এবং সুপ্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণের অভাবে কোন বিশেষ পাঠিকার জন্য নূতন ব্যাকরণ একখানি সংগ্রহ হইতে আরম্ভ হয়। এক্ষণে বামাগণের ভাষা শিক্ষা পক্ষে বিশেষ উপকার জনক হইবে বোধ করিয়া তাহার কিয়দংশ এস্থলে প্রকাশিত হইল। ইহার মধ্যে ছোট ছোট অক্ষরে যে সকল লেখা আছে তাহা বুঝিয়া গেলেই হয়, কণ্ঠস্থ করিবার জন্য নহে।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

১। যে শাস্ত্র দ্বারা কোন ভাষা শুদ্ধ রূপে লিখিতে, এবং যাহা দ্বারা তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায়, অর্থাৎ তাহার রচনা-প্রণালী শিখা যায়, তাহার নাম ব্যাকরণ।

২। যাহা দ্বারা বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধ রূপে লিখা যায়, ও তাহার রচনা-প্রণালী বুঝা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

৩। ব্যাকরণ চারিভাগে বিভক্ত। যথা, বর্ণ নির্ণয়, পদ নির্ণয়, পদবিন্যাস ও পদ্যবিন্যাস।

বর্ণ নির্ণয় বর্ণের বিষয় শিক্ষা দেয়; পদ নির্ণয়, পদ; পদবিন্যাস, বাক্য; এবং পদ্যবিন্যাস, পদ্য অর্থাৎ কবিতার বিষয় শিক্ষা দেয়(১)।

বর্ণ নির্ণয় (২)।

৪। অ, আ, ক, খ, ইত্যাদি এক একটি অক্ষরকে বর্ণ কহে। সমুদায় বর্ণ শ্রেণীকে বর্ণমালা কহে।

৫। বঙ্গ ভাষার বর্ণমালায় এই সাতচল্লিশটি বর্ণ আছে। যথা, অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ (৩) এ ঐ ও ঔ; এবং কখগঘঙ, চছজঝঞ,

---

(১) যাহার দ্বারা মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা যায়, তাহার নাম বাক্য; যথা "আমি মনোযোগ পূর্ব্বক এই পুস্তক পাঠ করিব।" বাক্যের এক একটি অংশকে পদ কহে; যথা; 'আমি' 'এই' 'পুস্তক' ইত্যাদি। পদের এক একটি ক্ষুদ্র অংশকে বর্ণ কহে; যথা আ, ম, ই ইত্যাদি।

(২) বর্ণ নির্ণয় দ্বারা বর্ণের স্বরূপ, ব্যত্যয়, ও উচ্চারণাদি এবং বর্ণসংযোগ অর্থাৎ বানান জানা যায়।

(৩) বঙ্গভাষায় ৠকারের প্রায় ব্যবহার নাই। ঌ ও ৡ কারের ব্যবহার নাই বলিয়া বর্ণমালায় উল্লেখ করা গেল না। ঋ ৠ প্রায় (রি রী) ব্যঞ্জন বর্ণের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

টঠডঢণ, তথদধন, পফবভম, যর লব, শষস, হ, অং অঃ।

৬। বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও ব্যঞ্জন। যে বর্ণ স্বয়ং, অর্থাৎ অন্য কোন বর্ণের আশ্রয় ভিন্ন উচ্চারিত হয়, তাহার নাম স্বর বর্ণ। বর্ণমালাস্থ অকার (৪) অবধি ঔকার পর্য্যন্ত বারটি বর্ণকে স্বর কহে।

৭। যে বর্ণ স্বর বর্ণের আশ্রয় ভিন্ন উচ্চারিত না হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জন বর্ণ। ককার অবধি অঃ পর্য্যন্ত পঁয়ত্রিশটি বর্ণকে ব্যঞ্জন বর্ণ কহে।

ব্যঞ্জন বর্ণ স্বয়ং উচ্চারিত নহে বলিয়া ককার অবধি হকার পর্য্যন্ত প্রত্যেক বর্ণের পর অকার উচ্চারণ করা যায়, এবং অনুস্বার ও বিসর্গের পূর্ব্বে অকার উচ্চারণ করিতে হয়। (৫)

স্বরবর্ণ।

৮। স্বরবর্ণ দুই প্রকার, হ্রস্ব ও দীর্ঘ (৬)। অ, ই, উ, ঋ, এই চারিটি হ্রস্ব; এবং আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই আটটি দীর্ঘ স্বর।

ব্যঞ্জন বর্ণ (৭)।

৯। ক অবধি ম পর্য্যন্ত পঁচিশটি বর্ণ পাঁচ ভাগে বিভক্ত; এক এক ভাগে পাঁচটি বর্ণ আছে। এই রূপ এক একটি ভাগকে বর্গ কহে। যথা, কখগঘঙকে কবর্গ কহে; চছজঝঞ, চবর্গ; টঠডঢণ, টবর্গ; তথদধন, তবর্গ; এবং পফবভম, পবর্গ।

বর্গ মধ্যে আছে বলিয়া চবর্গস্থ জ ও পবর্গস্থ ব কে "বর্গীয়" কহে। (৮)

যরলবকে অন্তঃস্থ বর্ণ কহে; এজন্য য ও ব কে "অন্তঃস্থ" বলা যায়।

উচ্চারণ স্থান। (৯)

১০। অ আ, ক খ গ ঘ ঙ, (১০) হ, কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বলিয়া ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ কহে।

---

(৪) কোন বর্ণ জানাইতে হইলে তাহার পরে "কার" এই শব্দ ব্যবহার হয়; যথা অকার অ বুঝায়, ককার, ক ইত্যাদি।

(৫) ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বে বা পরে যে কোন স্বর দিলেই উচ্চারণ করা যায়; যথা 'ইক্', 'খু' ইত্যাদি। কিন্তু অনুস্বার ও বিসর্গের পরে এবং হকারের পূর্ব্বে স্বর দিলে উচ্চারণ হয় না; যথা ংঅ, ঃঅ, অহ্।

(৬) সংস্কৃত ভাষায় হ্রস্ব স্বর অপেক্ষা দীর্ঘ স্বর উচ্চারণ করিতে অধিক সময় লাগে; কিন্তু বাঙ্গালাতে উচ্চারণে প্রায় হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ নাই; কেবল দীর্ঘ স্বর কখন কখন অধিক জোরে উচ্চারিত হয়।

(৭) ইহার আর একটি নাম 'হল'।

(৮) বাঙ্গালা ভাষায় জ ও য এবং বর্গীয় ও অন্তঃস্থ বকার প্রায় এক রূপ উচ্চারণ হয়। কোন কোন স্থলে প্রভেদ হয় (উচ্চারণ ভেদ দেখ)।

(৯) কণ্ঠ হইতে শব্দ নির্গত হয় এবং জিহ্বা দ্বারা তাহা তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ইত্যাদিতে পেষণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ সম্পন্ন হয়। এই উচ্চারণ স্থান সমূহকে বাগিন্দ্রিয় কহে।

(১০) ক বর্গকে "জিহ্বামূলীয়" কহিয়া থাকে।

(১১) এ ঐ এবং ও ঔকে কণ্ঠ্যতালব্য ও কণ্ঠৌষ্ঠ্যও কহে।

ই ঈ, এ ঐ (১১) চ ছ জ ঝ ঞ, য, শ, তালু হইতে উচ্চারিত বলিয়া তালব্য।

ঋ ৠ, ট ঠ ড ঢ ণ, র, ষ, মূর্দ্ধা অর্থাৎ মস্তক হইতে উচ্চারিত বলিয়া মূর্দ্ধন্য।

তথদধন, ল, স, দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া দন্ত্য।

উ ঊ, ও ঔ, প ফ ব ভ ম, ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত বলিয়া ওষ্ঠ্য।

অন্তঃস্থ ব, ফলা হইলে দন্ত ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়, এই জন্য ইহাকে দন্ত্যোষ্ঠ্য কহে। (১২)

১১। অং এবং ঙ ঞ ণ ন ম, নাসিকা হইতে উচ্চারিত বলিয়া অনুনাসিক নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিসর্গ (অঃ) যে স্বর বর্ণে যুক্ত হয় তাহারই উচ্চারণ স্থান হইতে ইহার উচ্চারণ হয়। (১৩)

১২। শ; ষ, ণ; স, ন; ক্রমে তালু, মূর্দ্ধা ও দন্ত হইতে উচ্চারিত বলিয়া 'তালব্য' 'মূর্দ্ধন্য' ও 'দন্ত্য' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভাষায় ইহাদের প্রায় উচ্চারণ ভেদ হয় না।

উচ্চারণ ভেদ।

১৩। ড ঢ য পদের অন্তে বা মধ্যে থাকিলে ড় ঢ় য় (১৪) এই রূপ উচ্চারিত হয়। যথা, ঝাড়, মূঢ়, ভয়; বিড়াল, আঢ়ক, শয়ন।

কিন্তু কোন ব্যঞ্জন বর্ণের সহিত যুক্ত থাকিলে হয় না যথা কাণ্ড, আঢ্য, সাহায্য; ভাণ্ডার, ডুণ্ঢুভি, শয্যায়।

নিয়মাতিরিক্ত---নিযুক্ত (১৫) সুযোগ, সংযোগ, সংযম, খড়্গ, প্রাড়্বিবেক, ষড়্বিংশতি।

১৪। অন্তঃস্থ ব ফলা না হইলে এবং র, গ ও মকারের সহিত যুক্ত হইলে বর্গীয়ের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা, বিষয়, সর্ব্ব, দিগ্বিজয়, প্রতিবিম্ব।

১৫। স্বর বর্ণ অনুনাসিকের ন্যায় উচ্চারিত হইলে তাহার উপরে (ঁ) চন্দ্রবিন্দু চিহ্ন দেওয়া যায়। যথা, আঁ, উঁ। সানুনাসিক স্বর বর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইয়া রূপান্তর হইলে, সেই ব্যঞ্জন বর্ণের উপর (ঁ) হয়। যথা বাঁশ, শুঁড় ইত্যাদি (১৬)।

খগোল।

সৌরজগৎ।

খগোলে আকাশের বিবরণ সমুদায় জানা যায়। আকাশটা যে কি? তা অনেকে জানে না। অজ্ঞান লোকে মনে করে যে, যেমন ঘরের উপরে ছাদ বা চাল থাকে, আকাশটা সেই রূপ যেন একটা

---

(১২) সংস্কৃত ভাষায় সকল সময়েই অন্তঃস্থ ব দন্ত্যোষ্ঠ্য হয়।

(১৩) সংস্কৃত ভাষায় বিসর্গ প্রায় হকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়।

(১৪) ড ঢ গুরুতর রকারের ন্যায় উচ্চারিত হইলে নিম্নে একটি শূন্য দেয়; এবং যকার অকারের ন্যায় উচ্চারিত হইলে তাহার নিম্নে শূন্য দেওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় যকার সকল সময়েই অকারের ন্যায় উচ্চারিত হয় সুতরাং উচ্চারণ ভেদ জানাইবার জন্য আর শূন্য দিতে হয় না।

(১৫) উপসর্গের পরস্থ যকার কখন কখন য় হয় কখন কখন হয় না যথা বিয়োগ, অনুযোগ ইত্যাদি।

(১৬) কোন অনুনাসিক বর্ণ লোপ হইলে পূর্ব্বের স্বর সানুনাসিক হয়। যথা, সিন্দুর—সিন্দুর—সিঁদুর শুণ্ড—শুণ ড—শুঁড়। পূর্ব্বের অকার আকার হয়। যথা অঙ্ক—অঙ্ক—আঁক; পঞ্চ—পাঁচ, ভণ্ড—ভাঁড়, দন্ত—দাঁত, ঝম্প—ঝাঁপ, হংস—হাঁস ইত্যাদি।
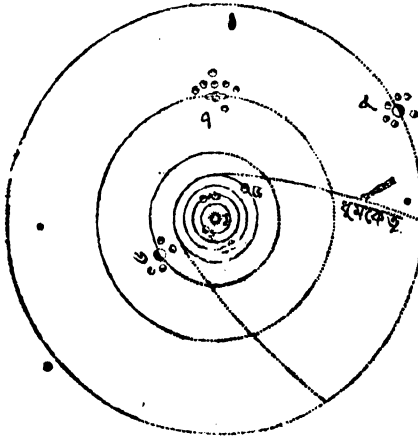
পৃথিবীর উপরে ঢাকুনির মত র-হিয়াছে; তাহার মাঝখানটা উপরে আছে চারিধার পৃথিবীর কিনারায় ঠেকিয়াছে। আবার অনেকে বি-শ্বাস যায় যে, আকাশটা আগে ভারি নীচু ছিল মাথায় ঠেকিত; এক দিন এক বুড়ী উঠান ঝাঁট দিতেছিল আকাশটা যেমন মাথায় লাগিল সে ঝাঁটার বাড়ী মারিল-আকাশ সেই অবধি উপরে উ-ঠিয়া গেল।

এসকল ছেলে বেলার গল্প কথা বই আর কিছুই নয়। আকাশের অর্থ, শূন্য স্থান। পৃথিবীর যেমন উপরে আকাশ, নীচেও আকাশ-চারিধারে আকাশ; পৃথিবী শূন্যে অর্থাৎ আকাশে আছে। আকা-শের কোন আকার নাই-তাহাতে যে নানা প্রকার রঙ্ দেখি সে মেঘে সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া হয়। যখন মেঘ থাকে না-গাঢ় নীলবর্ণ দেখা যায় সে বাতাসের রঙ মাত্র। বাতাসের ও জলের কোন রঙ স-চরাচর দেখা যায় না—কিন্তু একত্র রাশিপ্রমাণ থাকিলে সমুদ্রের জল সবুজ বর্ণ এবং সেই উপরের বা-তাস নীলবর্ণ দেখায়।

আকাশ যে কত বড় তা কেহ সীমা করিতে পারে না—যে দিকে যত দূর দেখা যায় আকাশ ছাড়া-ইয়া যাওয়া যায় না। এই আকাশ যদিও শূন্য কিন্তু ইহা সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী ধূমকেতু ও অসংখ্য নক্ষত্রে পূর্ণ রহিয়াছে। আমাদের বোধ হয়, আকাশে ইহারা এথায় সেথায় ছড়ান রহিয়াছে কিন্তু খগোল বা জ্যোতিষ জানিলে ইহাদের মধ্যে ভারি সুশৃঙ্খলা দেখা যায়।

মনে কর যেন এই জগৎ ব্রহ্মা-ণ্ড সমস্ত আকাশ যুড়িয়া আছে। কিন্তু যেমন পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থানকে একটি একটি দেশে ভাগ করা যায়—এই জগতেরও সেইরূপ একটি একটি অংশ করা যায়। উ-পরে যে ছবিটি দেখিতেছ তাহা এইরূপ একটি ভাগ—এইটি মনো-

যোগ পূর্ব্বক বুঝিয়া ফেল-অনেক কৌশল বুঝিতে পারিবে।

এটিকে একটি সৌর জগৎ বলে। ইহার মধ্য স্থলে সূর্য্য রহিয়াছে- তাহার চারিদিকে বুধ,শুক্র,পৃথিবী, মঙ্গল,প্রভৃতি গ্রহ সকল ঘুরিতেছে। আমাদের পুরাণে বলে পৃথিবী স্থির, আর তাহার চারিদিকে রবি অর্থাৎ সূর্য্য, সোম অর্থাৎ চন্দ্র ও মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নব গ্রহ ঘুরিতেছে কিন্তু সেটির মূলে ভুল। চন্দ্র একটি গ্রহ নয়—উপগ্রহ। পৃথিবী যেমন সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে চন্দ্র সেই রূপ পৃথিবীকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। পৃথিবীর যেমন এই একটি চন্দ্র-কোন কোন গ্রহের ৪, কাহারও ৬, কাহারও ৮ চন্দ্র আছে। ছবিটিতে যে কয়েকটি গ্রহের নাম আছে তাহা ছাড়া আরও অনেক গ্রহ প্রকাশ হইয়াছে সে সকলেই আবার তাহাদের চন্দ্র সকল সঙ্গে লইয়া সূর্য্যের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিতেছে। সৌর জগতে সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ ভিন্ন আরও কতক গুলি জ্যোতিষ্ক* আছে তাহাদিগের নাম ধূমকেতু। ধূমকেতু উঠিলে লোকে মহা অমঙ্গলের আশঙ্কা করে কিন্তু তাহাও এক প্রকার গ্রহের মত সূর্য্যের চারিদিকে আপনার পথ দিয়া ঘুরিতেছে। আমাদিগের এই একটি সৌরজগতে কত গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু আছে তাহা কেহই বলিতে পারেন না—সেই সকলে কত প্রকার সৃষ্টি রহিয়াছে তাহাও কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন না।

যেমন একটি সৌরজগতের কথা বলা গেল-জগতে এমন অসংখ্য সৌরজগৎ আছে। আমরা আকাশে যে এক একটি নক্ষত্র দেখি, তাহারা এক একটি সূর্য্য—সূর্য্য অপেক্ষাও অনেকে অনেক গুণ বড়-দূরে আছে বলিয়া এত ছোট বোধ হয়। সূর্য্য এখান হইতে একখানি থালার মত দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড়-দুচারি গুণ নয়-হাজার গুণও নয়-প্রায় ১৪ লক্ষ গুণ বৃহৎ।

নক্ষত্র সকল যদি এক একটি সূর্য্য হইল-তাহাদের চারিদিকে আবার কত গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমরা রজনীতে অসংখ্য সৌরজগৎ দেখিতেছি তাহাতে কত অসংখ্য প্রকার সৃষ্টি আছে। রাত্রিকালে যে ছায়াপথ আমরা আকাশে দীর্ঘাকার দেখিতেপাই-যাহাকে 'যমের জাঙ্গাল' বলে তাহা আর কিছুই নয় দূরস্থ নক্ষত্র রাশিতে পূর্ণ। আমাদের দৃষ্টি কত টুকু-আমরা দেখিতে পাই না এই জগতের এমন কত স্থান আছে তাহাতে আবার কত লোক মণ্ডল রহিয়াছে। একজন ভাবুক ব্যক্তি এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে বলিয়াছেন যে, " যেমন সমুদ্রের তীরের একটি বালুকার কণা নষ্ট হইলে কম

* প্রকাশস্থ তেজোযুক্ত পদার্থ।

বেশী বোধ হয় না-এই সমুদায় জগৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে যদি আমাদের এই সূর্য্য, পৃথিবী আদি গ্রহ, চন্দ্র আদি উপগ্রহ এবং ধূমকেতু সকল লইয়া এককালে ধ্বংস হইয়া যায় তাহাতে কিছুই ক্ষতি বোধ হয় না"। বাস্তবিক এই রূপ বোধ হইতে পারে বটে। 'ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড ব্যাপার'। ব্রহ্মাণ্ড পতির কি আশ্চর্য্য শক্তি, কি অসীম মহিমা!

স্ত্রীশিক্ষার-পরিচয়।

আমরা গত বারে একটি মান্যা মহিলার রচিত গ্রন্থের সমালোচন উপলক্ষে লিখিয়াছি যে এতদ্দেশে স্বামীরা একটু যত্নবান্ হইলেই অনেক স্ত্রীলোক এদেশের ভূষণ স্বরূপ হইতে পারেন। অদ্য তাহার উদাহরণ স্বরূপ একটি স্ত্রীলোকের রচনা প্রাপ্ত হইয়াছি। রচনাটি ঈশ্বর প্রীতি ও বিনীতভাবপূর্ণ একটি স্তোত্র। এতদ্দ্বারা রচয়িত্রীর মনের সদ্ভাব অতি সুন্দর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। শুদ্ধ সাহিত্যাদি সম্পর্কীয় কতিপয় নির্ম্মিত পুস্তক পাঠ করিয়া এপ্রকার স্তোত্র লেখা অধিক সম্ভবপর নয়। তৎ সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মোপদেশ প্রাপ্ত হওয়া এবং ধর্ম্ম বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করাই এরূপ ফলোৎপত্তির কারণ।

স্তোত্র।

সমস্ত দিবস অবসান হইয়া এক্ষণে রজনী উপস্থিত। প্রাতঃকাল অবধি সমস্ত দিবস সূর্য্য প্রখর কিরণ সহিত উদিত থাকিয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছে এবং সন্ধ্যা আরম্ভিতেই তিনি অস্ত হইলেন। এইক্ষণে নিস্তব্ধ রজনী উপস্থিত। এই সময়েও আবার চন্দ্র অগণ্য তারার সহিত আকাশ মণ্ডলে উদয় হইয়া তোমার আজ্ঞা পালন করিতেছেন। কিন্তু পিতা! আমি তোমার কন্যা হইয়া সমস্ত দিনের মধ্যে একবার তোমার আজ্ঞা পালন করিতে পারি নাই কেবলই সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়াছিলাম, ও কেবলই এই প্রকারে মিথ্যা কার্য্যে রত থাকিয়া জীবনের সকল দিবস নিরর্থ ক্ষেপণ করিতেছি। হে পিতা তোমার নিকটে এই প্রার্থনা করি যেন সূর্য্যের ন্যায় আমি তোমার আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করি, যেন আমার শরীরে আলস্য প্রবেশ করিতে না পারে। আমাকে ধর্ম্ম বলে বলবতী কর, এবং আমার ইচ্ছা সকলকে কর্ত্তব্যের অনুগামী করিয়া দেও। দীননাথ! আমি অতি দুঃখিনী, আমার নিকটে প্রকাশিত হও, পাপীয়সী বলিয়া ত্যাগ করিও না, আমার আর তোমার সমান কেহ নাই। আমাকে তোমার কার্য্যে

নিযুক্ত কর, যেন তোমার প্রিয় কার্য্য করিতে করিতে আমার জীবন শেষ হয়, আমাকে তোমার চরণ ছায়াতে রক্ষা কর, যেন শ্রেয়কে অবলম্বন করিয়া দিন দিন তোমার নিকটে অগ্রসর হই ও যেন প্রেয়কে দূর হইতে দূর করিয়া দিই। পিতা! তোমার প্রেম-মুখ লাভে বঞ্চিত করিও না, যেন সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে তোমাকে নিকট জানিয়া অভয় প্রাপ্ত হই। করুণাময়! মনোনিবেশ করিয়া তোমার রাজ্যের শোভা দেখিলে আমার মন পুলকিত হয় এবং তোমার করুণা সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়। তুমি করুণাসাগর, তোমার করুণার কথা কি বলিব! আমি অজ্ঞান স্ত্রীলোক আমার সাধ্য নাই যে তাহা ব্যক্ত করি। আমার অজ্ঞানতা দূর কর ও তোমার নির্ম্মল স্নেহ-বারি দিয়া আমার হৃদয়ের মলা প্রক্ষালন কর আমাকে তোমার সঙ্গী করিয়া লও। তোমার চরণে প্রণাম। হে অনাথ নাথ! এ অনাথিনীর প্রণাম গ্রহণ কর। হে প্রভু! এ দুঃখিনীর হৃদয়ে বিরাজ কর।

—ঃ০০—

পদ্য।

স্বভাব দর্শন।

মনে বড় ভালবাসি উষার সময়,
প্রতি দিন দেখি উঠে অরুণ উদয়;
হেরি সে সুন্দর মেঘ গগনের ভালে,
হাজার বরণে শোভে নিদাঘের কালে।

মনে বড় ভালবাসি দেখি সর্ব্বক্ষণ,
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ মাঠের বরণ;
শুনি কি সুস্বনে তথা বহে সমীরণ;
হরিত তরঙ্গ রঙ্গে জুড়াই নয়ন।

ভালবাসি দেখিতে সে সন্ধ্যার সময়,
সরোবরে মনোহর চাঁদের উদয়;
তীরে থেকে ধীরে ধীরে মলয়ের বায়,
সুগন্ধে মাতিয়া যবে চামর ঢুলায়।

মনে বড় ভালবাসি পূর্ণিমার রাত,
না বহে হৃদয়ে যদি ভাবনার বাত;
থেকে থেকে শুনি কুঞ্জে পাখির কূজন;
গুঞ্জে কিবা অলিকুল ভ্রমিয়া কানন।

ভাল বাসি দূরে থেকে দেখি মহীধর,
আকাশে অটল যেন শোভে জলধর;
দেখি যবে ঘোর কোরে আসে মেঘজালে
চৌদিকে কুলায়ে ধায় পাখিরা বিকালে।

ভাল বাসি শুনিতে সে পর্ব্বত গুহায়,
দূরেতে কেমন ভীম বজ্রনাদ ধায়;
কেমন প্রচণ্ড রবে রুষি বায়ু কুল,
সিন্ধুরে গগনে তোলে করিয়া আকুল।

দেখিতে এসব আমি ভাল বাসি মনে,
শুনিতে আনন্দ পাই স্বভাব বদনে;
এবে দেখি কুসুম গোলাপ মনোহর;
এবে শুনি ঘোর রোল যথায় নির্ঝর।

কি মহৎ, কমনীয় কিবা ভয়ঙ্কর,
আমার নয়ন মনে সকলি সুন্দর;
সকল সৃষ্টিতে দেখি মহিমা তোমার,
জগদীশ সবে গায় তুমি মূলাধার।

বিজ্ঞাপন।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহক মহাশয়দিগের নিকট বামাবোধিনীর অগ্রিম মূল্য অথবা তদ্বিষয়ে কোন স্থির সংবাদ না পাইলে পত্রিকা আর প্রেরণ করা যাইবে না। বামাবোধিনী সংক্রান্ত পত্রাদি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিলেই আমরা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রভাত হইলে নিশা, কে ঘুমাতে চায়?
কেন তবে, বামাগণ, এখনো নিদ্রায়?
মিলে আঁখি দেখ দেখি বিদ্যার আলোক,
আনন্দে মেতেছে যাতে জগতের লোক।

৫ সংখ্যা { পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য ৵০ আনা

স্বাস্থ্য রক্ষা।

বস্ত্র পরিষ্কার।

শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য যে ঘর বাড়ীতে থাকা যায় তাহার ভিতর বাহির যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, বস্ত্রের বিষয়েও সেই রূপ মনোযোগ করা কর্ত্তব্য। ময়লা কাপড় পরিলে শরীরের ভিতরের মলা বাহির হইতে পারে না, তাহাতে রক্ত খারাব হয় এবং চুলকোনা, পাঁচড়া, মাথাধরা এই সকল রোগ সহজেই জন্মায়। ময়লা কাপড়ে মনও কেমন অসুখী থাকে এবং তাহাতে অনেক দুঃখের চিন্তা মনকে জড়ীভূত করিয়া রাখে। সকলেই জানেন নূতন ধৌত বস্ত্র একখানি পরিধান করিলে মনে কেমন একটি স্ফূর্ত্তি হয়, কাজ কর্ম্ম করিতে নূতন উৎসাহ হয়।

শারীর বিদ্যা* দ্বারা জানা যায় যে আমাদের লোমকূপ হইতে প্রতিদিন প্রায় আধসের ক্লেদ বাহির হয়। দেখ এক দিন মাত্র একটি জামা গায় দিলে তাহার ভিতর-পিঠে কত ময়লা পড়ে। পরিষ্কার বস্ত্র পরিলে শরীরের ভিতরের ময়লা সহজে বাহির হইয়া সেই কাপড়ে লাগে। কিন্তু ময়লা কাপড়ের মলায় লোমকূপ আঁটা থাকে, সুতরাং ভিতরের মলা বাহির হইতে পারে না। তাহাতে শরীরের নানা অসুখ

* বামাবোধিনীর ৩০ পৃষ্ঠায় শারীর বিজ্ঞান দেখ।

হয়; আরও ময়লা কাপড় ঘর্ম্মাক্ত হইয়া এরূপ দুর্গন্ধ হয় যে তাহাতে শরীরের ও মনের সুস্থতা স্পষ্টই নষ্ট হইতে দেখা যায়। আমাদের বাঙ্গালিরা পরিষ্কার কপাড় পরা যে শরীরের পক্ষে আবশ্যক তা ভত বোধ করেন না। যেমন ইঁহারা লোক দেখাইবার জন্য সময় সময় ঘরবাড়ী পরিষ্কার করেন কিন্তু চরাচর ঘর বাড়ী ময়লা ও অঞ্জালে পূর্ণ থাকে; সেই রূপ লোক দেখাইবার জন্য ইঁহাদের পোসাকী ধুতী থাকে কিন্তু আটপরে কাপড় যত মলিন হউক তায় ক্ষতি বোধ করেন না। মেয়েদের এবিষয়ে আবার বাড়াবাড়ি দেখা যায়। তাঁদের বসিবার ত আসন থাকে না, যেখানে ইচ্ছা, ধূলা কর্দ্দা না মানিয়া, বসিয়া পড়েন। পুরুষেরা যেখানে জুতা খুলিয়া অর্থাৎ খালি পায়ে চলিতে চাহেন না, সেখানেও তাঁহারা অবলীলাক্রমে বসেন। রন্ধন করিতে বা গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া তাঁহারা কাপড়ে সাত চর্ম্ম ময়লা পাড়ান। বাঙ্গালিদিগের শয্যা সকলও এই রূপ অপরিষ্কার থাকে। খুব বড় মানুষ ভিন্ন অন্য লোকের বিছানার চাদর কি বালিষের ওয়াড় মাসের মধ্যে হয়ত একবারও ধোবার বাড়ী যায় না। যে বিছানায় প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটাইতে হয়, তাহা ময়লা থাকিলে শরীরের কি সামান্য অপকার হয়? শয্যা সকল পরিষ্কার ও নিয়ত রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

বস্ত্র পরিষ্কার রাখা উচিত, এটি আমাদের দেশের অনেকের বোধ হয় মতও নহে। কেহ ধৌত বস্ত্র সর্ব্বদা ব্যবহার করিলে তাহাকে অনেকে 'বাবু' বলিয়া উপহাস করেন। ঘর বাড়ী নিত্য পরিষ্কার থাকিলে যে রূপ শরীর ভাল থাকে, বস্ত্র যদিও সর্ব্বদা পরিষ্কার থাকিলে সেই রূপ হয়। অনেক বাঙ্গালি এটি বুঝিতে পারেন কিন্তু অর্থের অভাব দেখান। এদিকে তাঁহারা আবার এক এক পূজার সময় যে বহু মূল্য কাপড় সকল ক্রয় করেন, তাহার এক খানার দাম কর্ত্তন করিয়া যদি ধোবার মাহিনা বাড়াইয়ে দেন, সম্বৎসর কাল শুভ্র বস্ত্র পরিয়া শরীর সুস্থ ও সবল এবং মনকে প্রফুল্ল রাখিতে পারেন সন্দেহ নাই। যদি বস্ত্র পরিষ্কার রাখিতে মনোগত যত্ন থাকে, ধোবার কড়ীর জন্য আটক খায় না। মেয়েরা ঘরে সাজীমাটী বা সাবান দিয়াও পরিষ্কার করিতে পারেন। ইহাতে যিনি লজ্জা বা অপমান বোধ করেন, তিনি নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং রোগ সঞ্চয় করিতে ভাল বাসেন। এক এক গৃহস্থের বাটীর মেয়েদিগের কাপড় এবং বিছানা সকল দেখিলে, যেন শ্মশান হইতে কুড়াইয়া আনা বোধ হয়, তাহাতে তাঁহাদের কি লজ্জা হয় না?

——

জীবন চরিত্র।

হাইপেসিয়া।

সে দিন মার্টিনোর জীবন চরিত পড়িয়া বোধ হয় অনেকেই জানিতে পারিয়াছেন মেয়ে মানুষে কত দূর লেখা পড়া শিখিতে পারে। ইংরাজদের দেশে যে উনিই কেবল একা খুব বিদ্যাবতী হইয়াছেন এমত নহে। মেরি সমরভিল নামে আর একটি স্ত্রীলোক প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানে* একজন সুপণ্ডিতা বলিয়া বিখ্যাত আছেন। কুমারী কব যিনি আজিও জীবিত আছেন, তত্ত্ব-বিবেক † ও মনোবিদ্যায় ‡ মেয়ে মহলে তিনি অদ্বিতীয়। হ্যানামুরুকে নীতিজ্ঞ বলিয়া সকলেই জানেন। ফিলিসিয়া হিমান্‌স একজন মস্ত কবি ছিলেন। এঁদের ছাড়া আরও অনেকে বেশ লেখা পড়া জানিতেন। কিন্তু ইঁহাদের বিশেষ করিয়া নাম করিবার কারণ এই, ইঁহারা বিদ্যার বড় শক্ত শক্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহারা এমন সকল শাস্ত্রে সুখ্যাতি পাইয়াছেন যাহাতে পুরুষেও শীঘ্র প্রবেশ করিতে পারে না। স্ত্রীলোকেরা মনে ভাবিতে পারে না, এই দুর্নামটি ইঁহারাই দূর করিয়াছেন। ইঁহারা যে সকল বিষয় লিখিয়া গিয়াছেন অনেক বিদ্বান্ বিদ্বান্ লোকে" তাহা শীঘ্র বুঝিতে পারেন না।

অনেকে এমত বলিতে পারেন, "উঁহারা ইংরাজদের দেশের মেয়ে, উঁহাদের কথা ছেড়ে দাও। ইংরাজদের আচার ব্যবহার সব স্বতন্ত্র। কই ইংরাজদের দেশ ছাড়া আর কোন দেশের স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া জানে দেখাও দেখি।" অন্য দেশের মেয়েরাও যে লেখা পড়া শিখিয়াছে ও শিখিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত শুন।

পূর্ব্বকালে হাইপেসিয়া নাম্নী এক সুবিখ্যাত বিদ্যাবতী ও গুণবতী নারী ছিলেন। ইনি অনুমানে খৃষ্টীয় চারি শতাব্দের* শেষাশেষি জন্মিয়াছিলেন। পৃথিবী যে চারি খণ্ডে ভাগ করা হইয়াছে তার এক খণ্ডের নাম আফ্রিকা; সেই আফ্রিকা খণ্ডে নীল নামে একটি নদী আছে। এই নদীটি মিশর (যাহাকে ইংরাজীতে ইজিপ্ট কহে) দেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই মিশর দেশে উক্ত নদী তীরে আলেক্‌জেন্দ্রিয়া নামে একটি নগর আছে। এই নগরটি পূর্ব্বকালে বাণিজ্য ব্যবসায়ের ধুম ধামে ও বিদ্যার চর্চ্চায় পরিপূর্ণ ছিল। এই নগরে হাইপেসিয়ার জন্ম হয়।

---

* বামাবোধিনীর ৩০ পৃষ্ঠায় দেখ।

† বামাবোধিনীর ৩২ পৃষ্ঠায় পরমার্থ বিদ্যা দেখ।

‡ বামাবোধিনীর ৩১ পৃষ্ঠায় দেখ।

* যিশু খৃষ্টের জন্মাবধি খৃষ্টীয় শাক গণনা করে। শত বৎসরে এক শতাব্দ হয়। এখন ১৮৩৪ শাক সুতরাং হাইপেসিয়া সাড়ে বার শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মান।

হাইপেসিয়া স্বভাবতঃই যে সকল গুণে ভূষিতা ছিলেন বোধ হয় আর কোন স্ত্রীলোক সে রূপ ছিল না। প্রকৃতি তাঁহার বুদ্ধিকে খুব তীক্ষ্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মন বিজ্ঞানশাস্ত্রে* আপনাপনি ধাবিত হইত। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার এরূপ গুণ ছিল যে, পরে যে তিনি এক জন বড় গুণবতী স্ত্রীলোক হবেন তাহার চিহ্ন দেখা গিয়াছিল। তাঁহার বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ দেখিয়া তাঁহার পিতা, পণ্ডিতবর থিয়ন, তাঁহাকে আপনিই লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। থিয়ন গণিত বিদ্যা ভাল জানিতেন। এ জন্য, স্ত্রীলোকের যে সকল গুণপনা থাকা উচিত, হাইপেসিয়া সে সকলে নিপুণা হইলে পর, তিনি প্রথমেই তাঁহাকে গণিত শাস্ত্র শিখাইলেন; পরে খগোল ও সমুদায় দর্শন শাস্ত্র পড়াইলেন। তিনি ঐ সকল বিদ্যায় এমনি পারদর্শিনী হইয়াছিলেন, যে তখনকার কালে তাঁহার মত বিদ্যাবতী আর কেহই ছিল না।

আলেক্‌জেন্দ্রিয়াতে যত বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বদর্শী ছিলেন, হাইপেসিয়ার সঙ্গে তাঁহাদের প্রায় সকলেরই বিলক্ষণ ভাব আলাপ ছিল। হাইপেসিয়া তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় তাঁহাদের মতামত সকল ভাল রূপ জানিয়াছিলেন। যিনি যে বিজ্ঞানে পণ্ডিত তাঁহার কাছে সেই বিজ্ঞান চূড়ান্ত করিয়া শিখিতে ত্রুটি করেন নাই। বাস্তবিক তখনকার কালে মানুষে যত শিখিতে পারে তিনি তাহা শিখিয়াছিলেন। লেখা পড়া শিক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলে, আর ভাল বুদ্ধি থাকিলে কি না শেখা যায়? কি না জানা যায়? এক-জন যথার্থ তত্ত্বদর্শী হইতে গেলে তখনকার কালে যে প্রগাঢ় বিজ্ঞতা ও অপরিসীম জ্ঞানের প্রয়োজন হইত, তাহাও হাইপেসিয়ার অভাব হয় নাই। শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য তিনি কত কাল ধরিয়া অটল যত্ন করিয়াছিলেন। গ্রীস দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্লেটো ও আরিষ্টটলের গ্রন্থাদি পাঠে, কয়েক বৎসর অন্যান্য কাজ প্রায় বিসর্জ্জন করিয়া, শেষে তাঁহাদের শাস্ত্র সকল এমনি শিখিলেন যে তন্মধ্যস্থ অত্যন্ত কঠিন ও কূট ভাগ সকলও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন। কেবল যে আরিষ্টটলের ন্যায়াদি শাস্ত্রে ও প্লেটোর দর্শনে তাঁহার খুব জ্ঞান জন্মিয়াছিল এমত নহে। আরো অন্যান্য যে সকল দার্শনিকের মতামত সেকালে প্রচলিত ছিল, সে সকলই তিনি ক্রমে ক্রমে অবগত হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি সুকুমার-বিদ্যায়* বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন। বলিতে কি তাঁ-

* বামাবোধিনীর ২৯ পৃষ্ঠায় দেখ।

* সাহিত্য আদিকে সুকুমার বিদ্যা কহে। সাহিত্য বা, বো, ৪৩ পৃ, দেখ।

তাকে সকল গুণে ভূষিতা করিবার জন্য বিধাতা যেন ব্যস্ত হইয়াছিলেন।

আগে বলিয়া আসিয়াছি আলেকজেন্দ্রিয়াতে পূর্ব্বকালে বিদ্যার বড় চর্চ্চা ছিল। সেই সময়েই হাইপেশিয়ার পিতা বিখ্যাত হন। তখন আলেক্জেন্দ্রিয়াতে ভারি দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা হইত। দর্শন শাস্ত্র শিখাইবার জন্য বড় বড় বিদ্যালয়ও ছিল। থিয়ন একটি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি এই কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে হাইপেসিয়ার উপরই সেই গুরুতর কর্ম্মের ভার সমর্পিত হইল। একি কম স্পর্দ্ধার কথা যে একজন স্ত্রীলোক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হইলেন? একি সামান্য গৌরবের কথা যে তিনি আবার দর্শন শাস্ত্রের আচার্য্যা হইলেন? ইহা আরো কত শ্লাঘার কথা যে তিনি একটি মণ্ডলীর সমস্ত পুরুষ জাতীর শিক্ষকতা গ্রহণ করিলেন। সুধু এই কর্ম্মটি পাওয়াতেই তাঁহার সকল গৌরব পূর্ণ হইয়াছিল। এই কর্ম্মে তাঁহার নাম চিরস্থায়ী হইবার পন্থা হইল। তাঁহাকে এই কর্ম্ম দেওয়াতে লোকের যথার্থ ন্যায় বিবেচনা, বিদ্যার প্রতি আদর, শিখিবার ইচ্ছা ও নিরভিমান এক কালীন সকলই প্রকাশ পাইয়াছিল। আরও হাইপেসিয়াতে যে সকল মহৎ গুণ আছে,—যে সকল গুণের জন্য তাঁহার যশ এক কালে ভুবনময় প্রচার হইবে,-সেই সমস্ত গুণ তাঁহারা যে আগে দেখিতে পাইয়াছিলেন, সেই বিবেচনা হেতু তাঁহাদিগকে খুব প্রশংসা করা যায়। এই উচ্চ পদে অভিষিক্তা হইয়া তিনি যে কত বড় মেয়ে মানুষ, এই সময় হইতেই, তাহা সমস্ত জগতে প্রকাশ হইতে লাগিল। তিনি যে, সমস্ত বিজ্ঞানের মর্ম্ম সুন্দর রূপে বুঝিয়াছিলেন, সুকুমার বিদ্যায় পণ্ডিতা এবং বক্তৃতা শক্তিতে নিপুণা ছিলেন এইবারে সকলে তাহা জানিতে পারিল। যে পদে একসময়ে এমোনিয়স্ ও হায়েরোক্লিশ প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতেরা বসিয়া গিয়াছেন তিনি যে সেই পদের যোগ্যা তাহাও এই বারে প্রকাশ হইল।

হাইপেসিয়ার সময় আলেকজেন্দ্রিয়াতে যে রূপ বিদ্বান্ লোকের একত্র সমাগম হয়, এমন আর কখন হয় নাই। ঐ নগরে বিদ্যার বড় চর্চ্চা হইত বলিয়া সেখানকার লোকদের মধ্যে অনেকেই ভারি বিদ্বান্ ছিলেন। আবার বিদ্যার সমধিক অনুশীলন জন্য অন্য অন্য দেশ থেকেও পণ্ডিতেরা এখানে বেশী জানিতে শুনিতে আসিতেন। ইহার উপর এই সময়ে আর একটী ধাতের লোকেরাও এখানে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যেও অনেকে বিদ্বান্ ছিলেন। ইঁহারা আলেকজেন্দ্রিয়ার রাজার স্বদেশীয়, অর্থাৎ রোমদেশীয় লোক। ইঁহা-

দের মধ্যে কতকগুলি রাজ্য শাসন করিতে, আর কতকগুলি—যে জন্য আমাদের দেশে মহোদয় ডফ সাহেব আসিয়াছেন সেই জন্য, অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। এই রূপ নানা দেশের নানা জাতীয় পণ্ডিতগণ তখন সেই নগরে একত্র মিলিত হইয়াছিলেন।

—হাইপেসিয়া যখন দর্শন শাস্ত্রের উপর বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি ক্রমে পৃথিবীর চারি কোণ থেকে লোক প্রবাহ আসিতে লাগিল। তাঁহার বাগ্মীতা (বক্তৃতা শক্তি) ও পাণ্ডিত্যের যশ এমনি সুপ্রচার হইতে লাগিল যে, তাঁহাকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার কথা শুনিবার জন্য, ইউরোপ ও আসিয়া থেকে যত বিদ্বানেরা এবং ভদ্র লোকেরা আলেকজান্দ্রিয়াতে আসিতে লাগিলেন। একজন স্ত্রীলোকে যে অসামান্য বিদ্যাবতী হইবেন তাহা বড় আশ্চর্য্য নয়; কিন্তু ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সেই স্ত্রীরত্নের চারিধারে একেবারে ইউরোপ, আসিয়া ও আফ্রিকার হাজার হাজার যুবকগণ একত্রিত হইয়া, তাঁহার মুখ থেকে গভীর জ্ঞানের কথা শুনিয়া চমৎকৃত হইতেছেন। না হইবেন কেন? মানুষের মনে যত বিদ্যাধরে, সেই বিদ্যার সঙ্গে যদি মনোহর বাগ্মীতা থাকে, তবে একেবারে সোনায় সোহাগা হয়। বক্তৃতা শক্তিটি যেন মেয়ে মানুষের স্বাভাবিক গুণ বোধ হয়। আবার সেই শক্তিটি যখন তাঁহাদের সৌন্দর্য্যের সহিত মিশে, তখন তাহাকে একটি মায়াবিনী বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে। হাইপেসিয়ার যেমন বিদ্যা ছিল, তেমনি বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল, ও তেমনি রূপ ছিল। তাঁহার মধুমাখা কথা, ও জ্ঞান পূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া, কি সামান্য, কি পণ্ডিত, সকলেই বিস্তর ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

হাইপেসিয়ার সুরূপের কথা উল্লেখ করিতাম না, যদি না তার সঙ্গে তিনি সচ্চরিত্রা হইতেন। যদিও আলেকজান্দ্রিয়ার ভিতর তাঁহার মত সুন্দরী ও লাবণ্যবতী আর কেহই ছিল না, যদিও, যে নগরে পৃথিবীর সকল সদ্বিদ্বানেরা আসিয়া মিলিত হইত, সেখানেও জ্ঞানে তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হইত না—যদিও তাঁহার এত গুণ ছিল, তবুও একটি দিনের জন্য কেহ তাঁহাকে অহঙ্কারিণী বলিতে পারিত না। বাস্তবিক তিনি সমস্ত স্ত্রীজাতির মধ্যে লজ্জাশীলা ও নম্রা ছিলেন। তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র ও নির্ম্মল ছিল। এমন কি যে নগরীতে হাজার লোক হাজার প্রকার ছিল, যে নগরীতে দুইটি প্রবল দলের (দেশের লোক ও খৃষ্টানগণের) দলা-দলী চলিতেছিল, যে নগরীতে পৃথিবীর ভাল মন্দ সকল লোক আসিয়া মিলিত হইয়াছিল, সেখানেও দ্বেষ হিংসা

কখনী একদিনের জন্য তাঁহার সচ্চরিত্রের উপর সন্দেহও করিতে পারে নাই। খৃষ্টানেরা এবং অন্যান্য ধর্ম্মীয় লোকেরাও তাঁহার জীবন চরিত লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের বিষয় বর্ণন করিতে গিয়া সকলেই এক কথা কহিয়াছেন। হাইপেসিয়া যত পুরুষ সংসর্গে থাকিতেন, তাঁহাকে যেমন সকল লোকেই আদর, স্নেহ, ও সম্মান করিত, বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত কোন কামিনীই তত বেড়ায় নাই ও তত পূজনীয়া হয় নাই, কিন্তু এরূপ হইয়া তাঁহার মত কোন স্ত্রীর চরিত্র এত নির্দ্দোষ দেখা যায় না। তিনি সকলের সঙ্গেই মিশিতেন, কিন্তু সকলেই তাঁহাকে সামান্য স্ত্রীলোকের চেয়ে আর এক দরের লোক বিবেচনা করিত,-তাঁহাকে একটি ভিন্ন চক্ষে দেখিত,—তাঁহাকে এক অসাধারণ স্ত্রীরত্ন বলিয়া স্বীকার করিত। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের লোকেরা ইহাঁর জীবনচরিত ও সুখ দুঃখের কথা লিখিতে গিয়া সকলেই এমনি সাধুবাদ করিয়াছেন যে তাহা পড়িয়া তিনি যে কোন্ ধর্ম্মের লোক ছিলেন তাহা ঠিক করা ভারি গোলমাল ঠাকে। আজিও এবিষয় অস্থির থাকিত যদি না চরিতাখ্যায়কেরা (জীবন চরিত লেখকেরা) বলিয়া যাইতেন তিনি খৃষ্টান ছিলেন না।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

—•—

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।

কৃতজ্ঞতা।

যিনি কাহারও উপকার করেন তাঁহাকে উপকারী কহে; এবং যিনি উপকার প্রাপ্ত হন, তাঁহাকে উপকৃত ব্যক্তি কহে। উপকারীর প্রতি উপকৃত ব্যক্তির যে সদ্ভাব, তাহাই কৃতজ্ঞতা। সাধু লোক কিছু মাত্র উপকার প্রাপ্ত হইলেই আপনাকে উপকারীর প্রতি চিরবাধিত মনে করেন, এবং সর্ব্বদা চেষ্টা করেন যাহাতে তাঁহার ভাল হয়। তিনি সুযোগ পাইলেই উপকারীর প্রতি উপকার করিতে ত্রুটি করেন না। এই রূপ উপকারীর প্রতি উপকার করাকে প্রত্যুপকার কহে।

প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতার এক প্রধান চিহ্ন। মাতা যে রূপ স্বয়ং সন্তানের কোন সুখ সাধন করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ মনে করেন, কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ও তদ্রূপ নিজে প্রত্যুপকার করিতে পারিলে সাতিশয় সুখী হয়েন। কিন্তু মাতৃ স্নেহ যে রূপ যে কোন প্রকারেই হউক সন্তানকে সুখী দেখিলেই চরিতার্থ হয়, যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক উপকারীর ভাল হওয়া দেখিলে কৃতজ্ঞতা সে রূপ চরিতার্থ হয় না। এ জন্য কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বদা সুযোগ দেখেন কি সে প্রত্যুপকার করিতে সক্ষম হন। অতএব যদি কৃতজ্ঞ হইতে চাহ

সতত প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করিবে।

কিন্তু তা বলিয়া মনে করিও না প্রত্যুপকার কৃতজ্ঞতার এক মাত্র কার্য্য—প্রত্যুপকার করিতে না পারিলে কৃতজ্ঞ হওয়া হয় না। এমন অনেক স্থল আছে যেখানে হাজার চেষ্টা করিলেও প্রত্যুপকার করা যায় না; এবং অনেক লোক আছে যাহাদের উপকার করা নিতান্ত দুষ্কর। সচরাচর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপকার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না; এবং দরিদ্র লোকদিগের প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা অনেক স্থলে থাকে না। তবে কি নিকৃষ্ট শ্রেষ্ঠের প্রতি, দরিদ্র ধনীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পারে না? না প্রজা রাজার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিতে পারে না? কখনই নহে। উপকারী ব্যক্তিকে মান্য করা, তাঁহার কথার বশ হওয়া এবং যে কোন প্রকারে হউক তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা কৃতজ্ঞতার কার্য্য। ঈশ্বর তোমার অশেষ উপকারী সুতরাং অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র, কিন্তু তাঁহার কোন অভাব নাই যে তুমি পূরণ করিয়া প্রত্যুপকার কর, তবে কি তুমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে পার না? তাঁহার আজ্ঞা পালন করা, তাঁহাকে সর্ব্ব সুখ দাতা বলিয়া বিনীত ভাবে নমস্কার করাই কৃতজ্ঞতার কার্য্য।

কৃতজ্ঞতা কাহাকে কহে ও ইহার কার্য্য কি তাহা শুনিলে। কিন্তু ইহা শুদ্ধ শুনিবার কথা নয়, ইহা ভাবে পরিণত করিতে হয়। যে রূপ উপদেশ পাইলে তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। সকল ব্যক্তিরই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি পশু তুল্য; মনুষ্য মাত্রেই তাহাকে ঘৃণা করে। তুমি কখনই অকৃতজ্ঞ হইও না। যিনি তোমার কিছু মাত্র উপকার করিবেন তুমি তাঁহার ভাল করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিবে, এবং তাঁহাকে মান্য করিবে। একটুকু উপকার পাইলেই যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, কারণ উপকার যত অল্প হউক না কেন উপকারী সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞতার পাত্র। যে ব্যক্তি তোমাকে ভাল বাসিয়া, তোমার ভাল চেষ্টা করিয়া বা কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন তাঁহাকে তুমি পরম বন্ধু বলিয়া মান্য করিবে; তাহার প্রতি বাধিত থাকিবে। যাহাতে উপকারী ব্যক্তি সন্তুষ্ট থাকেন এমন কার্য্য করিতে চেষ্টা করিবে। উপকার পাইবা মাত্র 'নমস্কার' বা অন্য কোন বাক্য বা ভাব ভঙ্গি দ্বারা আপনাকে বাধিত জানাইবে।

কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা সততই উপকার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহাদিগের প্রতি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিতে হয়; যথা পিতা মাতা, গুরু ও ঈশ্বর।

তুমি জন্মাবধি যাঁহাদের স্নেহে লালিত পালিত হইয়াছ, ক্ষুধার সময় অন্ন, নিদ্রার সময় শয্যা ও

ইচ্ছানুযায়িক বস্ত্রালঙ্কার পাইয়াছ, যাঁহারা সর্ব্বদাই তোমার ভাল চেষ্টা করিতেছেন, এমন যে পিতা মাতা তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদাই কৃতজ্ঞ থাকিবে। রোগের সময় কে তোমাকে ঔষধ দিয়া তাহার শান্তি করিয়াছেন? নিতান্ত শিশুকালে, সেই অসহায় অবস্থাতে, কে তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন? পিতা মাতা। এমন পিতা মাতার সহিত বিবাদ করা, তাঁহাদিগকে ভাল না বাসা, তাঁহাদের ভাল করিতে চেষ্টা না করা, ভয়ানক অকৃতজ্ঞতা। এখন যদি তাঁহারা তোমার সহস্র দোষ করেন, তথাপি তুমি তাঁহাদের প্রতি অকৃতজ্ঞ হইও না। শত বৎসরেও পিতামাতার ধার শোধা যায় না। কাহার যত্নে তুমি পৃথিবীতে রহিয়াছ, নানা সুখপ্রদ এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ, বন্ধু বান্ধব ভাই ভগ্নি স্বামী ও ঐশ্বর্য্য তাবৎ প্রাপ্ত হইয়াছ? পিতা মাতা শৈশব কালে তাদৃশ যত্ন না করিলে তুমি কোন সুখেরই অধিকারিনী হইতে পারিতে না। অতএব তাঁহাদের প্রতি সর্ব্বদা কৃতজ্ঞ হইবে। তাঁহাদিগকে কখনই কটু কথা কহিবে না ও তাঁহাদের প্রতি কদাচ কর্কশ ব্যবহার করিবে না। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে, ভাল বাসিবে। যাহাতে তাঁহাদের ভাল হয়, যাহাতে তাঁহারা সুখী হন এরূপ কার্য্য করিবে। তাঁহাদের তাবৎ অভাব মোচন করিবে; এবং বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহাদিগকে যত্নের সহিত প্রতিপালন করিবে।

যেমন শরীর রক্ষাকারী পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে, তেমনি আবার যিনি মনকে ভাল করেন তাঁহাকেও মান্য করিবে। যিনি তোমাকে বিদ্যা শিক্ষা দেন, যিনি ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবে। পিতামাতা তোমার শরীরের ভাল করেন, যাহাতে তুমি এই সংসারে সুখী থাক এমন করেন। গুরু তোমার মনের ভাল করেন, যাহাতে তুমি জ্ঞানবতী হইয়া ঈশ্বরকে জানিতে পার ও তাঁহাকে জানিয়া ইহকাল ও পরকাল সুখী থাক। উভয়ই অশেষ উপকারী। অতএব গুরুকে ভক্তি করিবে; তাঁহার কথার বশ থাকিবে, তাঁহার উপকার করিতে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে যত্নশীলা থাকিবে। পিতা মাতা ও গুরু উভয়ই কৃতজ্ঞতার পাত্র। সচরাচর পিতা মাতা বালকদিগের গুরু হয়েন। জ্ঞানী পিতা মাতা সন্তানের শরীর, মন, ঐহিক, পারত্রিক উভয়েরই প্রতি সমান যত্ন লন। এরূপ পিতা মাতা অশেষ ভক্তি ভাজন। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা দ্বিগুণ হইয়া উঠে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরমেশ্বরের প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হইবে। তাঁহার প্রসাদেই শরীর, মন, জীবন ও তাবৎ সুখ প্রাপ্ত হই-

য়াছ। তিনিই পিতা মাতার মনে স্নেহ দিয়াছেন; তাঁহারই নিয়মানুসারে পিতা মাতা এরূপ আশ্চর্য্য যত্নের সহিত সন্তানকে লালন পালন করিতেছেন। তিনি যদি মাতার মনে স্নেহ না দিতেন মাতা কখনই তোমাকে তাদৃশ যত্নে লালন পালন করিতেননা। দেখ, পরমেশ্বর লোকের হিতের জন্য সর্পকে অপত্য স্নেহ দেন নাই, সুতরাং প্রসব করিয়াই সর্পমাতা স্বীয় সন্তানগণকে ভক্ষণ করে। তদ্রূপ যদি তিনি পিতাকে স্নেহ না দিতেন পিতাও তোমাকে এরূপ যত্নে রক্ষা করিতেন না। দেখ সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তু সুযোগ পাইলেই স্বীয় স্বীয় শাবক দিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলে, কারণ ঈশ্বর তাহাদিগকে অপত্য স্নেহে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি যদি একবার তোমাকে ভুলেন তুমি তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হইয়া যাও। কে গুরুর দ্বারা তোমাকে জ্ঞানবতী করিতেছেন? গুরুর সাধ্য কি তোমাকে উপদেশ দেন যদি পরমেশ্বর তাঁহাকে এরূপ ক্ষমতা এবং সাধু ইচ্ছা না দিতেন। ঈশ্বরই যথার্থ গুরু, গুরু তাঁহার উপলক্ষ্য, তাঁহার আজ্ঞাকারী দাস মাত্র। তিনি পিতা মাতার পিতা মাতা, গুরুর গুরু। যদি পিতা মাতার কথা অবহেলা করা পাপ, তবে পরমপিতার অবাধ্য হওয়া কি ভয়ানক পাপ। যদি গুরুকে ভক্তি করা উচিত, তবে পরম গুরুকে ভক্তি করা কত অধিক উচিত। পরমেশ্বরকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি করিবে। আগে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবে তবে পিতা মাতা ও গুরুর আজ্ঞা শুনিবে। তিনি নিষেধ করিলে কোন কাজই করিবে না; তিনি আজ্ঞা করিলে বাপমার কথায় তাহা কদাপি অন্যথা করিবে না। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইলে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া হইল।

তুমি যখন নিদ্রা যাও ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করেন, তোমার শরীর ও মনকে সুস্থ করেন। অতএব প্রাতঃকালে উঠিয়াই অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিবে। নূতন দিবসের সঙ্গে সঙ্গে যে নূতন বল পাইলে; অদ্যাবধি জীবন ধারণ করিয়া পুনর্ব্বার নব দিবসের সুখ ভোগ করিতে চলিলে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে নমস্কার করিবে। আবার সমস্ত দিনে তুমি যত সুখ পাইয়াছ, ক্ষুধার সময় অন্ন, শ্রান্তির সময় বিশ্রাম;—সমস্ত দিনে যাহা কিছু সৎকার্য্য করিতে পারিয়াছ, তজ্জন্য প্রতি সন্ধ্যাকালে পরমেশ্বরকে প্রণাম করিবে ও তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।

বর্ণ সংযোগ।

১৬। স্বরবর্ণ স্বরবর্ণে যোগ হয় না। যথা, ই-আ, ঋ-ও ইহাদের পরিবর্ত্তে ইা, ক্রো কখন হয় না। (১৭)

ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ যোগে সংযুক্ত বর্ণ হয় না। যথা কাল, দেয, সিংহ, দুঃখ ইত্যাদিকে অসংযুক্ত বর্ণ-বিশিষ্ট শব্দ কহে।

ব্যঞ্জন বর্ণ স্বরবর্ণের সহিত যুক্ত না থাকিলে ‘হসন্ত’ বর্ণ কহে; যথা বাক্ এস্থলে ক ‘হসন্ত’। (্) এই চিহ্ন কোন ব্যঞ্জন বর্ণের নিম্নে থাকিলে তাহাকে হসন্ত বর্ণ কহে। (১৮)

১৭। যদি দুই বা বহু ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যে একটিও স্বরবর্ণ ব্যবধান না থাকে, তাহা হইলে তাহারা মিলিয়া একটি সংযুক্ত বর্ণ হয়। যথা ক্-র্-অ ক্র, ক-ত-অ ক্ত।

১৮। য, র, ল, ব, ও ণ, ন, ম কোন ব্যঞ্জন বর্ণের পরে যুক্ত হইলে ‘ফলা’ নাম প্রাপ্ত হয়। (১৯) রকার ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বে যোগ হইলে রেফ কহা যায়। রকার রকারে যোগ হয় না। (২০)

বর্ণের সংযোগে বর্ণের রূপ ভেদ।

১৯। কোন ব্যঞ্জন বর্ণে যুক্ত হইলে আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ, ক্রমে া, ি, ী, ু, ূ, ৃ, ৄ, ে, ৈ, ো, ৌ এই রূপ রূপান্তর হইয়া যায়; যথা কা, কি, কী, কু, কূ, কৃ, কৄ, কে, কৈ, কো, কৌ নিয়মাতিরিক্ত—গ-উ গু, শ-উ শু, র-উ রু, র-ঊ রূ, হ-উ হু, হ-ঋ হৃ। অকার যোগ হইলে অকারে কোন চিহ্ন থাকে না কেবল ব্যঞ্জন বর্ণের হসন্ত চিহ্ন উঠিয়া যায়। যথা ক্-অ ক। ত হসন্ত হইলে (ৎ) ‘খণ্ডত’ এই রূপান্তর হয়।

২০। য, র, ল, ব, ণ, ন, ম ফলা হইলে এবং রকার রেফ হইলে ক্রমে এই এই রূপান্তর হয়, ্য, ্র, ্ল, ্ব, ্ণ, ্ন, ্ম, র্ যথা ক্য, ক্র, ক্ল, ক্ব, ক্ণ, ক্ন, ক্ম, র্ক।

সংযুক্ত বর্ণ লিখিতে হইলে সচরাচর বর্ণ গুলি উপর নীচে লিখিতে হয়, যথা স্ত। কখন কখন বর্ণ গুলি পাশাপাশি লিখিয়া শেষ বর্ণ ভিন্ন অন্য বর্ণে হসন্ত দেওয়া যায়; যথা সর্ব্ব। (২১) কোন কোন স্থলে তাহাদের রূপ ভেদ হয়, যথা

ক্-র ক্র	ত্-র ত্র	ন্-ত্-উ ন্তু
ক-ত ক্ত	ত-র-উ ত্রু(২২)	স-ত-উ স্তু
ক্-ষ ক্ষ	ত-র-ঊ ত্রূ	ন্-থ ন্থ
ঙ্-ক ঙ্ক	ত-ত ত্ত	স্-থ স্থ
ঙ্-গ ঙ্গ	ত-থ ত্থ	ভ্-র ভ্র
জ-ঞ জ্ঞ	গ-ধ গ্ধ	ষ-ণ ষ্ণ
ঞ-চ ঞ্চ	দ্-ধ দ্ধ	হ-ন হ্ন
ট্-ট ট্ট	ন-ধ ন্ধ	হ-ম হ্ম
ণ-ড ণ্ড		

বর্ণ সংযোগে বর্ণের উচ্চারণ ভেদ।

২২। রেফ অথবা ফলা যোগ হইলে ব্যঞ্জন বর্ণ দ্বিত্বের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যথা তর্ক-তর্ক্ক, রুগ্ন-রুগগ্ন।

---

(১৭) স্বরবর্ণ স্বরবর্ণে যোগ হইলে উভয়ে মিলিয়া সন্ধি হইয়া যায়। যথা ই-আ-য়া, ঋ-ও-ক্রো (স্বর সন্ধি দেখ)।

(১৮) সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে ব্যঞ্জন বর্ণের নাম হস, এই নিমিত্ত ব্যঞ্জন বর্ণ অন্তে থাকিলে হসন্ত কহে।

(১৯) ঋ যোগকেও ফলা কহে। রকারে ঋ যোগ হয় না, হইলে রেফ হয় যথা র্, না হইয়া ঋ হয়।

(২০) রকার রকারে যোগ হইলে একটি রকারের লোপ হয় (বিসর্গ সন্ধি দেখ)।

(২১) পূর্ব্ব বর্ণের দক্ষিণে, এবং পর বর্ণের বামে সরল রেখা থাকিলে দুয়ে মিলিয়া একটি রেখা হয়। যথা শ-চ শ্চ; ন্-দ ন্দ

(২২) এই রূপ ত্র, ভ্র ইত্যাদিতে উ বা ঊ যোগ হইলে ত্রু, ভ্রু ইত্যাদি হয়।

২৩। ফলা হইলে য র ও ম কার ক্রমে 'ইয়' ' উয়' এবং ঁ এই রূপ উচ্চারিত হয়। যথা বাক্য বাক্কিয় পক্ক পককুয় পদ্ম পদ্দঁ ।

নিয়মাতিরিক্ত—উদ্যোগ উদ্‌জোগ, উদ্বেগ উদ্দবেগ, উদ্বিগ্ন, (২৩) কাশ্মীর কাশ মীর ইত্যাদি।

কিন্তু সচরাচর য ও র-কার অকারের ন্যায় উচ্চারিত হয়; যথা বাক্য বাকক পক্ব পকক এবং অনুনাসিকের সহিত যোগ হইলে ম-কারের উচ্চারণ ভেদ হয় না। যথা বাঙ্ময়, মৃণ্ময়, তন্মাত্র, সম্মান ইত্যাদি।

২৪। সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ প্রায় তাহার অন্তর্গত অসংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ সমষ্টি মাত্র। কিন্তু কখন কখন উচ্চারণের প্রভেদ হয়, যথা

ক্ষ (ক্ষ) কস এই রূপ উচ্চারিত হয়।
জ্ঞ (জ্‌-ঞ) গঁ য .. .. ..
ষ্ণ (ষ-ণ) ষ্ট } (২৪) .. ..
স্ন (স-ন) স্তঁ য } .. ..
হ্য (হ-য) ঝ্য } .. ..
হ্ন (হ-ন) ন্‌হ } (২৫) .. ..
হ্ম (হ-ম) ম্‌হ } .. ..

—০—

নীতি মালা।

কখন অসৎ পথে যেয়োনা যেয়োনা,
ক্রোধ দৃষ্টে কারো দিকে চেয়োনা২;
কদাচ কাহার দোষ গেয়োনা গেয়োনা,
পরসুখে মনো দুঃখ পেয়োনা পেয়োনা।
যৌবন রূপের গর্ব্ব করোনা করোনা
কপটের বেশ কভু ধরোনা ধরোনা ;
কদাচ পরের ধন হরোনা হরোনা.
কুচিন্তার বিষে কভু জরোনা জরোনা।
প্রাণ পণে কটু ভাষা বলোনা বলোনা,
মিথ্যা বলি কভু কারে ছলোনা ছলোনা;
অসতের প্রলোভনে গলোনা গলোনা,
পরমাত্মা হতে কভু টলোনা টলোনা।

(২৩) 'সর্ব্ব' 'প্রতিবিম্ব' ইত্যাদিও নিয়মাতিরিক্ত।
(বামাবোধিনী ৩৩ পৃষ্ঠায় উচ্চারণ ভেদ দেখ)।

(২৪) এই রূপ উচ্চারণ চলিত বটে। কিন্তু ষ-ণস-ন, বিশুদ্ধ উচ্চারণ।

(২৫) হ-কার ব্যঞ্জন বর্ণের পূর্ব্বে যোগ হইলে প্রায় পরে উচ্চারিত হয় যথা আহ্লাদ-আল হাদ।

—

বিজ্ঞাপন।

—০—

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীমতী জগন্মোহিনী দেবী (কুণ্ডিরঙ্গপুর) ৬ খানার ৸০
মেং রবিনসন্ (বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট) ১২ খানার ৸০
শ্রীশ্যামলাল সেন গুপ্ত (বরিসাল) ১৩ খানার ২
শ্রীপ্রসন্নকুমার সেন (কলিকাতা) ৪ খানার ।০
শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত ঐ ৭খানার ।৶০
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র সেনগুপ্ত ঐ ৪খানার ।০
শ্রীচন্দ্রমোহন মিত্র (মেদিনীপুর) ১৪খানার ৸৶০
শ্রীগিরিশচন্দ্র রায় (বাকেরগঞ্জ) ১৪খানার ১৷০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

ছিল নিশা ঘোর, এবে হইল প্রভাত,
চারি দিকে আনন্দের, বহিছে সুবাত;
নিদ্রাভঙ্গ বামাগণ, খুলিয়া নয়ন,
জ্ঞান রথে ধর্ম্ম পথে, কর বিচরণ।

৬ সংখ্যা { মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য /০ আনা

মেয়ে ছেলে এত অনাদরের কেন?

(সরলা ও অবলার কথোপকথন)

সরলা। কেমন ভাই*! তোমাদের বৌএর কি ছেলে হলো?

অবলা। আর দিদি! যেমন পোড়া কপাল! এত করে দশমাস ধরে বোঝা বইলেক—ঘটা করে সাধ খেলেক—শেষে একটা মাটীর ডেলা বিউলো!

স। মাটীর ডেলা কি গা? মানুষের পেটে জন্মেছে, সে কি?

অ। আর তা বই কি? মেয়েছেলে আর একডেলা মাটী সমান। লোকে কথায় বলে "মেয়েছেলে মাটীর ডেলা টপ্ করে নে জলে ফেলা"।

স। ভাল, মেয়েছেলের উপর তোমাদের এত রাগ কেন? ঘৃণা কেন? পরমেশ্বর কি তাদের সৃষ্টি করেন নাই? একটা গরু গাধাকে লোকে কত যত্ন করে; আর মেয়েত মানুষ, সে কি বেশী আদরের নয়?

অ। বল দেখি, মেয়েছেলে কোন্ কর্ম্মে লাগে? তারা কি বেটা ছেলের মত লেখা পড়া শিখে বাপ মার মুখ উজ্জ্বল করে? না রোজকার করে সংসারের কোন উপকার করে? তাদের মুখে ছাই। হয়ত নষ্ট হয়ে কুলে কালী দেয়, নয়ত রাঁড় হয়ে বাপ মা বা শ্বশুর

* ভাই অর্থে যদিও পুরুষ বুঝায় কিন্তু এদেশের সমবয়স্ক স্ত্রীলোকেরাও পরস্পরকে সচরাচর এই শব্দে সম্বোধন করে।

কুলের গলার দড়ী হয়। তাদের না হওয়াই ভাল।

স। তুমি ভারি অন্যায় বল্‌ছেছ। মেয়েদের কি কোন গুণ নাই? আর তাদের দোষ সকল কি যাবার নয়?

অ। মলো, মেয়েদের আবার গুণ কি? পরের নিন্দা গ্লানি ক-র্‌তে আর খুব্‌ ঝকড়া কোঁদল কর্‌তে পারে।

স। তুমি বিবেচনা করে দেখ, মেয়ে মানুষ না থাক্‌লে কি সংসার থাক্‌তো? মেয়েরা ঘরের লক্ষ্মী। যে বাড়ীতে মেয়ে নাই সে বাড়ী শ্মশান। আর মেয়েছেলে না হলে কোথা হতে বেটাছেলে সব হতো? ঘর সংসারের কাজ কর্ম্ম চল্‌তো? আমাদের পুরুষেরাত কর্ম্মের বাঘ। সে দিন আমার বাপ, আমার ভায়ের বিয়েতে দুদিনের জন্য আমার শ্বশুর বাড়ীর সব মেয়েদের নে গিয়াছিলেন, এসে দেখি শ্বশুর মহাশয় বড়ঠাকুর মহাশয় ও ঠাকুরপো তিন জনেই হাত পুড়্‌য়ে বসে আছেন, শুন্‌লাম ভাত রাঁধ্‌তে এই হয়েছে। আর ঘর বাড়ীও জঞ্জালময়—কোন সামগ্রী পত্রের বন্দেজ নাই, সব যেন ছড়ায়ে রয়েছে।

অ। এর বেলা মেয়েদের সাবাস দেওয়া যায় বটে এ তাদের গুণ তাও আমি বলি, কিন্তু কই বেটাছেলে হতে যেমন মা বাপের মুখ উজ্জ্বল হয় এদের হতে কি তা হয়?

স। না হবে কেন? সে বাপ মায়েরই দোষ। মূর্খ ও দুষ্ট ছেলে হতে কোন্‌ বাপমার নাম বাহির হয়? ছেলেকে লেখাপড়া শিখালে তবে হয়। তা মেয়েকে মূর্খ ও দুষ্ট করে রাখ্‌লে তায় আর কি হবে? তারা কি গাছ থেকে পড়ে ভাল হবে? তুমি যে, মেয়েরা পরনিন্দা আর ঝকড়া কোঁদল করে, বলে দোষ দিলে, সেও এই জন্যে হয়। মনটা ভাল বিষয় না পেলে কাজে কাজেই মন্দের দিকে যায়। কেউ কি মেয়েছেলেকে যত্ন করে বিদ্যা শিক্ষা দেছেন? কেউ কি ভাল রীতি নীতি শিখ্‌য়ে তাদের স্বভাব ভাল কর্‌তে চেষ্টা পেয়েছেন? আর তাতে মেয়ে ভাল হয়ে কি বাপ মার সুখ্যাতি হয় নাই? লীলাবতীর নামে তাঁর বাপের নাম আরও উজ্জ্বল হয়েছে। ইংরেজদের দেশে হারিয়েট মার্টিনো এবং আরও কত কত মেয়ে বাপ মার নাম রেখেছে। আর আমাদের মধ্যেই দেখ না, ও পাড়ার বামুনদের বড়বৌ কেমন লেখাপড়া শিখে বই লিখিতেছে, কত পুরুষ তা দেখে ধন্য ধন্য কর্‌ছে, বেটাছেলে এর বেশী আর কি করে? আর আমরা এত পুরুষদের মুখ চেয়েই বা থাক্‌ব কেন? ভাল চরিত্র হলে মেয়ে মহলে কি আমাদের সুখ্যাতি হয় না? ঘোষেদের মেয়েটি সেই বৌবেলা হতে কেমন সৎ—কর্ম্মের কেমন তাঁর বাখানি

ছেলে পুলের মা হতে গেল তবু তার মুখে তুমি ছাড়া তুই বাক্যটি নাই! সকলেরে ভাল কথা বলে, কেউ একটু দুঃখ জানালে যে করে-পারে, তার উপকার করে। পরিবার, পাড়াপড়্সী সকলেই তার উপর সন্তুষ্ট—বলে, ভাল মানুষের মেয়ে বটে।

অ। এত আমরা দেখে থাকি গুণ থাক্‌লে কেনা প্রশংসা করে? কে না বলে এটি সদ্‌জেতের মেয়ে বটে? আর মন্দ হলে লোকে বলে 'এ কখন ভাল মানুষের ঘরে জন্মে নাই এ হাড়ী বাগ্দীর মেয়ে।' আমার এ ঠিক্ বোধ হয় বটে যে বাপ মা যদি মেয়ে ছেলেকে লেখা পড়া ও ভাল আচরণ শেখান তায় তাঁদের বড় সুখ্যাতি হয়।

স। আমরা একটা বড় ভুল্‌ছি যে বাপ মা যেন কেবল আপনার সুখ্যাতির লোভে মেয়েছেলেকে ভাল কর্‌বেন। কিন্তু তা কেন? বোধ কর যদি বাপমার নাম না বাহির হয়, আর মেয়েটি বেশ গুণবতী ও সৎ হয়, তাও কি উচিত নয়?

অ। বাপ মা যদি ভাল হন তা হলে তাঁরা কি আর আপনার নাম খুঁজে বেড়ান! মেয়েটি ভাল হলেই যথেষ্ট মনে করেন।

স। আমি তোমার আর সব কথারও জবাব দিব। তুমি বল্লে মেয়েছেলে কোন্ কর্ম্মে লাগে? এরা কি রোজকার করে ঘর সংসারের উপকার কর্‌তে পারে? কিন্তু যদি বিবেচনা কর ত মেয়েরা রোজকারের বাড়া করে। পুরুষেরা হয়ত টাকা এনে রাজা হয়ে বসেন। কিন্তু ঘর সংসারের এত খোঁজ খবর নেয় কে? রাঁধা-বাড়া সব জিনিষ-পত্র বন্দেজমত রাখা, কুলান অকুলান দেখা, যেখানে দশ গুণ লাগে এক গুণদিয়া কাজ সারা এই রূপ সংসারের কি কম কাজ মেয়েরা করে? তায় কি কিছু উপকার নাই? আর মেয়েরা লেখাপড়া শিখ্‌লে হিসাব পত্র রাখ্‌তে পারে আরও ভাল রূপে সংসার চালাবার উপায় কর্‌তে পারে। পুরুষদের টাকা রোজকার কর্‌তেই কি যত পরিশ্রম, আর এই সকল তত্ত্বাবধারণ আর অনবরত গতরের খাটুনিতে কি শ্রম নাই সে কি মিছা কাজে যায়?

আর বল যদি, মেয়েরা রোজকারও কর্‌তে পারে। যদি তাদের লেখাপড়া ও শিল্প কর্ম্ম শেখান হয় কত বই লিখিতে পারে, জরী পশম ও সুতার কাজ করে কত জিনিষ তৈয়ার করিতে পারে; তায় কি টাকা হয় না? পুরুষেরা কেন এতে তাদের উৎসাহ দেন না?

আর মেয়েদের দিয়ে যে প্রধান উপকার হয় তারও কথা বলি। মেয়েদের যদি লেখাপড়া শেখান হয় বাড়ীর মধ্যে সব ভ্রম ও অসদাচার যায়, পরিবারের সকলে সচ্ছন্দে থাক্‌তে পারেন, আর সন্তান গুলির শরীর রক্ষা,

বিদ্যা শিক্ষা এবং চরিত্র ভাল করা, কেমন সহজে হয়। যার কাছ থেকে ছেলে যা শেখে তা কি আর শীঘ্র ভুল্‌তে পারে?

অ। তুমি একথা গুলি বল্‌ছো ভাল বটে কিন্তু মেয়েদের দিয়া আর কত গুলা আপদ্ হয়। একটা মেয়ের যদি স্বভাব খারাপ হয় তার তিনকুলে কলঙ্ক হয়—মুখ দেখাবার কি আর যো থাকে?

স। কোথায় একটা মেয়ে যদি খারাপ হয় তাইতে কি সব মেয়ের উপর দোষ? আর এ কোন্ উল্‌টা বিচার, যদি কোন পুরুষের চরিত্র খারাপ হয় তাতেও কি সেই রকম কলঙ্ক হতে পারে না? আমাদের দেশে পুরুষেরা হাজার পাপ করুন, মদ খান, যেথায় সেথায় বেড়ান, যা ইচ্ছা তাই করুন, তাতে লোকে তত দোষ দেয় না বটে, কিন্তু ভাল লোকে পুরুষের কি স্ত্রীলোকের মন্দ চরিত্র দেখিলে উভয়কেই সমান দোষী ও অখ্যাতির পাত্র বল্‌বেন। পুরুষেরা মন্দ হলে ভাল উপদেশ দিয়া সকলে শুধরাইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু মেয়েদের দূর ছার মধ্যেই ফেলিয়া দেন। পুরুষেরা কত শিখেই মন্দ হন তা মেয়েরাত কোন জ্ঞান কি ধর্ম্মের কথা ভাল করে শুন্‌তে পায় না এতে তাদের যে দোষ হবে আশ্চর্য্য কি? তারা কি একেবারেই মন্দ হয়ে যায়, তাদের শুধরাইবার জন্য চেষ্টা করিলে কি ভাল করা যায় না? আমার বোধ হয় যারা কুলের বাহিরও হয়ে যায়,যদি কোন দয়ালু ব্যক্তি চেষ্টা করেন, তাহাদিগকেও ভাল করিয়া তুলিতে পারেন। এতে কি সৎকর্ম্ম হয় না? আর আমি বলিতে পারি যে,যে পরিবারে স্ত্রীলোক খারাপ হয় তা প্রায় সেই পরিবারের দোষেই হয়। হয়ত কাহারও স্বামী মন্দ চরিত্র বা স্ত্রীকে অবজ্ঞা করিয়া রাখেন; হয়ত তাহার নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হয়। যা হউক এটি জেনো যে, মন্দ হলেও মেয়েকে ভাল করা যায়।

অ। এ হলে পুরুষে আর মেয়েতে আর কি তফাৎ থাকে? আমিও বলি যে যারা খারাপ হয়ে গেছে তাদিগকে ভাল করিবার চেষ্টা করার চেয়ে সৎকর্ম্ম আর নাই। কত জীবকে নরক হতে স্বর্গে তুলিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু মেয়ে মানুষের হতে আর একটি বড় জ্বালা হয়, তারা বিধবা হয়ে যে অন্যের গলার দড়ী হয়ে পড়ে সেটি কে ছাড়ায়?

স। আমাদের দেশের স্বামীরা যদি স্ত্রীদের জন্য সংস্থান করে যান, তা হলে বিধবা হলেও তাদের আর তত কষ্ট হয় না। আর দেখ আমরা বরাবর দেখ্‌তে পাই পুরুষ ও মেয়ে একই রকম। লেখাপড়া শেখালে উভয়েরই জ্ঞান হতে পারে—সৎ রীতি নীতি শেখালে উভয়েই ভাল হতে পারে—পুরুষেরা এক রকমে রো-

রুকার করে সংসারের উপকার করেন—স্ত্রীলোকেরা আর অন্য রকমে করে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি কর্‌ত্তে পারে—উভয়েরই চরিত্র মন্দ হতে পারে আবার চেষ্টা কর্‌লে উভয়েই ফিরে ভাল হতে পারে। এখন, মেয়ে মানুষদের যে রূপ স্বামী মরিলে তারা বিধবা হয়, পুরুষদের স্ত্রী মরেগেলে তাঁরা স্ত্রী-হীন হন। ভাল, এখানে পুরুষে যেরূপ ব্যবহার করে, স্ত্রীরাও সেইরূপ করিলে দোষ কি? পুরুষদের দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করা আর স্ত্রীলোকদের দ্বিতীয়বার স্বামী-গ্রহণ করা একই কথা। যদি কষ্টের কথাবল, তাহলে বিধবাদের বিবাহ হলে তাদের নিজের, কি পিতৃ মাতৃ ও শ্বশুর কুলের কি অনেক কষ্টের অবসান হয় না? আর তাহলে তাদের পরের গলার দড়ী হয়ে থাক্‌তে হয় না। আর তুমি কি জান না যে শাস্ত্রে এটির বিধি আছে? তবে শাস্ত্র ছেড়ে ভণ্ডামী কেন? কেন স্ত্রী লোকদের এত কষ্ট?

অ। এ হলে স্ত্রীলোকদের ভাগ্য অনেক ভাল হতে পারে। কিন্তু তুমি কি বল, সব বিধবাকেই ফের বিবাহ কর্‌তে হবে?

স। আমি তা বলি না। স্ত্রী বিয়োগ হলে কি অনেক পুরুষ বিবাহ না করেও থাকেন না? স্ত্রীলোকদেরও সেই রূপ; যাঁদের বয়স্ বেশী হয়েছে, সন্তানাদি আছে, যাঁরা ধর্ম্ম পথে একনিষ্ঠ হয়ে থাকতে পারেন, তাঁদের কথা ছেড়ে দেও। কিন্তু যাদের অল্প বয়সে স্বামী মরে যায়, যাদের আদরে রাখ্‌বার কি প্রতিপালন করি্‌বার লোক না থাকে; যাদের দিয়ে অধিক কষ্ট হয়, মনে করে দেখ, তাদের বিবাহ আবশ্যক কি না? আজি কালি লোকাচার বল আর যা বল, আমার এটি ঠিক বিশ্বাস হয়, যে কিছু দিন পরে এ আর থাক্‌বে না—তখন স্ত্রী-হীন পুরুষদের যেমন বিধবাদিগের বিবাহও সেই রূপ নির্দ্দোষ হয়ে দাঁড়াবে। মেয়ে মানুষের আর 'দুর্ভাগা' বলিয়া একটি নাম থাকিবে না।

অ। তুমি যে রকমে আমাকে বুঝ্‌য়ে দিলে তা আমার মনে বেশ লাগ্‌চে; কিন্তু এসব এখন দেখা যায় না বলিয়া কেমন কেমন বোধ হয়, শরীরটা এক একবার শিউরে উঠে। সে কি? ওমা! বেটাছেলেদের মত মেয়েরা লেখা পড়া শিখ্‌বে, রোজ্‌কার কর্‌বে, খারাব হলে ভাল হতে পার্‌বে, বিধবা হলে ফের্ বিবাহ কর্‌তে পার্‌বে! তাইতো হলো কি! যা হোক, এসব হলে বড় ভাল হয়; কিন্তু সে কি এযুগে হবে?

স। যা ভাল, তা আজ্ হোক্ কাল্ হোক্ বা দুদিন পরেই হোক্ হবেই হবে। লোকে বুঝ্‌তে পারে না বলে হতে দেয় না। আগে কত বিষয় অসম্ভব বোধ হতো! কেবা জান্‌ত দুমাসের খবর এঁটা

তারে করে এক নিমেষে আস্‌বে? কেবা জান্‌ত খানিকটা ধোঁয়ার জোরে বড় বড় রথ সকল জলে স্থলেও আকাশে বায়ুবেগে চল্‌বে। আজ কাল লেখা পড়ার কত চলন হয়েছে! রাজ্যের কত সুখ বাড়্‌ছে! তা মেয়ে মানুষদের কি আর দুঃখ যাবে না? মেয়ে মানুষদের জ্ঞান হলেই তাদের নিজের দুঃখ তারা দূর কর্‌তে পারে।

অ। মেয়ে মানুষের এত সৌভাগ্য হবে? যাহোক্‌ এ ভাব্‌তে গেলেও সুখ বোধ হয়।

স। এখন তুমি কি বল, তোমাদের বৌএর মেয়েটি হয়েছে বলে সে কি এত অনাদরের?

অ। এ ভাই! তুমি আমাকে অপদস্থ করেছ, ফিরিয়ে ঘুরিয়ে আবার সেই গোড়ার কথা এনেছ। যা হোক্‌ যখন বুঝ্‌তে পেরেছি তখন আর মেয়েকে মাটীর ডেলা বলে ঘৃণা কর্‌বো না। মেয়েদের কিছুই দোষ নাই, তাদের প্রতি যত্ন কর্‌লে বেটা ছেলের মত হতে পারে আর তাদের দিয়ে কোন কষ্ঠ হয় না। দাদার মেয়েটি হয়েছে, বেশ হয়েছে। তার প্রতি যত্ন কর্‌তে, ভাল করে তাকে লেখা পড়া এবং সৎ রীতি নীতি শেখাতে বল্‌বো। কেন তাকে আমরা অনাদর কর্‌বো?

স। চল তবে আজ্‌ আমরা গিয়া আমোদ করি, সকলকে উৎসাহ দি, মেয়েটির প্রতি ভাল করে যত্ন কর্‌তে বলি।

জীবন চরিত।

হাইপেসিয়া।

৫৯ পৃষ্ঠার পর।

হাইপেসিয়া এমনি সুপণ্ডিতা হইয়াছিলেন, তাঁহার বিজ্ঞতার যশ এমনি সুপ্রচার হইয়াছিল, যে লোকে তাঁহাকে ভারি ভারি শক্ত বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিত। রোমের সম্রাট আলেকজেন্দ্রিয়ারও অধিপতি ছিলেন। তিনি এখানে শাসন জন্য যাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন তিনিও পর্য্যন্ত হাইপেসিয়ার বড় ভক্ত ছিলেন। এই শাসনকর্ত্তার নাম ওরিষ্টিস্‌। ওরিষ্টিস্‌ সর্ব্বদাই হাইপেসিয়াকে শাসনপ্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেন এবং তাঁহার পরামর্শ শিরোধার্য্য করিয়া মানিতেন। দেশের শান্তিরক্ষকেরাও (মেজিষ্ট্রেট্‌রা) সর্ব্বদা হাইপেসিয়ার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ইহাতে বোধ হয় আলেকজেন্দ্রিয়ার শাসন প্রণালীর অনেক কার্য্য হাইপেসিয়ার মতানুযায়ী সম্পাদিত হইত। তিনি যে বার্ত্তা শাস্ত্র* ও শাসনপ্রণালী † ভাল জানিতেন তাহা ইহাতেই প্রকাশ হইতেছে।

হাইপেসিয়ার শিষ্য সংখ্যা অনেক। তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই বড় বড় বিখ্যাত লোক ছিলেন। টলেমিয়ার ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিশপ) বিখ্যাত সাইনিসিয়স্‌

* বামাবোধিনী ৪১ পৃষ্ঠা।
† ৪১ পৃঃ রাজনীতি দেখ।

তাঁহার এক জন প্রধান ছাত্র ছিলেন। এই সাইনিসিয়স্ খৃষ্টান্‌দের মধ্যে এক জন দেবতুল্য (সেন্ট) লোক ছিলেন। ইনি সর্ব্বদাই হাইপেসিয়ার সুখ্যাতি করিতেন। যখনি তাঁহার নাম করিতেন তখনি তিনি হাইপেসিয়ার সকল গুণের কথা বলিয়া তাঁহাকে একেবারে দেবতুল্যা বলিয়া ধন্যবাদ করিতেন; তখনি তিনি তাঁহার সাধু চরিত্রের কথা, স্নেহের কথা, রূপ ও বক্তৃতা ও বিদ্যার কথা বলিতেন; তখনি তাঁহার নাম কত নমস্কারের সহিত উচ্চারণ করিতেন। সাইনিসিয়স্ যে কেবল একলাই এরূপ করিতেন তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইঁহার ন্যায় কোন মেয়েমানুষে কখনই এইরূপ সকলেরই পূজনীয়া ও প্রিয়পাত্রী হইতে পারে নাই।

হাইপেসিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গ্রীশ্ দেশীয় সুবিখ্যাত সুইডাস, ইসিডোরের বিষয় লিখিতে এক স্থানে বলিয়াছেন, তাঁহার হাইপেসিয়ার সঙ্গে বিবাহ হয়। আবার অন্য স্থানে হাইপেসিয়ার বিষয় লিখিতে কহিয়াছেন, হাইপেসিয়া মরণ পর্য্যন্তও অবিবাহিতা ছিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

—০—

ভূগোল।

বামাবোধিনীর প্রথম সংখ্যায় বলা গিয়াছে যে, পৃথিবীর দুইদিক কিছু চাপা অর্থাৎ নীচু। বাস্তবিক ইহার উত্তর দক্ষিণ ভাগ কিঞ্চিৎ নিম্ন। এই দুই নিম্নস্থলের ঠিক মাঝখানের নাম মেরু। উত্তর মেরুকে সুমেরু (ক) এবং দক্ষিণ মেরুকে কুমেরু (খ) কহে। আহ্নিক গতির সময় যখন পৃথিবী আপনাপনি ঘুরে, এই দুই মেরু তখন স্থির থাকে। মনে কর একটি সরলরেখা (সোজাকসি) পৃথিবী ভেদ করিয়া ও তাহার মধ্যস্থল দিয়া ক হইতে খ পর্য্যন্ত গিয়াছে; এই কল্পিত রেখার নাম মেরুদণ্ড (কখ)। আহ্নিক গতির সময় পৃথিবী যেন ইহারই উপর ঘুরিতে থাকে, সুতরাং ইহা স্থির থাকে।

ভূচিত্র, অর্থাৎ পৃথিবীর অথবা ইহার দেশ সমূহের ছবি যথার্থ দেশ সমূহ হইতে অসংখ্য গুণে ছোট। অতএব পরিমাণ ঠিক রাখিবার জন্য পৃথিবীর উপর অনেক রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। এই রেখাগণের সাহায্যে কোন দেশের পরিমাণ, বা একস্থান হইতে আর একস্থানের দূরতা, জানা যায়।

একটি আলু সমান-পুরু চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া ফের্ জোড় ? তাহা হইলে উহার উপর কাটা

১ম ক্ষেত্র।
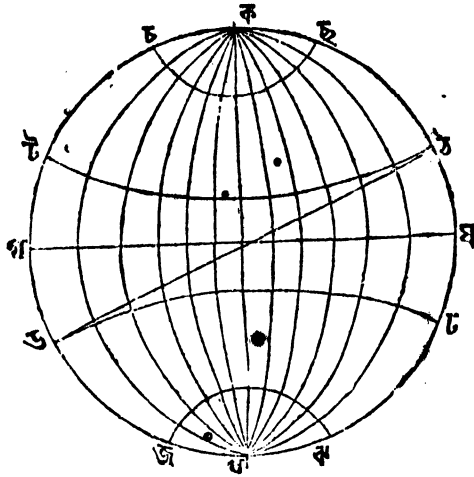
দাগগুলি গোল রেখার ন্যায় দেখিতে পাইবে। পৃথিবীর উপর পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপ্ত এইরূপ অনেক গোল রেখা (বৃত্ত) কল্পনা করা যায়। ইহাদের নাম অক্ষ বৃত্ত, যথা কখ, গঘ, চছ, ইত্যাদি এক একটি অক্ষবৃত্ত। পৃথিবীর পরিধি ৩৬০ ভাগে বিভক্ত করা যায়; ইহার এক এক ভাগকে অংশ কহে*। ভূচিত্রে প্রতি অক্ষবৃত্তের পার্শ্বে ১ অংশ ১০ অংশ এই রূপ অংশের নির্দ্দেশ থাকে; তাহার অর্থ এই যে, যে সকল স্থান সেই রেখার উপর তাহারা সকলে ৩০ ক্রোশ দূরে, ৩০০ ক্রোশ দূরে ইত্যাদি। কিন্তু কোথা হইতে ৩০ ক্রোশ দূর? তাহা ক্রমে বলা যাইতেছে।

পৃথিবীর ছবির ঠিক মধ্যস্থলে পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপ্ত যে অক্ষবৃত্তটি (গঘ) দেখিতেছ, উহা দুই মেরু হইতে ঠিক সমান দূরে আছে। ইহা পৃথিবীকে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; ইহার উত্তর ভাগকে উত্তর গোলার্দ্ধ এবং দক্ষিণ ভাগকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধ কহে। অনেক সুবিধার জন্য এই রেখা হইতে অক্ষাংশ অর্থাৎ অক্ষবৃত্তের অংশ গণা যায়। যথা, যে সকল স্থান এই রেখার এক অংশ উত্তর বা দক্ষিণ, তাহারা এক অক্ষাংশক অক্ষবৃত্তের উপরিস্থ। এইরূপ যখন বলা যাইবে কলিকাতা নগরের অক্ষাংশ উত্তর সাড়েবাইস অংশ তখন

* পৃথিবীর পরিধি ১১০০০ ক্রোশ, সুতরাং এক অংশ প্রায় ৩০ ক্রোশ। যথা ১, অংশ, ৫, অংশ এক অংশ অর্থাৎ ৩০ ক্রোশ, ৫ অংশ অর্থাৎ ১৫০ ক্রোশ, ইত্যাদি বুঝায়। সুমেরু হইতে কুমেরু পর্য্যন্ত পৃথিবীর অর্দ্ধেক পরিধি; আছে সুতরাং ১৮ অক্ষাংশ অথবা প্রায় ৫৫০০ ক্রোশ।

এই বুঝাবে যে কলিকাতা এই এই রেখা (গঘ) হইতে প্রায় ৬৭৫ ক্রোশ উত্তর; এবং লণ্ডন উত্তর সাড়ে একান্ন অংশ অর্থাৎ প্রায় ১৫৪৫ ক্রোশ উত্তরে। অতএব কলিকাতা হইতে লণ্ডন নগর প্রায় ৮৭২ ক্রোশ উত্তর। কিন্তু যেস্থান ঠিক এই গঘ রেখার উপরে আছে তাহার অক্ষাংশ কত? ১ অংশ নহে, কারণ তাহা হইলে ৩০ ক্রোশ দূরে হইবেক; শূন্য অংশ অর্থাৎ মোটে দূরে নয়। অতএব এই রেখাকে নিরক্ষবৃত্ত * কহে। ইহা হইতে সকল অক্ষাংশ গণনা করা যায়। ইহার উত্তর ৯০ অংশ এবং দক্ষিণ ৯০ অংশ আছে। ইহার আর একটি নাম বিষুবরেখা।

অক্ষবৃত্তের দ্বারা সুধু উত্তর দক্ষিণের মাপ জানা যায়, পূর্ব্ব পশ্চিম মাপা যায় না। এই নিমিত্ত আর একরকম রেখা কল্পনা করা হইয়াছে। একটি কমলালেবু ছাড়াইলে তাহার কোষার মধ্যে এক এক উপর নীচে ব্যাপ্ত অর্দ্ধেক গোলরেখা দেখিবে; এবং যদি সমানকোষা ওয়ালা হয় তাহা হইলে অর্দ্ধেক করিতে গেলে এইরূপ দুইভাঁজে ভাগ হয়। অতএব প্রতি ভাজ ও তাহার ঠিক বিপরীত ভাঁজে একটি গোল রেখা হয়। পৃথিবীর উপর উত্তর দক্ষিণে ব্যাপ্ত এবং মেরুদ্বয় ভেদ করিয়া এই রূপ অনেক গোল রেখা কল্পনা করা যায়। ইহাদের নাম দ্রাঘিমাবৃত্ত। পৃথিবীর ছবিতে অক্ষবৃত্তের যে রূপ অর্দ্ধেক মাত্র দেখা যায় অপর অর্দ্ধেক ওপিঠে ঢাকা থাকে, দ্রাঘিমাবৃত্তের সেই রূপ ক হইতে খ পর্য্যন্ত অর্দ্ধেক মাত্র দেখিবে। একটি সম্পূর্ণ দ্রাঘিমাবৃত্ত পৃথিবীকে ঠিক সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে, যথা (কগখঘ) একটি দ্রাঘিমাবৃত্ত দ্বারা পৃথিবী দুই ভাগ করা হইয়াছে এবং তাহারই এক গোলার্দ্ধ ছবিতে দেখিতেছ।

বিষুব রেখা পৃথিবীর পরিধির ঠিক সমান সুতরাং ১১০০০ ক্রোশ এবং তাহার ৩৬০ ভাগ প্রায় ৩০ ক্রোশ; অতএব এখানকার দ্রাঘিমাংশ প্রায় ৩০ ক্রোশ। কিন্তু অন্যান্য অক্ষবৃত্ত এই রেখা হইতে ছোট, সুতরাং তথাকার দ্রাঘিমাংশ অল্প। বাস্তবিক দ্রাঘিমাংশ অক্ষাংশের ন্যায় পৃথিবীর সকল স্থানে সমান নহে। কিন্তু কমলা লেবুর কোষার মধ্যখান অপেক্ষা, দুই ধার যেরূপ সরু, দ্রাঘিমাংশও, যত বিষুব রেখা হইতে মেরুরদিগে যায়, তত অপ্রশস্ত হইতে থাকে। ভূচিত্রে পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য ও এক শূন্যাংশ দ্রাঘিমা কল্পনা করিতে হয়। ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভূচিত্রে গ্রিনিচ † নগরের উপরিস্থ দ্রাঘি-

* নিরক্ষবৃত্ত এবং তাহার নিকটস্থ স্থানে প্রায় সম্বৎসর সমান দিন রাত্রি হয়, এই জন্য ইহাকে বিষুবরেখা কহে। এই নামটি বেশী চলিত।

† গ্রিনিচ নগর লণ্ডনের প্রায় দুই

মাকে শূন্যাংশ জ্ঞান করে। এই রেখা হইতে ইহার পূর্ব্ব বা পশ্চিমস্থ তাবৎ দ্রাঘিমাংশ গণনা করা হয়। যথা কলিকাতার দ্রাঘিমাংশ পূ, ৮৮।৫ অংশ অর্থাৎ ইহা গ্রিনচ্ হইতে প্রায় ২৬৫০ ক্রোশ পূর্ব্বে এবং লণ্ডন পশ্চিম অর্থাৎ এক অংশের দ্বাদশ ভাগ গ্রিনিচ্ হইতে ২।৷০ ক্রোশ পশ্চিমে। সুতরাং লণ্ডন, কলিকাতা হইতে প্রায় ২৬৫২ ক্রোশ পশ্চিমে—এবং অক্ষবৃত্তের স্থানে বলা গিয়াছে উহা কলিকাতা হইতে ৮৭০ ক্রোশ উত্তর; অতএব কলিকাতা হইতে লণ্ডনের দূরতা অনায়াসে জানা যায় এই রূপ পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ তাবৎ স্থানের পরিমাণ, এই দ্রাঘিমা ও অক্ষবৃত্ত স্বরূপ কল্পিত রেখাগুলি দ্বারা সম্পন্ন হয়। গ্রিনিচের পশ্চিম ২০ দ্রাঘিমাংশক, অথবা উহার পূর্ব্ব ১৬০ দ্রাঘিমাংশক বৃত্ত পৃথিবীকে, দুই সমান ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যে দিকে গ্রিনিচ্ আছে তাহাকে পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ এবং অপর দিককে পশ্চিম গোলার্দ্ধ কহে। পৃথিবীর ছবি আঁকিতে গেলে সচরাচর এই দুই গোলার্দ্ধের প্রতিকৃতি দেখান হয়।

সুমেরুর ২৩৷৷ অক্ষাংশ দক্ষিণে যে অক্ষবৃত্তটি (চ ছ) দেখিতেছ উহার নাম সুমেরুবৃত্ত, এবং ঐ রূপ কুমেরুর ২৩৷৷০ অংশ উত্তর জছ রেখাকে কুমেরু বৃত্ত কহে। বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে ২৩৷৷০ অংশ দূরে যে দুটি অক্ষবৃত্ত দেখিতেছ উহাদিগকে অয়নান্ত বৃত্ত কহে। উত্তরায়ণান্তস্ত বৃত্তকে, কর্কট বৃত্ত (ট ঠ) এবং দক্ষিণায়নস্ত বৃত্তকে মকর বৃত্ত (ড ঢ) কহে।

এইকয় প্রধান অক্ষবৃত্ত দ্বারা পৃথিবী পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে; এক এক ভাগকে কটিবন্ধ * বা মণ্ডল কহাযায়। সুমেরু হইতে সুমেরুবৃত্ত পর্য্যন্ত স্থানকে উত্তর হিমমণ্ডল এবং কুমেরু ও কুমেরু বৃত্ত মধ্যস্থ স্থানকে দক্ষিণ হিম মণ্ডল কহে। মেরু সন্নিহিত দেশে অত্যন্ত শীত, এজন্য তাহাকে হিমমণ্ডল † কহা যায়। বিষুব রেখার দুই পার্শ্বে অয়নান্তবৃত্ত দ্বয়ের মধ্যস্থ স্থান, প্রায় সর্ব্বদাই সূর্য্যের সম্মুখে থাকে, এস্থলে অত্যন্ত গ্রীষ্ম, এজন্য ইহাকে গ্রীষ্ম মণ্ডল কহে। কর্কটবৃত্ত ও সুমেরুবৃত্তের মধ্যস্থিত ৪৩ অক্ষাংশ ব্যাপ্ত স্থানকে উত্তর সমমণ্ডল এবং ঐরূপ কুমেরুবৃত্ত ও মকর বৃত্তের মধ্যস্থ স্থানকে দক্ষিণ সম মণ্ডল কহা যায়। সম মণ্ডলে শীত গ্রীষ্ম সমান।

ক্রোশ মাত্র পূর্ব্বে। ইহাতে ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রধান মানমন্দির আছে। মান মন্দির—অর্থাৎ যে স্থল হইতে এইরূপ পরিমাণাদি হয়।

* কটিবন্ধ অর্থাৎ কোমরবন্ধ—এই মণ্ডল গুলি যেন পৃথিবীর কোমরকে চেটাল পেটির ন্যায় বেষ্টন করিয়া আছে।

† পৃথিবীতে হিমমণ্ডল ৪৭ অক্ষাংশ ও গ্রিষ্মমণ্ডল ৪৭ অক্ষাংশ জুড়িয়া আছে। কিন্তু সমমণ্ডল ৮৩ অক্ষাংশ ব্যাপ্ত।

কলিকাতার প্রায় ১° অংশ অর্থাৎ ৩০ ক্রোশ উত্তরে কর্কট বৃত্তের স্থান নিরূপণ হয়। এজন্য ইহা গ্রীষ্ম মণ্ডলে স্থিত। ইংলণ্ড উত্তর সম মণ্ডলে আছে।
(টচ রেখাটি সূর্য্যের পথের চিহ্ন; ইহা পরে বুঝিবে)।

ভাষাজ্ঞান।

ব্যাকরণ।

অনুনাসিক যোগের নিয়ম।

২৪। যে যে বর্গের অনুনাসিক সে সেই বর্গের বর্ণের সহিত ই যোগ হয়; অন্য বর্ণে হয় না। যথা [illegible] ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ,। ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ,। ন্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ণ্ঢ, ন্ন,। ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ, ন্ন,। ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ, ম্ম,। (২৬)

ণত্ববিধান।

২৫। ঋ, ৠ, র, ষ, ইহাদের পর ন হয় না, ণ হয়। যথা ঋণ, পিতৄণ, বর্ণ, কৃষ্ণ।

২৬। স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, এবং য, ব, হ, ব্যবধান থাকিলেও ঐ ঐ বর্ণের পর, ণ হয়। যথা শরণ, দক্ষিণ, রাগিণী, কৃপণ, রাবণ, আহোরণ।

২৭। ইহা ভিন্ন অন্য বর্ণ ব্যবধানে ণ হয় না, যথা রসনা অভিষেচন।

পদান্ত ন মূর্দ্ধন্য হয় না; যথা শ্রীমান্। (২৭)

ভাষায় ক্রিয়া পদের শেষের ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, করুন, ধরেন।

২৮। উপসর্গের রকারের পর ন, ণ, হয়; যথা প্রণয়, নির্ণয়, পরিণাম।

কিন্তু দুর্ শব্দের যোগে হয় না; যথা দুর্নাম।

২৯। সমাসে দুইপদ একপদ হইলে পূর্ব্ব-পদের ঋ, ৠ, র, ষ-কারের পর পরপদস্থ ন ঐ ঐ বর্ণ ব্যবধানে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা অগ্রহায়ণ, শূর্পণখা, ইত্যাদি। কিন্তু অনেক স্থলে হয় না; যথা হরনাথ, বিষনাশক ইত্যাদি।

৩০ কতকগুলি শব্দে অনিয়মে ণ হয়; যথা,।

অঙ্গণ, আপণ, অণু; কোণ, কাণ, কণা।
কঙ্কণ, কল্যাণ; গণ, গণিত, গণনা॥
গুণ, গৌণ, গোণী; ঘৃণ; গণিকা; চিক্কণ।
দ্বিগুণ; নিপুণ; তৃণ; পাণি, পুণ্য, পণ॥
পণ্যবীথি; ফণী, ফণা, ফেণা; ভাণ; মণি।
লবণ, লাবণ্য; বীণা, বণিক, বিপণি॥
বাণী, বেণী, বাণ; শাণ; বাণিজ্য; শোণিত।
এরা সব স্বভাবতঃ ণকার সহিত॥

---

(২৬)। অন্তঃস্থ বর্ণ এবং শ, ষ, স, হকারের পূর্ব্বে যোগ হইলে নও ম-কারের স্থানে (ং) হয় (অনুস্বার সন্ধি)।

(২৭)। যে ব্যঞ্জন বর্ণ কোন পদের সর্ব্ব শেষে থাকে এবং যাহার পরে স্বর বর্ণ নাই, তাহাকে পদান্ত কহে।

প্রেরিত পত্র।

(অবিকল প্রকাশিত।)

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথা ওহে জগদীশ, জগত জীবন।
কৃপা করি কর মন, পাপ বিমোচন॥
অধর্ম্মের পথ হোতে, কর মোরে ত্রাণ।
পরাধীনা নারী আমি, নাহি কিছু জ্ঞান॥
নাহি পারি হিতাহিত, করিতে বিচার।
লঙ্ঘন করি হে কত, নিয়ম তোমার॥
এরূপ অজ্ঞানে অন্ধ, আমি মূঢ় মতী।
না পারি বর্ণিতে নাথ, তোমার শকতি॥
জগতের শোভা ওহে, কিবা মনোহর।
সকল পদার্থ হয়, অতি হিতকর॥
হায়! কি চমৎকার, চারু শশধর।
কেমন শোভিত করে! নক্ষত্র নিকর॥
কি দিব উপমা তার, নাহিক তুলনা।
করিতে না পারে কেহ, তাহার বর্ণনা॥
ফল ফুলে বৃক্ষগণ, কিবা সুশোভিত।
মলয়া পবন তায়, করয়ে মোহিত॥
পর্ব্বত গহ্বরে আর, নিবড় কাননে।
শোভিত করয়ে কিবা! পশু পক্ষিগণে॥
এ সকল মহিমার, করিতে তুলন।
মনুষ্য নির্ম্মিত দ্রব্যে, না হয় কখন॥
অতএব ওহে নাথ, এই ধরণীতে।
প্রকৃতির শোভা কেহ, নাপারে বর্ণিতে॥
কাহার বা সাধ্য পিতঃ! হইবে এমন।
তোমার মহিমা ওহে! করিতে বর্ণন॥
তাহাতে আবার আমি, জ্ঞানহীনা নারী।
তোমার সৃজিত দ্রব্য, বর্ণিতে না পারি॥
কেমনে এমন সাধ্য, হইবে আমার।
বর্ণিতে যাহাতে পারি, মহিমা তোমার॥
অতএব যাচ মম, হয় এই মন।
দিবা নিশি তোমারে হে, করিতে স্মরণ॥
এই ভিক্ষা এদিনায় দেহ কৃপাময়।
তোমার আশ্রয়ে কভু, বঞ্চিত না হয়॥

কোন্নগর
১০ মাঘ
সন ১২৭০ সাল } শ্রীমতী রমাসুন্দরী

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই যে, যাঁহারা বামাবোধিনী পত্রিকার যে যে খণ্ড প্রাপ্ত হন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে শীঘ্র স্বীয় নাম ও ঠিকানার সহিত পত্র প্রেরণ করিবেন।

কার্য্যালয়
কলিকাতা
ব্রাহ্ম-সমাজ } সহকারী সম্পাদক।

পুস্তক প্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করা যাইতেছে যে, শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় স্বীয় প্রণিত "স্ত্রীবোধ" নামক এক খানি নূতন গ্রন্থ বামাবোধি[illegible]ভাকে দান করিয়াছেন।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীপ্যারিচরণ দাস
শ্রীশ্রীপতি ভট্টাচার্য্য
শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র চট্টো
শ্রীচন্দ্রশেখর রায়
শ্রীবিশ্বনাথ সিংহ
শ্রীব্রজবল্লভ মিত্র } বাকুড়া
৮৪ খানার ৬
শ্রীগোপালচন্দ্র মল্লিক (মেছোবাজার)
৮ খানার ৸০
শ্রীদীননাথ মজুমদার (কলিকাতা)
৫ খানার .. .. ।৶০
শ্রীরামকান্ত মৌলিক (কানপুর)
১২ খানর ১৷৷০
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় (রঙ্গপুর)
৬ খানার ৬০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

শীতের পরেতে দেখি বসন্ত উদয়,
ভাবুকের মন যথা প্রফুল্লিত হয়;
বামাগণ মধ্যে দেখি বিদ্যার প্রচার,
কার না হৃদয়ে হয় আনন্দ সঞ্চার?

৭ সংখ্যা { ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭০ } মূল্য ৵০ আনা

স্বাস্থ্যরক্ষা।

৩—দেহ পরিষ্কার।

গৃহ এবং বস্ত্র পরিষ্কার শরীরেরই উপকারের জন্য; কিন্তু সেই শরীর অপরিষ্কার থাকিলে সে সকলে বিশেষ ফল দর্শিতে পারে না। হিন্দু-শাস্ত্রে দেহ পরিষ্কার ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ; বস্তুতঃ ইহার উপর সুস্থতা এবং মনের পবিত্রতা অনেক নির্ভর করে। শরীরের সৌন্দর্য্যও ইহার আর একটি ফল। এই শরীর মল-ভাণ্ডার। ইহার ভিতরে বাহিরে সর্ব্বক্ষণই মল সঞ্চয় হইতেছে। সেই সকল যত পরিষ্কার করা যায় ততই শরীরের পক্ষে মঙ্গল, না করিলে নানা বিধ রোগের যন্ত্রণা কেহ ছাড়াইতে পারে না। যাহা হউক এবিষয়টি যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সেইরূপ ইহাতে কোন ব্যয় নাই, কেবল একটু আপনার আপনার যত্ন থাকিলেই হয়।

দেহ পরিষ্কারের প্রধান নিয়ম যে কএকটি, তাহা এক প্রকার সকলেই জানেন কিন্তু সে সকলের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

১—মুখ-প্রক্ষালন। প্রতি দিন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই মুখটি উত্তম রূপে ধৌত করা কর্ত্তব্য। নিদ্রার সময় মুখের ভিতর লাল জমিয়া এবং খাদ্য দ্রব্যাদির অবশিষ্ট যাহা কিছু জিহ্বা ও দন্তে সংলগ্ন থাকে, তাহার সহিত মিশিয়া যেরূপ বিকার ও দুর্গন্ধ জন্মায় তাহা সকলেই জা-

নিতে পারেন। মুখ-ধৌত না করিলে দন্তে ও জিহ্বায় সেই মলা সঞ্চিত হয় এবং শরীরের অনেক ক্ষতি করিতে পারে। মুখ-প্রক্ষালনের সময় দাঁত সকল মাজিয়া পরিষ্কার করা উচিত। দাঁতে মলা জমিতে দিলে তাহাতে এক প্রকার শক্ত ছাল জন্মে এবং পরে তাহা হইতে নানা দন্তরোগ উৎপন্ন হইয়া মহা যন্ত্রণা ভোগ করিতে, এবং সময় সময় ডাক্তরি চিকিৎসার শরণ লইতে হয়। কোমল কাষ্ঠের দাঁতন অথবা কোন প্রকার মোলায়েম গুঁড়া দিয়া দন্ত পরিষ্কার করা বিধেয়। আমাদের জিহ্বার উপরিভাগ যেরূপ অসমান তাহাতে মলা জমিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা অতএব নরম চেঁচাড়ি দিয়া তাহা পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। অনেকের জিহ্বায় ক্লেদ থাকে বলিয়া কথা সকল সুস্পষ্ট উচ্চারণ হয় না—কি লজ্জার বিষয়!

মুখ ধৌত করিবার সময় গলা অল্প খাঁকরাইয়া গয়ের বাহির করিলে তাহা আর ভিতরে বসিতে পারে না। নাসিকাও উত্তমরূপে ঝাড়িয়া যদি শর্দ্দি জমিয়া থাকে তাহা বাহির করা কর্ত্তব্য। নাসিকার মড়মড়া এবং চখের পেঁচুটি জল দিয়া ধৌত করা আবশ্যক।

আহারের পর রীতিমত আচমন করিবেক প্রয়োজন মত খড়িকা দিয়াও দন্ত পরিষ্কার আবশ্যক। আহারের পর মুখ ধৌত না করিলে তাহার অবশিষ্ট ভাগ দন্ত জিহ্বাদিতে লাগিয়া থাকিয়া মুখ অপরিষ্কার করিয়া রাখে। শয়নের পূর্ব্বে মুখে মসলা বা পানের কুচি না থাকে এমত করিবেক।

২—গাত্র মার্জ্জন ও স্নান। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে আমাদের লোম কূপ হইতে ২৪ঘন্টায় প্রায় অর্দ্ধসেরের ক্লেদ নির্গত হয়। ইহার কিছু ভাগ শরীরের উপরে লাগিয়া থাকিয়া ক্রমে লোমকূপ সকল বদ্ধ করিতে পারে এবং তাহা হইলে ভিতরের মলা বাহির হইতে না পারিয়া শরীরে নানা রোগ জন্মাইতে পারে। অতএব গাত্রটি পরিষ্কার রাখিতে সাবধান থাকা উচিত। প্রতিদিন স্নান নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু অনেকে যেরূপ দুই একটি ডুব দিয়াই বা মস্তকে একটু জল ঢালিয়াই শুদ্ধ হয়েন, তাহা করিলে হইবেনা; স্নানের সময় আপাদ-মস্তক সকল স্থান গামছা দিয়া উত্তমরূপে মাজা উচিত এবং শরীর পরিষ্কারের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। স্নান ভিন্ন অন্য সময়েও মধ্যে মধ্যে গাত্র মার্জ্জনা আবশ্যক। ঘর্ম্ম হইলে বা ধূলা অথবা দুর্গন্ধ বায়ু গায় লাগিলে তৎক্ষণাৎ শরীর মুছিয়া ফেলা উচিত।

৩—কেশ-মার্জ্জনা। আমাদিগের চুলের ভিতর যে ময়লা জন্মে তাহা চিরুণি দিয়া একবার মাথাটা আঁচড়াইলেই জানিতে

পারা যায়। এই মলাতে মস্তকের নানা প্রকার পীড়া জন্মাইতে পারে এবং উৎকুণ হইয়াও অনেক অপকার করে। অতএব প্রতিদিন চুল আঁচড়াইয়া পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

৪—শুচি-ব্যবহার। আহার ও মল মূত্র পরিত্যাগ ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দুদিগের শুদ্ধাচার থাকাতে অনেক কদর্য্য রোগ আক্রমণ করিতে পারে না। এসকল বিষয়ে কেহ যেন অবহেলা না করেন।

আমাদের মহিলাগণ শরীরের নিয়ম পালন করিতে যত চেষ্টা করুন বা না করুন অনিয়ম করিতে বিলক্ষণ পটু! তাহাদের অত্যাচার গুলি এক একটি করিয়া বর্ণন না করিলে আপনাদের দোষ আপনারা দেখিতে পান না।

১—মুখ অপরিষ্কার করিবার জন্য অনেকে পাতা ও তামাক পোড়াইয়া 'গুল' ব্যবহার করেন। পুরুষদের মধ্যে তামাক, চরস, গাঁজা, মদ নানা গরল সেবন করিয়া যে নেসা হয় ইঁহাদের এক গুলে সে সকলের কার্য্য করে। যিনি যে নেসা করেন তাঁহার নিকট তাহাই মহোপকারী! অনেকে আবার এই গুলের কত গুণ গান। যাহা হউক অন্য দোষের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহাতে মুখে এক প্রকার দুর্গন্ধ সর্ব্বদা থাকে, অধিক লাল বাহির করিয়া শরীরের অপকার করে এবং গাল ভরা থুথু সর্ব্বদাই এথায় সেথায় ফেলিয়া ঘর দ্বার অপরিষ্কার করিতে হয়, তাহা বড় কম দুষ্য নহে!

২—শোভার জন্য অনেকে নানা কৃত্রিম রঙ্ দিয়া শরীর অপরিষ্কার করেন। অনেকে দাঁতের শোভা বর্দ্ধনের জন্য মিশি লন বা অনেক পান চিবাইয়া ঠোঁট রক্তবর্ণ করেন; কপাল কালির টিপে ও তৈল সিন্দুরে মণ্ডিত করেন; মেদি পাতার রসে নখ লালবর্ণ এবং আলতা দিয়া হস্ত পদ রঞ্জিল এবং তিলকে নাসিকা ভূষিত করেন। এসকল এক প্রকার অসভ্যাচার এবং শরীরের হানিকর মাত্র। অসভ্যলোকে সুন্দর দেখাইবার জন্য নানা রঙে শরীর চিত্র বিচিত্র করে। যাঁহারা শোভা দেখাইবার জন্য দাঁত কাল, নোক লাল ইত্যাদি করিতে যান, তাঁহাদের ভ্রমের আর সীমা নাই। জগদীশ্বর যাহার যে রঙ্ করিয়া দিয়াছেন তাহা পরিষ্কার রাখিলেই তাহার যথার্থ শোভা হয়; নতুবা তাহা ঢাকিয়া মনগড়া রঙ্ নেপিলে শরীর অপরিষ্কার ও শ্রীভ্রষ্ট হয় মাত্র। সিন্দুর ও আলতা আদি লোমকূপ বদ্ধ করিয়া শরীরের মলাও বদ্ধ করিয়া রাখে

৩—অলঙ্কার পরিধান। অনেকের গহনাতে মলা জমিয়া গেলেও তাহা ত্যাগ বা পরিষ্কার করেন না। ইহাতে শরীরও অপরিষ্কার বই আর কি হইতে পারে? এক একখান গহনা স্থান

বিশেষে আবার এরূপ চর্ম্মের সহিত একসাৎ হইয়া থাকে যে সেখানকার লোমকূপ বদ্ধ হয় এবং রক্ত সঞ্চালনের ব্যতিক্রম ঘটে।

৪—অনেক স্ত্রীলোক চুল অপরিষ্কার রাখিয়া যেরূপ অনিষ্ট করেন এমত আর কিছুতেই নয়। তাঁহাদের মাথায় তৈল প্রায় বহিয়া পড়ে তাহার উপর যত রাজ্যের চুলের দড়ী, নেকড়ার ফালি জড়াইয়া এক বোঝা প্রস্তুত করেন। তাঁহারা যে শয্যায় শয়ন করেন তাহা যে অত্যন্ত ময়লা ও দুর্গন্ধ হয়, ইহাই তাহার প্রধান কারণ। তাঁহারা চুল পরিষ্কার করুন, কেশ বিন্যাস করুন, কিন্তু তৈল ও ময়লা দড়ীর প্রতি একটু অনুরাগ হ্রাস করুন। যদি তৈল মাখিতে হয় তাহা উত্তম রূপে মুছিয়া ফেলিবেন এবং চুলের দড়ী অল্প ও পরিষ্কার রাখিবেন।

—:০:—

জীবনচরিত।

হাইপেসিয়া।

৭১ পৃষ্ঠার পর।

হাইপেসিয়া যে গণিত শাস্ত্রও ভাল জানিতেন তাহা তাঁহার প্রণীত পুস্তকাদিতে প্রকাশিত আছে। আলেকজেন্দ্রিয়াতে যে সকল ভারি ভারি গণিতজ্ঞ ছিলেন হাইপেসিয়া তাহাদিগের পুস্তকের টীকা দেন, অর্থাৎ তাহা ব্যাখ্যা করেন। ডায়োফ্যান্টস্ আলেকজেন্দ্রিয়াতে বীজগণিত * বিদ্যা প্রথমে বাহির করেন, সেই ডায়োফ্যান্টসের বীজগণিতে হাইপেসিয়া টীকা দেন। এপলোনিয়স্ কনিক্‌স † বিষয়ে এক খানি পুস্তক লিখিয়া যান। হাইপেসিয়া তাহারও টীকা করেন। হাইপেসিয়া জ্যোতিষ বিদ্যা বিষয়ে এক খানি বই করিয়াগিয়াছেন।

কিন্তু হাইপেসিয়া বিদ্যার জোরে যে মান উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যে মানের জন্য দেশের রাজা ওরিষ্টিস্ পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে বন্ধুতা করিতে অভিমান বোধ করেন নাই, অবশেষে সেই মান সেই বন্ধুতাই তাঁহার সংহারক হইল। এতক্ষণ হাইপেসিয়ার গুণ-গরিমা ভাবিয়া আমরা যত আহ্লাদিত হইতে ছিলাম এখন তাঁহার মৃত্যু বিষয় মনে করিয়া আমাদের ততোধিক শোকার্ত্ত হইতে হইবে। তাঁহার জীবন চরিত শুনিয়া সকলের মনে একটি আমোদ ও উৎসাহ হয়, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু-বিবরণ শুনিলে সকলকেই কাঁদিতে হয়। কোন রোগে তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই—জরা আসিয়াও তাঁহাকে আক্রমণ করে নাই—কতক গুলি

* ৪৪ পৃ. বা. বো.

† [illegible]গণিতের কোন এক বিশেষ অংশ (৪৪ পৃ. বা. বো)।

নিষ্ঠূর মন্দলোকে তাঁহার প্রাণ নাশ করিয়াছিল। এই নৃশংস পাপীদিগের আচরণ শুনিলে মনে ঘৃণা উদয় হয়।

আলেকজান্দ্রিয়াতে যিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিশপ) ছিলেন তিনি একটি পিশাচ তুল্য লোক। তাঁহার যেমনি দম্ভ, তেমনি নৃশংস আচার। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি একেবারে উন্মত্ত ছিলেন। খৃষ্টান্ করিবার জন্য তাঁহার কোন কাজই বাধিত না। নগর মধ্যে আপন ক্ষমতা বিক্রম ও প্রতাপ বাড়াইবার জন্য তিনি অনেক দিন ধরিয়া নগর থেকে ইহুদীদের একেবারে তাড়াইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। কোন সূত্র পাইলেই তাহাদের সঙ্গে লাগিতেন এমনসময় কোন প্রকাশ্য খেলা লইয়া একদা খৃষ্টান্দের সঙ্গে ইহুদীদের একটু গোলযোগ বাধিল। সেই সুত্রে ধর্ম্মাধ্যক্ষ অমনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। অমনি আপনার দল বলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন যাহাতে ইহুদীদের সমূলোচ্ছেদ হয়। খৃষ্টানেরা ক্ষেপিয়া উঠিল। কিন্তু দেশের রাজা তাহাদিগের প্রতিবিরোধী হইয়া তখনকার গোলযোগ থামাইয়া দিলেন। ইহাতে ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে রাজার চটাচটি হইল। রাজা সম্রাটের নিকট সকল বিষয় জানাইলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষও ইহুদীদের বিপক্ষে অনেক জানাইলেন। ইতিমধ্যে ভিতরে ভিতরে ৫০০ পাঁচ শত খৃষ্টান্ এক সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে মারিবার চেষ্টায় বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা দেখিলেন যে সকল অনিষ্টের মূল হাইপেসিয়া। তিনি রাজনীতিতে বড় পণ্ডিতা ছিলেন, সুতরাং রাজ্যের মধ্যে এক দলকে (ধর্ম্মাধ্যক্ষের দলকে) অত্যন্ত বলবান্ হইতে তিনি অনুমোদন করিবেন না। অতএব খৃষ্টানেরা মনে করিলেন যে তিনিই হয়ত রাজাকে তাঁহাদের বিপক্ষে লওয়াইয়াছেন, এবং তাঁহারই জন্য রাজা তাহাদের এত শত্রুতাচরণ করিতেছেন। এ জন্য সকলে স্থির করিলেন হাইপেসিয়াকে সরাইতে পারিলেই হয়। সেই চেষ্টাতেই তাঁহারা সর্ব্বদা ফিরিতে থাকিলেন। এক দিন শুনিলেন হাইপেসিয়া কোথায় গিয়াছেন শীঘ্র বাড়ী আসিবেন। অমনি সকলে গোপনে গোপনে তাড়াতাড়ি কোন নিভৃত স্থানে তাঁহার বাটীর কটক আট্কাইয়া বসিলেন। হাইপেসিয়া আসিলে অমনি তাঁহাকে ধরিয়া, টেনে একটা নিকটস্থ গির্জ্জায় আনিয়া ফেলিলেন। এখানে আনিয়া তাঁহাকে উলঙ্গ করিয়া একেবারে কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া আগুনে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে যে হাইপেসিয়া স্ত্রী জাতির গৌরব, এবং পৃথিবী সুদ্ধ লোক যাঁহার বিবরণে আশ্চর্য্য

হইয়াছে, তিনি খৃঃ ৪১৫ অব্দে অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

(সমাপ্ত।)

—০—

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।

৩। দয়া-স্নেহ।

বিশেষ বিশেষ লোকের প্রতি দয়া করিতে হয় বটে, কিন্তু কাহারও প্রতি নির্দ্দয় হওয়া উচিত নহে। কি ইতর প্রাণী, কি মনুষ্য, নিষ্ঠুরতা কাহারও পক্ষে বিধি নহে। অনর্থক কোন জীবকে যাতনা দেওয়া নিষ্ঠুরতা। যাহারা পরকে কষ্ট দিয়া আপনাদিগকে কেবল তাহাতেই চরিতার্থ মনে করে তাহারা নিষ্ঠুর। নিষ্ঠুরতা সকলের নিকটই ঘৃণিত। কেহ কেহ মনে করেন যে মনুষ্যের উপর নিষ্ঠুরতাচরণ করা পাপ; কিন্তু ইতর জন্তুর (পশু পক্ষী কীটের) উপর নিষ্ঠুরতাচরণ করিলে দোষ নাই। যদিও অচেতন ও উদ্ভিদের উপর নিষ্ঠুরতা হয় না কারণ তাহাদের বোধ নাই, তাহারা কষ্ট বোধ করিতে পারে না, কিন্তু কি অতি ক্ষুদ্র কীট, কি বৃহদাকার পশু যাহাদের প্রাণ আছে, যাহারা কষ্ট বোধ করিতে পারে, তাহাদের উপর অত্যাচার করিলেই নিষ্ঠুরতা হয়। সদুপদেশ হীন বালকেরা প্রায় কীট পতঙ্গাদি ও পশু পক্ষীর উপর নির্দ্দয় হয়। পিপীলিকাকে কষ্ট দিয়া অনেক শিশু আমোদ করে কেহ চড়ুই ধরিয়া, কেহ বেঙ্ মারিয়া অথবা মাছ ধরিয়া আমোদ করে। শৈশব কালে এই রূপ নৃশংস ব্যবহার করিয়া নির্দ্দয় হইয়া উঠে; ক্রমে মনুষ্যের উপরও অত্যাচার করিতে শিখে।

কেহ কেহ মনে করেন যে দোষী ও পাপী লোককে ইচ্ছামত যাতনা দেওয়ায় কোন পাপ নাই; এবং তদনুসারে চোর দেখিলেই যাহার যত ইচ্ছা সে তত প্রহার করে। মাতালকে মারিতে কেহই নিষেধ করে না। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে যে শুদ্ধ যাতনা দেওয়া, অথবা সেই যাতনা দেখিয়া আপনাকে সুখী বোধ করা নৃশংসের কার্য্য। আত্মরক্ষা ও শাস্তি হেতু লোককে কষ্ট দেওয়া যায় বটে কিন্তু তাহা আর এক প্রকার। কেহ কেহ পাগল লইয়া খেলা করে, তাহাকে কষ্ট দিয়া তামাসা দেখে; কিন্তু যেমন অবলা পশুকে যাতনা দেওয়া পাপ, সেই রূপ অজ্ঞান পাগলকেও কষ্ট দেওয়া নিষ্ঠুরতা। তুমি কখনই নিষ্ঠুর হইও না। কি কীট পতঙ্গ, কি পশু পক্ষী, কি দোষী ব্যক্তি, বস্তুতঃ জীব মাত্রেরই উপর কখন অত্যাচার করিও না।

খাইবার জন্য মৎস্য ও পশু মারা দোষ কি না তাহা নিশ্চয় হয় নাই। কিন্তু তা বলিয়া হাতের সুখের জন্য ছিপে মাছ ধরা নিতান্ত নির্দ্দয়ের কাজ। টীপ পরি-

বার জন্য টীপ-পোকার ডানা কাটিয়া লওয়া পাপ; কারণ মিছা মিছি টীপ পরিবার জন্য একটী জীবকে নষ্টকরা কোন মতেই উচিত নয়। শুদ্ধ প্রাণহত্যা ও প্রহার করাই যে নিষ্ঠুরতা এমন নহে৷ কোন জীবের খাওয়ার কষ্ট দেওয়া, বস্তুতঃ তাহাদের সুখের হানি করা নিষ্ঠুরতা। মনুষ্যের উপর আরও অনেক প্রকার নিষ্ঠুরতা আছে। যেমন মনুষ্যের শরীরকে কষ্ট দেওয়া পাপ; তেমনি আবার তাহার মনকে কষ্ট দেওয়া পাপ। অনেক সময় মনের কষ্ট অত্যন্ত অসহ্য। অপমান, পরিহাস ও নিন্দায় লোকের মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। অতএব সাবধান এরূপ কাজ করিও না। কটু কথা কহিলে লোকের মনে ক্ষোভ হয়; অতএব লোককে মিষ্ট কথা ভিন্ন আর কিছু কহিবে না। যদি নিতান্ত প্রয়োজন না হয়, যদি কর্ত্তব্য না হয়, তাহা হইলে কখনই এমন কার্য্য করিও না যাহাতে কাহারও মনোদুঃখ হয়। সংক্ষেপে এই উপদেশ যে অকারণে কাহাকেও কষ্ট দিও না।

নিকৃষ্ট লোকের মধ্যে কতকগুলির অভাব পূরণ করিতে হয় ও কতকগুলিকে শুদ্ধ স্নেহ করিতে হয়। পিতা মাতা বর্ত্তমান এমন শিশুর অভাব পূরণ করিতে হয় না বটে; কিন্তু তাহাদিগকে আদর করিতে হয়। যাহাতে তাহারা প্রফুল্ল থাকে৹ এমন করিবে। দাস দাসীগণের বিশেষ কোন অভাব পূরণ করিতে হয় না বটে; কিন্তু সর্ব্বদাই তাহাদিগকে স্নেহ করিবে; কখন তাহাদিগকে কষ্ট দিবে না; অনর্থক তাহাদের উপর আধিপত্য প্রকাশ করিবে না। কতকগুলি লোক আছে যাহাদের কিছুই করিতে হয় না যথা অজ্ঞাত লোক, অভাবরহিত ব্যক্তি। কিন্তু কাহারও অপকার করা কোন মতেই উচিত নহে!

শুদ্ধ যে কাহারও অপকার করিবে না, কখনও নিষ্ঠুর হইবে না এমন নহে; দয়াবান হইবে, বৃদ্ধ, [illegible]র, অন্ন বস্ত্রাভাবে শীর্ণ ভিক্ষুক দেখিয়া কি চুপ্ করিয়া থাকা উচিত? রোগে কাতর ও বিপদে আপন্ন ব্যক্তি দেখিয়া কি উপেক্ষা করা যায়? কে না তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ করিতে চায়? ফলতঃ অভাব বিশিষ্ট লোক দয়ার পাত্র। পরমেশ্বর তোমাকে ক্ষমতা দিয়াছেন, যে অভাগা লোকের অভাব পূর্ণ করিবে; তোমাকে ধন দিয়াছেন, যে তুমি নির্ধন দরিদ্রকে সাহায্য করিবে; তোমাকে সুস্থ রাখিয়াছেন যে রোগীর সেবা করিবে; তোমাকে বিদ্যা ও ধর্ম্মে ভূষিতা করিয়াছেন যে মুর্খ ও পাপীকে উপদেশ দিয়া রক্ষা করিবে। দয়া মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দয়াহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। যাহার দয়া নাই সে পশুতুল্য। যাহার মন দয়া দ্বারা আর্দ্র না হয়, তাহার

পাষাণ মন। দয়ার পাত্র দেখিলেই দয়া করিবে। মুখের গ্রাসও দরিদ্রকে দিয়া তাহার উপকার করিবে। পরের দুঃখ দেখিলেই দুঃখী হইবে ও তাহা যেন আপনার দুঃখ এই মনে করিয়া মোচন করিবে। বিপদগ্রস্ত লোক দেখিলেই তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। পর দুঃখে যে কাতর না হয় সে নিতান্ত নিষ্ঠুর।

দয়ার পাত্র এই কয় জন— দরিদ্র, রোগী, শোকার্ত্ত, বিপদ গ্রস্ত, মূর্খ, ও পাপী।

মুদ্ধ মনে দয়া করিলেই হয় না কার্য্যে প্রকাশ করাও চাই। কেবল মুখে দয়া হয় না। পর দুঃখ মোচন করাই দয়ার কার্য্য। আপনার ধন থাকিলে তাহা পর দুঃখ মোচনে সার্থক হয়। অতএব পরোপকারে ধন দান করিতে কুণ্ঠিত হইও না। দরিদ্রজনকে ধন দিবে ও অন্ন বস্ত্র দিবে। যে খাইতে পায় না তাহাকে অন্ন দিবে যে পরিতে পায় না তাহাকে বস্ত্র দিবে। ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিতে যত্নশীল থাকিবে। আপনার কষ্ট করিয়াও পরের দুঃখ মোচন করিবে।

রোগীকে ঔষধ প্রদান করিবে অথবা ঔষধ কিনিবার মূল্য দিবে। নিজে শারীরিক পরিশ্রম করিয়াও পরোপকার করা যায়। রোগীকে সেবা করা অতীব কর্ত্তব্য। রোগীকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিবে। তাহার যাহাতে রোগ যাইয়া স্বাস্থ্য হয় এমন চেষ্টা করিবে। যে কোন লোক হউক না কেন, যে কোন প্রকারে পার রোগীর প্রতি বিশেষ যত্ন লইবে।

শোকগ্রস্ত লোককে সান্ত্বনা করিবে। বিপদে পতিত লোকের যাহাতে উদ্ধার হয় এমন করিবে। কি অর্থ কি শারীরিক পরিশ্রম বিপদ্ গ্রস্ত লোকের উপকারার্থ কিছুরই ত্রুটি করিবে না। মূর্খ লোককে লেখা পড়া শিখাইতে কষ্ট বোধ করিও না। পাপী লোককে ধর্ম্ম উপদেশ দিবে। তুমি যাহা জান তাহা তাহাকে শিখাইবে।

নূতন গ্রন্থের সমালোচনা।

"স্ত্রী-বোধ।"

(শ্রীযুক্ত মোহনচন্দ্র গুপ্ত মাহাশয় প্রণীত ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত,— মূল্য ৵০ আনা।)

উপরোক্ত গ্রন্থ খানি পাঠ করিয়া আমরা যার পর নাই প্রীত হইলাম। ইহাতে স্ত্রীলোকদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কএকটি বিষয় লিখিত হইয়াছে। প্রথমতঃ—পতির প্রতি স্ত্রীগণের সদ্ভাব হওয়ার উপায় কি? দ্বিতীয়তঃ— পতির প্রতি কর্ত্তব্য কি কি? তৃতীয়তঃ—স্ত্রীলোকেরা পরিজনবর্গ ও প্রতি-বাসীগণের সহিত কি রূপে সম্প্রীতির সহিত বাস করিতে

পারেন? চতুর্থতঃ—স্বাস্থ্য রক্ষার মূল কি কি? পঞ্চমতঃ—গর্ভাবস্থায় কি রূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য এবং সন্তানগণকে কি রূপে পালন করিতে হয়? পরিশেষে ধর্ম্মের আবশ্যকতা ও তদ্বিষয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য কতকগুলি উপদেশ এবং সতীত্বের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়া প্রস্তাব সমাপন হইয়াছে।

গ্রন্থ খানির আদ্যন্ত সুমধুর ধর্ম্ম ভাবে পরিপূর্ণ। ইহার রচনাপ্রণালীরও বিলক্ষণ চাতুর্য্য আছে এবং যে, মত গুলি ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও বিশুদ্ধ। গ্রন্থকর্ত্তা শিক্ষয়িত্রীর মুখ দিয়া যে উপদেশ গুলি বহির্গত করিয়াছেন ছাত্রীগণ দ্বারা তাহা আলোচিত ও কার্য্যে পরিণত করিয়া উপদেশ ও দৃষ্টান্ত একত্রে মিলিত করিয়াছেন। পত্র কএক খান অতি মনোহর এবং সুসঙ্গত হইয়াছে। ইহার কোন কোন স্থলে গল্প ও নাটকের মধুরত্ব ও উপদেশের সারত্ব, একত্রে পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের লেখাটি স্থানে স্থানে আর একটু সরল এবং যুক্তি ও ভাব গুলি আর একটু গাঢ়তর হইলে, রচনাটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইত। যাহা হউক তাহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য বড় বিফল হইবে না!

গ্রন্থকার আমাদিগের উদ্দেশ্যবিষয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছেন এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি। কারণ বামাকুলের উপকারার্থ যিনি যাহা কিছু করেন, তিনি যে বামাবোধিনীর পরম বন্ধু এবং ভারলাঘবকারী তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে বামাগণ ইহা পাঠ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিলে আমরা পরমাপ্যায়িত হইব।

ভুগোল।

সূর্য্যের আকর্ষণ ও পৃথিবীর কক্ষ।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে চাকা যেরূপে গড়াইয়া যায়, পৃথিবী, আহ্নিক গতিতে স্বীয় মেরুদণ্ডের উপর সেইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে, সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে*। কিন্তু চাকা কিম্বা ভাঁটা যেরূপ বরাবর সোজা চলিয়া যায়, পৃথিবী তাহা না করিয়া এক গোলাকার পথ ধরিয়া ঘোরে। ইহার কারণ এই যে সূর্য্য ইহাকে আকর্ষণ করিতেছে, অর্থাৎ টানিতেছে। সুতরাং যেরূপ কলুর ঘানিসংলগ্ন গরুদ্বয় সোজা চলিতে চায়, কিন্তু ঘানিতে বাঁধা আছে বলিয়া তাহাকে কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়, সেইরূপ পৃথিবীও আহ্নিক গতিতে সোজা চলিতে যায় কিন্তু সূর্য্যের আকর্ষণ জন্য তাহাকে প্রদক্ষিণ করে।

কিন্তু কি জন্য সূর্য্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করিতেছে তাহা একটু বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে। তোমরা সকলেই জান কোন বস্তু শূন্যে রাখিলে ভূমিতে পড়িয়া যায়। ইহার কারণ কি? জগ-

* বামাবোধিনীর ৩৭ পৃ. ও ৭১, পৃ. দেখ।

ঈশ্বর তাবৎ জড়পদার্থকে এক গুণ দিয়াছেন যাহাতে ইহারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই গুণকে আকর্ষণশক্তি কহে। একপাত্র জলের উপর দুই খণ্ড শোলা ভাসাইলে বা দুইটি বুদ্‌বুদ্‌ করিলে দেখিবে যে তাহারা অল্পক্ষণ মধ্যেই একত্র হইবে, ইহার কারণ কেবল পরস্পরের আকর্ষণ মাত্র। যে বস্তু যতবড় তাহার আকর্ষণ শক্তি তত অধিক। পৃথিবীস্থ তাবৎ বস্তু অপেক্ষা পৃথিবী অনেক বড়, এজন্য তাবৎ বস্তুই পৃথিবীকে টানিতে না পারিয়া, উহা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া উহাতে সংলগ্ন হয়। এই জন্যই তাবৎ বস্তু পড়িয়া পৃথিবী পৃষ্ঠে সংলগ্ন হয়। পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র সকল শূন্যে রহিয়াছে; এবং এই আকর্ষণশক্তি প্রযুক্ত তাহারা পরস্পর টানাটানি করিতেছে। কিন্তু সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষ গুণ বড় সুতরাং সূর্য্যের আকর্ষণ বেশী, এই নিমিত্তই পৃথিবীর গতি সূর্য্যের আকর্ষণ দ্বারা পরিবর্ত্ত হইয়া যায়।

এখন তোমরা বলিতে পার যে যদি সূর্য্য এতবড়, তবে ছোট দেখায় কেন? তাহার উত্তর এই ইহা অত্যন্ত দূরে রহিয়াছে। দেখ শকুনিগণকে নিকটে দেখিলে প্রায় কুকুরের ন্যায় বড় দেখায় কিন্তু যখন তাহারা উচ্চে উর্দ্ধে তখন প্রায় চড়ুই পক্ষীর ন্যায় ছোট দেখায়। আবার যদি বল সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা অনেক বড় সুতরাং ইহার আকর্ষণশক্তি পৃথিবীর আকর্ষণশক্তি অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক; তবে পৃথিবীস্থ দ্রব্য সমুদায় শূন্যে স্থাপিত হইলে সূর্য্যের দিকে না গিয়া পৃথিবীর উপর পড়ে কেন? তাহারও উত্তর, সূর্য্য অত্যন্ত দূরে আছে—এমন কি ইহা প্রায় ৪৫ লক্ষ ক্রোশ দূরে রহিয়াছে। এবং যে বস্তু যত দূরে থাকে তাহার আকর্ষণ শক্তি তত কম হয়।

যাহাহউক, পৃথিবী আহ্নিকগতি এবং সূর্য্যের আকর্ষণের দ্বারা যে গোলাকার পথ ধরিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা ঠিক গোল নয় প্রায় একটি ডিম্বের ন্যায় এক দিগে লম্বা। এবং সূর্য্য ঠিক মধ্য স্থলে না থাকিয়া একধারে ঘেঁসা থাকে। এই পথের নাম পৃথিবীর কক্ষ। বার্ষিক গতিতে পৃথিবী এই কক্ষ দিয়া চলে এবং এক বৎসরে সূর্য্যকে ঘুরিয়া আইসে।

—:০:—

ভাষাজ্ঞান।

ব্যাকরণ।

শকারাদি যোগের নিয়ম।

শ-কার।

৩১। চছ যোগে শ, টঠ যোগে ষ, ও তথ যোগে স নিত্য হয়।

৩২। চছ ভিন্ন অন্য বর্ণ যোগে শ হয় না। সংযুক্ত বর্ণ ভিন্ন আর সকল স্থলে শ হইতে পারে।

ষ কিম্বা স-কারের সহিত একত্র থাকিলে শ প্রথমে বসে; যথা বিশেষ, শাসন ইত্যাদি।

ষ-কার।

৩৩। অআ ভিন্ন স্বরবর্ণ, অর্থাৎ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ এ ঐ ও ঔ এবং ক ও র-কারের পর ষ হইয়া থাকে। যথা বিষয়, উষা, ঋষি, শেষ, ওষধি, ইক্ষু, বর্ষা ইত্যাদি।

অন্য কোন স্থলে, টঠ যোগে ভিন্ন, ষ হয় না।

নিয়মাতিরিক্ত—আষাঢ়, ভাষা, কষায়, অভিলাষ, ষষ্ঠ, ষোড়শ, ষণ্ড ইত্যাদি।

৩৪। অআ ভিন্ন স্বর বিশিষ্ট উপসর্গের পরে স থাকিলে, কখন কখন ষ হয়, কখন কখন হয় না। যথা, বিষম, বিসর্জ্জন, আনুষঙ্গিক, অনুস্বার, পারিষদ, পরিসর, অভিষেচন, অভিসম্পাত ইত্যাদি।

৩৫। সমাসে দুইপদ একপদ হইলে পূর্ব্ব পদের ঐ ঐ বর্ণের পর পরপদের স মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা গুরুসেবা, পৃথ্বীসেন ইত্যাদি। নিয়মাতিরিক্ত—মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

৩৬। সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভাষার অন্য শব্দে প্রায় ষ হয় না, যথা, এসো, খোসা, বাক্স, নালিশ্ ইত্যাদি।

স-কার।

৩৭। অ কিম্বা আকারের পর এবং পদের আদি অন্ত স্থলে স হয়; অন্যত্র হয় না। যথা সুন্দর, আশীস্, বসন্ত, আসন, ইত্যাদি।

নিয়মাতিরিক্ত—কুসুম, কুসীদ, ধূলিসাৎ ইত্যাদি।

৩৮। সংস্কৃত শব্দ ভিন্ন ভাষার অন্য শব্দে শ ও স অনেকস্থলে পরস্পরের পরিবর্ত্তে বসে। যথা, নালিশ্, নালিস্।

বামাগণের রচনা।

গত সংখ্যায় আমরা একটি স্ত্রীলোক রচিত পদ্য প্রকাশ করিয়াছিলাম। পাঠকগণ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন যে এতদ্দেশের পুরুষপদ্যলেখকগণের রচনা হইতে তাহা বড় নিকৃষ্ট নহে। বস্তুতঃ স্ত্রীলোকের রচিত বলিয়া নির্দ্দেশ না করিলে প্রায় কেহই ইহা স্ত্রীলোকের বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিত না। উহা অবিকল প্রকাশ করার তাৎপর্য্য এই যে, পাঠকগণ স্ত্রীলোকের রচনা দেখিয়া নিজে নিজেই তাহার দোষগুণ বিচার করিবেন। এক্ষণে সেই লেখকীর আর একটি রচনা প্রকাশ করা যাইতেছে। এটি পূর্ব্বের ন্যায় উৎকৃষ্ট নহে। কিন্তু এটি তাঁহার ভ্রাতাকে একটি পত্র স্বরূপ লিখিয়াছিলেন, এই বিবেচনায় ইহার দোষ অনেক স্থলে ধরা যায় না। কে আত্মীয়ের প্রতি নিজের মনের ভাব উৎকৃষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়া থাকে? তাঁহার ভ্রাতাই আমাদিগকে এটি প্রকাশ করিতে দিয়াছেন; যাহা হউক এবারেও রচনাটি অবিকল প্রকাশ করা গেল। রচয়িত্রীর, ভ্রম ও অজ্ঞানের প্রতি দয়া প্রকাশ

দেখিয়া আশা হইতেছে যে যদিও আমাদের দেশে বিদ্যাবতী ও জ্ঞানবতী স্ত্রীলোক অতি অল্প, তথাপি তাঁহাদের হইতেই সমস্ত স্ত্রী সমাজের অজ্ঞান-তিমির নষ্ট হইতে পারিবে।

কাশী-দর্শন।

(অবিকল প্রকাশ)

বৃহস্পতিবারে যবে, যাইনু কাশীতে।
প্রথম আনন্দ মোর, হইল হৃদিতে॥
মনে করিলাম বুঝি, ভাল এ নগর।
যার নাম হয় ওহে, খ্যাত চরাচর॥
পরেতে যখন গেনু, গলীর ভিতর।
দুর্গন্ধ আইল যবে, নাসিকা ভিতর॥
তখন হইল মম, যে রূপ অন্তর।
লিখিব কি তাহা ওহে, করি সবিস্তার॥
তৎপরে যাইনু যবে, বাসার ভিতর।
গ্রীষ্মেতে হইল মম দেহ জর জর॥
ভাল বায়ু যাইবারে, নাহি আছে দ্বার।
সে সকল গৃহ যেন, হয় কারাগার॥
তখনি বুঝিনু ইহা, যে রূপ প্রদেশ।
যার নাম হয় ওহে, বিখ্যাত বিশেষ॥
পর দিন যে সময় দেখিতে দুর্গেশ।
যাইলাম মনে করি, আনন্দ অশেষ॥
যেমন দেখিব এবে, বারাণসী শিব।
যাহার কারণ মুক্তি, পায় যত জীব॥
দেখিনু পরেতে ওহে, সেই বিশ্বেশ্বর।
মন্দিরের মধ্যে আছে, কেবল প্রস্তর॥
দেখিতে না হয় ভাই, কিছু চমৎকার।
কেবল তাহাতে আছে, কাপট্য আচার॥
পুষ্পদন্ত কেদারেশ, আদি দেবগণ।
নাহি হয় তারা কেহ, নয়ন রঞ্জন॥
কেবল মুর্খেতে ওহে, ভক্তির কারণ।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর যেন, করে দরশন॥
সে সময় মম মন, যে রূপ হইল।
একেবারে দুঃখ নীরে মগন হইল॥
কেবল সন্তাপ হলো, অজ্ঞানীর তরে।
আহা যারা ইহাদের দেব জ্ঞান করে॥
মনে ভাবে আর যারা, করে হেথা বাস।
মোক্ষ ফল পেয়ে হবে, পূর্ণ মন আশ॥
আহা তারা হয় অতি, কৃপা পাত্র দীন।
অজ্ঞানতা পিশাচের কেবল অধীন॥
এই রূপ মম মনে, কত দুঃখোদয়।
হইল যে তাহা ওহে, নাহিক নির্ণয়॥
লেখনী না পারে তাহা, করিতে লিখন।
রসনা না পারে তাহা, করিতে বর্ণন॥

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • •

শ্রীমতী রমাসুন্দরী।
কোণনগর।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীচন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (ভবানীপুর)
১২ খানার ৸০
শ্রীমতী রমাসুন্দরী (কোণনগর)
১২ খানার ৸০
শ্রীমতী অম্বিকামণি (কোণনগর)
১২ খানার ৸০
শ্রীমতী বিনোদা (কোণনগর)
১২ খানার ৸০
শ্রীমতী মুক্তকেশী (বরিসাল)
১২ খানার ১৷০
শ্রী কাশীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী (কিশোরগঞ্জ)
৬ খানার ৸০
শ্রীশশিভূষণ বসু (লাহোর)
১২ খানার ৸০
শ্রীলালমোহন ঘোষ (কৃষ্ণনগর)
২২৷০ খানার .. .. ২।০
শ্রীশ্যামলাল সেন গুপ্ত (বরিসাল)
২৭ খানার ১৷০
শ্রীমতী চমৎকারমোহিনী (কোণনগর)
১২ খানার ৸০
শ্রীভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
৮ খানার ৷০
শ্রীসুরনাথ চৌধুরী (খাঁটুরা)
১২ খানার ৸০
শ্রীরাজচন্দ্র সাধুখাঁ (খাঁটুরা)
১২ খানার ৸০
শ্রীপ্রতাপচন্দ্র ঘোষ (যোড়াসাঁকো)
১৫ খানার ১

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

জগদীশ ! তব ইচ্ছা হউক সফল,
জগতের সকলের হউক মঙ্গল;
বামাদের বোধনেত্র হউক বিস্তার:
পবিত্র আনন্দময় হউক সংসার।

৮ সংখ্যা | চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭০ | মূল্য ৵০ আনা

উপসংহার।

বামাবোধিনীর বয়ঃক্রম ৮মাস পূর্ণ হইল। এই স্থলে বৎসর শেষ হওয়াতে ইহার প্রথম ভাগ শেষ করিতে হইল। যে মঙ্গলময় পুরুষের উপর নির্ভর করিয়া আমরা ইহার প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং যাঁহার করুণায় ইহা এতদিন জীবিত রহিল তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করা আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যখন এই পত্রিকার আরম্ভ হয় তখন ইহা যে সর্ব্বত্র গৃহীত হইবে আমাদিগের এমত প্রত্যাশা ছিল না, কিন্তু আমরা আশার অতীত যে কত ফল লাভ করিয়াছি তাহা বলিতে পারি না। দেশহিতৈষী মাত্রেই ইহার প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন এবং প্রতি সংখ্যার মুদ্রিত সহস্র খণ্ডের অধিকাংশই অতি অল্পকাল মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছে। অনেক সমাচার-পত্র-সম্পাদক মহাশয় ইহার প্রতি যে রূপ অসদৃশ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহাদিগের নিকট চিরবাধিত থাকিব।

বামাবোধিনী যে বহুতর সাধুমণ্ডলীতে পরিগৃহীত হইয়াছে ইহা আমরা দেখিতে পাইতেছি কিন্তু ইহা দ্বারা উদ্দেশ্য বিষয় কত দূর সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। আমাদিগের দেশে ইতোমধ্যে যে সহস্র পাঠিকা হইয়াছেন এরূপ প্রত্যাশা করা অসম্ভব। যাহা হউক ইহা যদি একশত অনুরাগী

বামার হস্তগত হইয়া থাকে তা-হাও অল্প আনন্দের বিষয় নয়। অনেক বিদ্যোৎসাহিমহিলা, মধ্যে মধ্যে আমাদিগের নিকট পত্র প্রেরণ করিয়াছেন; কেহ কেহ সুন্দর প্রস্তাব সকলও লিখিয়াছেন, ইহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই প্রীতিকর সন্দেহ নাই। বামাবোধিনী দ্বারা যদি স্ত্রী-সমাজে বিদ্যার আলোচনা কিছু মাত্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে; যদি বামাগণের শুভোন্নতি জন্য কাহারও চেষ্টা হইয়া থাকে; যদি ইহা বঙ্গীয় সমাজের কোন অভাব পূরণ করিয়া থাকে; তাহা হইলে আমাদিগের পরিশ্রম নিতান্ত নিষ্ফল হয় নাই বলিতে হইবে।

পত্রিকা খানি অপর সাধারণ সকলেরই গ্রহণ সাধ্য হইতে পারে এজন্য ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য /০ এক আনা ধার্য্য হয়। আগ্রহ সহকারে অনেকে গ্রহণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে মূল্য প্রদান করিতে অনেকেই বিস্মৃত হয়েন। এজন্য বামাবোধিনীকে সময় সময় যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে বলিবার নয়। বস্তুতঃ আমাদিগের দেশীয় লোকের বাহ্যে উৎসাহ আছে, কিন্তু কার্য্যের সময় তাহার সহিত সাক্ষাৎ না পাওয়াতে অনেক দেশহিতকর মনোরথ বিফল হইয়া যায়। বামাবোধিনী কএকটি বন্ধুর উদারতা গুণেই নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া আসিয়াছেন। দেশীয় মহোদয়গণকে আমাদিগের আর কোন বিষয় জানাইবার নাই। যাহা হউক স্ত্রীলোকদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে সকলে সাধ্যমত চেষ্টা করেন ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

অদ্যকার প্রস্তাবে এদেশের বামাগণের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি আমাদিগের একবার দৃষ্টিপাত করা বিধেয়। এক্ষণে সর্ব্বত্রই তাঁহাদিগের শুভোন্নতির চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে। দয়াশীল গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এবং দেশহিতৈষী মহোদয়গণের যত্ন ও উৎসাহে স্থানে স্থানে অনেকগুলি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এজন্য পথপ্রদর্শক মহাত্মা বেথুন সাহেবকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয়। বঙ্গীয় সমাজের যেরূপ বর্ত্তমান অবস্থা, তাহাতে এ উপায় সম্পূর্ণ ফল জনক হইতে পারে না। কিন্তু ইহা হইতে যে বিবিধ মঙ্গলের সূত্র সঞ্চার হইবে তাহার সন্দেহ নাই। অনেক সুশিক্ষিত যুবা স্ব স্ব পরিবার মধ্যে বিদ্যালোক প্রবিষ্ট করিবার জন্য সমধিক প্রয়াস পাইতেছেন। স্বামী স্ত্রীকে, ভ্রাতা ভগিনীকে এবং পিতা কন্যাকে শিক্ষা দিতেছেন। এই উপায়টি অনেক স্থলেই আশুফলপ্রদ প্রত্যক্ষ হইতেছে। অন্তঃপুর রূপ প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমরা ইতোমধ্যে যে ২। ৩ টি স্ত্রী রত্নের জ্যোতিঃ সন্দর্শন

করিয়াছি তাহা এই রূপ শিক্ষারই ফল। ইঁহাদিগের সজীব দৃষ্টান্ত যে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারের কতদূর সহায় হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। বামাগণ বিদ্যাশিক্ষা করিলে পতি নাশ, মন্দ স্বভাব ইত্যাদি নানা অমঙ্গল হয়, এ দেশের লোকদিগের মন হইতে এই কুসংস্কার সকল এখন দূর হইতেছে। বামাদিগকে যত নানা গুণে ভূষিতা দেখা যাইবে স্ত্রী বিদ্যার প্রতি লোকের ততই সমাদর হইবে।

স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী নূতন নূতন পুস্তক দিন দিন প্রচারিত দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। অবলাগণ লেখনী ধারণ করিতেছেন ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে? কেহ কেহ শিক্ষয়িত্রী হইয়া অন্যান্য ভগিনীগণকে জ্ঞান দান করিতেছেন। এসকল উপায় ভিন্ন অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিধান জন্য স্থানে স্থানে সমাজ হইয়া শুদ্ধ বাক্যে নয় কিন্তু কার্য্যে অনেক উন্নতি দৃষ্টি গোচর হইতেছে।

যাহা হউক এ বিষয়ে আমাদিগের বিদ্যোৎসাহী গবর্ণমেন্টের আর একটু মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। পুরুষের ন্যায় স্ত্রীগণও তাঁহার প্রজা; পুরুষদের অপেক্ষা তাহাদের সংখ্যা ন্যূন হইবে না। এত আত্মাকে অজ্ঞানতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তদনুরূপ কি চেষ্টা হইতেছে? সাহায্যকৃত বিদ্যালয়ে ১০। ৫ টাকা দান করিয়া কি নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয়? দেশীয় লোকদিগের দুর্ব্বল চেষ্টায় এ গুরুতর বিষয় কি সম্পূর্ণরূপে সমাধা হইতে পারে? আপনি সম্পূর্ণ ব্যয় স্বীকার করিয়া মধ্যে মধ্যে ২। ১টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করুন, সুযোগ্যা শিক্ষয়িত্রী সকল নিযুক্ত করুন্ এবং স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী পুস্তকাদি প্রচারে উৎসাহ দিউন, ত্বরায় আশ্চর্য্য ফল লাভ হইবে। ইহাতে আপাততঃ কিছু ব্যয়াধিক্য হইবে বটে; কিন্তু একটা বিষয় আরম্ভ করিতে হইলে এই রূপই করিতে হয়। পুরুষদিগের জন্য কালেজ ও স্কুলে প্রথমে কত ব্যয় হইয়াছে! এখন তজ্জন্য দেশীয় লোকেরা বহুব্যয় স্বীকারেও কাতর নহেন। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধন হইলে এ বিষয়েও তাঁহাকে অধিক কাল কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না।

ঈশ্বরেচ্ছায় যদি বামাবোধিনী দীর্ঘজীবী হয়েন তবে আমাদিগের অন্যান্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করিব।

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর উপদেশ।

৪। ভক্তি ও সম্মান।

যেরূপ কাহারও প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিবে না, সেই প্রকার কাহারও অপমান করিবে না।

শ্রেষ্ঠ লোককে যথেষ্ট মান্য না করিলেই তাঁহাদের অপমান করা হয়। অতএব যাহার যেরূপ মান তাহাকে সেই রূপ মান্য করিতে ত্রুটি করিওনা। মান্য ব্যক্তির সহিত সমান সমান কথা কহিবে না, অর্থাৎ তাহাদের নিকট নম্র ভাবে কথা কহিবে। তাঁহাদের কোন দোষ দেখিলে কর্তৃত্ব করিয়া উপদেশ দিতে যাইও না; তাঁহাদের কোন অভিপ্রায় খণ্ডন করিতে হইলে নম্র ও বিনীত ভাবে কথা কহিবে। মান্য ব্যক্তির প্রতি কখন 'তুই' বাক্য প্রয়োগ করিও না। বিশেষ কোন কর্ত্তব্য না হইলে মান্য ব্যক্তির আজ্ঞা অবহেলা করিও না। তাঁহাদের সম্মুখে পরিহাস, বিকট হাস্য ইত্যাদি করিবে না। যে কথায় কোন প্রয়োজন নাই, তাঁহাদের সম্মুখে এ রূপ কথা বলা মূর্খতা ও অভদ্রতা মাত্র, মান্য ব্যক্তি অপেক্ষা কোন এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও তাঁহার সম্মানের ত্রুটী করা উচিত নয়। অবশ্য, মনুষ্য সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ না হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া কি কোন এক বিষয়ে তাহাকে মান্য করিবে না? তাবৎ গুরুজনকে মান্য করিতে হয়। আপনা হইতে যিনি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাঁহাকে সেই বিষয়ের জন্য মান্য করা উচিত।

কিন্তু শুদ্ধ বাহ্যিক আচরণে মান্য করিলেই যে শ্রেষ্ঠ লোকের প্রতি যথার্থ ব্যবহার করা হইল এমন নহে। বিশেষ-গুণ-বিশিষ্ট লোকের প্রতি ভক্তি করিতে হয়। যেরূপ কাহারও অভাব দেখিলে সহজেই মনে দয়া উপস্থিত হয়, সেই রূপ কাহার কোন বিশেষ গুণ দেখিলে স্বভাবতঃ ভক্তির উদয় হয়। ভক্তি মানসিক ভাব, ভক্তি অন্তরের, বাহিরের নহে। ভক্তি-ভাজন লোকদিগকে বাহিরে মান্য করিলেই হয় না মনে মনে তাহাদিগকে সম্মান ও ভক্তি করিতে হয়। ভক্তি প্রকাশকে সম্মান কহে; ভক্তির কার্য্য সম্মান। সম্মান না থাকিলে কখনই ভক্তি করা হয় না। কিন্তু ভক্তি না থাকিলেও সম্মান করা হয়। সম্মান বাহ্যিক, ভক্তি আন্তরিক।

সম্মান বাহ্যিক; অতএব সাংসারিক গুণে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা মান্য ব্যক্তি। যাঁহারা শুদ্ধ বয়সে জ্যেষ্ঠ অথবা ধন, মান, যশ ও সাংসারিক ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ তাঁহাদিগকে মান্য করা উচিত। তাঁহারা যদি বিদ্যা, ধর্ম্ম ও অন্যান্য মানসিক গুণহীন হয়েন তাহা হইলে তাঁহাদিগকে ভক্তি না করিতে পার, কিন্তু কখনই অমান্য করা যাইতে পারে না। ভৃত্য প্রভুকে ভক্তি করিতে পারে বটে; কিন্তু যদি প্রভু দোষী হয়েন; পাপী ও মুর্খ হয়েন তাহা হইলে কেমন করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি আসিবে? মানসিক গুণ না দেখিলে ভক্তি আইসে না। কিন্তু তা ব-

লিয়া কি সে প্রভুকে মান্য করিবে না? না, তাহার সহিত সমান সমান ব্যবহার করিবে? ফলতঃ ভক্তি রহিত সম্মানও অনেক স্থলে আবশ্যক। নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যেরূপ কতক গুলিকে সুদ্ধ স্নেহ করিতে হয় ও কতক গুলিকে দয়া করিতে হয়; সেই রূপ শ্রেষ্ঠ জনের মধ্যে কতক গুলিকে সুদ্ধ সম্মান করিতে হয় এবং কতক গুলিকে ভক্তি করিতে হয়। যদ্রূপ স্নেহপাত্রকে দেখিলে আদর করিতে হয়, সেই রূপ মান্য ব্যক্তিকে সম্মান করিতে হয়। তিনি নিকটে আসিলে তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে হয়। মান্য ব্যক্তিকে নমস্কার করিতে হয়।

কিন্তু মানসিক সদ্‌গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সুদ্ধ সম্মান করিলেই হয় না। তাঁহাদিগকে ভক্তি করিতে হয়। ধনী হউক বা নির্ধন হউক, প্রভু হউক বা ভৃত্য হউক, বৃদ্ধ হউক বা বালকই হউক, সদ্‌গুণ যাঁহার আছে তিনি ভক্তির পাত্র। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার লোকের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, যথা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি—পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা ইত্যাদি; বিদ্যায়-শ্রেষ্ঠ —শিক্ষক, বিদ্বান্; ধর্ম্মে-শ্রেষ্ঠ—ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সাধু-লোক, ঈশ্বর-পরায়ণ লোক; এবং বিশেষ বিশেষ সদ্‌গুণে শ্রেষ্ঠ যথা—দেশ-হিতৈষী, উদার-স্বভাব ব্যক্তি ইত্যাদি।

সম্বন্ধে-শ্রেষ্ঠ লোক যদি বিদ্যা ও ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠ না হন তথাপি তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। পিতা মাতা যদি নিতান্ত মূর্খ ও পাপী হয়েন তথাপি তাঁহাদিগকে ভক্তি করিবে। অবিচক্ষণ পিতা মাতার কথা সকল সময়ে গ্রাহ্য না হইতে পারে; কিন্তু তাঁহাদের প্রতি ভক্তি থাকা আবশ্যক। শ্বশুর শাশুড়ীও পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি-ভাজন। তাঁহাদের সেবাকরা আবশ্যক। জ্যেষ্ঠভ্রাতা-ভগ্নীগণ পিতা মাতার ন্যায় ভক্তি-ভাজন। স্বামী ও স্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভগ্নীও তাঁহার সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও ভক্তি-ভাজন হয়েন। এতদ্ভিন্ন মামা খুড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ। ইহাদিগকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিবে। ইহাদিগকে মনের সহিত ভক্তি করিবে।

মনুষ্য পশু হইতে জ্ঞানে শ্রেষ্ঠ; অতএব জ্ঞান মনুষ্যের এক প্রধান গুণ। অনেক দেখিয়া শুনিয়া যাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তিনি শ্রেষ্ঠলোক। এই জন্যই লোকে বিচক্ষণ প্রাচীনদিগকে ভক্তি করে। ফলতঃ বুদ্ধিমান্ ও জ্ঞানবান্ মাত্রেই পূজ্য। বিদ্যা দ্বারা জ্ঞানের সুন্দর-রূপ আলোচনা হয়; চিন্তাশক্তি ও বাক্‌শক্তি উভয়ই প্রবল হয়, অতএব বিদ্বান্ ব্যক্তি ভক্তি-ভাজন। এই জন্য গুরু এত পূজ্য। বিদ্বান্ ব্যক্তি বয়সের ছোট হইলেও ভক্তি-ভাজন হয়েন। ধনী বা নির্ধন, বিখ্যাত বা অপরিচিত

যাহা হউন না কেন, বিদ্বান্ ব্যক্তির গৌরব কখনই হ্রাস হয় না। অতএব বিদ্বান্ লোককে ভক্তি করিবে। তাঁহাকে যথোচিত সমাদর করিবে।

কিন্তু সকল হইতে ধর্ম্মই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ গুণ। ধর্ম্মহীন মনুষ্য পশুতুল্য। সুতরাং ধর্ম্মেতেই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠত্ব হইয়া থাকে। পাপিলোক সকলেরই ঘৃণিত। এবং ধার্ম্মিক লোক সকল অবস্থাতেই আদরণীয় ও পূজ্য। ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, যশ, এবং বিদ্যাও ইহার তুল্য নহে। যেরূপ গন্ধহীন পুষ্প ও জলশূন্য সরোবর শোভা পায় না সেইরূপ ধর্ম্মহীন বিদ্বান যথার্থরূপ ভক্তির পাত্র হইতে পারেন না। ধার্ম্মিক ব্যক্তি যদি নিতান্ত দরিদ্র বা মূর্খ হয়েন তথাপি তিনি অধার্ম্মিক-ধনীও বিদ্বান্ অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। একজন ধার্ম্মিক-চাষা, ধনী ও বিদ্বান্ অপেক্ষাও পূজ্য। বস্তুতঃ ধার্ম্মিক ব্যক্তি পৃথিবীস্থ তাবৎ লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনি সকল হইতে পূজ্য। অতএব তুমি ধার্ম্মিক লোককে সর্ব্বদাই ভক্তি করিবে। তাঁহাদের অর্থ নাই বা মান নাই বলিয়া লজ্জা বোধ করিও না। সকল অর্থ হইতে ধর্ম্মই প্রধান অর্থ; সকল মান হইতে ঈশ্বরের আদরই শ্রেষ্ঠ। ধার্ম্মিক লোকের সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে প্রণাম করিবে। যে ব্যক্তি যেরূপ ধার্ম্মিক তিনি সেই রূপ পূজ্য। ধার্ম্মিক ও সাধু লোকের পরামর্শ সর্ব্বদাই গ্রাহ্য।

এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের আরও অনেক বিষয়ে অদ্বিতীয় গুণ আছে যাহার নিমিত্ত তাঁহারা শ্রদ্ধাস্পদ অর্থাৎ ভক্তি-ভাজন হয়েন। কোন কোন লোক স্বদেশকে এরূপ ভাল বাসেন যে তাহার হিতের জন্য তিনি আপনার সুখ, মান ও প্রাণও ত্যাগ করিতে দুঃখিত হন না। দেশীয় লোকের সুখে তাঁহাদের সুখ ও তাহাদের দুঃখে তাঁহাদের দুঃখ হয়। এরূপ লোককে দেশহিতৈষী কহে। দেশহিতৈষী লোকের প্রতি সম্মান ও ভক্তি করা উচিত। ইঁহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ আর এক প্রকার লোক আছেন—যাঁহারা সমস্ত পৃথিবীকে স্বদেশ ও যাবতীয় মনুষ্যকে স্বপরিবার মনে করেন; এরূপ লোক অবশ্যই ভক্তি-ভাজন।

ঔদার্য্য এক মহৎ গুণ। উদার ব্যক্তি কুটিল স্বার্থপরতার অধীন নহেন। তিনি কাহার প্রতি বিরক্ত হয়েন না। উদার-ব্যক্তি সকলকেই ভাল বাসেন ও শত্রুকেও ক্ষমা করেন। এরূপ ব্যক্তিকে মহানুভব কহে এবং ইঁহাকেই মহাশয় বলা যায়। উদার-ব্যক্তি সকলেরই পূজ্য।

এই রূপ অনেক প্রকার সদ্গুণ আছে। সেই সকল সদ্গুণ বিশিষ্ট লোককে ভক্তি করিবে। তোমার যে গুণ নাই কিন্তু অন্যের সেই সদ্গুণ আছে এরূপ লোক তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব এরূপ

লোককে সেই গুণের জন্য ভক্তি করিবে।

যাবতীয় সদ্‌গুণ সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে রহিয়াছে, তিনি সর্ব্ব-গুণ সম্পন্ন। অতএব তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তি করা উচিত। মনুষ্য সম্পূর্ণ-রূপে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না; কিন্তু তিনি তোমা অপেক্ষা সকল গুণে শ্রেষ্ঠ। অতএব কদাপি তাঁহাকে ভক্তি করিতে ত্রুটি করিও না। অপবিত্র মনে ঈশ্বরের নাম বৃথা গ্রহণ করিও না, তাহা হইলে তাঁহাকে অবমাননা করা হয়।

ভূগোল।

ঋতুভেদ।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি দ্বারা যেমন দিবা রাত্রি পর্য্যায়ক্রমে ঘটিতেছে, বার্ষিক গতি দ্বারা সেইরূপ গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, এই ছয়টি ঋতুর সঞ্চার হইতেছে। (২ ক্ষেত্র) সংলগ্ন ছবিতে গোলরেখাটি পৃথিবীর কক্ষ; সূ—সূর্য্য তাহার চারিদিকে কখগঘ পৃথিবী এক এক সময়ে আসিয়া একটি গোলাকার পথ প্রস্তুত করিয়াছে এই পথটি পৃথিবীর কক্ষ। পৃথিবীর উপর ও নীচের দিকে যে একটু একটু রেখা দেখা যাইতেছে, ইহা পৃথবী আহ্নিক গতিতে যে মেরুদণ্ডে ঘুরিতেছে তাহারই উত্তর ও দক্ষিণ দুই মুখ। এই মেরুদণ্ড ঠিক সোজা না থাকিয়া বক্রভাবে আছে। পৃথিবীর মাঝখানের গোল রেখা বিষুবরেখা।

এখন দেখ পৃথিবী যখন ক, চিহ্নিত স্থানে আসিয়াছে তখন সূর্য্যের কিরণ ঠিক্ সোজা হইয়া বিষুবরেখায় পড়ে নাই কিন্তু তাহার একটু দক্ষিণে পড়িয়াছে এই জন্য দক্ষিণ গোলার্দ্ধে যত আলো পাইয়াছে উত্তর গোলার্দ্ধে তত পায় নাই। আমরা উত্তর গোলার্দ্ধে বাসকরি, সূর্য্য এ সময় আমাদিগের দিকে অন্য সময় অপেক্ষা অল্পক্ষণ থাকে এবং তাহার কিরণ বক্রভাবে পড়ে, এজন্য তাহার তেজ থাকে না সুতরাং শীত উপস্থিত হয়। সূর্য্যকে এসময় ঠিক্ মাথার উপর কখনই দেখা যায় না। যাহারা উত্তর হিমমণ্ডলে বাস করে তাহারা এসময় সূর্য্যকে মূলেই দেখিতে পায় না; ক্রমাগত রাত্রি ও দারুণ শীত ভোগ করে। কিন্তু দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সূর্য্য অনেকক্ষণ ধরিয়া সরল-ভাবে কিরণ নিক্ষেপ করে এজন্য সেখানে গ্রীষ্ম হয়। দক্ষিণ হিমমণ্ডলের লোকেরা রাত্রি পায় না, ক্রমাগত দিনের আলোকে থাকে এই সময় সূর্য্য পৃথিবীর দক্ষিণ দিক্ ঘেঁসা থাকে, এজন্য তাহার দক্ষিণায়ণ কহে।
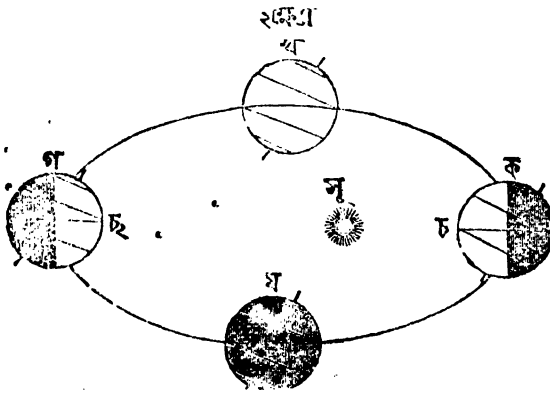
যখন পৃথিবী গ চিহ্নিত স্থানে আইসে তখন, যাহা বলা গেল ঠিক্ তাহার বিপরীত ঘটে। এস-

ময়ে সূর্য্যের কিরণ বিষুবরেখা হইতে আরও উত্তরে গিয়া সোজারূপে পড়ে এজন্য উত্তর গোলার্দ্ধে গ্রীষ্ম এবং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে শীত হয়। এসময়ে সূর্য্য উত্তর দিক্ ঘেঁসা থাকে বলিয়া তাহাকে উত্তরায়ণ বলে এবং উত্তর গোলার্দ্ধে দিন বড় রাত্রি ছোট হয়; দুই প্রহরের সময় সূর্য্যকে ঠিক্ আমাদের মস্তকের উপর দেখা যায়। শীতকালে সূর্য্য যদিও আমাদিগের নিকটে থাকে কিন্তু তাহার কিরণ বক্র-ভাবে আসিয়া অনেক দূর ছড়াইয়া পড়ে সুতরাং তাহার তেজ থাকে না। কিন্তু গ্রীষ্ম কালে সূর্য্য দূরে থাকিলেও ঠিক্ সরল-ভাবে কিরণ বর্ষণ করে এজন্য তাহা অল্প-স্থানে একত্রিত হইয়া দারুণ গ্রীষ্ম উৎপাদন করে। দেখ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্য একপাশ হইয়া থাকে বলিয়া তাহার কিরণ নিতান্ত হেলিয়া পড়ে; তাহাতে অতি অল্প উত্তাপ বোধ হয়; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে কিরণ যত সোজা হইয়া পড়িতে থাকে, সূর্য্যকে ততই প্রচণ্ড বোধ হয়।

পৃথিবী যখন ক চিহ্নিত স্থান হইতে ঘুরিয়া খ চিহ্নিত স্থানে যায় তখন সূর্য্যের কিরণ ঠিক্ সোজারূপে বিষুবরেখার উপর পড়ে; সুতরাং উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্দ্ধের আধাআধি ঠিক্ এককালে কিরণ পায়। এই সময়ে পৃথিবীর সর্ব্ব স্থানেই দিন রাত্রি সমান হয় এবং দুই গোলার্দ্ধের অধিকাংশ স্থানেই সুখের বসন্ত কাল সমাগত হয়।

পৃথিবী আবার যখন গ হইতে ঘুরিয়া ঘ চিহ্নিত স্থানে আইসে, তখনও সূর্য্য ঠিক্ বিষুবরেখায় সরল-ভাবে কিরণ পাত করে। এসময়ে শরৎকাল হয়। বসন্তের ন্যায় এখনও পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে দিন রাত্রি সমান। এইজন্য বৎসরের মধ্যে ১১ ই চৈত্র ও ১১ ই আশ্বিন দিনরাত্রি সর্ব্বত্র সমান হয়। বসন্ত ও শরৎ একই রূপ; কেবল যখন শীত ভোগ করিয়া গ্রীষ্মাভিমুখে যাই তখন বসন্ত

এবং যখন দারুণ গ্রীষ্ম হইতে শীতের দিকে আসিতে থাকি তখন শরৎকাল অনুভব হয়।

সূর্য্য প্রায় বিষুব রেখার সম্মুখে চিরকালই থাকে, উত্তরায়ণের সময় উত্তরে বিষুবরেখা হইতে কর্কটবৃত্ত পর্য্যন্ত ২৩॥০ অংশ এবং দক্ষিণায়ণের সময় দক্ষিণে বিষুবরেখা হইতে মকরবৃত্ত পর্য্যন্ত ২৩॥০ অংশ যায়; এজন্য গ্রীষ্মমণ্ডলে যাহারা বাসকরে তাহাদের প্রায় সমস্ত বৎসরই গ্রীষ্মকাল এবং দিন রাত্রি সমান। যাহারা সমমণ্ডলে বাস করে তাহারা প্রায় সকল ঋতুই বিশেষ রূপে ভোগকরে এবং সময় সময় দিন রাত্রি ছোট বড় দেখে। এবং যাহারা গোলার্দ্ধের প্রান্তভাগে অর্থাৎ হিমমণ্ডলে থাকে তাহারা প্রায় চিরকাল শীত ভোগকরে এবং গ্রীষ্মের মুখ অতি অল্পকাল দেখিতে পায়। তাহাদের দেশে ছয়মাস ক্রমাগত রাত্রি এবং ছয়মাস ক্রমাগত দিন হয়।

এখন তোমরা বলিতে পার যে কি রূপে ছয় মাস ক্রমাগত রাত্রি এবং ছয় মাস ক্রমাগত দিন হয়? মনেকর একটা বড় ভাঁটার উপরদিকে যদি একটি প্রদীপ রাখাযায়, তাহা হইলে, সেই ভাঁটার উপর দিকটি ক্রমাগত আলোপায়; এবং আবার যদি প্রদীপটিকে ক্রমাগত ভাঁটার নীচুদিকে রাখা যায় তাহা হইলে সেই উপর দিকে আর আলো থাকে না। সেইরূপ যখন সূর্য্য পৃথিবীর উত্তরদিকে থাকে তখন ক্রমাগত সেইদিকে ছয়মাস দিন হয়, এইরূপ আবার যখন সূর্য্য পৃথিবীর দক্ষিণদিকে থাকে তখন উত্তর দিকে ক্রমাগত ছয়মাস রাত্রি হয়।

উত্তর হিমমণ্ডলে যখন ক্রমাগত রাত্রি, তখন ঈশ্বরের করুণায় সেদিকে এমত একটি বড় ধূমকেতুর মত উজ্জ্বল নক্ষত্র-মণ্ডল দেখা যায় যে তদ্দ্বারা সেখানকার লোক বিলক্ষণ আলো পায় এবং সুখে জীবন যাপন করে।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

হে পরমপিতা পরমেশ্বর! তোমার নিকটে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি যে আমি যেন কায় মনোবাক্যে তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি, ও দিন দিন জ্ঞান, বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি উন্নত করিতে পারিলেই চরিতার্থ হই।

হে পিতঃ! তোমার জগদ্ ভাণ্ডারের প্রতি একবার মনোনিবেশ করিয়া দেখিলে কত কত আশ্চর্য্য বিষয় জানিয়া পুলকিত হইতে হয়! বৃক্ষ-লতাদি উদ্ভিদেরা তোমার মহিমা প্রচার করিতেছে, এবং পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীরা তোমার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে এবং সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, আদি জ্যোতির্ম্ময়েরা তোমারি আজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছে; হায়!

আমি তোমার কন্যা হইয়া এক দণ্ডের জন্য তোমার আজ্ঞা প্রতি পালন করিতে পারিতেছি না, কেবলই সংসারের প্রলোভনে পড়িয়া তোমাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। হায়! আমাদের যিনি জীবনের সার-পুরুষ তাঁহাকে জানিয়াও জানিতেছি না ও শুনিয়াও শুনিতেছি না। হে অনাথের নাথ! আমি চির দুঃখিনী তুমি বিনা আর আমার কেহই নাই, তুমি আমার এক মাত্র চরম গতি, তোমাকে মনের সহিত স্মরণ করি ও ভজনা করি, তুমি একমাত্র জগতের সাক্ষী ও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা।

নাথ! তোমার উপাসনা যেন আমার হৃদয়ে ভূষণ স্বরূপ হইয়া থাকে। নাথ! এ দুঃখিনীর হৃদয়ে বিরাজ কর ও আমাকে তোমার সঙ্গিনী করিয়া লও।

শ্রী সরস্বতী সেন
খ টুরা

উপরের প্রার্থনাটির কোন কোন স্থলের বর্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি সংশোধন করিয়া প্রকাশ করা গেল। লেখিকার যে অল্পকাল মাত্র লেখা পড়া শিখিয়া এরূপ মনের ভাব হইয়াছে ইহাতে আমরা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, যদিও এই লেখাটি তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে তথাপি এইটি তাঁহার প্রথম লেখা বলিয়া, ইহার দোষ গ্রহণ না করিয়া আদর পূর্ব্বক গৃহীত হইল।

প্রথম খণ্ড বামাবোধিনীর সংখ্যাক্রমে সূচিপত্র।

১২৭০ বঙ্গাব্দ।

ভাদ্র—১ সংখ্যা। পৃষ্ঠা

আশ্বিন—২ সংখ্যা।

কার্ত্তিক—৩ সংখ্যা। পৃষ্ঠা

অগ্রহায়ণ—৪ সংখ্যা।

পৌষ—৫ সংখ্যা।

মাঘ—৬ সংখ্যা।

ফাল্গুন—৭ সংখ্যা।

চৈত্র—৮ সংখ্যা।

—০—

প্রথম খণ্ড বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচিপত্র।

—

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে যাঁহাদের নিকট বামাবোধিনীর মূল্য প্রাপ্য আছে তাঁহারা এই মাসের মধ্যে বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন, নতুবা বামাবোধিনীকে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

পুস্তক প্রাপ্তি।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে (শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয় প্রণীত ও ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত) নিম্ন লিখিত পুস্তক চারি খান প্রাপ্ত হইয়াছি।

		মূল্য
জানকীনাটক	..	১
কবিতাকৌমুদী	..	।০
বিধবাবঙ্গাঙ্গনা	..	৷৷০
সরলপাঠ	..	৴০

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রী যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়—(নাগপুর)
৬ খানা " " " ৷৷০
শ্রী কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য—(খাটুরা)
৮ খানা " " " ৷৷০
শ্রী কৈলাশকামিনী " (কোণনগর)
৮ খানা " " " ৷৷০
শ্রী রামচন্দ্র গুপ্ত—(ময়মনসিংহ)
১২ খানা " " " ৸০

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথমভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

নববর্ষ মহাহর্ষে করিল প্রবেশ,
ধরিল সংসার এবে নবতর বেশ;
নবোদ্যম নবোৎসাহ করিয়া ধারণ,
জ্ঞানলাভে বামাগণ! কর প্রাণপণ।

১ সংখ্যা { বৈশাখ বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা।

ভূমিকা।

সাধু কার্য্যের সহায় ঈশ্বর এই মহৎ আশার উপর নির্ভর করিয়া আমরা বামাবোধিনীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রচার আরম্ভ করিলাম। প্রথম বারে যেরূপ এবারেও আমাদিগের সেই প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ নানাবিধ উপায়ে বামাগণের জ্ঞানোন্নতি সাধন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কথোপকথন, উপদেশ, দৃষ্টান্ত, উপন্যাস, চিত্র ও পদ্য ইত্যাদি উপায়, স্থল বিবেচনায় অবলম্বিত হইবে এবং স্ত্রীলোকেরা আপনা আপনি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারেন এই রূপ সরল ভাষায় প্রস্তাব সকল লিখিতে চেষ্টা করা যাইবে। গত বৎসরে আমাদিগের যে সকল দোষ ও অভাব হইয়াছে এবারে সে সকল সংশোধন ও পরিপূরণে সাধ্যমতে ত্রুটি হইবে না। এই পত্রিকা খানি বামাগণের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এবং বামাগণের বিশেষ উপযোগী এদেশে আর দ্বিতীয় পত্রিকা নাই। অতএব ইহা দ্বারা স্ত্রী জাতির সর্ব্বাঙ্গীন অভাব মোচন ও মঙ্গল সাধন হয় ইহা আমাদিগের একান্ত চেষ্টা ও প্রার্থনা। অনেকে ইহাতে কিছু কিছু সংবাদ লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। নূতন সংবাদ যে অত্যন্ত কৌতুহলজনক ও হৃদয়-গ্রাহী তাহা আমরা বিলক্ষণ জানি; কিন্তু যে সে সংবাদ দিয়া বামাবোধিনী পত্রিকা পূর্ণ করা আমাদের অভিপ্রায়

নয়, তাহাতে বিশেষ উপকারেরও সম্ভাবনা নাই। যে সকল সমাচার শ্রবণে অবলাগণের কোন সৎ প্রবৃত্তির উত্তেজনা বা কোন নূতন জ্ঞান শিক্ষা হয় তাহাই আমরা 'নূতন সংবাদ' শিরোনাম দিয়া প্রকাশ করিব।

বামাবোধিনী পত্রিকা যে মাসিক হইবে প্রথমতঃ আমরা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে সাহসী হই নাই এজন্য সংখ্যা ক্রমে প্রকাশ করিবার কথা উল্লেখ করা যায় কিন্তু সে বিষয়ে পাঠকগণকে আর অধিককাল সংশয়াকৃঢ় রাখিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণ হইতে প্রতিমাসে ইহার এক এক খণ্ড প্রচারিত হইবে।

আমরা প্রথম খণ্ডের উপসংহারে বামাবোধিনীর আয়ের অসচ্ছলতা জানাইয়াছি। এবারে ইহার আকার আর কিছু বৃদ্ধি হইবে তাহাতে ব্যয়েরও বৃদ্ধি হইয়া পড়িল। অতএব এই পত্রিকার মূল্য আর কিছু বৃদ্ধি না করিলে ইহার স্থায়িত্বের স্থিরতা দেখা যায় না। এই বিবেচনায় এক্ষণ হইতে বামাবোধিনীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸৵০ চৌদ্দআনা অগ্রিম ষাণ্মাষিক ৷৷০ আট আনা এবং মাসিক মূল্য ৵১০ দেড় আনা নির্দ্ধারিত হইল। বোধ হয় ইহা প্রদানে গ্রাহক মহাশয়দিগের অধিক কষ্ট বোধ হইবেক না।

এই পত্রিকাতে বামাগণের লেখা প্রকাশ হইতে পারে। যদি কোন পুরুষ বামাবোধিনীর উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী কোন বিষয় লিখিয়া পাঠান, তাহাও অতি সমাদরের সহিত গৃহীত হইবে। বামাগণের হিতকর যিনি যে কোন বিষয়ে আমাদের সহায়তা করিবেন আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব।

পৃথিবীর ক্রমশঃ দুর্গতি না উন্নতি হইতেছে ?

(জ্ঞানদা ও সরলা)

সরলা। আর্য্যে! এতদিন আমি একটি পশু ছিলাম। আপনার প্রসাদে যতই বিদ্যার আস্বাদ পাইতেছি ততই জীবন সার্থক বোধ হইতেছে। দিন দিন যে কত নূতন নূতন সুখ ভোগ করিতেছি বলিতে পারি না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সময় সময় এক একটা বিষয়ে সন্দেহ আসিয়া মনে কেন অসুখ জন্মায় ?

জ্ঞানদা। ভদ্রে! সে মঙ্গলেরই বিষয়—তার জন্যে কিছু চিন্তিত হইও না। অবোধ লোকে যা শুনে তাহাই বিশ্বাস করে, আপনার বুদ্ধিতে কিছু বিবেচনা করিতে পারে না। একটু জ্ঞানের উদয় হইলে কি সত্য কি মিথ্যা জানিতে ইচ্ছা হয়। তাহাতেই মনে সন্দেহ ও

জিজ্ঞাসা আইসে। সন্দেহ না হইলে মিথ্যা বিশ্বাস দূর হয় না এবং সত্যও অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যায় না। অতএব সংশয়টা যদিও প্রথমে কিছু কষ্ট-কর; কিন্তু ধীর হইয়া সেই বিষয়ের চিন্তা ও আলোচনা করিলে অবশেষে সত্য লাভ হয় এবং মন অতুল আনন্দে নিমগ্ন হয়। আচ্ছা, তোমার কিরূপ সন্দেহ হইয়াছে বল দেখি ?

স। আমাদের দেশের প্রাচীন লোকেরা বলেন যে আগে এই পৃথিবী সকল বিষয়েই ভাল ছিল; ক্রমে ইহা মন্দ হইয়া পড়িয়াছে; আর কিছু দিন পরে ইহার আরও দুর্গতি হইবে এবং সৃষ্টি ধ্বংস হইয়া যাইবে। একথা কি সত্য ?

জ্ঞা। সরলা! তুমি ইতিহাস ভাল করিয়া পড় নাই তাই এত দিন অবধি এবিষয় বুঝিতে পার নাই। ভাল, তুমি বল দেখি ১০০ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই বাঙ্গালা দেশে মুসলমানেরা রাজা ছিল তখন ইহার অবস্থা যেরূপ ছিল, এখন ইংরাজদের সময়ে তাহা অপেক্ষা ভাল কি মন্দ হইয়াছে ?

স। সকলের কাছেই শুনা যায় মুসলমান রাজাদের সময়ে এদেশে অত্যন্ত অত্যাচার ছিল। প্রজাদের ধন মান থাকিত না, স্ত্রীলোকদের সতীত্ব রক্ষা হইতনা, এমন কি শুনিয়াছি কৌতুক দেখিবার জন্য না কি কোন কোন নবাব গর্ভবতী নারীর উদর চিরিয়া সন্তান কিরূপে থাকে দেখিতেন, আর তখন বিদ্যার চর্চ্চা কিছুই ছিল না বলিলে হয়। এখানকার সময় ত তার পক্ষে সোণা বলিলে হয়। কেমন সুশাসন, বিদ্যাবুদ্ধির কত চর্চ্চা বাড়িতেছে।

জ্ঞা। এতে ত এক প্রকার জানিতে পারিতেছ যে পৃথিবীর ক্রমশঃ দুরবস্থা না হইয়া সৌভাগ্যের বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে।

স। এবিষয়টি আমাকে তর্ক করিয়া ভাল রূপে বুঝিতে হইবে অতএব আমি প্রাচীন লোকদের যুক্তি গুলি উল্লেখ করিব তাহাতে কিছু মনে করিবেন না। তাঁহারা বলেন, "এমন দু এক বিষয়ে একটু আধটু যদিও ভাল দেখা যায় তথাপি পৃথিবীর দুর্গতি বলিতে হইবে। দেখ এই পৃথিবীতে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর তিন যুগ গিয়াছে; এখন শেষ যুগ কলিকাল। সত্য যুগে মানুষের শরীর ২১ হস্ত ছিল, ত্রেতায় ১৪, দ্বাপরে ৭; কলিযুগে ৩।০ সাড়ে তিন হাত মাত্র হইয়াছে ক্রমে মানুষকে বেগুণ গাছে আকর্ষী দিতে হবে। সত্য যুগে লক্ষ বৎসর পরমায়ু ছিল ক্রমে গড়ে ৭০ বৎসর হইয়াছে। সত্য যুগে দুঃখ ও পাপের নামও ছিল না; পূর্ণ সুখ ও ধর্ম্মেরই রাজত্ব ছিল, ক্রমে পাপ তাপে পৃথিবী জর জর হইয়াছে। ঘোর কলি! কেবলই

মিথ্যা প্রবঞ্চনা; গেল গেল আর কিছুই থাকে না।

জ্ঞা। কি সর্ব্বনাশ! এ বিপরীত মত দূর না হইলে আমাদের দেশের আর কোন মঙ্গল নাই। আমি এক একটি করিয়া এমতের ভ্রম দেখাইব। প্রথমে মনুষ্যের যে কোন বিষয়ে দুর্গতি হয় নাই তাহা বুঝাইয়া দিব—পরে পৃথিবীর যে ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে তাহার প্রমাণ দেখাইব। তুমি বলিলে মানুষ পরে বেগুণ গাছে আকর্ষী দিবে এ বড় হাসিবার কথা। এখন মানুষের শরীর পূর্ব্বের চেয়ে যে অনেক খাট হইয়াছে কে বলিল? তুমি জান, আরবদেশে মুসলমানদের তীর্থ যে মক্কা, তাহার কিছু উত্তর পশ্চিমে মিশর নামে এক দেশ আছে। এখানকার লোক অতি প্রাচীন সময় হইতে মৃত মনুষ্যের দেহ ঔষধ ও নানা প্রকার গন্ধদ্রব্য দ্বারা ঠিক্ টাট্‌কা রাখিত। ভিন্ন ভিন্ন [illegible]য়ের সেই মৃত শরীর সকল পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে মানুষের আকার এখনও যেরূপ পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিল। এপ্রমাণে কেহ সন্দেহ করিতে পারেন না। তবে স্থান ভেদে অবয়ব একটু আধটু ছোট বড়, সে সকল সময়েই আছে।

স। শরীর যেন বড় না হইল কিন্তু শুনিয়াছি তখনকার লোক অত্যন্ত বলবান্ ছিল আর অনেক কাল বাঁচিত।

জ্ঞ। সরলা! তুমি কি গল্পকথা সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস কর না কি? তুমি শুনিয়াছ একবার সূর্য্যকে বগলে পুরিয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু জান সূর্য্য তাহার স্থান হইতে একটুমাত্র অন্তর হইলে সৃষ্টির মহা প্রলয় হয়। পুরাণে এই প্রকার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা কবিদের লেখা, তাঁহারা তিল হইলে তাল করিয়া বলেন। অতএব তাঁহাদের কথা অনেক পরিত্যাগ করিতে হয়। বাঙ্গালিরা শারীরিক অনেক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল ও অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু পৃথিবীতে অনেক বলবান্ জাতি আছে এবং কোন কোন স্থানের লোক ১৫০ দেড়শত বৎসরেরও অধিক বাঁচিয়া থাকে। মানুষের শরীরের যেরূপ গঠন তাহাতে লক্ষ বা হাজার বৎসর বাচিয়া থাকা অসম্ভব। পূর্ব্বকালে অনেক বীরের কথা শুনা যায়। কিন্তু যাহাকে কলিযুগ বলে এই সময়েই সেকন্দার, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ওএলিংটন, জুলিয়স সিজর ইত্যাদি দিগ্বিজয়ী বীর পুরুষদের নামে ভূমিকম্প হয়। এখন লোকে শরীরের বলের জন্য তত চেষ্টাও করে না, বুদ্ধিবলে যে সকল অস্ত্র শস্ত্র ও কলকৌশল করিয়াছে তাহাতে একজনে হাজার লোকের বল ধরিতে পারে।

স। যদি শরীরের বিষয়ে পূর্ব্ব-

কালের লোকে এখনকার চেয়ে প্রধান না হয়; কিন্তু তারা পরম সুখে থাকিত।

জ্ঞ। সকল দেশের পুরাবৃত্ত অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাস পড়িলে জনা যায় যে মানুষের প্রথম সময় অসভ্য অবস্থা, তখন পশুতে ও তাহাতে অল্প প্রভেদ থাকে। এই ইংরাজ জাতি যাঁহাদিগকে এমন দেবতুল্য বোধ হয়, দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা পর্ব্বত গহ্বরে ও যৎসামান্য কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে বাস করিত, বনে বনে ভ্রমণ করত পশু মারিয়া প্রাণ ধারণ করিত। তাহাদের মধ্যে কি নগর, কি বিদ্যালয়, কি ধর্ম্ম-মন্দির, কি কৃষি-বাণিজ্য, কি রাজ্যশাসন, কিছুই ছিল না। সকল জাতিরই আদিম অবস্থা এইরূপ। এরূপ পশুর অবস্থাকে যদি সুখের শেষ বলা যায় তবে আর মানুষ নাম ধারণের প্রয়োজন কি? তাহা হইলে ধাঙ্গড়, কুকী, খাসী আণ্ডামানীয়, প্রভৃতি কয়েক জাতিও এইরূপ সুখী আছে। পূর্ব্বকালের লোকদের মধ্যেও পীড়া মৃত্যু, যুদ্ধবিগ্রহ, এসকল অকল্যাণ ছিল, তবে আর এখনকার সময়ের অপরাধ কি? যথার্থ বলিতে হইলে এখনকার একটি সামান্য ব্যক্তি পূর্ব্বকালের রাজা অপেক্ষা অনেক ভাগ্যবান্।

স। ভাল এসকল বিষয় যাউক। সেকালের লোক ধর্ম্ম-বিষয়ে একালের অপেক্ষা প্রধান ছিল। এখন পাপশূন্য সম্পূর্ণ ধার্ম্মিক কয় ব্যক্তি দেখা যায়?

জ্ঞ। পূর্ব্বকালের সকল লোকেই যে ধার্ম্মিক ছিল তার প্রমাণ কি? অসভ্যাবস্থায় পশু ভাবই প্রবল ছিল। তখন যে যাহার দ্রব্য পাইত, বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিত; একজনের ভার্য্যাকে অন্যে অধিকার করিতে কিছু মাত্র শঙ্কা করিত না; নরহত্যা, চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি বিলক্ষণ ছিল, পুরাণেই ইহার শত শত প্রমাণ পাওয়া যায়। তখন যেমন অসৎ লোকও ছিল সৎলোকও ছিল, এখনও সেইরূপ আছে। তবে তখন ভ্রমবশতঃ অরণ্যে বাস করিয়া তপস্যাকেই প্রধান ধর্ম্ম বলা হইত, এখন অনেক ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তি সংসারে থাকিয়া প্রাণপণে পরের হিত-সাধন এবং আপনার মুক্তি পথ চিন্তা করিতেছেন। আমাদের সম্মুখে কত স্ত্রী ও পুরুষ ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতেছেন, দারুণ যন্ত্রণাও সহ্য করিতেছেন। এখন নানা প্রকার দণ্ডের নিয়ম হইয়া সামান্য লোকদের দোষও অনেক শাসন হইতেছে। সাধারণের উপকারের জন্য কত বিদ্যালয়, ঔষধালয়, বিচারালয় ও ঈশ্বরের উপাসনা মন্দির হইতেছে, ইহাতে কি মানুষের মনের ভাল ভাব প্রকাশ পায় না?

স। কোন বিষয়েইত পৃথিবীর

দুর্গতি দেখা যায় না তবে লোকে এমন বিশ্বাস করে কেন?

জ্ঞ। ইহার দুইটি কারণ আছে। একত পূর্ব্বকালের যথার্থ ইতিহাস পাওয়া যায় না; সুতরাং কবিরা এক প্রকার কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ যেমন বাল্যকাল্যকে সকলেরই নিকট অত্যন্ত সুখের সময় বোধ হয় সেইরূপ মনুষ্য জাতির বাল্যকাল সেই প্রাচীন সময় অত্যন্ত পবিত্র ও সুখ-জনক বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু সে ভ্রম। শিশু ও পশুর অবস্থা একইরূপ তখন সামান্য ক্রীড়াতে সময় যায়; জ্ঞান, ধর্ম্ম কি প্রকৃত সুখের আস্বাদ অতি অল্প পাওয়া যায়। মনুষ্য জাতির যথার্থ ইতিহাস যত পাওয়া যাইতেছে এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রের যত চালনা হইতেছে ততই পৃথিবীর ক্রমশঃ উন্নতি দেখা যাইতেছে।

স। পৃথিবীর উন্নতি কিরূপ হইতেছে বিশেষ করিয়া আমি জানিতে চাই।

জ্ঞ। পৃথিবীর সকল বিষয়েরই উন্নতি হইতেছে। ভূতত্ত্ব বিদ্যা* দ্বারা জানা গিয়াছে প্রথমে অচেতন, পরে উদ্ভিদ, তৎপরে ইতর জন্তু সকল এবং সর্ব্বশেষে মানব জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। মনুষ্য সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব। এই মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি ক্রমাগত চলিতেছে। ঈশ্বর তাহাকে যে এক উন্নতিশীল আত্মায় ভূষিত করিয়াছেন তাহাতে তিনি পশু পক্ষী কীটাদির ন্যায় আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না—উন্নতির পর উন্নতি চিরকাল সাধন করিতেছেন। বলা গিয়াছে প্রথমে মনুষ্যগণ এখনকার বন্য জাতির ন্যায় জঙ্গলে জঙ্গলে ভ্রমণ এবং পশু বধ করিয়া জীবন ধারণ করিত। ক্রমে অনেকে একত্র হইয়া সমাজবদ্ধ হইলেন এবং পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া কৃষি, শিল্প বাণিজ্য, রাজ্যশাসন, বিদ্যা ও ধর্ম্মের উন্নতি করিতে লাগিলেন। এই কয়েকটি বিষয়ে বর্ত্তমান কালে ক্রমে ক্রমে কতদূর উন্নতি হইয়াছে সংক্ষেপে বলিতেছি।

১। কৃষিকার্য্য—প্রথমে মনুষ্য হল চালনাও জানিতেন না, পৃথিবী অরণ্যেতেই পূর্ণ ছিল। এখন দেশ সকল কেমন পরিষ্কৃত হইয়া ফল ও শস্য-পূর্ণ ক্ষেত্রে শোভা পাইতেছে; ক্রমে পাহাড়ময় স্থান এবং মরুভূমিও মনুষ্যের পরিশ্রমে উর্ব্বরা হইতেছে। ইউরোপ খণ্ডের অনেক স্থানে শিল্প কৌশলে যেখানে একগুণ শস্য হইত—দশগুণ ফলিতেছে।

২। শিল্প—এবিষয়ে পৃথিবীর পূর্ব্বাবস্থার সহিত তুলনা করিলে যেন কোন নূতন লোকে বাস করিতেছি বোধ হয়। পর্ণ-কুটীর পরিবর্ত্তে অ-

* বামাবোধিনী ৫ম সংখ্যা ১০ পৃষ্ঠা দেখ।

মোহর অট্টালিকা, বাকল ও অজিন-চর্ম্মের পরিবর্ত্তে সুচিত্র পরিচ্ছদ ও বিবিধ অলঙ্কার দেখিলে কাহার না হর্ষ হয়? কত আবশ্যক ও সুখকর গৃহসামগ্রী সকল প্রস্তুত হইয়াছে কত আশ্চর্য্য যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে! ঘড়ী, কলের গাড়ী, শিকের কল, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ, ছাপার কল এবং অসংখ্য বাষ্প যন্ত্র পূর্ব্বকালের লোকেরা যদি একবার আসিয়া দেখিতে পারেন, স্তব্ধ হইয়া থাকিবেন সন্দেহ নাই।

৩ বাণিজ্য—কৃষি ও শিল্প কর্ম্মের যতই বৃদ্ধি হইতেছে ততই বাণিজ্যের বিস্তার হইতেছে। পূর্ব্বে এক এক গ্রামের লোকেরা আপনাদের মধ্যে এক সামগ্রীর বদলে অন্য সামগ্রী লইয়া বেচা কেনা করিত। এখন বড় বড় জাহাজ পৃথিবীর সকল স্থানে ভ্রমণ করিতেছে। এক স্থানের প্রচুর সামগ্রী সহস্র স্থানে যাইতেছে এবং পরস্পরের অভাব পরস্পরে মোচন করিতেছে। আমরা এই বঙ্গদেশে বাস করিয়া বিলাতী কত সুন্দর সুন্দর বস্তু অল্প মূল্যে পাইতেছি। পৃথিবীর এক সীমাস্থ চীন দেশের বাসন এবং অন্য সীমবর্ত্তী পেরু দেশের (কুইনাইন) মহৌষধ প্রাপ্ত হইয়া কত উপকার লাভ করিতেছি।

৪। রাজ্য শাসন—পূর্ব্বে 'জোর যার মুলুক তার' এই কথা ছিল। রাজা যা ইচ্ছা তাই করিতেন; ইচ্ছা করিলে আপনার আমোদের জন্যে হাজার হাজার লোকের প্রাণ নাশও করিতে পারিতেন। এখন রাজ্যের শান্তি রক্ষার জন্য তিনি একটী কর্ম্মচারী ভৃত্যের ন্যায়, প্রজাদের সুখ ও মঙ্গল বর্দ্ধনই তাঁহার কার্য্য এবং নিয়ম ভিন্ন তিনি কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না। প্রজাদের স্বাধীনতার ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে রাজ্যে কোন অন্যায় নিয়ম দেখিলে তাহারা তাহার সংশোধন করিতেছে। এখন রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্র সকলেই সমান স্বাধীন; ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে?

৫। বিদ্যা—বিদ্যা বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত। স্ত্রী পুরুষ কৃষক ও ধনী সন্তান সকলেই বিদ্যাভ্যাস করিতেছে; দিন দিন বিদ্যালয়ের ও বিদ্বান্ লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে; সর্ব্ব প্রকার জ্ঞান গর্ভ পুস্তক অনায়াসে লাভ করা যাইতেছে। পূর্ব্বকালে ২।৪ জনের ভাগ্যে যা কিছু লেখা পড়া শেখা হইত! ইতি পূর্ব্বে তোমাকে যে সকল বিদ্যার* পরিচয় দিয়াছি তখন তাহার অনেক গুলির নামও ছিল না। কত নূতন নূতন বিদ্যার সৃষ্টি হইতেছে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রের অদ্ভুত শ্রীবৃদ্ধি হইয়া সকল ভ্রম দূর করিতেছে এবং অসংখ্য মঙ্গল সাধন করিতেছে। বি-

*বামাবোধিনী ৭৪ ও ৭৫ সংখ্যা দেখ।

দ্যার প্রভাবে সকল বিষয়ের আশ্চর্য্য উন্নতি হইতেছে।

৬ ধর্ম্ম—ধর্ম্মের উন্নতি অতি অল্পে অল্পে হইতেছে এই জন্য সামান্য লোকে দেখিতে পায় না কিন্তু এই-বারে তাহারও যুগান্তর উপস্থিত। ধর্ম্মকে এতকাল লোকে বাহিক আড়ম্বর বলিয়া মনে করিত, মনুষ্য প্রণীত পুস্তককে অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া মানিত, ঈশ্বরকে সৃষ্ট পদা-র্থের ন্যায় কল্পনা করিত, স্বর্গের লোভ ও নরকের ভয়ে ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত এবং মনগড়া কতকগুলি আ-চারকে ধর্ম্ম সাধনের উপায় বলিয়া বর্ণনা করিত। এখন অনেকের ধর্ম্ম-জ্ঞান-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁ-হারা দেখেন 'ঈশ্বর সকলেরই করু-ণাময় পিতা, তিনি সত্য ধর্ম্মের বীজ সকলের মনে দিয়াছেন তাহা অঙ্কু-রিত করিলেই ঈশ্বরের দিকে উন্নতি লাভ হয়;—এক মাত্র ঈশ্বর সমুদায় জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি পালন কর্ত্তা, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার জ্ঞানের অন্ত নাই, করুণার সীমা নাই, তিনি সর্ব্বস্থানে এবং সর্ব্বকালে সমানরূপে বর্ত্তমান আছেন; আত্মা-কে পবিত্র করিলে সেখানে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়;—একমাত্র তাঁ-হার উপাসনা আমাদের জীবনের কর্ত্তব্য, তাহাতেই ঐহিক ও পার-ত্রিক মঙ্গল লাভ হয়; তাঁহাকে স-র্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁ-হার উপাসনা; ধর্ম্মপথে চলিবার জন্য সেই পরমাত্মা আমাদিগকে কর্তৃত্ব শক্তি দিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার অধিকার দিয়াছেন;—আমরা যদি পাপে প-তিত হই কাতরভাবে অনুতাপ ক-রিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তা-হার প্রায়শ্চিত্ত হয়; পুণ্যের পুরস্কার আত্মার আনন্দ, পাপের দণ্ড আত্ম-গ্লানি;—আমরা অল্পদিন এই পৃথি-বীতে থাকিয়া সংসারে বাস করিয়া সেই ঈশ্বরের ধর্ম্ম-পালন করিব;—মৃত্যুর পর আমাদের জ্ঞান, ভাব, ও ইচ্ছা ক্রমশঃ উন্নত হইয়া ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইবে এবং আমাদের মুক্তি ও পবিত্র অক্ষয় আনন্দ লাভ হইতে থাকিবে!' এখন এই যে ধ-র্ম্মের আভাস প্রকাশ পাইয়াছে ইহা হইতে পৃথিবীর সকল কল্যাণ সাধন হইবে। ভিন্ন ভিন্ন দেশে এই ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ২।৪ ব্যক্তি দেখা যাইতেছে; তাঁহাদিগকে দেব অব-তার তুল্য বোধ হয়। যখন সমুদায় পৃথিবীতে এই ধর্ম্মের অল্প বা অধিক আন্দোলন দেখা যাইতেছে তখন ধর্ম্মের যে মহোন্নতি উপস্থিত তা-হার আর সন্দেহ নাই।

স। পৃথিবীতে এত কাণ্ড হইতে-ছে, মনুষ্যেরা কি এসকল উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পান না? কি আশ্চর্য্য! তাহারা এত অন্ধ যে আ-

র্ঘ্য ! তাহারা এত অন্ধ যে আবার 'পৃথিবীর ধ্বংস হয়' এই বলিয়া থাকেন।

জ্ঞ। যাঁহারা গৃহরুদ্ধ করিয়া ঘুমাইয়া থাকেন দুইপ্রহর দিবসের সময়ও তাঁহাদের নিকট রাত্রি। তাঁহারা নিদ্রাভঙ্গ করুন, চারিদিকের জ্ঞানালোক দর্শন করুন; ভ্রম দূর হইবে এবং সত্য সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। যাঁহারা পৃথিবীর অবনতি হইতেছে বলেন তাঁহারা অতি দুর্ভাগ্য! তাঁহারা আপনাদের মনে বৃথা কষ্ট দেন এবং দুর্গতি প্রাপ্ত হন। যাঁহারা উন্নতির ভাব দেখেন তাঁহারা নিজের ও জগতের শুভোন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন এবং পরমেশ্বরের যথার্থ অভিপ্রায় সম্পন্ন করিয়া চিরমঙ্গল লাভ করেন।

স। পৃথিবীর যে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উন্নতি হইতেছে তাহা বেস বুঝিয়াছি। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব এই যে; একদেশে উন্নতি হইতে হইতে আবার দুর্গতি হয় কেন? তার সাক্ষী আমাদের ভারতবর্ষ। হিন্দুরাজাদের সময়ে ইহা কত সৌভাগ্যশালী হইয়াছিল। কিন্তু পরে ইহার দুরবস্থা কেন হইল?

জ্ঞ। এটি তুমি মনে রাখিবে যে পৃথিবীর উন্নতির হ্রাস কখনই হয় না। এক দেশের কিছু দুর্ভাগ্য কিন্তু অন্য দেশে শতগুণ সৌভাগ্য হয়। দেখ হিন্দুদিগের যে সকল দুরবস্থা, মুসলমানদের কেমন শ্রীবৃদ্ধি! ইউরোপ খণ্ডে এক রোমনগর ধ্বংস হইল কিন্তু তাহার সমুদায় ভাগ সভ্যতা ও সুখে পূর্ণ হইল! আর দেশ বিশেষের দুর্গতিও অধিক উন্নতির লক্ষণ বলিয়া জানা গিয়াছে। যেমন একটা পাহাড়ে উঠিতে হইলে বরাবর ঠিক সোজা হইয়া উঠা যায় না অনেকবার নামা উঠা করিতে করিতে ক্রমে অধিকদূর আরোহণ করা যায়। উন্নতির পাহাড়ে উঠিতেও সেইরূপ করিতে হয়। জর্ম্মনি দেশের সুবিখ্যাত পণ্ডিত হেগেল উন্নতির এই আশ্চর্য্য নিয়ম প্রকাশ করিয়া আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। দেখ, ভারতবর্ষ যেমন উন্নতির পথে চলিতে চলিতে নামিয়া পড়িয়াছিল, ঈশ্বরের প্রসাদে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা আবার কতদূর অগ্রসর হইল। পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে একটা বাধা দেখিলে যেমন একটু পাছু হাটিয়া অধিকদূরে লম্ফ দিতে হয়, উন্নতির পথেও বাধা অতিক্রম করিবার জন্য সময় সময় একটু পাছু হাটিতে হয়। কিন্তু কোন বাধাতেই মনুষ্য জাতির উন্নতির পথ রোধ করিতে পারে না।

স। এক্ষণে আমার সকল গোল ঘুচিল। অন্ধকার হইতে আলোকে আসিলে যত সুখ হয় ভ্রম ও

সন্দেহ হইতে সত্যেতে আসিলে তাহা অপেক্ষাও অধিক। আহা! মনুষ্যেরা কতদিন আর আপনাদের ভ্রমে আপনারা জড়িত থাকিবে! ইচ্ছা করিয়া দুর্গতি ভোগ করিবে। ঈশ্বর সকলের নিকট উন্নতির পথ দেখাইয়া দিউন এবং সকলকে তাঁহার মঙ্গলপথে যাইতে ইচ্ছা ও বল প্রদান করুন।

কন্যার প্রতি মাতার উপদেশ।

বৎসে হেমাঙ্গিনি! তুমি এখন অল্প বয়স্কা বালিকা। ঈশ্বর প্রসাদে তুমি অতি সুন্দর সময়ে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। এখন সর্ব্বত্র বিদ্যার আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, স্ত্রীলোকদিগের জন্য এখন স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতেছে। যে স্ত্রীলোকেরা এক সময়ে নির্ব্বোধ ও অল্পবুদ্ধি বলিয়া সকল লোকের ঘৃণার পাত্রী ছিল, এখন তাহারা জ্ঞান শিক্ষা করিয়া বিদ্বান্ পুরুষদিগের নিকট আদরণীয়া হইতেছে; এখন পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বহুবিধ সুখ ভোগেও সমর্থ হইতেছে। অতএব অন্য অন্য বালিকাদিগের ন্যায় তুমিও এখন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সুশীলা ও বিদ্যাবতী হও। আমি যখন বালিকা ছিলাম তখন আমাদিগের দেশে এপ্রকার বিদ্যার আলোচনা ছিল না। পুরুষদিগের মত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষা করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহাও আমরা জানিতাম না। শৈশবকালে আমি যখন পিত্রালয়ে ছিলাম, তখন আমার ভ্রাতাদিগকে আমি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লেখা পড়া শিখিতে যাইতে দেখিতাম। তখন মনে মনে ভাবিতাম যাহারা পুরুষ, তাহাদিগের কেবল লেখা পড়া শিখিতে হয়, আমাদিগের বিদ্যা শিক্ষা করিতে নাই, কেবল গৃহকর্ম্ম ও পুরুষদিগের সেবা করিতে হয়। কিছু দিন পরে আমার বিবাহ হইল; তোমার পিতা আমাকে লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন "পুরুষেরা যেমন বিদ্যা শিক্ষা করে, স্ত্রীলোকদিগেরও সেইরূপ করা উচিত"। কিন্তু আমি তাঁহার কথা শুনিতাম না, মনে মনে ভাবিতাম মেয়ে মানুষের লেখা পড়া শিখিয়া কি হইবে? তোমার পিতা আমাকে বিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে আমি তাহা শিখিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথমতঃ আমার পাঠ অভ্যাস করিতে অতিশয় বিরক্তি বোধ হইত; কিন্তু আমি ক্রমে ক্রমে যত অধিক শিখিতে লাগিলাম ততই বিদ্যা শিক্ষা করিতে আমার অনুরাগ বাড়ি-

তে লাগিল। কিছু দিন এই রূপে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যখন তাহার আস্বাদ বুঝিতে পারিলাম, তখন মনে বিবেচনা হইতে লাগিল যে হায়! আমি এতদিন বৃথা ক্ষেপণ করিয়াছি; বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া আমি এত দিন পশুর মত হইয়াছিলাম। আহা! আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যা শিক্ষা না করিয়া কত অসুখী হইয়া রহিয়াছে; তাহারা এই পৃথিবীর কিছুই জানিতে পারে নাই; তাহারা চক্ষু থাকিতেও অজ্ঞানে অন্ধের মত হইয়া রহিয়াছে। এই যে পৃথিবীতে আমরা বাস করিতেছি ইহার আকার কি প্রকার; ইহার কোন্ স্থানে কত প্রকার মনুষ্য বসতি করে; কোথায় কোন্ প্রকার দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়; কাহার সহিত কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়; কি প্রকার কার্য্য করিলে যথার্থ ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়; শীত গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতু সমুদয়; মেঘ, বৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি ঘটনা সকল কোন্ কোন্ কারণ হইতে কি প্রকারে হইতেছে; ইত্যাদি বিবিধ বিষয় তাহারা কিছুই অবগত নয়। তাহারা আপনারা বিবেচনা করিয়া কোন কার্য্য করিতে সক্ষম নয়। পুরুষেরা যদি কোন মন্দ কার্য্যকে ভাল কার্য্য বলে, তথাপি তাহারা তাহাকে ভাল জ্ঞান করে। হায়! তাহারা বিদ্যাভাবে এত অজ্ঞান হইয়াছে যে যাহারা তাহাদিগের শত্রু, তাহাদিগকে তাহারা সুহৃদ জ্ঞান করিতেছে। মূখ ও নির্দ্দয় পুরুষগণ তাহাদিকে এমন অমূল্য ও অশেষ সুখকর বিদ্যাধন হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। তথাপি তাহারা দাসীর মত হইয়া তাহাদিগেরই সেবা শুশ্রূষা করিতেছে এবং যাহাতে তাহারা সন্তুষ্ট থাকে তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত রহিয়াছে। আমাদিগের দেশের মূখ স্ত্রীলোকেরা কত প্রকার ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে! তাহারা মনে করে, আমরা যদি ধনবান্ স্বামী পাই এবং নানাবিধি স্বর্ণ অলঙ্কার দ্বারা শরীরকে ভুষিত করিতে পারি তাহা হইলে আমাদিগের জীবন সার্থক হয়। কেহ কেহ বিবেচনা করেন আমি যদি সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি এবং দাসীর মত পরিপাটীরূপে সকলের সেবা করিতে পারি- তাহা হইলে আমার জীবন সফল হয়। কেহ কেহ মনে করেন আমার যদি অনেক গুলি সন্তান সন্ততি হয় এবং তাহাদিগের উত্তম-রূপে ভোগ বিলাস করাইতে পারি তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হয়। এই প্রকার ভ্রমে মুগ্ধ হইয়া তাহারা অতি কষ্টে কাল যাপন করিতেছে। যথার্থ সুখ যে কি প্রকারে পাওয়া যায় তাহা তাহারা অবগত নয়। তাহারা যে সকল বিষয় ভোগ করিলে সুখী হইব মনে

করিতেছে তাহাতে যথার্থ সুখ কখন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মনুষ্য হইয়া তাহারা জ্ঞান-হীন পশুর ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। আহা! আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা দর্শন করিলে আমার মন অতিশয় দুঃখিত হয়। হেমাঙ্গিনি! তুমি মনোযোগ দিয়া আমার উপদেশ সকল শ্রবণ কর; এসময়ে যেন বিদ্যা শিক্ষায় ঔদাস্য করিয়া চির জীবনের মত দুঃখিনী না হও। তুমি বিদ্যাবতী হইয়া তোমার প্রতিবাসিনীগণকে জ্ঞান ও ধর্ম্ম উপদেশ দিয়া তাহাদিগের উপকার করিতে যত্নশীলা হও।

আমি অধিক বয়স্কা হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলাম; তজ্জন্য মনোমত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারি নাই। তুমি শৈশব অবস্থাতে বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইযাছ, পরিশ্রম ও মনঃসংযোগ করিয়া শিক্ষা করিলে আমার অপেক্ষা অধিক শিক্ষা করিতে পারিবে। এখন অনেক স্থানে অনেক স্ত্রীলোক বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আর দশ বার বৎসর কাল পরে তোমরা সকলে বিদ্যাবতী হইলে এই মলিন বঙ্গদেশের এক নূতন শ্রী হইবেক। হিংসা, দ্বেষ, কলহ প্রভৃতি রহিত হইবে; পিতা ও পুত্রের, মাতা ও কন্যার, এবং স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর অসদ্ভাব থাকিবে না। সকলি সদ্ভাবে মিলিত হইয়া সুখে কাল যাপন করিবে।

হেমাঙ্গিনি! তুমি যেমন বিদ্যাশিক্ষা করিয়া জ্ঞানবতী হইবে, সেইরূপ যে সকল নীতি উপদেশ পাও তদনুসারে কার্য্য করিয়া সৎকর্ম্মশীলা ও সচ্চরিত্রা হইবে; দুঃখিজনদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে এবং সকলের মঙ্গল সাধন করিতে সর্ব্বক্ষণ যত্নবতী থাকিবে।

বৎসে! জীবন অমূল্য ধন; ইহা কখন বৃথা ক্ষেপণ করিও না। কিছু দিন পরে তোমাকে শ্বশুর-ঘর করিতে হইবে, কত গুরুতর ভার সকল বহন করিতে হইবে। এই বেলা শান্ত ও ধীর হইয়া আপনার কর্ত্তব্য গুলি শিক্ষা কর। আমাদিগের মাতা পিতা আমাদিগের প্রয়োজনীয় কোন কর্ম্মই ভাল করিয়া শিখান নাই, নীতি উপদেশ সকলও ভাল করিয়া দেন নাই এজন্য আমরা যে কত কষ্ট ভোগ করিয়াছি তাহা আর কি বলিব। পাছে সেই সকল যন্ত্রণা তোমাকেও ভোগ করিতে হয় এই জন্য বার বার বলিতেছি অতি সাবধান হইয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিবে তাহা হইলে তোমার জীবন সার্থক হইবে এবং চির কল্যাণ লাভ করিবে। বাছা! ইহা অপেক্ষা মাতার আর সুখের বিষয় কি আছে!

রামধনু।

রামধনু সকলেই দেখিয়াছেন। তাহা কি মনোরম শোভাই ধারণ করে! এদেশীয় অনেকের বিশ্বাস আছে, রামধনু, রাম ও ইন্দ্রের ধনুঃ। কিন্তু উহা কাহারও ধনুঃ নহে এবং কোন প্রকার জড় পদার্থও নহে; কেবল কয়েক প্রকার রঙ্ ধনুর আকারে মিলিত হইয়া রামধনু উৎপন্ন হয়। তাঁহা যদি রাম অথবা ইন্দ্রের ধনুঃ হইত, তাহা হইলে কেবল বৃষ্টির সময়েই উদিত হইত না; অন্য সময়েও হইত। আর বৃষ্টির সময়েও সূর্য্যের আলোক ভিন্ন হয় না। অতএব সহজে ইহাই বোধ হয় যে বৃষ্টি ও সুর্য্যের আলোক হইতে কোন প্রকারে তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। বাস্তবিকও তাহাই হয়।

সকল প্রকার রঙ্ই আলোকের অংশ বিশেষ মাত্র, অর্থাৎ আলোক কতকগুলি বর্ণের সমষ্টি বই আর কিছুই নহে। কিন্তু যেমন দুগ্ধের মধ্যে ছানাও থাকে, ঘৃতও থাকে, অথচ দুগ্ধের মধ্যে ঐ সকল দেখা যায় না; সেইরূপ আলোকের মধ্যে রঙ সকল থাকিলেও দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার যেমন কৌশল করিবা দুগ্ধ হইতে ছানা ও ঘৃত বাহির করা যায়, তদ্রূপ আলোক হইতেও রঙ্ সকল বাহির হইতে পারে। কতক বস্তু আছে, তাহাদিগকে আড়াল দিলেও আলোক আসিতে পারে। তাহাদিগকে স্বচ্ছপদার্থ কহে—যেমন জল, কাচ, অভ্র, বাতাস ইত্যাদি। ত্রিকোণ বা অন্য আকারের স্বচ্ছ পদার্থের ভিতর দিয়া আসিয়া, যদি তাহার কোন কোণ দিয়া আলোককে বাহির হইতে হয়, তাহা হইলে উহা ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া নানা প্রকার বর্ণে প্রকাশিত হয়। এই কারণেই বিলোয়ারি ঝাড়ের ত্রিকোণ কাচ আলোকে ধরিলে তাহা হইতে নানা প্রকার মনোহর বর্ণ সকল বাহির হয়। জল কাচের ন্যায় স্বচ্ছ পদার্থ; তাহা যখন নানা প্রকার কোণ বিশিষ্ট হয়, তখন তাহাতেও আলোক পড়িয়া ঐরূপ হইতে পারে। বৃষ্টির সময় জল বিন্দু সকল নানা প্রকার কোণবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তখন তাহাতে সূর্য্যের কিরণ লাগিলে ঐরূপে নানা প্রকার বর্ণ বাহির হয়। ইহাই রামধনু।*

সূর্য্যের বিপরীত দিকে রামধনুর উদয় হয়। কিন্তু মধ্যাহ্নে অর্থাৎ সূর্য্য আমাদের মস্তকোপরি থাকিলে, তাহা দৃষ্ট হয় না। ইহার কারণ সহজেই বুঝা যাইতে পারে; একটী —থালে খানিক জল ঢালিয়া, তা-

* রামধনু অনায়াসে তৈয়ার করিয়া দেখা যাইতে পারে। মুখের মধ্যে জল লইয়া সূর্য্যের বিপরীত দিকে থুৎকার প্রদান করিলে সেই জল বিন্দু সকলে আলোক লাগিয়া নানা বর্ণের রামধনু বাহির হয়।

হাতে আলতা অথবা অন্য কোন রঙ্ অল্প পরিমাণে গুলিয়া যদি থালের উপরি হইতে সোজা সুজি দৃষ্টি করা যায়; তাহা হইলে সেই রঙ্ প্রায় দৃষ্ট হয় না, কিন্তু থালের পাশ হইতে দেখিলে সেই রঙ্ সুন্দররূপ দৃষ্ট হয়। সেইরূপ, প্রাতঃকালের ও বৈকালের রামধনু আমরা পাশাপাশি দেখি বলিয়া তাহা সুন্দর-রূপ দেখা যায়। এবং মধ্যাহ্নের রামধনু আমাদের উপরে থাকে পাশাপাশি দেখা যায় না, এজন তৎকালীন রামধনু দেখিতে পাই না।

এখন এই একটী প্রশ্ন হইতে পারে, রামধনু ধনুর ন্যায় বক্র হয় কেন? ইহার কারণ এই, যাঁহারা ভূগোল পড়িয়াছেন,তাঁহারা জানেন, পৃথিবী, কদম ফুল বা কমলালেবুর ন্যায় গোলাকার। এবং ঐ লেবুর ছাল যেমন তাহার চারিদিকে বেড়িয়া থাকে, পৃথিবীর চারিদিকে বায়ুরাশিও তদ্রূপ তাহাকে গোলাকারে বেড়িয়া আছে। ধনুর আকার, গোল-আকারের অংশ মাত্র। বায়ুতে যে মেঘ থাকে তাহাও বায়ুর আকারে ধনুর ন্যায় বক্র থাকে। সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হইবার সময় জলবিন্দু সকলও ধনুর আকারে থাকে। এজন্য তাহাতে সূর্য্যের আলোক পড়িয়া, তাহা হইতে যে বর্ণরাশি (অর্থাৎ রামধনু) প্রকাশিত হয়, তাহাও ধনুরাকার হয় এই প্রকার রামধনু ধনুর ন্যায় বক্র হইয়া থাকে।

উপরি হইতে আরম্ভ করিয়া রামধনুকে এই সকল বর্ণ দৃষ্ট হয়। ১ম লোহিত, ২য় পাটল, ৩য় পীত, ৪র্থ হরিৎ, ৫ম নীল, ৬ষ্ঠ ধুমল, ৭ম বায়লেট*। লোহিত ও পীত বর্ণে মিশিয়া পাটল হয়, এজন্য তাহা লোহিত ও পীতের মধ্যে এবং তদ্রূপ হরিতবর্ণ পীত ও নীলের মধ্যেই দৃষ্ট হয়।

কি সুন্দর ধনু, আজি গগন উপরে।
নীল লাল নানা বর্ণে ঝকমক করে॥
পুবের আকাশ খানা যুড়ে রঞ্জিয়াছে।
কে যেন সোণার তারে তারে গাঁথি য়াছে॥
নীলকান্ত মণি দিয়ে গড়া তার দেহ।
ত্রিভুবনে কেন ধনু দেখে নাই কেহ॥
রামের ধনুক ইহা বলে সর্ব্ব জন।
কি সাধ্য গড়িবে রাম ধনুক এমন॥
হইয়াছে জলবিন্দু যাঁর ভুজ বলে।
যাঁর করে শূন্যোপরে চন্দ্র সূর্য্য চলে॥
ময়ূরের পুচ্ছে রঙ্ দিল যাঁর কর।
যাঁরি কর চিত্র করে মক্ষি মধুকর॥
নানা জাতি পুষ্প যাঁর করে বর্ণ পায়।
যাঁর কর সাজাইল আকাশের কায়॥
আমাদের দেহ যাঁর করে করে দান।
তাঁর করে এধনুর হয়েছে নির্ম্মাণ॥

নূতন সংবাদ।

১। আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে, গত ১

* লোহিত—লাল; পাটল—পাটকিলে; পীত—হলদে; হরিৎ—সবুজ, পীত ও নীল মিশিয়া জন্মে; ধূমল—বেগুনে নীল ও লোহিত মিশিয়া জন্মে; বায়লেট্ ঈষৎ লালের আভা যুক্ত গাঢ় নীল।

লা বৈশাখ কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু সভার অন্তর্গত স্ত্রীশিক্ষা সভা, ছাত্রীদিগকে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন। ১১টী ছাত্রী পারিতোষিকের উপযুক্তা হইয়াছিলেন। আগামী মাসে পারিতোষিকের বিবরণ প্রকাশ করা যাইবে।

২। আমরা এই পৃথিবীর যে পিঠে বাস করি ইহার বিপরীত দিককে আমেরিকা বলে। উহার উত্তরাংশে ইউনাইটেডষ্টেটদেশে একটি মহাযুদ্ধ চলিতেছে। ঐ রাজ্যের অনেক লোক মনুষ্য সকল ক্রয় করিয়া বাটীতে রাখে এবং পশুর মত তাহাদিগকে খাটাইয়া লয়। ক্রীত দাসেরা যদি কিছু ধন উপার্জ্জন করে তাহা প্রভুর, তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানেরাও প্রভুর অধীন, একটু অবাধ্য হইলে প্রভু তাহাদিগকে যত ইচ্ছা যন্ত্রণা দিতে পারে এমন কি প্রাণ লইতেও পারে। ঐ দেশের শাসন কর্ত্তা লিঙ্কলন সাহেব দয়ান্বিত হইয়া ঐ হতভাগ্য দিগকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। ইহাতে স্বার্থপর প্রভু সকল ক্রুদ্ধ হইয়া রাজ বিদ্রোহী হয়েন এবং এক ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করেন। কিছুকাল উভয় দলের জয় পরাজয় সমান হইয়াছিল। এখন বিদ্রোহীদিগের ক্ষমতা অনেক হ্রাস হইয়াছে। বোধ হয় অতি অল্পকালের মধ্যে তাহারা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইবে। কালে সত্যের জয় হইবেই হইবে।

৩। কলিকাতার ১৪।১৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে মজিলপুর ও তাহার নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রামে বাঙ্গালা টীকা দিয়া অনেকের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে। অনেকের আরোগ্য স্নানের পূর্ব্বে জ্বর বসন্ত না হইয়া তাহার পরে ভয়ানক রূপে দেখা দিতেছে। ইংরাজী টীকায় কোন ভয় নাই অথচ আশ্চর্য্য উপকার হয়; বাঙ্গলা টীকায় অনেক কষ্ট ও প্রাণ নাশের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। ইহা দেখিয়াও কি আমাদের দেশের লোকে সাবধান হইবে না?

৪। মার্কিন নামে এক সাহেব ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় ছিলেন। সম্প্রতি বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। এই ব্যক্তির কেহ উত্তরাধিকারী না থাকাতে তিনি কলিকাতার উন্নতির জন্য তিন লক্ষ টাকা দিয়া গিয়াছেন। আমাদের দেশের লোকের এরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না।

৫। আমাদের মহারাণী বিকটোরিয়ার অনেক সদ্গুণ। ভারতবর্ষের মৃত গবর্ণর লর্ড এলগিনের স্ত্রী লণ্ডন নগরে আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলেন।

৬। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনারেল সারজন লরেন্স গত ১৬ই চৈত্র বেথুন সাহেবের বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

৭। "ইংলণ্ডের (ইংরেজদের দেশের) কয়েকজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা

দিবার নিমিত্ত এদেশে আসিতেছেন। যদি এসংবাদ সত্য হয় তবে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ অবলাগণের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।" সো

বিজ্ঞাপন।

গত চৈত্র মাসে অনেকের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; এজন্য গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন যে তাঁহারা অনুন্য ছয় মাসের ডাক মাসুল সমেত পত্রিকার অগ্রিম মূল্য বা কোন স্থির সংবাদ না পাঠাইলে আমরা আর পত্রিকা প্রেরণ করিব না।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত পুস্তক তিন খান প্রাপ্ত হইয়াছি।

"বিজনগ্রাম" শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত প্রণীত কলিকাতা "ডি, রোজারিও কোং" যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵১০ আনা মাত্র।

"বীরবাক্যাবলী" শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মিত্র প্রণীত ঢাকা মগোলটুলি "সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ।০ আনা।

"ত্রিসন্ধ্যা-স্তোত্র" শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ গুপ্ত পরিকীর্ত্তিত কলিকাতাস্থ "গুপ্ত" যন্ত্রে মুদ্রিত।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

বচন্দ্র দেব [কোণনগর]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত ৫ খানার ।৶০

শ্রীচন্দ্রশেখর দেব [কোণনগর]
১৭৮৫ শকের আশ্বিন হইতে ১৭৮৬ শকের ভাদ্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸০

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ [চিৎপুর]
১৭৮৫ শকের ভাদ্র হইতে ১৭৮৬ শকের শ্রাবণ পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸০

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বসু [কলিকাতা]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸০

শ্রীমতী কামিনী হালদার [খাঁটুরা]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্য ১২ খানার ৸৶০

শ্রীশশিভূষণ বসু [লাহোর]
১৭৮৫ শকের আশ্বিন হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ২১ খানার ১৷৷০

শ্রীহরিবল্লভ বসু [কলিকাতা]
১৭৮৫ শকের ভাদ্র হইতে ১৭৮৬ শকের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ১৬ খানার ১

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায় [কুলকুচা]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ১৷৷৶০

শ্রীমতী পতিতপাবনী দত্ত [খাঁটুরা]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৶০

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (কলিকাতার জন্য) ৸৶০
" " (মফস্বলের জন্য) ১৷৷৶
অগ্রিম ষাণ্মাসিক মূল্য (কলিকাতার জন্য) " " ৷৷০
" " (মফস্বলের জন্য ৸৶০
প্রতি খণ্ডের মূল্য " " ৵১০

১৭৮৬ চৈত্র। দ্বিতীয়বার মুদ্রিত।

চোরবাগান ৫৫ নং ভবন, স্কুলবুকপ্রেসে শ্রীকালীচরণ দাস দেখারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

অতি গ্রীষ্ম হলে হয় বারি বরিষণ,
স্নিগ্ধ হয় ধরাতল যুড়ায় জীবন,
বামাগণ! অতি দুঃখে হয়েছ কাতর!
স্থির হও, শান্তি জল দিবেন ঈশ্বর।

১০ সংখ্যা { জ্যৈষ্ঠ বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা

বিজ্ঞাপন।

শ্রীযদুনাথ ঘোষ নামক যে সরকার পত্রিকা বিলি ও মূল্য আদায় করিত, বিশ্বাস-ঘাতকতা-দোষে তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করা হইয়াছে! তাহার নিকট আমাদের প্রায় ১৮ টাকার বিল ও ৩।/০ আনার একটা ফর্দ আছে। অতএব গ্রাহকদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, অতঃপর উক্ত ভূত-পূর্ব্ব সরকারকে বিশ্বাস করিয়া মূল্যাদি না দেন এবং যদি কেহ ঐ বিল ও ফর্দ তাহার নিকট হইতে লইতে পারেন, তাহা হইলে উপকৃত হই।

সহকারী সম্পাদক।

যাহার যেমন অবস্থা তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

(যাদুমণি ও তাহার মাতার কথোপকথন)

মাতা। যাদুমণি! আজি পাঠশালা হইতে আসিতে এত দেরি হইল কেন? আর তুমি ও গাড়ী চড়িয়া কোথা হইতে আসিলে?

যাদু। মা! জমীদারদের মেয়ে চপলা আমাদের সঙ্গে পড়ে, আমি তাকে পড়া শুনা বলিয়া দি তাই সে আমার সঙ্গে 'সই' পাতাইয়াছে। আজি সে আমাকে তার বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, অনেকক্ষণ ধরিয়া সব সামগ্রীপত্র দেখাইল, এবং পরে বেলা হইয়াছে দেখিয়া এই গাড়ীতে করিয়া পাঠাইয়া দিল।

মাতা। সেখানে কি দেখিলে?

যাদু। মা! কত রকমের যে কত জিনিষ দেখিলাম তা কি বলিব? কেমন কলের পুতুল গুলি কত সাজ গোজ পরা! কেমন সাজান ঘর-সকল তায়, কত সিন্দুক বাক্স আর কত রকম সামগ্রী নামও জানি না; কেমন পোসাক গহনা তুমি যদি মা তা দেখ তাহা হইলে যে কত খুসী হও বলিতে পারি না।

মাতা। আচ্ছা, সকলের চেয়ে কোন্‌টা তোমার খুব ভাল লাগ্‌ল?

যাদু। তা জানি না। যা দেখিলাম তাহাই চমৎকার, সব দেখিয়াই সমান আমোদ পাইয়াছি। কিন্তু বোধ হয় এই যে গাড়ী চড়া ইহাতে সকলের চেয়ে বেশী সুখ। মা! আমাদের ঐ রকম একখান গাড়ী কর না কেন? আর চপলার মত খেলনা সামগ্রী ও কাপড় গয়না আমারে কেন দেও না?

মাতা। বাছা! আমরা অত টাকাকড়ী কোথায় পাব? চপলার বাপের মত তোমার বাপ ত বড় মানুষ নয়! আর যদি আমাদের যা কিছু আছে সব উহাতেই দেওয়া যায়, তাহা হইলে যে খাওয়া-পরা না পাইয়া সকলে মরিয়া যাইব।

যাদু। বাবা কেন তেমন বড় মানুষ হন না?

মাতা। চপলার বাপ বাপের জমীদারী পাইয়াছেন তাহাতেই তাঁর টাকার অভাব নাই। তোমার বাপ আপনার পরিশ্রমে যা কিছু রোজকার করেন তায় আর কি হবে?

যাদু। অনেকেত চাকরী করিয়া বড় মানুষ হইয়াছে। তা বাবা সেই ১০ টা থেকে ৪ টা অবধি খাটেন শুনিতে পাই কেন তবে তিনি টাকা পান না?

মা। তুমি কি জান না যে তাঁর চেয়ে বেশী পরিশ্রম করিয়াও কত লোক আমাদের চেয়ে কষ্টে আছে?

যাদু। কই এমন কি আছে?

মা। তুমি কি জান না; আমাদের চারিদিকে কত দুঃখি-লোক আমাদের সুখের শিকির শিকিও তারা ভোগ করিতে পায় না। দেখ যারা চাস করে, দাঁড় বায়, মজুরি করে তাদের এত দুঃখ কেন? কখন কি তাদিগকে আলস্য করিয়া থাকিতে দেখিতে পাও?

যাদু। না মা, তারা সেই রাত পোহাইলে খাটিতে আরম্ভ করে, আর সমস্ত দিন প্রায় তাদের হাত কামাই দেখিতে পাই না।

মা। মনে কর দেখি তাদের পরিবার কেমন করিয়া বাঁচে? তুমি কি তাদের মত হইতে চাও?

যাদু। ছি! তারা ছেঁড়া নেকড়া পরে, ম্লেচ্ছ থাকে।

মা। যথার্থ, তারা ভারি দুঃখী এবং আমাদের চেয়ে অনেক কষ্ট-পায়।

কেন মা ?

তারা ক্ষুধার সময় পেট ভরিয়া ভাত কি ভাল সামগ্রী কিছু খাইতে পায় না। শীতের সময় একরত্তি কাপড় না পাইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে। তুমি কি এসকল সহিতে পার ?

যাদু। তারা ভাল খাইতে পায় না কেন ? আমি দেখেছি তারা খুদ রাঁধিয়া খায়। তুমি একদিন সেই রাঁধিয়াছিলে সে খাইতে যেন অমৃত।

মা। আ অবুঝ মেয়ে ! আমি সে যে কত মিষ্ট দিয়া, দুগ্ধদিয়া পায়স করিয়াছিলাম সে ভাল লাগিবে না কেন ? তারা সুধু ভাতের মত সিদ্ধ করিয়াই খায় সে বোধ হয় তুমি মুখে দিতে পার না। তাই আবার পেট ভরিয়া কোথায় পাইবে ? আমি দেখিয়াছি ফরাসী দেশের একটি রাজকন্যা দুঃখি-লোকদের অবস্থা যেমন জানিত তুমিও সেইরূপ জান।

যাদু। সে কি মা বলনা শুনি।

মা। এক বছর ঐদেশে ভারি মন্বন্তর হওয়াতে অনেক দরিদ্র লোকের অনাহারে প্রাণ বিয়োগ হয়। একটা বড় ঘটনা হইলে সকল ঠাঁই তার তোলপাড় হয় সুতরাং ঐকথা রাজ বাটীর মেয়েদেরও কানে উঠিল। একটি রাজকন্যা বলিলেন কি আশ্চর্য্য ! এরা এত নির্ব্বোধ যে না খাইয়া মরিয়া গেল আমি অন্ততঃ রুটী পনির খাইয়া থাকিতাম। ইহাতে তাঁহার একটি দাসী বলিল রাজকন্যা জান না, তোমার বাপের বেশী ভাগ প্রজা চিরকাল যৎ কুৎসিত পোড়ারুটী খাইয়া প্রাণধারণ করে এখন তাও পায় নাই বলিয়া মরিতেছে। খাবার জন্যে লোকের যে এত কষ্ট পায় রাজকন্যা এটি কখনও ভাবেন নাই। এখন দয়াতে তাঁর মন এমনি ভিজিয়া গেল যে তিনি আপনার গার গহনা ও পোসাক বেচিয়া দুঃখিদের সাহায্য করিতে টাকা পাঠাইয়া দিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

—০—

জীবন চরিত।

নিস্তারিণী দেবী।

(সোমপ্রকাশ হইতে সংগৃহীত)

আমরা হারিয়েট্ মার্টিনো এবং হাইপেসিয়া এই দুইটী অসাধারণ গুণবতী রমণীর জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়াছি। ইঁহারা উভয়েই বিদেশীয়। স্বদেশীয় মহিলারা কবে স্ত্রীজাতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইবেন এইটি আমরা সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিয়া থাকি। বস্তুতঃ বিজাতীয় রমণীগণ হাজার বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা হইলেও এদেশের বামাগণের তাহা তত হৃদয়ঙ্গম হয় না। স্বদেশে যাহার আচার, ব্যবহার এক সমান ; যাহার অবস্থা অনেক বিষয়ে একই প্রকার ; আপনাদের ন্যায় স-

নেক দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া যাহাকে উন্নতি লাভ করিতে হয় তাহার আদর্শ যেমন ফল-জনক এমন আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা সৌভাগ্যক্রমে এই রূপ একটি কামিনীর উদাহরণ পাইয়াছি। বঙ্গদেশীয় ভগ্নীগণ ইহাঁকে আপনাদের গৌরব-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া ইহাঁর সদ্গুণের অনুগামী হইলে আমরা চরিতার্থ হইব।

"১৮৪০ খৃঃঅব্দের অর্থাৎ ১২৪৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী জয়পুর বাগাটী নামক গ্রামে নিস্তারিণী দেবী জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উল্লিখিত গ্রামনিবাসী রামরত্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয়া বা কনিষ্ঠা কন্যা। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইটী পুত্র সন্তানও জন্মিয়াছিল কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহারা অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুত্র নির্ব্বিশেষে কন্যাত্রয়কে প্রতি পালন করিয়াছিলেন। নিস্তারিণী দেড় বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক অতি সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা ঐ রোগে তাঁহার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বিতীয় করুণাময়ের ইচ্ছায় সে যাত্রা তিনি ঐ উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।

নিস্তারিণী বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে নিজ ভগ্নীদিগের উপদেশে সযত্ন হইয়া কখন ক[illegible]ল-পত্রে বাঙ্গালা লেখা অ[illegible] করিতেন। একাদশ বৎসর অতীত হইলে ফরাশডাঙ্গার অন্তঃপাতী লালবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় বিবাহের পর তাঁহাকে প্রায় শ্বশুরালয়েই থাকিতে হইয়াছিল। সুতরাং স্বীয় স্বামীর সহবাস ও তদুপদেশ লাভে তাঁহার বিদ্যাবিষয়িণী লালসা বলবতী হওয়াতে তিনি ক্রমে সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাসাগর প্রণীত শকুন্তলা, শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ব্রাহ্মধর্ম্ম, তত্ত্ববোধিনী ও হিতৈষিণী পত্রিকা প্রভৃতি পাঠে ও তৎসমুদায়ের অধিকাংশেরই মর্ম্ম পরিগ্রহে বিলক্ষণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি সকল এতাদৃশ মার্জ্জিত হইয়াছিল, যে তিনি ঈশ্বরপ্রতিপাদক গ্রন্থপাঠ ও তদ্বিষয় প্রসঙ্গে সময় যাপন করিয়া অতীব প্রীতি লাভ করিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান কুসংস্কারের অধীন ছিল না। তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই মহাবাক্যের তাৎপর্য্য সুন্দর রূপে বুঝিয়া ছিলেন এবং উহাতে তাঁহার অবিচলিত দৃঢ়তাও জন্মিয়াছিল। পৌত্তলিক ধর্ম্মের রীত্যানুসারে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় ও অন্যান্য গুরুজন তাঁহাকে 'মন্ত্র'

গ্রহণ প্রবৃত্তিতে ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত না হইয়া একমাত্র ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সকলকেই মৃদু ও সত্য কথা কহিতেন এবং স্বামীর নিকট যাহা কিছু অর্থ পাইতেন তাহা দীন দরিদ্র আতুর ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া অর্থের সার্থকতা লাভ করিতেন। আর পতিই সতীর জীবন-সর্ব্বস্ব ইহা তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। ফলতঃ তিনি স্বামীর আদেশ ব্যতিরেকে অতি সামান্য কার্য্যের অনুষ্ঠান দূরে থাকুক তাহাতে ইচ্ছাও করিতেন না।

নিস্তারিণীর স্বামী কার্য্যোপলক্ষে মেদিনীপুর গমন করিলে তাঁহাকেও তথায় যাইতে হইয়াছিল। তথায় তিনি একবার ঘোরতর বিসূচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। কিন্তু তাঁহার পতির পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত নবগোপাল ঘোষাল, সব এসিষ্টান্ট সরজনের চিকিৎসায় ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন পাইন ও শ্রীযুক্ত শ্যামচাঁদ মিত্র মহাশয়দিগের যত্নে, আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন।

পিতা মাতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও অবিচলিত ভক্তি ছিল। তিনি বৎসরে দুই তিন বার পিতৃ-ভবনে উপস্থিত হইয়া সাধ্যানুসারে তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। যাইবার সময় ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক খানি পরিত্যাগ করিয়া যাইতেন না।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তাঁহার প্রথম কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, ঐ কন্যাটীর নাম যাদুমণি। যাদুমণি পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে তিনি তাহার শিক্ষা বিষয়ে যত্নবতী হইয়াছিলেন। সপ্তদশবর্ষ বয়সের সময় তিনি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। ঐ পুত্রটীর নাম শ্রীমান্ সত্যপ্রিয়। একবিংশ বর্ষ বয়সে তিনি পুনর্ব্বার গর্ভবতী হন। ঐ অবস্থায় কয়েকবার তিনি অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, কিছু মাত্র আহার করিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই বমন করিতেন। ১৮৬০ খৃঃঅব্দ অর্থাৎ ১২৬৭ সালের কার্ত্তিক মাসে অন্তঃসত্ত্বাবস্থাতেই তিনি পুনর্ব্বার বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন। তাঁহার পতির বন্ধু ফরাশডাঙ্গা নিবাসী জনৈক মেডিকেল কালেজের ছাত্র অত্যন্ত পরিশ্রম পূর্ব্বক তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কিছু মাত্র ফলোদয় হয় নাই। পীড়ার দ্বিতীয় দিবসে বেলা দুই প্রহরের সময় তিনি আপন জীবনাশায় হতাশ হইয়া স্বামী শ্বশুর প্রভৃতির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে তাঁহার স্বামী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন এখন তোমার মনের অবস্থা কেমন? তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন যে "আমার ভয় হইতেছে অনেক পাপ করিয়াছি অতএব কি প্রকারে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইব" তাহাতে তাঁহার স্বামী নানা

প্রকার উপদেশ দিয়া কহিলেন যে ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হওয়া কোন ক্রমেই ভয়ের বিষয় নহে বরং আহ্লাদেরই বিষয়, কারণ তিনিই আমাদের পরমবন্ধু। পরে তোমার মনে কোন বাসনা আছে কি না এই কথা তাঁহার স্বামী জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সম্মুখবর্ত্তী একটী দুঃখী স্ত্রীলোককে প্রদর্শন করিয়া কহিলেন "ইহাকে কিছু দান করিও এবং আমার চেলির কাপড়খানি ফরাশডাঙ্গার বিদ্যালয়ে দিও, আর মধ্যে মধ্যে আমার পিতা মাতার তত্ত্বাবধান করিও" ইত্যাদি কথোপকথনের পর তাঁহার স্বামী তাঁহাকে কহিলেন "এযাত্রা তোমাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না। অতএব ঈশ্বরসমীপে সমর্পণ করিলাম, তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে গিয়া তুমি সুখভোগ কর, এবং এই দারুণযন্ত্রণাশোকমোহপূর্ণ পৃথিবীতে আর যেন তোমাকে আসিতে না হয়, পরমেশ্বরের নিকট আমার এই একান্ত প্রার্থনা। এবং তিনি ভিন্ন আর আমার কেহ নাই এই কথাটী তাঁহাকে নিবেদন করিও" কি আশ্চর্য্য দৃশ্য! সেই মৃত্যু শয্যাতে পতিত হইয়া সুমধুর স্পষ্ট স্বরে "সত্যংজ্ঞানমনন্তংব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি পাঠ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার শ্বশুর মহাশয় ও অন্যান্য প্রতিবেশীগণ, যখন স্ব স্ব বিশ্বাসানুসারে পারলৌকিক অসঙ্গতি আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরস্থ করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন ও তাঁহার শ্বশুর মহাশয় স্বয়ং তাঁহার কর্ণে মন্ত্র প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন তখন তাঁহার স্বামী এই বলিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন যে ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহার যে চিরসংস্কার ছিল এ সময় তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করা উচিত নহে। এই অন্তিম সময়ে তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে তাঁহার স্বামী ডাক্তর হানিংবর্জরের কোয়াসিয়া সেবন করাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই ঔষধের ফল ফলিল বিশেষতঃ পরদিন রাত্রিতে তাঁহার গর্ভস্রাব হওয়াতে সকলেই মনে করিলেন যে তিনি এবার রক্ষা পাইবেন। কিন্তু সব আশা মৃগতৃষ্ণিকা রূপে পরিণত হইল। পরে ১৫ই কার্ত্তিক সোমবার তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর কয়েক দিন পরে তাঁহার শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী তাঁহার প্রদত্ত বস্ত্র খানির বিনিময়ে ১০ টাকা বিদ্যালয়ে দিয়াছিলেন।

এতদ্দেশীয়েরা পূর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে যত্নবান হওয়াতে অনেকানেক ভদ্র পরিবারে বিদ্যাবতী রমণীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে বটে, কিন্তু বিদ্যাবলে কুসংস্কার-বর্জ্জিত, মার্জ্জিত-বুদ্ধি, সুশীল, ও বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পথিক বিশেষতঃ মৃত্যু সময়ে পুত্র কন্যা প্রভৃতির জন্য কাতর না হইয়া পরমেশ্বরের প্রতি অবিচলিত ভক্তি

প্রদর্শন ও বিদ্যালয় প্রভৃতি সৎকার্য্যে দান করিতে অভিলাষ করেন এরূপ উদার-প্রকৃতি কামিনী আমরা এই প্রথম নয়ন গোচর করিলাম”।

ভূমিকম্প।

আমরা দেখিতে পাই, কখন কখন কোথায় কিছু নাই, হটাৎ এক একবার ভূমিটা কাঁপিয়া উঠে। এই কাঁপনিকে ভূমিকম্প বলে। ইহা অত্যন্ত ভয়ানক ব্যাপার; কিন্তু আমাদের এদেশে যেরূপ হয় তাহা কিছুই নয় বলিলেও বলা যায়। এক এক দেশে এরূপ ভূমিকম্প হয় যে তাহাতে ঘর দোয়ার সব পড়িয়া যায়; বড় বড় গ্রাম ও নগর মাটীর নীচে বসিয়া পড়ে; হাজার হাজার মানুষ গরু ও আর কত জীব জন্তু মরিয়া যায়; আগে যে স্থান সমভূমি ছিল তাহা হয়ত গভীর জলাশয় হয়; এবং আগে যে স্থানে জলে পূর্ণ ছিল তাহার উপর হয়ত এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত দেখাযায়। ভূমিকম্পে আরও কত শত ভয়ঙ্কর ঘটনা হয়! আমাদের দেশে যদি বড় অধিক হইল তাহা হইলে হয়ত দেয়াল প্রভৃতি ফাটিয়া যায় ইহার অধিক আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু উপরে যে সকল ভয়ানক কাণ্ডের কথা বলা গেল, তাহা ইউরোপের ইটালী প্রভৃতি দেশে এবং আমেরিকা খণ্ডের অনেকং স্থানে কত শত বার হইয়া গিয়াছে। এসকল মনে করিতে গেলে আমাদের নিকট গল্প বলিয়া বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক এসব হইয়াছে এবং আজও মধ্যে মধ্যে হইতেছে। ভূমিকম্প হইবার আগে বাতাস ভারি স্থির হয় এবং জল অত্যন্ত নড়িতে থাকে। তাহার পর মাটীর ভিতর হইতে ঝন্ ঝন্ গুম্ গুম্ এইরূপ কামান বা বজ্রধ্বনির ন্যায় এক প্রকার ভয়ানক গম্ভীর শব্দ উঠিতে থাকে। এই সময় সমুদ্র তোলপাড় হইয়া জলটা একবার তীর ছাপাইয়া অনেক দূর উঠে; আবার তীর ছাড়াইয়া অনেক নীচে গিয়া পড়ে; এই প্রকার বারম্বার হইতে থাকে। হয়ত কোন কোনটা পাতকো এবং ফোয়ারা এককালে শুকাইয়া যায়, আবার হয়ত কোনটা হইতে ময়লা জল ক্রমাগত বাহির হইতে থাকে। তাহার পর ভূমিকম্প আরম্ভ হয়। ইহার প্রথম কাঁপনিটাই সচরাচর অত্যন্ত ভয়ানক এবং তাহাতেই অধিক অনিষ্ট ঘটে। সমুদ্রে ঝটিকা হইলে যেরূপ তরঙ্গ উঠিতে থাকে ইহাতে মাটীটা সেইরূপ উচ্চ নীচ হইয়া পড়ে এবং এপাশ ওপাশ করিয়া নড়িয়া বেড়ায়। ইহাতেই বাড়ী ঘর পড়িয়া যায়। তার পর হয়ত পৃথিবীর খানিক স্থানের মাটী ফাঁক হইয়া পড়ে এবং তাহার ভিতর হইতে ধোঁয়া,

গরমজল, কর্দ্দম প্রভৃতি পদার্থ মহা তেজে বাহির হইতে থাকে।

যখন এই প্রকার বড় বড় ভূমিকম্প হয় তখন কম্পন একবার হইয়াই স্থির হয় না; হয়ত একটু একটু থামিয়া বারম্বার হইতে থাকে এমন কি কোথাও কোথাও দুই তিনদিন ধরিয়া মাঝে মাঝে এই ভয়ানক ঘটনা হইয়া থাকে। ইহার পর, যদি নিকটে আগ্নেয় পর্ব্বত থাকে তাহাতে অত্যাচার আরম্ভ হয়। ধোঁয়া, আগুণের শিখা, গরম পাথর, রাশি রাশি ছাই এবং গলাধাতুর স্রোত ইত্যাদি উহার ভিতর হইতে প্রবল বেগে নির্গত হয়। ইহাকেই অগ্ন্যুৎপাত কহে। এই অগ্ন্যুৎপাতে কত কত গ্রাম একবারে মাটীর নীচে পুতিয়া গিয়াছে। ইটালীর একস্থান খুঁড়িয়া তাহার নীচে ঘর দোয়ার বাসন ও আর আর অনেক জিনিষ পত্র পাওয়া গিয়াছে এবং সেখানে যে সকল মানুষ অগ্ন্যুৎপাতে মরিয়াছিল তাহাদের অবশিষ্ট হাড় মাথার খুলি দেখা গিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের তেজে কখন কখন পর্ব্বতের এক এক ধার ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং এক প্রকার দ্রব পদার্থ নিঃসৃত হয় তাহাতে গ্রাম নগর ভরাট করিয়া ফেলে। অতএব ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত সকল ভূমিকম্প হইতে সংঘটন হয়।

এই ভূমিকম্প কি জন্য হয়? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, যাঁহারা বিজ্ঞান শাস্ত্র জানেন না তাঁহারা বলিবেন যে 'বাসকীর সহস্র ফণা আছে, এক এক ফণায় পৃথিবীকে ১২ বৎসর করিয়া ধরিয়া রাখে; অতএব যখন এক একবার মাথা বদলান তখন কাজে কাজেই পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। আর কেহ কেহ হয়ত বলিবেন যে পৃথিবী ক্রমে ক্রমে পাপে ভারী হইতেছে এজন্য বাসকীর কষ্ট বোধ হয় এবং তিনি এপাশ ওপাশ করেন সুতরাং পৃথিবী কাঁপিয়া ভূমিকম্প হয়।' এসকল যে অলীক কথা তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বোধ হইবে। একতঃ ১২ বৎসর কি ২০ বৎসর ভূমিকম্পের সময় নিরূপণ নাই, হয়ত ১০ বৎসর কিছুই নাই, হয় ত এক বৎসরেও ২। ৩ বার বা অধিকও হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ যদি বাসকীর মাথা নাড়াতেই এরূপ হইত তাহা হইলে বাসকী সমস্ত পৃথিবী মাথায় ধরিয়া আছে, সুতরাং পৃথিবীর সকল স্থান একবারে কাঁপিয়া উঠিত। কিন্তু সর্ব্বদাই দেখা যাইতেছে যে এক দেশে যখন ভূমিকম্প হয়, তাহার কিছু দূরের লোক কিছুই টের পায় না। তৃতীয়তঃ পৃথিবী কেমন করিয়া আছে* ? যাঁহারা এবিষয়ের যথার্থ মত পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন ইহা বাসকী বা অন্য কোন বস্তুর উপরে নাই শূন্যে রহিয়াছে। অতএব বাসকীর সহিত ভূমিকম্পের কোন সম্পর্কই নাই।

* বা, বো, ২৭ পৃ, দেখ।

ভূমিকম্প হইবার অন্য কারণ আছে। এই পৃথিবীর মধ্যে যেমন সোণা, রূপা, লোহা ও কয়লা প্রভৃতির খনি আছে সেই রূপ গন্ধক, সোরা ও আর কতকগুলি বস্তুরও খনি আছে তাহাদিগকে দাহ্য বস্তু বলে অর্থাৎ তাহারা একটু উত্তাপ পাইলেই গলিয়া যায়। আবার এদিকে চুণ তৈয়ার করিবার জন্য পোড়ান জোঙরাতে জল দিলে যেমন গরম হয় ও ফুটিয়া উঠে, সেই রূপ যখন লাহার গুঁড়া ও গন্ধক একত্র করিয়া মাটীর নীচে পোতা যায় এবং তাহাতে একটু জল দেওয়া যায় তখন তাহা গরম হয় ও ফুটিয়া উঠে। কিন্তু ইহা সকলেই জানে যে যখন একটা কোন বস্তু আগে জমিয়া চাপ হইয়া থাকে পরে যখন গলান যায়, তখন তাহা ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক জায়গা লয়। অতএব যখন গন্ধক লাহা বা অন্য কোন দাহ্য বস্তুর বৃহৎ চাপ সকল পৃথিবীর মধ্যে একটু জল পাইয়া গরম হয় ক্রমে তাহা গলিয়া ছড়াইয়া পড়ে এবং অধিক জায়গার জন্য তোলপাড় করিতে থাকে। ইহাতে কাছের বস্তু সকল ঠেকাঠেকি ও ঘষাঘষি হইয়া আরও অনেক দূর গোলযোগ উপস্থিত করে। সুতরাং ভূমি কাঁপিতে থাকে এবং কোন কোন স্থান ফাটিয়া সেই ভিতরের গরম বস্তু সকল বাহির করিয়া ফেলে। অতএব পৃথিবীর ভিতরকার বস্তু সকল গরম হইয়া ছড়াইয়া পড়িলেই ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

কন্যার প্রতি মাতার দ্বিতীয় উপদেশ।

(বিদ্যাশিক্ষা)

বৎসে হেমাঙ্গিনি! আমি তোমাকে সে দিবস যে সকল উপদেশ দিয়াছিলাম তাহা তুমি যত্ন পূর্ব্বক পালন করিতেছতো? আমার নিতান্ত বাসনা যে অবকাশ ক্রমে সময়ে সময়ে তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করি, কিন্তু গৃহ কর্ম্মে এমনি ব্যাপৃত থাকিতে হয় যে সে বাসনা পূর্ণ করিতে পারিতেছি না। তুমি যেমন বিদ্যালয়ে নানাবিধ জ্ঞান শিক্ষা কর, তেমনি আমার দ্বারা যদি গৃহে সদুপদেশ প্রাপ্ত হও তাহা হইলে তোমার জ্ঞান ও চরিত্র উভয় বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়। অদ্য এখন আমি সাংসারিক কার্য্য হইতে অবকাশ পাইয়াছি, এখন আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি। তোমার বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট পাঠ সকল অভ্যাস হইয়াছে, এখন আমি যাহা বলি মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। তুমি অতি অল্প দিন বিদ্যাশিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছ, বিদ্যা যে কি পরম ধন তাহা তুমি এখন বুঝিতে পার নাই। বিদ্যার সীমা

নাই, বিদ্যা যত শিক্ষা করিবে ততই তাহা শিক্ষা করিতে তোমার ইচ্ছা হইবে। যে সন্তান শৈশব কালে বিদ্যা শিক্ষা করিতে অবহেলা করে সে চিরকাল মূর্খ হইয়া অতি দুঃখে কাল যাপন করে। অতএব তুমি আলস্য করিয়া পাঠে অনাবিষ্ট হইও না। যখন তুমি অতি শিশু ছিলে, কথা কহিতে পারিতে না, এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইবার শক্তি ছিল না, আপনার খাদ্য দ্রব্য আপনি খাইতে পারিতে না; তখন আমি কত যত্নের সহিত কত স্নেহের সহিত তোমাকে লালন পালন করিয়াছি, এবং সর্ব্বক্ষণ যত্ন পূর্ব্বক তোমাকে ক্রোড়ে রাখিয়া নানাবিধ বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। যখনি তোমার ক্ষুধা হইয়াছে তখনই স্তনদুগ্ধ দিয়া তোমার ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছি; তোমার অসুখ হইলে আমরা ভাবনাচিন্তাতে অস্থির হইয়াছি এবং পীড়া নিবারণ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি। নিদ্রা না হইলে পাছে তোমার পীড়া হয় এই ভয়ে কত প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে তোমাকে ঘুম পাড়াইয়াছি। এই রূপ নানা প্রকার কষ্ট করিয়া শিশু কালে তোমাকে লালন পালন করিয়াছি এবং এখন তুমি ক্রমে বড় হইতেছ এখন তোমাকে অন্ন বস্ত্র পুস্তকাদি দিয়া প্রতিদিন বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেছি। তুমি যদি বিদ্যাবতী ও সুশীলা না হইয়া আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের মত মূর্খ ও নির্ব্বোধ হও তাহা হইলে আমি কত অসুখী হইব! তুমি বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া আপনার জীবন সার্থক করিবে এবং আমার মুখ উজ্জ্বল ও স্বদেশস্থ দুর্ভাগা স্ত্রীগণের সৌভাগ্য সাধন করিবে, আমার চিরদিনের এই আশা যেন বিফল করিও না। আমি যে তোমার জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি তুমি সচ্চরিত্রা ও বিদ্যাবতী হইলে সে সকল আমার সার্থক হইবে।

বিদ্যাধন উপার্জ্জন করিতে হইলে পরিশ্রম ও অধ্যবসায় এই দুইটী গুণ নিতান্ত আবশ্যক, যিনি পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যাশিক্ষা না করেন তিনি যত কেন বুদ্ধিমান্ হউন না, উত্তমরূপে বিদ্যালাভ করিতে পারেন না। অনেকের এরূপ স্বভাব যে প্রথমতঃ অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু কিছু দিন পরে কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া তাহা পরিত্যাগ করে। যাহারা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত না হয় তাহাদিগেরই প্রায় এই রূপ হইয়া থাকে। অতএব হেমাঙ্গিনি! তুমি এই সময় হইতে সাবধান হও; অধ্যবসায় ও পরিশ্রমকে বিদ্যা শিখিবার প্রধান উপায় জানিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় পূর্ব্বক বিদ্যাব্রত পালন কর।

বিদ্যাশিক্ষা করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক। স্ত্রীলোকের বিদ্যা শিক্ষা না করাতে আমাদিগের দেশের যে কি প্রকার দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহা তুমি এখন বুঝিতে পার নাই; যেমন চক্ষু না থাকিলে মনুষ্য কোন বস্তু দেখিতে পায় না সেই রূপ বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত না হইলে কিসে অকল্যাণ হয় তাহা বুঝিতে পারাযায় না। তুমি বিদ্যাবতী হইলে দেশের দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া উহার মঙ্গল সাধন করিবার জন্য দিবানিশি যত্ন ও পরিশ্রম করিবে।

তুমি, বিদ্যারসের আস্বাদন পাইলে কি প্রকার সুনিয়মে সাংসারিক কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতে হয়, কি প্রকারে সন্তান সন্ততিগণের প্রতি পালন করিতে হয়, কি প্রকার আচার ব্যবহার করিলে পরিবার মধ্যে সকলের সদ্ভাব হয়, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় উত্তমরূপে জানিতে পারিবে। তুমি জ্ঞান শিক্ষা পাইলে আমাদিগের দেশের মূর্খ স্ত্রীলোকদিগের মত পরিবার মধ্যে ঝগড়া কলহ করিতে তোমার প্রবৃত্তি হইবে না এবং যে যাহা বলিবে তাহাই বিশ্বাস করিয়া তুমি নিরর্থক অসুখ ও বিপদে পতিত হইবে না।

দেখ মূর্খ স্ত্রীলোকেরা সন্তানগণের পীড়া হইলে কতপ্রকার বৃথা কার্য্য করিয়া বিপদ আনয়ন করে। কখন সাফব্রিদের মালা গলায় দিয়া, কখন মন্ত্রদ্বারা ঝাড়াইয়া, কখন স্বস্ত্যয়ন করাইয়া পীড়ার সুচিকিৎসা করে না। ইহাতে কত অনিষ্ট হয়! তাহারা যদি জ্ঞান শিক্ষা পাইত তাহা হইলে কখন এপ্রকার হাস্যকর কার্য্য করিত না।

স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাচর্চ্চা না করাতে আমাদিগের দেশের যে কত অমঙ্গল হইয়াছে তাহা বলিয়া কত জানাইব। যদি তুমি মনোযোগ দিয়া বিদ্যাশিক্ষা কর তবে দেশের হীন অবস্থা দেখিয়া চক্ষুর জল সম্বরণ করিতে পারিবে না।

অনেক পুরুষ আছে তাহারা সুদ্ধ অর্থ উপার্জ্জন করিবার জন্য বিদ্যাশিক্ষা করে, বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাহাদিগের মন হইতে কুসংস্কার, ভ্রম, আলস্য ইত্যাদি কিছুই দূর হয় না। অশিক্ষিত লোকেরা যেরূপ অসৎকার্য্য সকল করে, তাহারা কিছু লেখাপড়া শিখিয়াও সেই রূপ সর্ব্বদা অসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে এবং ন্যায় অন্যায় পথ বিবেচনা না করিয়া যে প্রকারে হউক অর্থ উপার্জ্জন করিতেই জীবন ক্ষয় করে। পুরুষদিগের মত অনেক স্ত্রীলোকও ঐরূপ আছে; তাহারা বাল্যকালে পিত্রালয়ে কিছু লেখাপড়া শিক্ষা করে, পরে বিবাহ হইলে শ্বশুরবাড়ী গিয়া এককালে বিদ্যার আলোচনা পরিত্যাগ করে, যদি কখন পড়িতে ইচ্ছা হয়, তবে বি-

দ্যাসুন্দর প্রভৃতি অতি কদর্য্য পুস্তক সকল পাঠ করিয়া কুপ্রবৃত্তির আলোচনা করে। যাহারা এইরূপে বিদ্যাশিক্ষা করে তাহাদিগের বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কোন ফল হয় না, লাভের মধ্যে কেবল অহঙ্কার হয়, এরূপে বিদ্যাভ্যাস করা অপেক্ষা মূর্খ হইয়া থাকা ভাল। কারণ বিদ্যাশিক্ষা করিয়া লোকে নম্র, বিনীত, শান্ত, সচ্চরিত্র, দয়ালু ও পরোপকারী হইবে এবং সর্ব্বক্ষণ সত্যবান্ হইয়া আপনার, প্রতিবাসিগণের, স্বদেশস্থ ব্যক্তিদিগের এবং পৃথিবীস্থ সমস্ত মনুষ্যের মঙ্গল সাধন করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টান্বিত থাকিবে। কিন্তু যিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এরূপ কার্য সকল না করেন কেবল বিদ্বান্ হইয়াছি বলিয়া লোকের নিকট অহঙ্কার করেন এবং অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া যথা ইচ্ছা কার্য্যে তাহা ব্যয় করেন, জগতের কোন উপকার সাধন করেন না তাহার বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কি ফল হয়? যিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়া এরূপ অসচ্চরিত্র হন তিনি মনুষ্য নামের যোগ্য নন, তাঁহাকে পশু তুল্য বলা যাইতে পারে।

অতএব হেমাঙ্গিনি! তুমি যেন এইরূপে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিদ্যানামে কলঙ্ক দিও না। তুমি বিদ্যাবতী হইয়া সত্য মিথ্যা বিবেচনা পূর্ব্বক কুসংস্কার ও ভ্রম হইতে মনকে পরিশুদ্ধ রাখ, দয়াবতী হইয়া পরোপকারসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা কর, দেশের মূর্খ স্ত্রীলোকদিগের মন হইতে কুসংস্কার ভ্রম ও অসদ্ভাব সকল দূর করিয়া যাহাতে দেশের যথার্থ মঙ্গলের পথ স্থাপিত করিতে পার তজ্জন্য সর্ব্বক্ষণ যত্নশীলা থাক এবং স্বয়ং ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া এইরূপ বিবিধ সৎকর্ম্ম সাধন দ্বারা যাহাতে দুর্ল্লভ মানব জীবন সার্থক করিতে পার এই রূপে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে যত্নশীলা হও।

—০—

নূতন সংবাদ।

পারিতোষিকের বিবরণ।

নিম্ন লিখিত বামাগণ পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়া কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু সভা হইতে নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

চতুর্থ বৎসর।

শ্রীমতী সরস্বতী—ভাল বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ভাল বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, দীপ্তশিরার অভিষেক, টেলিমেকস, কাচের দোয়াত, হাড়ের কলম, ভাল বাঁধান খাতা।

শ্রীমতী ব্রজেন্দ্র বালা——ঐ সকল পুস্তকাদি।

তৃতীয় বৎসর।

১ম। শ্রীমতী জগন্মোহিনী—ভাল বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যা-

খ্যান, ভাল বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, দীপ্তশিরার অভিষেক, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ভাল বাঁধান খাতা ও হাড়ের কলম।

২য়। শ্রীমতী গোলাপী—রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ভাল বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, শিল্পিকদর্শন, হাড়ের কলম, কাচের দোয়াত, ভাল বাঁধান খাতা।

৩য়। শ্রীমতী পান্নাময়ী—রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ধর্ম্মচর্চ্চা, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, সাবিত্রী উপাখ্যান, খাতা ও কলম।

৪র্থ। শ্রীমতী কাদম্বিনী—ধর্চা, দীপ্তশিরার অভিষেক, ...হ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, শিল্পিকদর্শন, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, খাতা, কলম ও পেন্সিল।

৫ম। শ্রীমতী হেমন্তকুমারী—রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দীপ্তশিরার অভিষেক, প্রাণিবৃত্তান্ত, স্তোত্রমালা, খাতা ও কলম।

দ্বিতীয় বৎসর।

১ম। শ্রীমতী সৌদামিনী—রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, ব্রহ্মসঙ্গীত, ভাল বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ধর্ম্মচর্চ্চা, দীপ্তশিরার অভিষেক, বস্তুবিচার, ঠাকুরদাদার উষ্ট্র বিষয়ক ইতিহাস, কাচের দোয়াত, হাড়ের কলম ও ভাল বাঁধান খাতা।

প্রথম বৎসর।

১ম। শ্রীমতী চণ্ডীমণি ঘোষ—প্রাণিবৃত্তান্ত, রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, রত্নসার ১ম ভাগ, ঠাকুরদাদার হস্তিবিষয়ক ইতিহাস, খাতা, কাচের দোয়াত, হাড়ের কলম।

২য়। শ্রীমতী কাত্যায়নী—রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, দীপ্তশিরার অভিষেক, শিল্পিকদর্শন, খাতা ও কলম।

৩য়। শ্রীমতী কৃষ্ণবিনোদিনী—তত্ত্বাবলী, রত্নসার ১ম ভাগ, ধর্ম্মচর্চ্চা, দীপ্তশিরার অভিষেক, ঠাকুরদাদার উষ্ট্র বিষয়ক ইতিহাস, কলম।

অতিরিক্তা ছাত্রী।

শ্রীমতী কমনীয়াকান্তা—ভাল বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান, ভাল বাঁধান ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস, ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান, ব্রহ্মসঙ্গীত, ভূতত্ত্ব দর্শন (রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত মানচিত্র), তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য, মেঘনাদবধ কাব্য, কাচের দোয়াত, হাড়ের কলম, ভাল বাঁধান খাতা।

এবৎসর ১১টি ছাত্রী এবং অতিরিক্তা একটী সর্ব্বশুদ্ধ ১২টী ছাত্রী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ফলতঃ ব্রাহ্মবন্ধু সভাদ্বারা ভদ্র বংশীয়া বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যে প্রকার উন্নতি হইতেছে, এমন আর প্রায় কাহার

দ্বারা হইতেছে না, অতএব ব্রাহ্মবন্ধু সভাকে ধন্যবাদ প্রদান করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা আশা করি যেন আগামী বর্ষে ইহা অধিকতর উন্নতিশালী হয়।

২য়—একজন ইংরাজি পত্রিকা সম্পাদক বলেন গত ১৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী সুরাট* নামক স্থানে বেলা ১১৷৷০টার সময় ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে লোকের কোন ক্ষতি হয় নাই। আর একটী স্থানে গত ১০ ই বৈশাখ বেলা ১১। ১২টার সময় দুই বার ভূমিকম্প হইয়াছিল।

ফিল্ড নামক এক খানি ইংরাজি সম্বাদ পত্রিকা বলেন বিগত মাঘ মাসে দক্ষিণ আমেরিকার অন্তঃপাতী চিলি প্রদেশে একটী আগ্নেয় পর্ব্বত বিদীর্ণ হইয়া ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে।

৩য়—আঁকনা নিবাসিনী শ্রীমতী কল্পলতা সম্প্রতি আপন গৃহে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি সাহায্য পাইবার জন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভাতে একখান পত্র পাঠান। ব্রাহ্মবন্ধু সভা তাঁহাকে অনেক প্রকার আবশ্যক পুস্তক দিয়া সাহায্য করিয়াছেন এবিষয়ে সকলেরই সাহায্য করা কর্ত্তব্য। যদি কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা করেন তবে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক মহাশয়ের কিম্বা আমাদের নিকট পাঠাইলে তিনি প্রাপ্ত হইবেন।

* সুরাট, ভারতবর্ষের পশ্চিম আরব সাগরের উপকূলে এবং তাপ্তীনদীর তীরে অবস্থিত।

ইতি পূর্ব্বে পাবনা নিবাসিনী শ্রীমতী বামাসুন্দরী মহাশয়া আপন গৃহে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়াছেন, আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্ট অর্থ দ্বারা সেই বিদ্যালয়ের সাহায্য করিতেছেন। তিনি ২০ টাকা মাসিক বেতনে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। এক্ষণে এইদুই জনই আমাদের দেশের বামাগণের গৌরব স্বরূপ।

৪র্থ—গত ২০শে বৈশাখ মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত, কলিকাতা মেডিকেল কালেজের ইংরাজী শ্রেণীর ছাত্র শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন ঘোষের ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে শুভ বিবাহ কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যাটীর বয়স প্রায় ১৩ বৎসর। এই বিবাহ কার্য্যটী উভয়ের উপযুক্ত বয়সেই হইয়াছে।

আমাদের দেশের লোকেরা অনিষ্টকর ও ঈশ্বরনিয়মবিরুদ্ধ বাল্যবিবাহ পরিত্যাগ করিয়া যেন এই রূপ বিবাহ দেন।

৫ম—ইংলিসমান নামক এক খানি ইংরেজি সম্বাদ পত্রিকা বলেন যে গত ১৮ই বৈশাখ একটী

রাজ পুত্রের মৃত্যু হইলে লোকে তাঁহার স্ত্রীকে বল পূর্ব্বক তাঁহার চিতায় নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকেও ভস্মীভূত করিয়াছে।

হিন্দুরা এমন শোচনীয় ব্যাপারকেও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে! কি ভয়ানক বিশ্বাস! মূর্খতাই সকল দোষের আকর!!

৬ষ্ঠ—আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে "গত ৫ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার বেলা ৭ঘণ্টার সময় চন্দননগরের সাহায্যকৃত বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৪টী বালিকাকে রৌপ্য নির্ম্মিত মাথার ফুল এবং আপন ব্যয়ে কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন আনাইয়া প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়টী গত বৎসর শ্রাবণ মাসে সংস্থাপিত হয়; ইহার বালিকা সংখ্যা ১৯টী এবং একজন পণ্ডিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ইহার সাহায্যার্থে দানশীল গবর্ণমেন্ট মাসিক ১০ টাকা করিয়া দান করেন।"

বামাগণ! এক্ষণে চারিদিগে স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে উন্নতি হইতেছে। আর তোমরা শিক্ষা বিষয়ে অবহেলা করিওনা।

—০—

বামাহিতার্থীর আশা।

ভারতের সেই দিন কিবা সুখকর,
পুত্রের সমান হবে কন্যার আদর।
শিশুকাল তাহার না যাইবে বৃথায়,
মিছা বার ব্রত আর খেলায় ধুলায়।
তাহার কোমল মন শশিকলা প্রায়,
দিন দিন বৃদ্ধি হবে বিদ্যার শোভায়।
নানা গুণে গুণবতী হইবে কুমারী,
সরলা সুশীলা বালা সদা সদাচারী
শরীরের রূপ লোকে না খুঁজিবে আর,
গুণের গৌরব লয়ে করিবে বিচার।
বয়স হইলে বৃদ্ধি হলে জ্ঞানোদয়,
আপনার কর্ত্তব্য বুঝিলে সমুদয়,
উপযুক্ত গুণবান্ পাত্রের সহিত,
পরিণয় হবে তার যেমন বিহিত।
গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিতা নববধূ হবে,
পতিসহচরী হয়ে পতিবাসে রবে।
পতির সহিত হবে একই হৃদয়,
ভয়ের স্থানেতে পাবে পবিত্র প্রণয়,
মলিন ইন্দ্রিয়সুখ করি তুচ্ছ জ্ঞান
জ্ঞানধর্ম্মপথে দোঁহে করিবে উত্থান।
পতির মঙ্গলে সতী জানিবে মঙ্গল,
প্রাণগেলে স্পর্শ না করিবে পাপানল।
পরিবার শ্বশুর শাশুড়ী বন্ধুজন,
যার প্রতি যে কর্ত্তব্য করিবে সাধন।
মিলিয়া সঙ্গিনীদল সমান বয়স,
পান করিবেক সুখে জ্ঞান ধর্ম্ম রস।
তাস পাশা ক্রীড়া ছাড়ি সূচি লয়ে করে
মনোহর শিল্পকার্য্যে সুখে কাল হরে।
অন্তঃপুর যাতে হয় সুখের আলয়
তারি তরে প্রাণ মন দিবে সমুদয়।
বিবিধ আনন্দ ভোগ করিবে যখন,
আনন্দময়ের হস্ত রাখিবে স্মরণ।

(ক্রমশঃপ্রকাশ্য।

বিজ্ঞাপন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি খাঁটুরা নিবাসী

শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় বামাবোধিনী পত্রিকার উন্নতির জন্য এক টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতাস্থ গ্রাহক মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে পত্রিকা প্রাপ্তি ও মূল্য প্রদানের সময় বিলি বহিতে মূল্যসংখ্যা ও স্ব স্ব নাম লিখিয়া দিবেন স্বাক্ষর ব্যতিরেকে মূল্য প্রদান করিলে তাহা নিরর্থক হইবে।

মফঃস্বলস্থ প্রায় অনেক গ্রাহক বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য না দেওয়াতে তাহাদিগের কাগজ বন্ধ করা হইল। তাহাদিগের অগ্রিম মূল্য প্রাপ্ত হইলে পুনরায় পত্রিকা পাঠান যাইবে।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে আর পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১ম সংখ্যা পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ১০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১ম ভাগ-১ম খণ্ড পুস্তকাকারে বাঁধান হইয়াছে, মূল্য ॥৵০ আনা।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীরাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী (বরিসাল)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৬ খানার ৸৵০
শ্রীকেদারনাথ রায় .. .. .. (মজান)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৬ খানার ৸৵০
শ্রীরামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ময়মনসিংহ)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৬ খানার ৸৵০
শ্রীব্রিজলাল ঘোষ .. .. (লাহোর)
১৭৮৫ শকের আশ্বিন হইতে ১৭৮৬ শকের চৈত্র পর্য্যন্ত ১৯ খানার ২৵০
শ্রীকৈলাসকামিনী .. .. (কোণনগর)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার .. .. .. ৸৵০•
শ্রীকুঞ্জবিহারী সেন .. .. (কলিকাতা)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ৬ খানার .. .. .. ।।০
শ্রীদুর্গাবর মিত্র .. .. .. (কেশবপুর)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীঅম্বিকাচরণ রক্ষিত .. .. (খাঁটুরা)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীগুরুচরণ মহলানবিস .. (কলিকাতা)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ২৪ খানার ১৸০
শ্রীমতী সরস্বতী .. .. .. (খাঁটুরা)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রী রাসেশ্বর সিংহ .. .. (চুচুড়া)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার .. .. ১৷৹০•
শ্রী ব্রজসুন্দর মিত্র .. .. (রাইপুর)
১৭৮৫ ভাদ্র হইতে ১৭৮৬ শকের ভাদ্র পর্য্যন্ত ১৩ খানার ১৷৹

—০—

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
(কলিকাতার জন্য) .. ৸৵০
“ (মফঃস্বলের জন্য) .. ১৷৵০
অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য
(কলিকাতার জন্য) .. ॥০
“ (মফঃস্বলের জন্য) .. ৸৵০
প্রতিখণ্ডের মূল্য . ৴১০
ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না।

• পূর্ব্ব গচ্ছিত সমেত।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা

প্রথম ভাগ—তৃতীয় খণ্ড।

অনাথগণের আঁখি হ'তে অবিরল
বৃষ্টির ধারার ন্যায় বহে অশ্রুজল;
বিদরে হৃদয় নদীকূলের সমান,
দুর্ভাগ্য দুর্দ্দিন কবে হবে অবসান!

১১ সংখ্যা । আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৭১ । মূল্য /১০ আনা

যাহার যেমন অবস্থা তাহার তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

---

১২১ পৃষ্ঠার শেষ।

(যাদুমণি ও তাহার মাতার কথোপকথন।)

যাদু। আমার বোধ হয় খাওয়া না পেয়ে আমাদের দেশে কেহ মরে না?

মা। তুমি ছেলে মানুষ খবর রাখ না বলিয়া এমন কথা কহ। ১২৪০ সালে কত লোক মরিয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। দুই তিন বৎসর হইল পশ্চিম দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া হাহাকার উঠিয়াছিল, এখনও আমাদের নিকটে অনাহারে কত ঠাঁই কত লোক মরে'কে তার খবর লয়? আর যদিও না মরে তবু কষ্ট পায় এমত কত লোক আছে তাদের প্রতি দয়া করা সকলের উচিত।

যাদু। তবেত চপলার অত জিনিষপত্র রাখা অন্যায়। দিলে কত লোকের উপকার হয়।

মা। তা বলিতে পার না। তিনি যেমন বড় মানুষ সেই রূপ যদি কতক টাকায় আপনার পোষাক খেলনা ও আর আর সামগ্রী করেন আর যদি কতক টাকা লোকের উপকারের জন্য দেন তাহা হইলে তাহাতে দোষ নাই।

যাদু। কিন্তু আমার যেমন সামগ্রী পত্র তিনি কেন তাই রা—

খিয়া সন্তুষ্ট হন না তাহা হইলে-ত আরও অনেকের উপকার ক-রিতে পারে ?

মা। তুমি তাঁকে এই যে কথাটি বলিলে মনে কর দেখি সেই কালি আমাদের বাটীতে যে মেয়ে দুটি আসিয়াছিল তারা কি তোমারে সেই রূপ বলিতে পারে না ?

যাদু। কে মা! সেই আমাদের ধান ভানে যে গোয়ালিনী, তার মেয়েরা ? তারা কেন বল্‌বে ?

মা। চপলার সামগ্রী পত্র যেমন তোমার চেয়ে অধিক, তোমার জিনিষপত্র সেই দুঃখী মেয়েদের চেয়েও কি সেই রূপ অধিক নয় ? তোমার মত কাপড় চোপড় খে-লনা তারা জন্মে পায় না।

যাদু। হাঁ মা তা আমি দে-খেছি। সে দিন আমি ভাঙা পু-তুল গোটা দুই ফেলে দিতেছিলাম ঐ মেয়ে দুটি তাহা পাইয়া কত আহ্লাদ করিয়া লইয়া গেল। আর সেই ছোট মেয়েটি আমার হাতে যেমন বালা, এই রকম এক যোড়া পাইবার জন্য তার মার আঁচল ধরিয়া কত কাঁদ্‌লে, তার মা তাকে ধমকাইয়া উঠিল।

মা। আহা তারা কোথায় পা-বে ? পেটে চারিটি ভাত পায় এই যথেষ্ট মনে করে। এখন তুমি দেখ সেই দুঃখী মেয়েদের মত যদি তোমাকে হইতে বলা যায়, তোমার মনে কত দুঃখ হয় তবে চপলা কেন তোমার মত হইতে চাইবে ? যাঁর যেমন অবস্থা সে তেমনি চালে চলিবে। অবস্থার চেয়ে বেশী চালে চলিতে চাহা দোষ এবং সে হইয়াও উঠে না।

যাদু। আচ্ছা মা আমাদের কি রকম অবস্থা ?

মা। তোমার বাপ যা রোজ-কার করেন তাতে সংসারটি এক রকম করিয়া চলিতে পারে, তার জন্য বড় কষ্ট পাইতে হয় না। কিন্তু বোধ কর তুমি যদি ভাল খেলনা চাও পোষাক চাও গাড়ী চড়িতে চাও তা দিতে গেলে খাওয়া পরার কষ্ট হয়। যদি আর কিছু বেশী টাকা হয় তাহা হইলে তোমাদের ভাল করিয়া লেখা পড়া শেখান যায় ঘর সংসারের বন্দেজ করা যায় এসকল আগে দরকারী। আর এখন হইতে যদি তোমাকে বড় মানুষী শেখান যায় তাতে তোমার ভাল না হইয়া মন্দই ঘটে।

যাদু। মন্দ কেন হবে ?

মা। এখন যদি তুমি চপলার মত পোষাক পরিতে শেখ এর পরে মন্দ কাপড় পরিতে তোমার কি কষ্ট বোধ হবে না ? এই রূপ এখন যদি তোমার জন্য গাড়ী পালকী করিয়া দেওয়া যায় এর পরে তা কি ত্যাগ করিতে পা-রিবে ? তুমি এমন্ কি ভাগ্যবন্তের ঘরে পড়িবে যে তোমাকে কোন দুঃখ কষ্ট পাইতে হইবে না ? আর তাতেই বা বেশী সুখ কি পাইবে ? অভ্যাসে আবার সব পুরাতন হয়। ক্রমে আরও বেশী

সুখ না হইলে আর মন সন্তুষ্ট হয় না।

যাদু। সে কেমন?

মা। এ কি তোমার বোধ হয় না যে তুমি একদিন গাড়ী চড়িয়া যেমন সুখ পাইলে চপলা তেমন পায় না?

যাদু। কই সেত মনে করিলেই গাড়ী চড়িতে পারে কিন্তু সে সর্ব্বদা চড়িতে ভাল বাসে না। গাড়ী চড়িলেও তার কই বেশী একটা আহ্লাদ কিছু দেখা যায় না।

মা। এখনি বুঝিবে বড় মানুষেরা ভাল খায়পরে বলিয়া যে মনে একটা বেশী সুখ পায় তা নয়। কিন্তু বোধ কর একটু কষ্ট হইলে কার অধিক লাগে? যদি চপলাকে আর তোমাকে দুই জনকে হাঁটিয়া চলিতে বলা যায় তিনি দুপা চলিয়া বসিয়া পড়িবেন তুমি সচ্ছন্দে বেড়াইয়া আসিবে। অতএব দেখ সুখ অভ্যাস করিলে একটু দুঃখে কত কাতর হইতে হয়। আমাদের মত লোকের আরও কষ্ট অভ্যাস করা ভাল কেননা যদি অবস্থা কিছু মন্দ হয় তাতেও কাতর হইতে হইবে না। যারা আপনার অবস্থা না বুঝিয়া ভাল খাব, ভাল পরিব, জাঁকজমক দেখাইব এই রূপ নানা সুখ চায় তাদের চেয়ে নির্ব্বোধ আর নাই। এরূপ মেয়ে মানুষ লক্ষ্মী ছাড়া হয়।

যাদু। মা, তুমি যে কথা গুলি বলিলে ঠিক আমার সত্য বোধ হইতেছে। আর আমি বড় মানুষী করিতে চাইব না।

মা। বাছা, এখন এগুলি যাতে মনে থাকে এমন করিবে। বড় মানুষদের দেখিয়া সেরূপ হইতে চাহিও না অত্যন্ত কষ্ট পাইবে। বরং দুঃখী লোকদের অবস্থা দেখিয়া আপনার সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবে। আর যখন যে অবস্থায় পড় সেই মত হইয়া চলিবে, মন সন্তুষ্ট থাকিলে সকল অবস্থাতেই সুখ পাওয়া যায়।

ভূমিকম্প।

(১২৭ পৃষ্ঠার শেষ)

ভূতত্ত্ববিৎ* পণ্ডিতেরা ভূমিকম্প হইবার আর একটি কারণ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা নিম্নে লেখা যাইতেছে। প্রথমে একটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝিলে তাহা সহজ হইবে। মনেকর যদি একটা ফাঁপা লোহার ভাঁটার মধ্যে জল পুরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, আর ক্রমাগত তাহা আগুনে তপ্ত করা যায় তাহা হইলে সেই ভিতরের জল গরম হইয়া ক্রমে বাষ্পের আকার ধারণ করিবে। জল বাষ্প হইলে বিস্তারিত হইবে এবং ভাঁটা ভেদ করিয়া বাহিরে আসিবার জন্য চেষ্টা করিতে থা-

* বা, বো, ১৫, পৃ ২য় স্তম্ভ দেখ।

কিবে। ভাঁটা সেই বেগ অনেকক্ষণ দমন রাখিতে পারে কিন্তু তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে ভাঁটাটি কাঁপিতে থাকিবে এবং তাহার যে দিক অশক্ত, বাষ্পরাশি সেইদিক্ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া প্রবলবেগে বাহির হইয়া পড়িবে। যদি ভাঁটার সবদিক্ সমান শক্ত হয় তাহা হইলে তাহা চূর্ণ হইয়া যাইবে।

পৃথিবীর উপরিভাগটা সেইরূপ প্রস্তর মৃত্তিকাদি কঠিন ছালে ঘেরা আছে, কিন্তু ইহার গর্ভ অর্থাৎ ভিতর অত্যন্ত উষ্ণ দ্রব পদার্থে পূর্ণ ; সুতরাং তাহা হইতে বাষ্প ক্রমাগত উত্থিত হইতেছে। পৃথিবীর ছাল অতি কঠিন বলিয়া অনেক দমন রাখে কিন্তু উত্তাপ বেশী হইলে বাষ্প সকল অধিক বিস্তারিত হয় এবং পৃথিবীর ছাল যে দিকে অশক্ত থাকে তাহা ভেদ করিয়া বাহিরে আইসে। বাষ্প বাহির হইলে ভিতরটা সুস্থ হয়, পরে ভগ্নস্থান প্রস্তরাদি দ্বারা রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সেই বাষ্পের এমন তেজ যে, যে স্থান দিয়া তাহা বাহির হয়, তাহার নিকটস্থ অনেক দূর পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলে ইহাতেই ভূমিকম্প হয়। এবিষয়ে জর্ম্মণি দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হামবোলডের ন্যায় অনুসন্ধান কেহই করেন নাই। তাঁহার মতে সকল সময়েই পৃথিবীর কোন না কোন স্থানে ভূমিকম্প হইতেছে। যদি ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে যথার্থই পৃথিবীর ভিতর উষ্ণ দ্রবপদার্থ থাকে এবং তাহা হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উঠিয়া পৃথিবীর ছাল ঠেলিতে থাকে তাহা হইলে এরূপ হইবার আশ্চর্য্য কি ?

যে যেস্থানে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৮ এ মার্চ্চ ইটালিদেশের দক্ষিণভাগে একটি ভূমিকম্প হয় তাহাতে ৩০ ক্রোশের মধ্যে একখানি ঘর রাখেনাই এবং প্রায় একলক্ষ লোক ধ্বংস করিয়াছে। ৩। ৪ বিঘা পরিমাণ জমী আধপোয়া পথ দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। বৃহৎ বৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল। পর্ব্বত সকল উত্তরমুখ হইতে পূর্ব্বমুখে, বৃক্ষ শ্রেণীসকল সরল রেখা হইতে বক্ররেখায়, একজনের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র অপরের উদ্যানমধ্যে একজনের বৃক্ষপূর্ণ উদ্যান অন্যের ক্ষেত্রমধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল।

ইটালীর আরও অনেক স্থানে এইরূপ ঘটনা হইয়াছে কিন্তু আমেরিকাতেই ভূমিকম্পের বিষয় অধিক শুনা যায়। আগে বলা গিয়াছে যে আমাদের দেশে এ উৎপাত প্রায় কিছুই নাই। যেখানে আগ্নেয় পর্ব্বত অধিক সেখানেই ইহার অধিক প্রাদুর্ভাব। কিন্তু তথাপি ৩৪ বৎসর হইল এই ভারতবর্ষেই এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। যেখানে সিন্ধুনদী সমুদ্রের সহিত মিলিত

হইয়াছে তাহার ঠিক্ পূর্ব্বদিকে কচ্ছ নামে একদেশ আছে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ঐ দেশের একধার প্রায় ১৩ হস্ত বসিয়া যায়। ঐ স্থানটি এক্ষণে জলে প্লাবিত রহিয়াছে এবং তাহার নাম রণ্ন হ্রদ হইয়াছে। উহার নিকট প্রায় ৫০ ক্রোশ স্থান আবার অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে এবং তথায় অনেক লোক রক্ষা পাইয়াছিল বলিয়া সেস্থানটি "আল্লাবন্দর" অর্থাৎ ঈশ্বরের বাঁধ বলে। এইরূপ কতস্থানে কত ভয়ানক ব্যাপার হয়। সে সকলেই পরমেশ্বরের মহিমাতে পরিপূর্ণ। ভূমিকম্প দ্বারা পর্ব্বত ও দ্বীপ সকল উৎপাটিত হয় এবং ইহা না হইলে পৃথিবীর ভিতর সকল গোলযোগ হইয়া এককালে ভূমি জলে পূর্ণ হইতে থাকে।

—০—

কন্যার প্রতি মাতার তৃতীয় উপদেশ।

(কুসংস্কার।)

———

হেমাঙ্গিনি! বাছা অদ্য তোমাকে পুনর্ব্বার উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অদ্য তোমাকে কুসংস্কারের বিষয় উপদেশ দিব। কুসংস্কার কাহাকে বলে বোধ করি তুমি জান না। উহার বিষয় যাহা বলিতেছি শ্রবণ করিয়া তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম কর। আমাদিগের এই বঙ্গভূমির মুখশ্রী যে এত মলিন হইয়াছে ইহার একটী প্রধান কারণ কুসংস্কার।

কুসংস্কার দোষে আমাদিগের দেশের রাশি রাশি শ্রমসাধ্য ধন অনর্থক ব্যয় হইতেছে; কুসংস্কার দোষে কত শত ব্যক্তি এমন অমূল্য সময় রত্নকে কত অসৎ বিষয়ে নিরর্থক ক্ষেপণ করিতেছে; কুসংস্কার দোষে আমাদিগের বঙ্গদেশে দুঃখ ও পাপের ভার অশেষ রূপে বৃদ্ধি হইতেছে। অত্যাল্প শ্রম, অর্থ ও সময় দ্বারা যে কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে আমাদিগের দেশস্থ কুসংস্কারাপন্ন ও অজ্ঞান স্ত্রী পুরুষেরা তাহা বহু ব্যয়ে ও বহু কষ্টে অতি জঘন্যরূপে সম্পন্ন করে। কুসংস্কার দ্বারা আমাদিগের বঙ্গদেশের যে কি পর্য্যন্ত অমঙ্গল হইতেছে তাহা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না।

যে সকল মনুষ্য জ্ঞানবান্ হন তাঁহাদিগের মন হইতে কুসংস্কার সকল প্রায় দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের কুসংস্কার দেখিয়া তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হন। মনুষ্য জ্ঞানবান্ হইলে কুসংস্কার শূন্য হয় বটে কিন্তু এমন অনেক কুসংস্কার আছে যাহা শৈশব কালে অজ্ঞান অবস্থায় অভ্যাস হইলে যখন জ্ঞানোদয় হয় তখনও তাহা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য হয়। বৎসে! তুমি এখন সকল কার্য্যের ভাল মন্দ স্থির করিতে সক্ষমা হও নাই। সাব-

ধান হও, দেখিও যেন সকল বিষয়কেই হঠাৎ সত্য কিম্বা মিথ্যা জ্ঞান করিও না। কারণ যে বিচার না করিয়া কোন বিষয় বিশ্বাস কিম্বা অবিশ্বাস করে তাহার মনে প্রায় সচরাচর কুসংস্কার জন্মে।

এই বাক্য গুলি স্মরণ করিয়া রাখিও যে 'আমি এখন শিশু, যত দিন আমার ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, বিচার করিবার শক্তি না হইবে তত দিন আমি কোন বিষয় বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিব না; যখন সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ, বিচার করিবার জ্ঞান হইবে তখন যাহা সত্য ও ভাল বোধ হইবে তাহা বিশ্বাস করিব এবং যাহা অসত্য ও মন্দ বোধ হইবে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিব।'

যে বিষয় বাস্তবিক সত্য তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করা এবং যে বিষয় বাস্তবিক মিথ্যা তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাকে কুসংস্কার কহে। যে সকল ব্যক্তির কুসংস্কার আছে তাহাদিগকে কুসংস্কারাপন্ন বলে। কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা অনেক মিথ্যা বিষয়কে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং অনেক সত্য বিষয়কে মিথ্যা জ্ঞান করে। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, পৃথিবীতে কোন কালে ভূত নাই, ডাইন নাই, মন্ত্রাদির কোন শক্তি নাই জ্ঞানবান মনুষ্যেরা তাহা স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন এবং আমরা পৃথিবীর ঘটনা সকল দেখিয়াও অক্লেশে বুঝিতে পারিতেছি যে এ সকল কেবল বৃথা শব্দ মাত্র বাস্তবিক ভূত প্রভৃতি এমন কোন কিছু পৃথিবীতে নাই, কিন্তু যে সকল ব্যক্তির বাল্য অবস্থায় অজ্ঞান লোকদিগের মুখে ভূত ইত্যাদির কথা শুনিয়া কুসংস্কার জন্মিয়াছে তাহাদিগকে অতি উত্তম রূপে যদি বুঝাইয়া দেওয়া যায় যে ভূত ইত্যাদি নাই তথাপি তাহারা বলিবে এ সকল আছে। কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা যাহা পূর্ব্ব অবধি ভাল বলিয়া জানে তাহা যদি মন্দ হয় তবু তাহাকে মন্দ বলিবে না এবং যাহা মন্দ বলিয়া জানে তাহা যদি ভাল হয় তবু তাহাকে ভাল বলিবে না। তাহার দৃষ্টান্ত এই, স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, বিদ্যা শিখিলে তাহারা ধীর, শান্ত, সচ্চরিত্র হয়, কাহার সহিত বিবাদ কলহ করে না, পর নিন্দা, পর হিংসা করে না, সকলকে ভাল বাসে এবং সকলের ভাল করিতে যত্নবতী হয়, কাহার প্রতি অপ্রিয় ও কটুবাক্য প্রয়োগ করে না, আলস্য করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করে না, আয় বিবেচনা করিয়া ব্যয় করিতে পারে, মূর্খ স্ত্রী পুরুষ দিগের মত ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের প্রতারণা বাক্যে ভুলিয়া যায় না, গণক, রোজা, বাজিকর প্রভৃতি প্রবঞ্চক সকল ফাঁকি দিয়া তাহাদিগের নিকট অর্থ লইতে পারে না। কারণ বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকেরা হঠাৎ কোন বিষয় বিশ্বাস

করেন না, বিচার দ্বারা যাহা সত্য বোধ হয় তাহাই বিশ্বাস করেন। কিন্তু মূর্খ স্ত্রীলোকেরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কার্য্য করে। ফাঁকি দিয়া অর্থ লইবার জন্য প্রতারক ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে যাহা বলে তাহারা নির্ব্বোধের ন্যায় তাহাই করে। একবার মনে ভাবিয়াও দেখে না যে ইহারা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কি মিথ্যা। যদি বুঝিয়া দেখে তবে অনায়াসে বুঝিতে পারে যে ইহারা আমাদিগকে নির্ব্বোধের ন্যায় ভুলাইয়া অর্থ লইতেছে।

স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিলে এই প্রকার কত উপকার হয় এবং শিক্ষা না দিলে এইরূপ কত অপকার হয় ইহা সকল মনুষ্যই প্রতিদিন দেখিতেছেন এবং সকল ব্যক্তিই ইহা স্বীকার করেন যে বিদ্যাদ্বারা মঙ্গল এবং মূর্খতা হইতে অমঙ্গল হয়। কিন্তু কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা তথাপি বলিবে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিলে কোন ফল হয় না, তাহাতে বরঞ্চ অনিষ্ট হয়।

আর একটী দৃষ্টান্ত দেখ, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে সকল শিশু গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করে তাহাদিগের অপেক্ষা যাহারা বিদ্যায়লে পাঠ করে তাহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি সহস্রগুণে উৎকৃষ্ট হয়। গুরু মহাশয়েরা সুশিক্ষিত লোক নয়, তাহাদিগের পাঠশালায় শিক্ষা করিলে শিশুগণ অসচ্চরিত্র হয়, অপহরণ করিতে শিক্ষা করে, মিথ্যা কথা কহে, শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে পারে না, সর্ব্বদা অপ্রিয় বাক্য কহে, সকলের সঙ্গে বিবাদ কলহ করে। বিদ্যালয়ে পড়িলে সুশীল শান্ত ও মিষ্টভাষী হয়, শুদ্ধ করিয়া লিখিতে পড়িতে সমর্থ হয়। কিন্তু যে সকল লোক কুসংস্কারাপন্ন তাহারা তথাচ গুরু মহাশয়ের পাঠশালাকে উত্তম শিক্ষাস্থান জ্ঞান করে এবং তথায় সন্তানদিগকে বিদ্যাভ্যাস করিতে নিযুক্ত করে। আমাদিগের দেশের মূর্খ ও প্রাচীন ব্যক্তিরা প্রায় কুসংস্কারাপন্ন তাঁহারা বলেন টিকটিকি ডাকিলে কোন স্থানে উঠিয়া যাইতে নাই, বৃহস্পতিবারের বৈকালে কোন কার্য্য করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না, প্রাতঃকালে রজকের মুখ দর্শন করিলে সমস্তদিন অসুখে গত হয়, কোনস্থানে যাইবার সময় কেহ হাঁচিলে তৎকালে সেস্থানে যাইতে নাই। তাহাদিগের অশেষ প্রকার কুসংস্কার এইরূপ আছে। তুমি যদি সর্ব্বদা তাহাদিগের নিকট থাক তাহা হইলে জানিতে পারিবে। কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা স্পষ্টরূপ দেখিতেছে যে তাহারা যে সকল কথা বলে তাহা কার্য্যে কখন সত্য বোধ হয় না, তাহারা যে সময় কার্য্য করিলে সিদ্ধ হয় না বলিয়া থাকে সেই সময় কার্য্য করিয়া কতলোক কৃতকার্য্য হইতেছে, কি

কুসংস্কারের এমনি দোষ যে তাহারা তথাপি আপনাদিগের ভ্রম পরিত্যাগ করে না।

কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা এইরূপ অশেষবিধ মন্দ কর্ম্মকে ভাল এবং ভাল কর্ম্মকে মন্দ জ্ঞান করে এবং সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে যে দেশের লোকের অধিক কুসংস্কার আছে সে দেশের শীঘ্র উন্নতি হয় না। কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তিরা পূর্ব্বে যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাই করে, নূতন কোন বিষয় প্রচলিত করিতে চাহে না। যে কর্ম্ম করিলে দেশের উপকার হয় তাহা যদি প্রচলিত না থাকে। তবে তাহা কখন করে না। যে দেশের লোকেরা অধিক অজ্ঞান সে দেশের লোকেরা অধিক কুসংস্কারাপন্ন হয়। মনুষ্য বিদ্বান্ হইলে, জ্ঞানবান্ হইলে প্রায় কুসংস্কারাপন্ন হয় না। মুর্খেরাই অধিকাংশ কুসংস্কারাপন্ন হয়। দেখ বিলাতের লোকেরা বিদ্যার অধিক আলোচনা করে, তথাকার অধিক লোক, জ্ঞানী এবং কুসংস্কার শূন্য নয়। যে কর্ম্ম করিলে দেশের উপকার হইবে, আপনাদিগের মঙ্গল হইবে, সে কর্ম্ম তাহারা অবিলম্বে সম্পন্ন করে। এই নিমিত্ত বিলাতের এত উন্নতি হইয়াছে, তথাকার অধিবাসীগণ সভ্য হইয়াছে এবং সুখে কালযাপন করিতেছে।

আমাদিগের দেশের অধিকাংশ লোক কুসংস্কারাপন্ন এজন্য এদেশের উন্নতি হইতেছে না। যখন এদেশের স্ত্রী পুরুষ, ধনী নির্ধন, সকল লোকের মধ্যে বিদ্যার আলোচনা হইবে তখন ইহাদিগের মন হইতে কুসংস্কার সকল দূর হইবে, দেশের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকিবে এবং সকলে সুখে কাল যাপন করিবে।

অতএব হেমাঙ্গিনি! কুসংস্কার কাহাকে বলে এখন তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। অজ্ঞান লোকদিগের মত তুমি কুসংস্কারাপন্ন হইও না। যে কর্ম্ম ভাল বলিয়া বুঝিতে পারিবে, যাহা করিলে দেশের উপকার হইবে, সকলের সুখ বৃদ্ধি হইবে তাহা অবিলম্বে সম্পন্ন করিবে। সেই সৎকার্য্য সাধন করিতে ঔদাস্য করিলে তুমি পাপগ্রস্ত হইবে। যে কার্য্য সাধনদ্বারা অসুখ ও অনিষ্ট ব্যতীত উপকার হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা কোন মতে করিবে না। অজ্ঞান ও নির্ব্বোধ ব্যক্তিদিগের ন্যায় কুসংস্কারাপন্ন হইয়া মন্দকে ভাল এবং ভালকে মন্দ জ্ঞান করিওনা।

—০—

একটি নিগ্রো স্ত্রীলোকের অতিথি সেবা।

আফ্রিকা খণ্ডের মধ্যস্থানের দেশ সকল আজওপর্য্যন্ত ভাল করিয়া জানা যায় নাই। ইহার নিকটে নিগ্রো জাতির বাস। ই-

হারা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ এবং অসভ্য। এই দুর্ভাগ্যদিগের অনেককে ধরিয়া আমেরিকাখণ্ডে বিক্রয় করে, এবং তাহারা মনিবদের চিরকালের মত কেনা চাকর বা গোলাম হইয়া থাকে। কিছু দিন পূর্ব্বে মঙ্গোপার্ক নামে একজন সাহেব ঐ দেশ সকল আবিষ্ক্রিয়া* করিতে গিয়াছিলেন। একে সেখানে দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে আহার ও আর আর প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যেরই অভাব; ইহাতে সাহেবটিকে অত্যন্ত কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। নিগ্রো জাতি তাঁহার প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রকাশ না করিলে তিনি কখনই বাঁচিতে পারিতেন না। ঐজাতির একটি স্ত্রীলোক তাঁহার প্রতি যেরূপ সদ্ব্যবহার করিয়াছিল তাহা তিনি আপনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন আমরা তাহার অনুবাদ † নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

'বাম্‌বারা দেশের রাজধানী সিগো, নাইগার নদীর উভয় পার্শ্বেই আছে। আমি ঐ নদী পার হইয়া অপরদিকে রাজবাটী দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছুক হইলাম। কিন্তু পথে লোকের অত্যন্ত ভিড় হওয়াতে দুই ঘন্টা কাল আমাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

এই সময়ে কতকগুলি লোক নদী পার হইয়া মানসং নামে ঐদেশের রাজার নিকট গিয়া বলিল যে, কোথাকার এক শ্বেতবর্ণ পুরুষ নদী পার হইবার চেষ্টা করিতেছে এবং আপনার সহিত দেখা করিতে আসিবে।

রাজা তৎক্ষণাৎ একজন পারিষদকে পাঠাইয়া আমাকে জানাইলেন যে, বিদেশী লোক এখানে কি জন্য আসিয়াছে তাহা না বলিলে রাজার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইবে না এবং রাজার আজ্ঞা না পাইলে নদী পার হইতে সে যেন সাহসী না হয়।

ইহাতে ঐ সংবাদদাতা ভদ্র লোক কিছু দূরে একটি পল্লীগ্রাম দেখাইয়া দিলেন এবং সেইখানে রাত্রি কাটাইতে বলিলেন। বিদায় হইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, আর আর সংবাদ কল্য প্রাতে জানিতে পারিবেন।

ইহাতে আমি অত্যন্ত নিরাশ এবং ভাবিত হইলাম। কিন্তু কি করি, আর উপায় না দেখিয়া সেই পল্লীর দিকেই যাত্রা করিলাম। সেখানকার লোকদের অত্যন্ত কুসংস্কার। তাহারা আমাকে দেখিয়া যেন কেমন আশ্চর্য্য এবং ভীত হইল। বাড়ীতে কেহ আমাকে একটু আশ্রয় দিতে চায় না। ইহাতে মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হইল এবং সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া একটি তরুতলে উপবেশন করিয়া রহিলাম।

---

* যে বিষয় আছে কিন্তু কেহ জানে না, তাহার প্রকাশ করাকে আবিষ্ক্রিয়া বলে।

† এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় লেখা।

রাত্রি বিষম কষ্টে যাইবে এই আশঙ্কাই বাড়িতে লাগিল। মহাবেগে ঝড় বহিতে লাগিল, ঘোরতর বৃষ্টির লক্ষণও বোধ হইল। তাহার নিকটে আবার ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু সকলের এমত প্রাদুর্ভাব যে আমাকে গাছে উঠিয়া ডাল পালার মধ্যে অতি কষ্টে লুকাইয়া থাকিতে হইবে ভাবিতে লাগিলাম।

সূর্য্য অস্ত যান। একটি ঘোটক চড়িয়া গিয়াছিলাম তাহাকে ইচ্ছানত চরিয়া বেড়াইতে ছাড়িয়া দিয়া এই রূপ চিন্তা করিতেছি এমত সময়ে একটি নিগ্রো স্ত্রীলোক মাঠে চাষকর্ম্ম করিয়া ঘরে যাইতেছিল আমাকে দেখিয়া চমকাইয়া দাঁড়াইল। কাছে আসিয়া আমাকে নিতান্তক্লান্ত ও বিষণ্ণ দেখিয়া মিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল 'আপনি কে, কেন এমন করিয়া আছেন?' আমি সংক্ষেপে সকল বৃত্তান্ত বলিলাম। তাহাতে তিনি মাতার ন্যায় স্নেহ প্রকাশ করিয়া ঘোড়াটির লাগাম ও জিন হাতে করিয়া লইলেন এবং আমাকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে বলিলেন। তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়া একটি প্রদীপ জ্বালিলেন এবং ঘরের মেজেতে একটি মাদুর পাতিয়া বলিলেন আজি রাত্রি এইখানে বিশ্রাম কর'।

আমাকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিতে চলিলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যে একটি উত্তম মৎস্য হস্তে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। পরে কাষ্ঠ জ্বালিয়া সেইটি দগ্ধ করিয়া আমাকে আহার করিতে দিলেন। আমি অত্যন্ত তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করিয়া সুস্থ ও সবল হইলাম।

অনন্তর সেই গুণবতী রমণী একটি মাদুর দেখাইয়া বলিলেন 'এখন ঐস্থানে গিয়া নিদ্রা যাও।' এই রূপে অতিথি সেবা করিয়া পরিবারের আর আর স্ত্রীলোকদিগের সহিত একত্র হইয়া পুনর্ব্বার কাটনা কাটিবার জন্য ডাকিলেন। অবলাগণ এতক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া এক দৃষ্টে আমাকে দেখিতেছিল। এখন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই রূপ কর্ম্ম করিতে লাগিল।

তাহারা নানাবিধ গান গাইয়া আপনাদের পরিশ্রম দূর করিতেছিল। তাহার মধ্যে একটি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে রচা দেখিতে পাইলাম। কারণ সেটি আমারই বিষয়ে। একটি যুবতী স্ত্রী সেই গানটি করিল, আর আর সঙ্গিনীরা তাহার সহিত সমস্বরে গাইতে লাগিল।

তখন অতি সুন্দর বায়ু মন্দ মন্দ বহিয়া শরীর শীতল করিতেছিল গানটিতে হৃদয়-দ্রব হইতে লাগিল। সেই গীতটির মর্ম্ম এই—

বায়ু বহে ঘোর রবে পড়ে বৃষ্টি ধারা,

নিরাশ্রয় শ্বেতকায় ক্লান্ত বলহারা,

বিষাদে বসিল আসি সেই বৃক্ষ তলে।
জননী নাহিক তার দিবে দুগ্ধাহার,
ভার্য্যা নাহি শস্য চূর্ণ করিবে তাহার,
শ্বেত পুরুষেরে দয়া করহ সকলে॥
পুনর্ব্বার সমস্বরে—
শ্বেত পুরুষেরে দয়া করহ সকলে।
জননী নাহিক তার দিবে দুগ্ধহার,
ভার্য্যা নাহি শস্য চূর্ণ করিবে তাহার।
এই রূপে গাইতে লাগিল।

—

দেশাচার।

উপক্রমণিকা।

আমাদিগের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ পূর্ব্বকালে সভ্যদেশ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল। এদেশের আগেকার ইতিহাস পাঠ করিলে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার যশ, মান ও সুখ প্রভৃতি উন্নতির চিহ্নসকল স্মরণ করিলেও কত আনন্দ হয়। এই ভারতবর্ষ যখন পৃথিবীর সকল মনুষ্যের উপর আধিপত্য করিয়াছিল, যখন ইহা কি বিজ্ঞান কি কাব্য, কি সাহিত্য কি ইতিহাস, কি গণিত কি জ্যোতিষ, কি বাণিজ্য কি রাজ্যশাসন সকল বিষয়েই উন্নত ছিল; তখন ও তাহার পূর্ব্বে আর কোন দেশেরই এরূপ উন্নতি হয় নাই। যে ইংরেজেরা এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সভ্যজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন; সেই ইংরেজেরাই তখন বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পশুমাংস ভক্ষণ ও পশুচর্ম্ম পরিধান করত কালযাপন করিতেন, কিন্তু ভারতবর্ষ সে সময়ে সভ্য ও উন্নত দেশমধ্যে গণ্য ছিল। তখন এখানে সকল বিষয়েরই উন্নতি ও সুশৃঙ্খলা ছিল। তখন রাজ্যশাসন উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইত, নানাবিধ সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইত, এবং সকল প্রকার বিদ্যার চর্চ্চা হইত; তখনকার বিবাহপদ্ধতিও উৎকৃষ্ট ছিল। ফলতঃ তৎকালে প্রায় সর্ব্বপ্রকার সুনিয়ম প্রচলিত ও কুনিয়ম রহিত ছিল বলিলেও বলা যায়।

কিন্তু এখনকার অবস্থা অবলোকন করিলে অতিশয় ক্ষোভ পাইতে ও দুঃখিত হইতে হয়। এক্ষণে যে সকল কুসংস্কারসহিত কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে তাহা শ্রবণ করিলে শোকাকুল হইতে হয়। যে ভারতবর্ষ এক সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ও সভ্য ছিল, এখন তাহার এরূপ হীন অবস্থা দর্শন করিয়া কোন্ ব্যক্তি না দুঃখিত হইবেন?

বোধ হয় যখন এই ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল তখনই উহার উক্তপ্রকার সুখসৌভাগ্য উপস্থিত হয়। পরে যখন যবন রাজাদিগের অধিকৃত হয় তখন অবধি আবার অতিশয় দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। তৎকালীন মুসলমান রাজারা আ-

পন আপন অধিকারকালে প্রজাগণের সর্ব্বনাশ করিয়া অনেক অর্থ গ্রহণ করিত এবং বিনা অপরাধে অনেক মান্য ভদ্র ব্যক্তির প্রাণনাশ করিয়া তাঁহাদের সমস্ত ধন অপহরণ করিত। কত কত স্ত্রীলোকের সতীত্ব ও গর্ভবতীর গর্ভ নষ্ট করিয়াছে এবং অনেক অট্টালিকা ভগ্ন, দেবপ্রতিমা চূর্ণ ও পুস্তকালয় দগ্ধ করিয়াছে। ফলতঃ তখনকার লোকেরা ধন, প্রাণ, মান প্রভৃতি সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক ছিল, সুতরাং দেশের হিতকর বিষয়ে কিছুমাত্র যত্ন ও চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইতে পারিত না। এবং সেই অবধি ভারতবর্ষে অনেক বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ হইল ও ক্রমে ক্রমে এদেশ হীন দশায় পতিত হইতে লাগিল। তথাপি এখনও যেসকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে বিলক্ষণ বোধ হয় যে, ভারতবর্ষ পূর্ব্বে অতি বিখ্যাত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুসলমানেরা তখনকার অনেক উত্তম উত্তম পুস্তক নষ্ট করিয়াছে কিন্তু এখনও তন্মধ্যে যে সকল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাদ্বারা অনেক উন্নতির চিহ্ন দেখা যায়।

যদিও এই ভারতবর্ষ অত্যন্ত হীন দশায় পতিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনকার অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে এখন আমাদের দেশে অনেক বিষয়ে ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতেছে। এখন দিন দিন সকলস্থানে বিদ্যার আলোক পতিত হইতেছে এবং বিদ্যাশিক্ষায় লোকের অনুরাগ বাড়িতেছে; বিশেষতঃ যে স্ত্রীশিক্ষা এদেশীয় লোকের স্বপ্নের অগোচর ছিল, তাহারও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে! এভিন্ন লোকের সুখস্বচ্ছন্দতার ও সুবিধার জন্য কত প্রকার সুনিয়ম প্রচলিত হইতেছে, কতপ্রকার শিল্প যন্ত্রের আবিষ্ক্রিয়া হইতেছে, এবং দেশের কুসংস্কার ও কুপ্রথা সকল দূর করিতে লোকের যত্ন ও আগ্রহ দেখা যাইতেছে। কিন্তু এখনও যে কত দিনে আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? বাস্তবিক যতদিন এদেশের অনিষ্টকর কুসংস্কার ও দেশাচার সকল দূর না হইবে ততদিন আমাদের প্রকৃত সুখ হইবার সম্ভাবনা নাই।

যদি আমাদের দেশের লোকেরা আপন আপন কুসংস্কার সকল পরিত্যাগ করিতে ও দেশের কুপ্রথা দূর করিতে যত্ন ও চেষ্টা পান তাহা হইলে শীঘ্র আমাদের দেশের যথার্থ উন্নতি হইতে পারে, কিন্তু এদেশের লোকে কুসংস্কার ও কুপ্রথার প্রতি দৃষ্টি করিলে এরূপ আশা করা যায় না যে তাহারা শীঘ্র স্বদেশের উন্নতি জন্য চেষ্টা করিবে ও আপনারদিগের চিরকালের কুসংস্কার সকল ত্যাগ করিতে সযত্ন হইবে।

বামাগণ! আমাদিগের দেশে যে সকল কুসংস্কার ও কুপ্রথা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে ও তাহা দ্বারা যে সকল অনিষ্ট হইতেছে, বোধ করি, তোমরা সকলে তাহা ভালরূপ জান না এজন্য সে সকল ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছ না; কিন্তু সে সমস্ত জানিতে পারিলে তোমাদের অনেক উপকার হইবে এবং তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহার মত কাজ করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে, সুতরাং তোমাদিগের দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা। অতএব যে সকল কুসংস্কার ও কুপ্রথার জন্য এদেশের ভয়ানক দুর্গতি হইতেছে, সেই সকল পশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে চেষ্টা করিব।

নূতন সংবাদ।

১ম—আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে "গত ২৫এ বৈশাখ শান্তিপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক দানকার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শান্তিপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র রায়, বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল প্রামাণিক, ডেপুটী ইনিস্পেকটর শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, [illegible] মৈত্র এবং দুই জন ভদ্র ইংরাজ পরীক্ষা স্থলে উপস্থিত ছিলেন। পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকাগণকে ২১টী রুপার ফুল, পাঠ্য পুস্তক এবং সকল বালিকাকে সিংহ, কুকুর ও বিড়ালের প্রতিমূর্ত্তি প্রদান করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশান চন্দ্র রায় মহাশয় বালিকাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে পাঁচটাকা পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন"।

২য়—"কলিকাতা সিন্দুরাপটী নিবাসী মৃত শ্রীযুক্ত কাশীনাথ মল্লিক মহাশয় মৃত্যু কালে দেশের হিতের নিমিত্ত পাঁচলক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এই অর্থ হইতে দুইটী সংস্কৃত বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। তথায় ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষা ও পাঠাবস্থায় ভরণ পোষণ অবধি প্রাপ্ত হইবে। অপর কতকগুলি অন্ধ, খঞ্জ, দীন, হীন ব্যক্তিও সময়ে সময়ে সাহায্য লাভ করিবে।"

আমাদের দেশের ধনী ব্যক্তিরা যদি এইরূপ সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই এদেশের সৌভাগ্য হইতে পারে।

৩য়—কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার-জন্য মান্দ্রাজ* ও বোম্বাই† নগরে

* মান্দ্রাজ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পূর্ব্ব করমাণ্ডল উপকূলে অবস্থিত। কলিকাতা হইতে দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ৪১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী।

† বম্বে ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমে

গিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিম্নে সংক্ষেপে কিছু লেখা যাইতেছে।

তিনি লিখিয়াছেন—"মান্দ্রাজের স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকে না; আমি একটী পরবের দিন দেখিলাম স্ত্রীলোকেরা আপন আপন স্বামী পুত্রাদির সহিত সদর রাস্তা দিয়া গাড়ী চড়িয়া যাইতেছে অথচ গাড়ীর দরজা খোলা রহিয়াছে। এরূপ প্রথা এদেশে অনেক দিন অবধি চলিয়া আসিতেছে। মান্দ্রাজ, বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা শীতল এবং ইহার জল বায়ু উৎকৃষ্ট। এখানকার লোকেরা সকলি প্রায় সুস্থ ও বলবান। তাহারাও আমাদের মতন তিন বার আহার করিয়া থাকে। এখানে ব্রাহ্মণ ছাড়া অনেক লোকই অধিক পরিমাণে মাংস খায়। এখানে, মেষ ও কুক্কুট মাংস এবং পলাণ্ডু ভক্ষণ বিলক্ষণ প্রচলিত আছে।

"এখানকার লোকেরা আগে কপ্‌নি পরিয়া তাহার উপর ধুতি পরিধান করে, কেহ কেহ কাছা দেয় না। মান্দ্রাজের স্ত্রীলোকেরা ঘাগরা পরিয়া তাহার উপর আমাদের দেশীয় শাড়ীর ন্যায় কাপড় পরে, কিন্তু ঘোমটা দেয় না। তাহারা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় ঘাড়ে খোপা না বাঁধিয়া, দক্ষিণ বা বাঁম দিকে বিশ্রী বিউনি করিয়া জড়াইয়া রাখে। তাহারা পঁইছা, বালা, কর্ণফুল প্রভৃতি গহনা পরিয়া থাকে, এবং গলায় চন্দ্রহার পরে। এখানে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি দৃষ্ট হইল। যদি ভদ্রলোকের বাড়ীর কোন স্ত্রীলোক মূর্খ হয় তবে লোকে তাহাকে ঘৃণা করে।

"কালিকটের‡ স্ত্রীলোকেরা কোমরের নিম্ন হইতে চার হাত লম্বা এক প্রকার বস্ত্র পরিধান করে, তাহারা গাত্রে কোন রকম কাপড় দেয় না। পুরুষেরা মস্তকের উপরিভাগে একটা লম্বা টিকি রাখিয়া থাকে।

"বম্বের শোভা অতি চমৎকার এখানে বাণিজ্যের অতিশয় আড়ম্বর দেখা গেল। ইহার পাঁচ ক্রোশ দূরে বিহার নামক একটী সরোবর আছে, এইটী প্রস্তুত করিতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে, ইহার পরিধি ৭॥০ ক্রোশ, ইহার চারি তীর উচ্চ প্রস্তর দিয়া বাঁধান এবং মধ্য স্থলে দুর্গের ন্যায় একটী বাটী নির্ম্মিত আছে, তীর হইতে বাটী পর্য্যন্ত একটী লৌহসেতু আছে। এই স্থানে জলতোলা কল আছে, তাহা দ্বারা পুষ্করিণী হইতে জল উঠিয়া চোঙের দ্বারা নগর মধ্যে যাইতেছে, নগর বাসীরা সেই জল

বম্বে নামক দ্বীপে অবস্থিত। 'কলিকাতা হইতে প্রায় ৯৫০ ক্রোশ অন্তর।-

‡ কলিকাট—দক্ষিণ ভারতবর্ষে মালেবর উপকূলে অবস্থিত। মলবরের রাজধানী কলিকাট।

ব্যবহার করে, এতদ্ভিন্ন তাহাদের পানীয় জল বড় সুলভ নহে।”

৪র্থ—“মাদারীপুরের অধীন খর্জী গ্রামের কিনাই চণ্ডালের স্ত্রী শাশুড়ির সহিত ঝকড়া করিয়া স্বীয় তের বৎসরের বালিকাকে দা দ্বারা হত্যা করে।”

“গোপালপুর নিবাসী ছিটু নামক একজন মুসলমান অবস্থা মন্দ বলিয়া আপন স্ত্রী লালজার অতি অল্প মূল্যের অলঙ্কার বন্দক দেয়। ঐ আক্ষেপে লালজা ধারাল দার দ্বারা আত্ম হত্যা করে।”

আমাদের দেশের মেয়ে মানুষেরা লেখা পড়া না জানাতেই এবং ধর্ম্মোপদেশ না পাওয়াতেই এই সকল দুর্ঘটনা ঘটে। মূর্খতাই সকল অনিষ্টের মূল।

৫ম—এখন পৃথিবীর প্রায় সকল জাতি অপেক্ষা ইংরাজেরা উন্নত ও সভ্য। তাঁহাদের দেশের স্ত্রীলোকেরাও পুরুষের ন্যায় সকল প্রকার ব্যাবসায়ই করিয়া থাকেন এবং তাহারা যে সকল শিল্প কর্ম্ম করেন তাহা দেখিলে চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইতে হয়। আমাদের দেশের দুর্ভাগা স্ত্রীলোকদিগের মতন অষ্টাকষ্টে খেলিয়া ও ঝকড়াকলহ করিয়া তাঁহারা অনর্থক সময় নষ্ট করেন না।

“ইংলণ্ডে এখন স্ত্রীলোকেরা যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার বৃত্তান্ত নীচে লেখা হইল।

“ব্যাঙ্কার অর্থাৎ বেণে	১০ জন
মহাজন	৭ জন
কেরাণী অর্থাৎ মুহুরি	১৭৪ জন
দূত	২৫ জন
পোদ্দার	৫৪ জন
দোকনদার	৩৮ জন
প্রিন্টার (ক)	৪১৯ জন
কৃষক	৪৯৯৪৭ জন
চিকিৎসক	৬১ জন
রিপোর্টার অর্থাৎ সংবাদ দাতা	৬ জন
মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী (খ)	৩ জন
বাগ্মিতা শিক্ষক (গ) ..	৪ জন
জাদুকর	৪ জন
জ্যোতির্বিৎ	১ জন
ক্রোনলজিস্ট অর্থাৎ সময় নিরূপক	১ জন
বাগ্মী	১ জন

৬ষ্ঠ—“সম্প্রতি বিলাতে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গল উদ্দেশে একটী সভা হইয়াছিল। তথায় স্থির হইয়াছে যে ইংলণ্ড হইতে কতকগুলি সুনিপুণা শিক্ষিকা আমাদের বঙ্গদেশে আগমন করিবেন।”

বামাগণ! এখন তোমাদের উন্নতির জন্য সকলি ব্যস্ত; তোমরা আর অলস হইয়া থাকিও না।

(ক) প্রিন্টার—যে পুস্তকাদি ছাপায়।

(খ) মিউনিসিপাল কর্ম্মচারী—যাহাদের উপর নগরের রাস্তা, ঘাট, নরদামা ইত্যাদি পরিষ্কার করাইবার ভার আছে।

(গ) বাগ্মিতা শিক্ষক—যে বক্তৃতা শেখায়।

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথাহে করুণাময় জগতের সার।
কাতরা কিঙ্করী ডাকে হের একবার॥
সংসারসাগরে পড়ি না দেখি নিস্তার।
অন্তরে ভরসা করি চরণ তোমার॥
অজ্ঞানেতে কত পাপ করিয়াছি আমি।
যোড় হাতে মাগি ভিক্ষা ক্ষম বিশ্বস্বামী॥
বিষয় বাসনা কিছু নাহি করি আর।
হৃদয়ে থাকহ তুমি ডাকি বার বার॥
মাতা পিতা ভাই বন্ধু কেহ নহে কার।
তোমার করুণা বিনা সকলি আঁধার॥
অহে প্রভু দয়াময় জগতের পতি।
কিঞ্চিৎ কটাক্ষ কর কাতরার প্রতি॥
অজ্ঞানের জ্ঞান তুমি নির্দ্ধনের ধন।
অকত জীবন তুমি 'পতিত পাবন'॥

মেদিনীপুর। ২৫এ জ্যৈষ্ঠ শ্রীমতী * * *

বিজ্ঞাপন।

অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে আর পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১ম সংখ্যা পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে, মূল্য ৴১০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১ম ভাগ-১ম খণ্ড পুস্তকাকারে বাঁধান হইয়াছে, মূল্য ॥৵০ আনা।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য (খাঁটুরা) ১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

পাবনাবালিকাবিদ্যালয় .. (পাবনা) ১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

শ্রীগোপালচন্দ্র মল্লিক (কলিকাতা) ১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

শ্রীচুনিলাল মিত্র .. (কলিকাতা) ১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

শ্রীভুবনমোহন রায় .. (কলিকাতা) ১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

শ্রীকৃষ্ণধন ঘোষ .. (কোন্নগর) ১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী .. (কলিকাতা) ১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
(কলিকাতার জন্য) .. ৸৵০
(মফঃস্বলের জন্য) .. ১।৵০
অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য
(কলিকাতার জন্য) .. ॥০
(মফঃস্বলের জন্য) .. ৸৵০
প্রতিখণ্ডের মূল্য .. ৴১০
ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না।

—০—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

রূপের সহিত নহে গুণের তুলন,
রূপ ক্ষণস্থায়ী, গুণ চিরস্থায়ী ধন।
সুরূপ মাখাল ফলে কে করে যতন?
কুরূপ কোকিল হরে জগতের মন।

১২ সংখ্যা { শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য ৵১০ আনা

স্ত্রী ও পুরুষ জাতির পরস্পর সম্বন্ধ।

ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্টি রক্ষার জন্য পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন। অতি ক্ষুদ্র কীট হইতে মানুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই এই প্রভেদ দেখা যায়। ইহারা পরস্পরে পরস্পরের সাহায্য ও সুখ বৃদ্ধি করিতেছে এবং নূতন জীব সকল উৎপাদন করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধন করিতেছে। কেবল পুরুষ থাকিলে অথবা কেবল স্ত্রীজাতির সৃষ্টি হইলে এপৃথিবীর এপ্রকার শোভা থাকিত না এবং তাহা হইলে জীবদিগের বংশ এককালে ধ্বংশ হইয়া যাইত। মানব জাতির মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী থাকাতেই লোকে পরিবার ও সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং সংসারধর্ম্ম পালন করে। ইহার মধ্যে একের অভাব হইলে সংসার অরণ্য তুল্য হইত। এক জাতির মধ্যে এই দুই প্রকারের জীব রচনা করিয়া জগদীশ্বর কি অদ্ভূত কৌশল কি মঙ্গল নিয়ম প্রকাশ করিয়াছেন।

মনুষ্যদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের যেমন সম্বন্ধ এমন আর কোন জীবের মধ্যে নাই। কিন্তু এখানে স্ত্রীলোকদিগের যেমন দুরবস্থা এমনও আর কুত্রাপি দেখা যায় না। অনেক পুরুষ এবং অনেক জাতীয় লোক, স্ত্রীলোকদিগকে মনুষ্য জাতির মধ্যে গণনা করিতে চাহে না। পশুপক্ষী ইতর জাতির ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকেও এক স্বতন্ত্র

ইতর জাতি বলিয়া মনে করেন। আবার কেহ কেহ বা ইহাদিগকে স্বভাবতঃ পাপপূর্ণ, সকল দুষ্কর্ম্মের মূল এই রূপ অতি জঘন্য বলিয়া ঘৃণা করেন। আমাদের হিন্দুজাতির মধ্যে কি আজিও স্ত্রীদিগের প্রতি পশু বা ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার হয় না? পারসী কাব্য সকল পাঠ করিলে কি স্ত্রীলোকদিগের নাম করিতেও মনে ত্রাস ও ঘৃণার উদ্রেক হয় না?

স্ত্রীলোকদিগের প্রতি এরূপ অত্যাচার নিতান্ত স্বভাববিরুদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ইহাতে সৃষ্টি কর্ত্তার প্রতি দোষারোপ ও তাঁহার বিরোধী কার্য্য করা হয়।

তিনি কি পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগকে অমৃত আত্মায় ভূষিত করেন নাই? তিনি কি তাহাদিগকে জ্ঞান ও ধর্ম্মে অধিকারী করেন নাই? তাঁহাদের আত্মার কি ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া ঈশ্বর ও মুক্তি লাভ হইবেক না?

বস্তুতঃ এই মূল বিষয়ে আমরা নর ও নারী উভয়কেই সমান দেখিতেছি। কত স্ত্রীলোক বিদ্যায় পুরুষদিগকে পরাস্ত করিয়াছেন, কত মহিলা ধর্ম্ম গুণে পুরুষদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। অতএব ইহারা আকারে প্রভেদ বলিয়া কখন নীচ জাতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

যাহা হউক পুরুষদিগের সহিত স্ত্রীলোকদিগের কিছু বিশেষ আছে কি না?' অদ্য আমরা সেই বিষয় আলোচনা করিব। আমরা বলিয়াছি মূল বিষয়ে ইহারা এক, তবে আকার প্রকারে ভিন্ন ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহার মধ্যে যদি একদিকে পুরুষদিগকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় অন্যদিকে স্ত্রীলোকদিগেরও শ্রেষ্ঠতা আছে। বল, দৃঢ়তা, সাহস, গাম্ভীর্য্য, সূক্ষ্মদর্শিতা এসকল বিষয়ে পুরুষের প্রাধান্য দেখা যায়, আবার রূপ, কোমলতা, নম্রতা, প্রীতি, সরলতা, শোভানুভাবকতা ও বিশ্বাস এ সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের শ্রেষ্ঠতা মানিতে হয়। আমরা কোন বিশেষ পুরুষ বা স্ত্রীলোকের লক্ষণ বলিতেছি না, কিন্তু সমুদায় পুরুষজাতির ও সমুদায় স্ত্রীজাতির সাধারন গুণ এই।

যখন প্রায় সকল দেশে সকল জাতি মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের এই প্রকার ইতর বিশেষ দেখা যায় তখন ইহাদের পরস্পরের সাহায্য যে পরস্পরের সুখ ও উন্নতি তাহার সন্দেহ নাই। সমুদায় কঠিন গুণে মনুষ্য সুসজ্জিত, সমুদায় কোমল ভাবে বামাগণ ভূষিত। ইহাদের পরস্পরকে বৃক্ষ ও লতার ন্যায় তুলনা করা যায়। পুরুষেরা দৃঢ়কায় বৃক্ষের ন্যায়, স্ত্রীলোকেরা তাহার শোভা পুষ্পিত লতা স্বরূপ। যখন লতা বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া থাকে তখনই সে সরল হইয়া উঠিতে পারে এবং মনোহর কুসুম ধারণ করিয়া দিক্ সকল উ-

জ্বল করে; বৃক্ষ লতার সহযোগে পরম মনোহর হয়। অতএব স্ত্রী-লোকগণ পুরুষগণকে অবলম্বন করিয়া থাকিবে এবং পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের সাহায্যে কোমল ভাবে মনের সুখ ও আত্মার শোভা বর্দ্ধন করিবে। পুরুষদিগের সাহসে নির্ভর করিয়া স্ত্রীলোকেরা কেমন স্বচ্ছন্দে বাস করে। আবার স্ত্রীলোকদের কোমল স্বর শ্রবণ ও মধুর ভাব দর্শন করিয়া পুরুষদিগের সমুদায় শ্রান্তি কেমন দূর হয়।

পিতা, ভ্রাতা, স্বামী ও পুত্রের শাসন ও উপদেশে স্ত্রীলোকদিগের অশেষ মঙ্গল লাভ হয়। আবার মাতা, ভগিনী, ভার্য্যা ও কন্যার ভিন্ন ভিন্ন প্রীতি ভাবে সংসার কি রমণীয় জীবন কি সুখকর বেশ ধারণ করে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

কন্যার প্রতি মাতার চতুর্থ উপদেশ।

জ্ঞান ও কার্য্য।

মা হেমাঙ্গিনি! গতবারে আমি তোমাকে কুসংস্কারের বিষয় কিছু উপদেশ দিয়াছিলাম। সঙ্ক্ষেপে তাহার বিষয় যাহা বলিয়াছি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে তোমার মন ভবিষ্যতে আর ভ্রমে আচ্ছন্ন হইবে না, এবং ভাল মন্দ, সত্য অসত্য বিষয় সকল অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। কিন্তু মন হইতে শুদ্ধ কুসংস্কার সকল দূর হইলেই মনে করিও না যে বিজ্ঞ ও সৎ মনুষ্য হওয়া হইল, কুসংস্কার শূন্য হইলেই যে মনুষ্য মহৎ ব্যক্তি হয় এমত নয়। মনুষ্য কুসংস্কার শূন্য হইলে ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা বিচার করিতে সমর্থ হয় ইহা সত্য বটে, কিন্তু যিনি যে বিষয় ভাল বলিয়া জানেন অথচ কাজে তাহা করেন না, কিম্বা যিনি কোন বিষয় সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস করেন না, তাহার কুসংস্কার শূন্য হইয়াও যে ফল না হইয়াও সেই ফল।

কারণ যে রূপ জ্ঞান জন্মে সেই রূপ যদি কাজ না হয় তবে সে জ্ঞানে কি ফল? মনে কর, আমি এক জন মূর্খ ব্যক্তি আর এক জন অতি বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত; সুতরাং তিনি আমার অপেক্ষা সকল বিষয়ের সদ্বিচার করিতে সমর্থ, আমার অপেক্ষা তাহার বাকপটুতা আছে, আমার অপেক্ষা তিনি সর্ব্বাংশে জ্ঞানবান। কিন্তু তাহার যেরূপ জ্ঞান তাহার মত কাজ নয়। তিনি অপর লোকদিগকে উপদেশ দেন মিথ্যা কথা বলা অতি অন্যায়, কিন্তু তিনি স্বয়ং কার্য্যে শত সহস্রবার মিথ্যা কথা কহেন, তিনি মুখে বলেন দুঃখিলোকদিগের প্রতি দয়া করা উচিত, কিন্তু কাজের সময় দুঃখিলোকদিগকে দেখিলে দয়া

প্রকাশ করেন না, তিনি উত্তম রূপে জানেন যে অকারণে রাগ করা অনুচিত, কিন্তু অতি সামান্য দোষে দাস দাসীদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। অতএব আমি মূর্খ আর তিনি বিদ্বান্ বলিয়া কি প্রভেদ হইল। আমি যেমন বুঝি সেই রূপ কার্য্য করি, আমার মুখে এক রকম কাজে অন্য রকম নয়, কিন্তু তিনি ভিতরে এক রকম ও বাহিরে অন্য রকম হইয়া প্রতারকের ন্যায় কার্য্য করেন। তাহাকে ছদ্মবেশধারী বহুরূপী বলা যাইতে পারে। জ্ঞানের অনুরূপ কার্য্য না করিলে তাহাতে অধর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্ম সঞ্চয় হয় না। যিনি জ্ঞানের অনুরূপ কার্য্য না করেন তিনি লোকের নিকট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হন না, বরঞ্চ সকলে তাহাকে ভণ্ড ও অধার্ম্মিক জ্ঞান করিয়া থাকে।

আমাদিগের এই ভারতবর্ষে এক্ষণে উত্তমরূপ বিদ্যার আলোচনা হইতেছে, এখন অনেক লোক বিদ্বান্ হইয়াছেন, কিন্তু তথাপি ভারতবর্ষের উন্নতি হইতেছে না ইহার কারণ কি? ইহার একটী প্রধান কারণ এই যে এতদ্দেশীয় লোক সকল যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে সেরূপ কার্য্য সকল করিতেছে না। ইহাদিগের বক্তৃতাই সর্ব্বস্ব, কাজ কিছুই নয়। একারণ এদেশীয় শিক্ষিত লোকদিগের এই অপবাদই হইয়া গিয়াছে যে তাহাদিগের "কাজ অপেক্ষা কথা অধিক।"

আমাদিগের দেশের কোন্ শিক্ষিত ব্যক্তি না বুঝিয়াছেন যে স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া অতি আবশ্যক; কিন্তু প্রায় অধিকাংশ লোকই আপন আপন স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে মূর্খ করিয়া রাখিয়াছেন, তথাপি কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হয়েন না। তাহারা আবার আপনাদিগকে সভ্য ও বিদ্বান্ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। হায় কি আক্ষেপের বিষয়! আমাদিগের দেশের লোক সকল জ্ঞান লাভ করিয়া তদ্রূপ কার্য্য না করাতে দেশের কত অমঙ্গল হইতেছে! প্রিয়ে কুমারি! তুমি যদি আমাকে বল যে আমি কারপেটের ফুল বুনিতে শিখিয়াছি, কিন্তু আমি যদি তোমাকে ফুল বুনিতে বলি এবং তুমি তাহা বুনিতে না পার তাহা হইলে তোমার ফুল বুনিতে শিখা যেমন কোন কর্ম্মের হয় না, সেইরূপ যে সকল জ্ঞান ও উপদেশ লাভ করিবে তাহার মত কার্য্য করিতে না পারিলে সে জ্ঞান ও উপদেশ লাভে কোন ফল নাই। অতএব বাছা! যেরূপ জ্ঞান লাভ করিবে সেইরূপ কার্য্যও করিবে। আমি এমন অনেক বালক বালিকা দেখিয়াছি তাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করে—সকলকে ভাই ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিতে হয়, দীন হীন অন্ধ জনদিগের সাধ্যমত উপকার করা কর্ত্তব্য, কোন জীব জন্তুর প্রতি

নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না; কিন্তু তাহারা যে মাত্র বিদ্যালয় হইতে বাটী আসে তৎক্ষণাৎ হয়ত কোন খাবার দ্রব্য কিম্বা খেলিবার বস্তুর জন্য ভাই ভগ্নী, মাতা পিতাকে কটু বাক্য কহে, এবং পক্ষীর বাসা হইতে পক্ষিশাবক আনিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দেয় এবং পথিমধ্যে অন্ধ ব্যক্তিকে দেখিলে 'কাণা' বলে কিম্বা তাহার গাত্রে কোন দ্রব্য ছুড়িয়া দিয়া তাহাকে মনো দুঃখ ও কষ্ট দেয়। এপ্রকার অসচ্চরিত্র বালক বালিকাদিগের বিদ্যা শিক্ষা করা নিরর্থক। তাহাদিগের পিতা মাতা বৃথা তাহাদিগের নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করিতেছেন। যে প্রকার শিক্ষা পাইবে সেই রূপ কার্য্য যদি বাল্যকাল হইতে করিতে চেষ্টা না কর তবে বয়স বৃদ্ধি হইলে অত্যন্ত জ্ঞান লাভ করিলেও তাহারমত কাজ করিতে কখন পারিবে না। কারণ বাল্য কাল একটী কোমল লতার ন্যায়। যেমন লতাকে যেদিকে নোয়াতে ইচ্ছা কর সেই দিকেই অনায়াসে নোয়ান যায়, সেইরূপ লতার ন্যায় কোমল স্বভাব বাল্যকালকে যে দিকে লইয়া যাও সেই দিকে যায়। যদি বাল্যকাল হইতে সদুপদেশের মত কার্য্য করিতে চেষ্টা কর তবে চিরকালই সৎ উপদেশ সকল পালন করিতে ইচ্ছা হইবে; কিন্তু যে রূপ শিক্ষা পাইবে বাল্য কাল হইতে যদি তাহারমত কার্য্য না কর তাহা হইলে চিরকাল অসৎ কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে।

অতএব হেমাঙ্গিনি! সাবধান হও, দেখিও যেন দুষ্ট বালক বালিকাদিগের সঙ্গে থাকিয়া উপদেশ সকল লঙ্ঘন করিও না। যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা করিবে সেইরূপ কার্য্য করিবে, তাহার অন্যথা কদাচ করিও না। জ্ঞান লাভ করিয়া যদি তাহারমত কাজ না কর তবে বিদ্যা শিক্ষা করায় কোন প্রয়োজন নাই, সে রূপ বিদ্যা লাভ করিয়া কি ফল হইবে? শুদ্ধ জ্ঞানবান, এমন লোক আমাদিগের দেশেত সহস্র সহস্র আছে, তাহাদিগের দ্বারা অপকার ভিন্ন উপকার হইতেছে না। কারণ মূর্খ ও নির্ব্বোধ লোকেরা বিদ্বান্ লোকদিগকে অন্যায় কর্ম্ম সকল করিতে দেখিয়া মনে করে অতবড় বিদ্বান্ লোক এই রূপ কর্ম্ম করিতেছে তবে আমরা মূর্খ লোক, কেন না করিব?

তাহাদিগকে যদি কোন সদ্ব্যক্তি বলেন তোমরা ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার জন্য যে অর্থ ব্যয় কর তাহা ব্রাহ্মণদিগকে দাও কেন? দীন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে দান করিলে ধর্ম্ম সঞ্চয় হইবে। তাহাতে তাহারা উত্তর করে যে "ইস্ ইনি বড় বিদ্বান্ হয়েছেন, অমুক ঘোষের মত, কি অমুক বাবুর মত কেহ বিদ্বান্ আছেন? তাহাদিগের কাছে আপনারাত দাড়াতে পারেন না"। তারা যারে মা বাপের শ্রাদ্ধ করিয়া

কত শত ব্রাহ্মণদিগকে দান ক-চ্ছেন, তাতে আমরা কর্‌ব তার আবার কথা?

হেমাঙ্গিনি! বাছা বুঝিয়া দেক যাহারা শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়া-ছেন, কিন্তু তাহার মত কিছুই কাজ করেন না তাহাদিগের অসৎ কর্ম্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা কত ব্যক্তি অসৎকর্ম্মশীল হইতেছে।

অতএব বাছা! বারবার তো-মাকে উপদেশ দিতেছি যেরূপ জ্ঞান শিক্ষা পাইবে সেইরূপ কার্য্য করিবে,নতুবা তোমাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়া কোন সুখোদয় না হইয়া কেবল দুঃখেরই বৃদ্ধি হইবে।

ধন উপার্জ্জনের একটী প্রধান উপায় বিদ্যা। দরিদ্র ব্যক্তিও বিদ্যা দ্বারা ধনবান হইতে পারেন। অতএব যাহারা বিদ্বান্‌ হইয়া দুশ্চরিত্র হয়েন তাহাদিগের ধন দ্বারা কেবল দুষ্কর্ম্ম বর্দ্ধিত হয়। এনিমিত্ত অগ্রে বলা হইয়াছে বিদ্বান্‌ হইয়া যদি সৎকর্ম্মশীল ও সচ্চরিত্র না হয় তবে সে বিদ্যা দ্বারা কেবল দুঃখ ও অমঙ্গল বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ বিদ্যা শিক্ষা ক-রিবার প্রধান কার্য্য আপনার উন্নতি সাধন করা। কিন্তু উন্নতি সাধন কি কেবল অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে হয়? না বহুবিধ পুস্তক পড়িলে হয়? না বড় বড় সভায় বড় বড় বক্তৃতা করিতে পারিলে হয়?

এসকলের দ্বারা যথার্থ উন্নতি হয় না। যথার্থ উন্নতি সাধন করিতে হইলে, যেমন জ্ঞানের চর্চ্চা তেমনি কাজের আলোচনা চাই। এক জন ব্যক্তির গাত্রে পঙ্ক লা-গিয়াছে, তিনি উত্তমরূপ জানেন যে পাঁক গাত্র হইতে ধুয়ে না ফেলিলে গাত্র অতিশয় দুর্গন্ধ ও অপরিষ্কার থাকিবে, কিন্তু তিনি কাজে তাহা করিলেন না। অত-এব তাহার এপ্রকার জানাতে কোন ফল হয় না, যেমন দুর্গন্ধ ও অপরিষ্কার গা পূর্ব্বে ছিল সেই রূপই থাকে। সেইরূপ যিনি জা-নেন যে সত্যবাদী হওয়া উচিত, ধর্ম্ম কর্ম্মশীল হওয়া কর্ত্তব্য, কাম ক্রোধ লোভ মোহ দ্বেষ হিংসা ই-ত্যাদির বশীভূত হওয়া অন্যায়, পরোপকার সাধনে এবং বিশুদ্ধ চরিত্র করিতে কায়মনোবাক্যে যত্ন-শীল হওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু কার্য্যের সময় সেরূপ কিছু করেন না,তিনি আপনার উন্নতি লাভ করিতে পা-রেন না। অতএব আপনার যথার্থ উন্নতি করিতে ইচ্ছা থাকিলে যে-মন জ্ঞান শিখিবে তেমনি কাজ করিবে।

—০—

শ্বেত ভল্লুক।

উত্তরহিমসাগরে গ্রীন্‌লণ্ড নামে একটি দ্বীপ আছে। এখানে শ্বেতবর্ণের ভল্লূক সকল দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এদেশে যে সকল ভালূক দেখি, ইহারা তা-হাদের অপেক্ষা অনেক বৃহৎ এবং দেখিতেও অতি সুন্দর। ইহারা
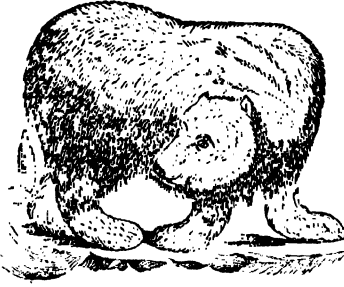
মৎস্য এবং অন্য জলজন্তু সকল আহার করে। ইহারা কখন স্থলে থাকে, কখন বা উত্তর মহাসাগরে অনেক দূরে বরফরাশির উপরে ভাসিতে থাকে। অত্যন্ত শীতল বরফের উপর থাকিতে হয় বলিয়া করুণাময় পরমেশ্বর ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ঘনলোমে ঢাকিয়া দিয়াছেন তাহাতেই ইহারা সচ্ছন্দে বাস করে; কোন ক্লেশই পায় না।

শ্বেত ভল্লুকদের সন্তানের প্রতি অতি আশ্চর্য্য স্নেহ। বিলাতের কতকগুলি লোক সুমেরুর* নিকট জলপথে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে যে একটি ঘটনা হইয়াছিল পরে প্রকাশ করিতেছি। পাঠিকাগণ! তোমরা ইহাতে পশুদিগের মনের ভাব অনেক বুঝিতে পারিবে।

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে এমত সময়ে মাস্তুলের উপর হইতে একব্যক্তি দেখিতে পাইল যে, বরফের উপর দিয়া তিনটি ভালুক অতি দ্রুতবেগে আসিতেছে এবং তাহারা ক্রমে ক্রমে জাহাজের নিকট আসিবারই উপক্রম করিতেছে। সে তৎক্ষণাৎ আর আর সকল লোককে সংবাদ দিল।

জাহাজের লোকেরা কিছুদিন পূর্ব্বে একটা সিন্ধুঘোটক* মারিয়াছিল এবং বরফের উপর তাহার মাংস দগ্ধ করিতেছিল ভালুকেরা তাহারই গন্ধ পাইয়া আসিতেছিল।

ইহাদের মধ্যে একটি ভল্লুকী, এবং আর দুইটি তাহার শাবক। তাহারা অগ্নির দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিল এবং জ্বলন্ত শিখার মধ্য হইতে মাংস বাহির করত লোলুপ † হইয়া আহার করিতে লাগিল।

জাহাজের লোকেরা কৌতুক দেখিবার জন্য সিন্ধুঘোটকের মাংস থাবা থাবা করিয়া বরফের উপর ফেলিয়া দিতে লাগিল। ভল্লুকী একা সেগুলি কুড়াইতে লাগিল। পরে একদিকে আপনার জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিয়া শাবকদিগকে অবশিষ্ট সমুদায় ভাগ ভাগ করিয়া দিতে লাগিল।

অতঃপর ভল্লুকী যেমন শেষবার মাংস খণ্ড লইতে আসিবে, জাহাজের লোকেরা শাবক দুটিকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিল। ভল্লুকীও একটি গুলি খাইয়া গুরুতর আঘাত পাইল, কিন্তু তাহাতে তাহার মৃত্যু হইল না। এখন সে

* পৃথিবীর উত্তর সীমা। বা, বো, ৩ সংখ্যা-৭১ পৃ, দেখ।

* চারুপাঠ প্রথম ভাগে এই জন্তুর সবিশেষ বিবরণ আছে।

† লোভী, পেটুক।

অতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল কিন্তু তথাপি মাংসখণ্ড অস্থি যন্ত্রের সহিত মুখে করিয়া চলিতে ছাড়িল না। পরে পূর্ব্বের মত তাহা ভাগ ভাগ করিয়া শাবকদের সম্মুখে রাখিল। কিন্তু দেখিল তাহারা আর খাইতে আইসে না। তখন সে থাবাদিয়া আগে একটিকে পরে অন্যটিকে নাড়িতে লাগিল এবং তাহাদিগকে উঠাইবার জন্য নানা প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এই সময়ে সে অতি কাতরভাবে আর্ত্তনাদ* করিতে লাগিল। কিন্তু যখন কিছুতেই তাহাদের কোন সাড়া শব্দ পাইল না, তখন ফিরিয়া চলিল। একটু দূরে গিয়াই পাছুদিকে একদৃষ্টে চাহিয়া গোঁয়াইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতেই স্থির থাকিতে পারিল না। আবার আসিয়া তাহাদের শরীরের চারিদিক্ শুঁকিতে লাগিল এবং আহতস্থান চাটিতে আরম্ভ করিল। পরে আর একবার ফিরিয়া চলিল। কিন্তু গুড়ি মারিয়া কয়েক পা গিয়াই পুনর্ব্বার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। এবং কিছুক্ষণ অস্পষ্টস্বরে রোদন করিতে করিতে দাঁড়াইয়া রহিল।

যখন দেখিল তাহার শাবকেরা তথাপি তাহার পাছু পাছু যায় না, তখন সে আবার ফিরিয়া আসিল এবং অত্যন্ত স্নেহের সহিত প্রথমে একটি পরে অপরটির চারিদিক্ থাবাদিয়া নাড়িতে এবং অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

অবশেষে যখন তাহাদিগকে এককালে অসাড় এবং নির্জ্জীব দেখিল, তখন হতাশ হইয়া জাহাজের দিকে মাথাটি তুলিয়া রহিল। বোধ হইল যেন হত্যাকারীদিগকে অভিশাপ দিতেছে। জাহাজের লোকেরা আর বিলম্ব না করিয়া তাহার উপর গুলি বৃষ্টি করিল। হতভাগ্য ভল্লুকী শাবক দুটির মধ্যস্থলে পতিত হইল এবং তাহাদিগের শরীর লেহন* করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল।

উন্নতি।

পৃথিবীর ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, কি পর্ব্বত নিবাসী অসভ্য জাতি, কি সভ্য ইংরাজ, কি বাঙ্গালী সকলেরই দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। কিসে সদ্বিষয়ের উন্নতি ও অসদ্বিষয়ের দুর্গতি হয়, এখন প্রায় সকল লোকের এই রূপ কামনা হইয়াছে। আমাদের দুর্ভাগা বামাগণেরও অবস্থা এখন পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বামাগণ! তোমাদের দুঃখ নিশা দিন দিন অবসান হইয়া সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইতেছে।

* অস্পষ্ট স্বরে রোদন।

* স্নেহের সহিত চাটিতে চাটিতে।

এখন সকলেই তোমাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া কায়মনোবাক্যে তোমাদিগের দুঃখ মোচন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তোমাদিগকে বিদ্যা ধর্ম্মে ও ধন মানে সৌভাগ্যবতী করিবার মানসে কত জ্ঞানবান লোক কত উপায় অন্বেষণ করিতেছেন, কত লোক স্থানে স্থানে বালিকাবিদ্যালয়, স্ত্রীবিদ্যালয়, শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপন করিতেছেন, কত ব্যক্তি তোমাদিগের পাঠের উপযোগী পুস্তক সকল প্রচার করিতেছেন, কত সচ্চরিত্র সাধু তোমাদিগের আত্মার উন্নতির নিমিত্তে স্থানে স্থানে উপাসনালয় স্থাপন করিতেছেন, কত লোক ঈশ্বর নিয়মের অনুকূল বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিতে যত্নবান হইতেছেন। এত দিনের পর তোমাদের দুঃখ দূর হইবার উপক্রম হইয়াছে। হায়! এদেশের সরলা স্ত্রীগণের কি কষ্ট না সহ্য করিতে হয়! তাঁহাদিগের যত দিন স্বামী বর্ত্তমান থাকে তত দিন আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন থাকেন, কিন্তু স্বামীর মৃত্যু হইলেই কি শ্বশুর কুলের কি পিতৃকুলের কি মাতৃকুলের সকল লোকই তাহাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে নানা প্রকারে কষ্ট প্রদান করে। একেত বিদ্যা ও ধর্ম্মোপদেশবিহীনা, অবলা বিধবাগণ স্বামীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় অস্থির, তাহাতে আবার আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি পরিবারের যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হইতে হয়। আহা! তাহাদিগের দুঃখ দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির চক্ষে এক বিন্দুমাত্রও জল না আইসে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকাতে কত অপকার ও প্রচলিত থাকাতে যে কত উপকার তাহা অনায়াসে সকলে বুঝিতে পারেন। এক্ষণে দেশহিতৈষী মহোদয়গণের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন এই দুর্ভাগা বঙ্গদেশের বিদ্যা ধর্ম্মহীনা অবলা বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ, কার্য্যে প্রচলিত করিতে আর কাল বিলম্ব না করেন।

পাঠিকাগণ! এই বামাবোধিনীতে যখন বিবাহের বিষয় লেখা হইবে তখন বিধবা বিবাহের বিষয় ভাল রূপ করিয়া লেখা যাইবে। সংপ্রতি একটী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে তাহার বিষয় নূতন সংবাদ মধ্যে প্রকাশ করা হইল; পাঠ করিলে নিঃসন্দেহ আনন্দিত হইবে।

কুসংসর্গ

বাল্যকালে যাহারা যেরূপ সংসর্গে থাকে তাহারা সেইরূপ চরিত্র প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ যে সকল বালক বা বালিকা অসৎসঙ্গে থাকে তাহারা অসৎ হয় আর যাহারা সৎ সংসর্গে থাকে তাহারা সৎ হয়। অতএব যাহাদের সৎ হই-

বার ইচ্ছা আছে তাহাদের সকলেরই সংসঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য। নতুবা অনেক কষ্ট পাইতে হইবে।

অসৎ সঙ্গের অশেষ দোষ। যেমন এক কলসী দুগ্ধে একটু দধি বা অন্য কোন মন্দ দ্রব্য প্রদান করিলে সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যায়, সেই রূপ কোন সংসর্গে একজন মাত্র অসৎ লোক থাকিলেও সকলের চরিত্র মন্দ হইবার সম্ভাবনা। তজ্জন্য সকলেরই প্রথম হইতে কুসংসর্গ পরিত্যাগ করিতে সাবধান হওয়া আবশ্যক৷ যাহারা সর্ব্বদা অসৎ সঙ্গে থাকে (কিন্তু বাস্তবিক নিজে তাহারা অসৎ নহে) লোকে তাহাদিগকে অসৎ মনে করে। যদিও তাহাতে তত দোষ নাই কিন্তু অসৎ সঙ্গে থাকিলে প্রায় সকলেরই চরিত্র দূষিত হইতে পারে। অসৎ সঙ্গে থাকিলে যে চরিত্র মন্দ হয় তাহার কারণ এই—

১ম। অভ্যাস।—যদি কোন স্বাভাবিক সচ্চরিত্র ব্যক্তি অসৎ সঙ্গে থাকে তাহারও চরিত্র দূষিত হয়। মনে কর কোন ব্যক্তির শৈশব কালে সুরাপানে অত্যন্ত দ্বেষ ছিল কিন্তু সে যদি মদ্যপায়ীদিগের সংস্রবে থাকে তবে তাহারও অভ্যাস বশতঃ সুরাপানে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে। স্বভাব সকলের চেয়ে প্রবল বটে কিন্তু অভ্যাস দ্বারা তাহারও অন্যথা দেখা যায়। মনুষ্যের মনে এক প্রকার স্বাধীন ভাব আছে, তাহা দ্বারা মানুষ সৎ, অসৎ দুই পথেই যাইতে পারেন। স্বাধীন মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইতর জন্তুদিগকে যদি অভ্যাস করান যায় তাহা হইলে তাহাদিগকেও আপন আপন সংস্কারের বিপরীত কাজ করিতে দেখা যায়। কত কত কুকুর, বিড়াল, সিংহ, ও ব্যাঘ্রকে আপনার হিংস্র স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব ধারণ করিতে দেখা ও শুনা গিয়াছে।

চরিত্র মন্দ হইবার কারণ যেমন কুসংসর্গ এমন আর দ্বিতীয় নাই। কত কত নীতিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি কুসংসর্গের অনেক নিন্দা করিয়া গিয়াছেন এবং অনেকানেক সুশিক্ষক অসৎ সঙ্গকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে ভূরি ভূরি উপদেশ দিয়াছেন। আপন আপন সন্তানকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করিতে যাহাদের ইচ্ছা আছে, তাহাদিগের প্রথম হইতে সন্তানগণকে সৎ সঙ্গে থাকিতে এবং অসৎ সঙ্গ হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু এতদ্দেশের অনেক অশিক্ষিত লোকে সন্তানের সংসর্গ বিষয়ে তাদৃশ দৃষ্টি রাখেন না, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক দিগের এ বিষয়ে কিছুমাত্র যত্ন বা মনোযোগ দেখা যায় না। কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে মাতা স্বয়ং গল্প ও খেলা করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট, এবং মিথ্যা কথন, প্রতারণা, হিংসা, কলহ প্রভৃতি

কুকর্ম্ম করিয়া কন্যা ও পুত্রগণের আদর্শ* স্বরূপ হন এবং মাতৃ সঙ্গই তখন তাহাদের অসৎ সঙ্গের ন্যায় হয়।

অসৎসঙ্গে থাকিলে মন্দ হইবার আর একটী প্রধান কারণ অনুচিকীর্ষা †। যে যেমন সংসর্গে থাকে সে সেইরূপ দোষ গুণ সকল গ্রহণ করে বিশেষতঃ সন্তানেরা শৈশব সময়ে পিতা মাতাকে যেরূপ কাজ করিতে দেখে সেইরূপ করিতে শিক্ষা করে, সুতরাং সন্তানগণ যদি মাতাকেই কড়ি খেলিতে, মিথ্যাকথা কহিতে এবং গল্প ও কলহ করিয়া সময় নষ্ট করিতে দেখে তাহা হইলে তাহারাও সেইরূপ করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এইরূপে গৃহে মাতাই সন্তানগণের মন্দ আদর্শ হইয়া তাহাদের অসৎ চরিত্রের কারণ হন।

এদিকে আবার বাহিরে সন্তানেরা সহচর দিগের সহিত কিরূপ ক্রীড়া কৌতুক করে ও শিক্ষকদিগের কাছে কিরূপ উপদেশ ও শিক্ষা পায় তাহার তত্ত্ব লয়েন না। অনেকে আপন সন্তানকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, সেখানে সন্তান কিরূপ লেখা পড়া শিখিতেছে তাহার অনুসন্ধান করেন না। তথায় বালকেরা গুরুমহাশয়ের অসৎ উপদেশ এবং পাঠশালায় মন্দ বালকদিগের সংসর্গ দোষে অতিশয় অসচ্চরিত্র হইয়া আপন আপন পিতা মাতাকে তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ম্মের প্রতিফল দেয়। এইরূপ কুসংসর্গদ্বারা কত কত বালক অসৎ হইয়াছে এবং কত পিতা মাতার শোকানল প্রজ্বলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। অতএব সকলেরই স্ব স্ব সন্তানগণের সংসর্গ ও চরিত্র বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

—০—

বামাহিতার্থীর আশা।

(১৩৩ পৃষ্ঠার পর)

ঈশ্বর প্রসাদে পেলে সন্তান সন্ততি,
তাঁহার পদেতে আগে করিবে প্রণতি।
জানিবেন আপনার গুরুতর ভার,
সাবধানে পালিবেন কুমারী কুমার।
শরীররক্ষার তরে যতেক যতন,
মনের উন্নতি হেতু আরো প্রাণপণ।
ভয় লোভ বাল্য হতে শিক্ষা নাহি পায়,
সত্য পথে তাহাদের মন যাতে ধায়।
এই রূপ উপদেশ গল্প নানা মত,
করিয়া শিশুর আত্মা করিবে উন্নত।
গৃহিণী হইয়া সব গৃহ কার্য্য ভার,
সুনিয়মে সুখে দুঃখে করিবে সুসার;
পরহিংসা পরগ্লানি করি পরিহার,
সাধ্যমত করিবেন পর উপকার।
পরিবারে যদি কেহ হয় দুরাচার,
সাবধানে ধর্ম্ম পথে করিবে উদ্ধার।
বৃথা ধন মান লাভে না করি যতন,
করিবে সংসার ধর্ম্ম ধর্ম্মের কারণ।

* যাহা দেখিয়া কোন বিষয় শেখে তাহাকে আদর্শ বলে।

† যাহা দ্বারা কোন বিষয় দেখিয়া ঠিক সেই রূপ করিতে পারাযায় সেই ক্ষমতাকে অনুচিকীর্ষা বলে।

সব কর্ম্মে ঈশ্বরেতেঁ রাখিবেক মন,
তাঁর প্রিয় কার্য্য সদা করিবে সাধন।
কভু সুখ কভু দুঃখ সংসার লক্ষণ,
আয় বুঝে ব্যয় করি রবে সুখী মন।
লোক লৌকিকতা তরে করি আড়ম্বর,
না করিবে ঋণ ভারে পতিকে কাতর।
ঘোরতর দুঃখ যদি করয় পীড়ন,
ধীর মনে দৃঢ়পণে করিবে বহন।
ন্যায়মতে দ্বিপ্রহরে শাকান্ন আহার,
ধন্য বলি বিভু পদে দিবে নমস্কার।
স্বামীর যদ্যপি হয় সম্পদ অতুল,
একবারে তাহাতে না হইবে বাতুল।
পরিমিত ব্যয় যত করি সমাধান,
নানামতে জগতের সাধিবে কল্যাণ।
সম্পদ বিপদ যিনি করেন প্রেরণ,
সমভাবে সদা তাঁতে রাখিবেক মন।
কবে বামাগণ হয়ে সুশিক্ষিতমনা,
হিতকর নানা গ্রন্থ করিবে রচনা।
জ্ঞানশিক্ষা ধর্ম্মদীক্ষা করিবেন দান,
প্রাণপণে স্বজাতির সাধিবে কল্যাণ।
বিবাদ কলহস্থানে হইবে সদ্ভাব,
আলস্য ঘুচিয়া হবে পরিশ্রম লাভ।
রূপের স্থানেতে হবে গুণের গৌরব,
স্বার্থ ছাড়ি ধর্ম্মে মন দিবে নারী সব।
সতীত্ব, নম্রতা, লজ্জা, দয়া, সুশীলতা,
ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধু চেষ্টা, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা;
সকল পবিত্র গুণ করিয়া ভূষণ,
গৃহ লক্ষ্মীসম শোভা করিবে ধারণ।
কবে অন্তঃপুরে হবে নারীর সমাজ,
হইবে ঈশ্বরপূজা নানাসাধু কাজ।
কবে ভ্রম মোহ সব হইবে সংহার,
সত্য ধর্ম্ম সকলের হবে কণ্ঠ হার;
ধর্ম্মের অধীন নারী হইবে স্বাধীন,
নর আনন্দে সুখী রবে চিরদিন।

নূতন সংবাদ।

১ ম।—ঈশ্বর প্রসাদে আমাদের এই বামাবোধিনী কএকটী সুহৃদের অপ্রতিহত যত্নে গত বৎসরের ভাদ্র মাস হইতে নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া এই শ্রাবণ মাসে এক বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইল।

২ য়।—আমরা অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে সম্প্রতি ঢাকায় একটী স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বালিকাবিদ্যালয়ের ন্যায় স্ত্রীবিদ্যালয়ও এখন স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বিগত ১৭ই আষাঢ় তারিখে খাঁটুরা গ্রামের উত্তর বাগাঁচড়া নামক গ্রামে একটী স্ত্রীবিদ্যালয় ও একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালিদিগের যে রূপ মনের ভাব তাহাতে বালিকা বিদ্যালয়ের ন্যায় যেখানে সেখানে প্রকাশ্য স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হওয়া কোন মতে উচিত বোধ হয় না। কারণ স্বচ্চরিত্র সাধু ভিন্ন প্রায় কাহারও চরিত্রের উপর ভালরূপ বিশ্বাস করা যায় না।

কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মবন্ধু সভা বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা যে রূপ পদ্ধতি ক্রমে চালাইতেছেন এখন স্থানে স্থানে সেই রূপ প-

দ্ধতি অনুসারে যাহাতে বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করা হয় সেইরূপ সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

যত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষদিগের মন বিশুদ্ধ না হইবে তত দিন তাহাদিগকে এক সঙ্গে এই ভয়ানক সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া কোন মতে যুক্তি সঙ্গত ও কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। স্ত্রীলোকদিগকে প্রকাশ্য স্থলে লইয়া গেলে যে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এরূপ মনে করা অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক।

মনুষ্যের দুই প্রকার স্বাধীনতা। সামাজিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। সামাজিক স্বাধীনতা অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারে কিন্তু আন্তরিক স্বাধীনতাই কঠিন। এই হেতু আত্মার স্বাধীনতাই যথার্থ স্বাধীনতা, ঈশ্বরের অধীন হইয়া মনের প্রবৃত্তি সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করা যথার্থ স্বাধীনতা। অনেকে এরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে যদি পুরুষেরা প্রকাশ্য স্থানে যাইতে পারেন তবে স্ত্রী লোকেরা কেন যাইতে পারে না। তাহার উত্তর এই যে, এই বঙ্গদেশে স্বাধীন পুরুষ অতি অল্প ও বিরল। যে ব্যক্তি মনের প্রবৃর্ত্তির উপর কর্ত্তৃত্ব রাখিয়া ঈশ্বরের অধীন হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তিনিই কেবল স্বাধীন পুরুষ। আর সকলই অধীন। অতএব প্রকাশ্য স্থানে যথা ইচ্ছা গমনাগমন করিলে যে স্বাধীন হওয়া যায় এমত নহে।

(স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য স্থানে বাহির হইলে যখন কিছু মাত্র উপকার না হইয়া কেবল অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তখন প্রকাশ্য স্থলে যাওয়া ঈশ্বরের নিয়ম বিরুদ্ধ আচরণ করা হয়। অতএব ইহাকে যথার্থ স্বাধীনতা না বলিয়া স্বেচ্ছাচারিতা বলা যায়। তাহারা বাহির হইলেই ইন্দ্রিয় পরাধীন দুরাত্মারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া এক কালে বিনাশ করিয়া ফেলিবে অতএব এরূপ অনুচিত কর্ম্মে এখন কাহার যোগ দেওয়া উচিত বোধ হয় না।)

স্ত্রীলোকদিগকে প্রকাশ্য স্থলে বাহির করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে তাহাদিগের কুৎসিত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মোপদেশে তাহাদিগের কোমল মনকে অটল করা কর্ত্তব্য। এদেশের স্ত্রীলোকদিগের যেরূপ পরিচ্ছদ ও যেরূপ সরল অন্তঃকরণ তাহাতে তাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ অসৎ ব্যক্তিগণের দ্বারা অনায়াসে কুপথে আনীত হইতে পারে। এজন্য ব্রাহ্মবন্ধু সভার প্রণালী অনুসারে বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ যুক্তিসঙ্গত বোধ হয়।

সম্প্রতি ঢাকার ঐ স্ত্রী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে পরীক্ষার ফল দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হওয়া গেল। ঈশ্বর করুন যেন ঐ স্ত্রীবিদ্যা-

লয় সচ্চরিত্র সাধুদিগের নিয়মাধীন থাকিয়া দিন দিন উন্নতিশীল হয়।

৩।—সতীত্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য কোন স্ত্রীর বীরত্ব।

"অহম্মদাবাদের* নিকট কোন গ্রামে একটী গৃহস্থের কন্যার সহিত একটী ভদ্রলোকের বিবাহ হইয়াছিল। কন্যাটী যাবৎ শিশু ছিল ততদিন মাতৃগৃহে বাস করিত; পরে বয়স প্রাপ্ত হইলে তাহার স্বামী এক দিবস তাহাকে আপন বাটীতে আনিতে যায়। স্ত্রীকে লইয়া বাটী আসিতেছে এমন সময় পথি মধ্যে কোন জমীদার ঐ স্ত্রী লোকটীর রূপ লাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া জনৈক লোক দ্বারা তাহাকে আপন বাটীতে আনিয়া কোন গৃহ মধ্যে রুদ্ধ করেন। পরিশেষে ঐ দুরাত্মা পাষণ্ড আপন দুষ্ট অভিসন্ধি সাধন মানসে গৃহে প্রবেশ করিলে ঐ সতী নারী একখান তরবার দ্বারা এক কালে তাহার শিরঃছেদন করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি পাইলেন না, অতঃপর অপর দুইজন দুরাত্মা যথাক্রমে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহাদিগেরও ঐ রূপে মুণ্ডচ্ছেদন করেন।

ধন্য! সেই সতী স্ত্রীর সাহস! বামাগণ! এই স্ত্রী লোকটী বিপদ কালে কেমন সাহসের কার্য্য করিয়া আপন বিশুদ্ধ সতীত্ব-ধর্ম্ম রক্ষা করিলেন। এই রূপ বিপদকালে সাহস প্রকাশ করাই প্রশংসার কার্য্য।

* ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে সিন্ধু নদীর সন্নিহিত গুজরাট উপদ্বীপের রাজধানী।

৪র্থ।—সুবিখ্যাত হেয়ার সাহেবের নামে কতকগুলি টাকা সঞ্চিত আছে। যাহারা উৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে পারেন ঐ টাকা হইতে তাহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু তৎ কার্য্য দ্বারা বিশেষ উপকার হইতেছে না, এনিমিত্ত কলিকাতার নিমতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয় মানস করিয়াছেন, যে সকল ব্যক্তি স্ত্রীলোকদিগের পাঠের উপযুক্ত পুস্তক সকল রচনা করিবেন ঐ টাকা হইতে তাঁহাদিগকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই বিষয় বিবেচনা করিবার জন্য সংপ্রতি একটী সভা হইবে।

আমাদিগের মতে প্যারীচাঁদ বাবুর উদ্দেশ্যটী অতি উত্তম হইয়াছে। তদনুরূপ কার্য্য হইলে অধিক উপকার দর্শিতে পারে।

বামাগণের হিতার্থে যিনি যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন তিনিই বামাবোধিনীর পরম হিতকারী সুহৃদ।

৫ম।—কলিকাতাস্থ কোন ভদ্র লোকের গৃহে স্ত্রীগণের উপাসনার নিমিত্ত একটী উপাসনালয় সংস্থাপিত হইবে।

বাগআঁচড়া গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের উপাসনার নিমিত্ত একটী

উপাসনালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং সুচারুরূপে ঈশ্বরের উপাসনা কার্য্য চলিতেছে। তাহাদিগের মনে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের ভাব এরূপ প্রবল হইয়াছে যে তাহারা কোন স্থানে ঈশ্বর বিষয়ক কোন কথা বা সঙ্গীত শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করে। এমন কি উপাসনার ব্যাঘাত হয় বলিয়া তাহারা কলহ বিবাদ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছে।

৬ষ্ঠ।—কিছুদিন গত হইল শ্রীযুক্ত বাবু কাশীকান্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ঢাকায় একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবার উদ্দেশ্য এই যে ঐ বিদ্যালয়ে বয়স্থা স্ত্রীগণ উত্তমরূপে শিক্ষা পাইয়া অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

দেশীয় শিক্ষয়িত্রীর অতিশয় আবশ্যকতা হইয়াছে। এখন যে সকল বালিকাবিদ্যালয় দেখা যায় তাহাতে হয় সচ্চরিত্র পুরুষ শিক্ষকতা করেন, নয় বিবি শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হন। বিবি শিক্ষয়িত্রী দ্বারা শিল্পকর্ম্মের বিশেষ উপকার হইতে পারে বটে কিন্তু লেখাপড়ার ভালরূপ উপকার হয় না যদি ঢাকার ঐ শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বয়স্থা স্ত্রীগণ উত্তমরূপ শিক্ষা পাইয়া বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হন তাহা হইলে এদেশের অশেষ মঙ্গলসাধন হইতে পারিবে।

৭ম।—বিগত ১৯ শে শ্রাবণ মঙ্গলবার রাত্রে কলুটোলায় শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাসায় চোরবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত *** মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কামিনী দেবীর সহিত জিলা যশোহরের অন্তর্গত মামুদপুর নিবাসী মৃত গঙ্গানারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে ভিন্ন জাতিতে শুভ বিধবা বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

কন্যার দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রথম বিবাহ হয় এবং ঐ বৎসরেই তিনি বিধবা হন। এখন তাহার প্রায় ১৭ বৎসর বয়স। পার্ব্বতী বাবুর বয়স প্রায় ২৪ বৎসর। এই তাহার প্রথম বিবাহ। কন্যার পিতা বিবাহ কালে উপস্থিত থাকিয়া পাত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে বিশুদ্ধ প্রণালী অনুসারে ভিন্ন জাতির সহিত ভিন্ন জাতির বিবাহের এই প্রথম সূত্র পাত হইল। বিধবাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দিবার জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সর্ব্ব প্রথমে প্রস্তাব করেন। তৎপরে সুবিখ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত ও কার্য্যে

পরিণত করিবার নিমিত্ত কত কষ্ট ও কত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখন পর্য্যন্তও বিধবাবিবাহ প্রচার করিতে যত্নের ত্রুটি করিতেছেন না। কিন্তু তিনি ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ভিন্ন জাতিতে বিবাহ দিবার প্রথা এই ১৯শে শ্রাবণ প্রথম প্রচলিত করিলেন। ইনি যে বঙ্গদেশের চিরসেবিত কুসংস্কার ও বদ্ধমূল কুপ্রথা সকল ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট করিয়া সত্য ধর্ম্মের রাজ্য বিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সকলেই স্পষ্ট রূপ বুঝিতে পারিতেছেন। পাঠিকাগণ! এই বিবাহটী সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে।

—০—

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে যাঁহারা গত বৎসর ভাদ্র মাসে অগ্রিম মূল্য দিয়াছিলেন এই মাসে তাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিশেঃসিত হইয়া গেল; অতএব ভাদ্র মাসের মধ্যে বামাবোধিনী কার্য্যালয়ে স্ব স্ব অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিবেন।

এই বৎসরের আর আট মাস অবশিষ্ট আছে, এজন্য দুই মাসের তিন আনা ও বাকী ছয় মাসের আট আনা মোটে এগার আনা পাঠাইবেন।

অগ্রিম মূল্য পাইতে বিলম্ব হইলে পত্রিকা পাঠন বন্ধ করিতে হইবে।

যাঁহারা এমাসে অগ্রিম মূল্য দিয়াছেন, স্থানাভাবে তাহাদিগের নাম প্রকাশ করা হইল না আগামী বারে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

বামাবোধিনী পত্রিকার ১ম ভাগ-১ম খণ্ড ভাল বাঁধান মূল্য ৸৶০ আনা।

ঐ সামান্য বাঁধান মূল্য ৷৷৶০ আনা।

ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

—০—

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

"শিশুপালন ১ম ভাগ" শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র দেব কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার মুদ্রিত মূল্য ৷৷০ আনা। এবারে স্থানে স্থানে পরিত্যক্ত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই পুস্তক খানি বামাগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

"হালিসহর সুরাপান নিবারিণী সভার বক্তৃতা"।

"ধর্ম্মপ্রচারিণী পত্রিকা" বেহালা ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। মাসিক মূল্য ৵০ আনা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।
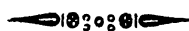
বরষা আইলে দেখ যত স্রোতস্বতী,
পূর্ণ কলেবর হয়ে বহে দ্রুতগতি।
শরৎ আগমে হয় সবে সংকুচিত,
অবলার দুঃখ-নদ হবেনা শোষিত?

১৩ সংখ্যা { ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মুল্য /১০ আনা

বামাবোধিনীর প্রথম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব।

এই ভাদ্র মাস আমাদিগের বামাবোধিনীর জন্ম মাস। ঈশ্বর প্রসাদে ইহা সম্বৎসরকাল নির্ব্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। ইহাতে আমাদিগের মন, আশা, উৎসাহ ও আনন্দে পূর্ণ হইতেছে। এই বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া ভারত ভূমির দুর্ভাগা অবলাগণের উন্নতি সাধন কল্পে সহায়তা প্রদান করিয়াছে কি না তদ্বিষয় একবার সমালোচন করা আবশ্যক হইতেছে।

বামাবোধিনী দ্বারা যে এতন্নগরীর ও মফঃস্বলস্থ কোন কোন শিক্ষার্থিনী বামাগণের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে এই সম্বৎসর কাল মধ্যে নিয়মিত পাঁচশত গ্রাহক দ্বারাই সে বাক্য সপ্রমাণ হইতেছে। কিন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য হইতেছে যে, অধুনা এই বঙ্গ ভূমিতে যাদৃশ বিদ্যানুশীলন লক্ষিত হইতেছে তাহাতে বামাগণের এই এক মাত্র পাঠোপযোগিনী বামাবোধিনীর গ্রাহক সংখ্যা পাঁচশত মাত্র হওয়া সম্ভাবিত নয়।

এরূপ অল্প গ্রাহক দ্বারা যে কেবল এদেশীয় শিক্ষিত পুরুষগণের স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অননুরাগ প্রদর্শিত হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদিগের এরূপ প্রতীতি ছিল যে মফঃস্বল অপেক্ষা কলিকাতা নগরে বামাবো-

ধিনীর গ্রাহক সংখ্যা অধিক হইবে কিন্তু কার্য্যতঃ তদ্বৈপরীত্য দৃষ্ট হইতেছে। যাহাদিগকে স্ত্রীশিক্ষা প্রভৃতি দেশোন্নতিকর বিষয় সকলে উদ্যোগী দেখিতে পাওয়া যায় বামাবোধিনী তৎ তৎ ভদ্র ও মান্য বংশীয়া স্ত্রীগণের পাঠ্য পত্রিকা হওয়া নিতান্ত সম্ভবপর; কিন্তু বামাবোধিনীর সেরূপ পাঠিকা অতি অল্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। নগরীয় সুশিক্ষিত উন্নতিকারী পুরুষদিগের যে স্ত্রী-শিক্ষা বিষয়ে যত্ন ও অনুরাগ বাক্যেতেই অধিক, ইহা একটী তন্নিদর্শন স্বরূপ। যাহা হউক সাধারণের বামাবোধিনীর প্রতি যে রূপ কৃপা দৃষ্টি পতিত হইতেছে তাহাতে বামাবোধিনীর শ্রী সৌন্দর্য্য যে অচিরাৎ সংবর্দ্ধমান হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। এক্ষণে গ্রাহক মহাশয়গণ পত্রিকা গ্রহণ পূর্ব্বক যেমন আমাদিগের উৎসাহ ও আশা বর্দ্ধন করিতেছেন, সেই রূপ পত্রিকার জীবন-স্বরূপ যে মুল্য তাহা যথাবিধানে প্রদান করিলেই পত্রিকার উন্নতি সংসাধিত হইবে।

এই বামাবোধিনীতে স্ত্রীলোকদিগের রচিত প্রবন্ধ সকল সর্ব্বদা প্রকটিত হয় ইহা আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা, এবং তদভাবে পত্রিকার প্রকৃত উদ্দেশ্যও সংসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। আমরা মধ্যে মধ্যে যে দুই একটী স্ত্রীলোকের রচনা প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা লেখিকার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে এবং পাঠিকাগণের উপকার সাধনোদ্দেশে যথা স্থানে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পত্রিকার প্রারম্ভে যে প্রকার উপর্য্যুপরি বামাগণের রচনা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছিল, এক্ষণে কয়েক মাসাবধি আর বামাগণের সেরূপ রচনা প্রাপ্ত হইতেছি না।

বামাবোধিনী বামাগণের লিখিবার একমাত্র যোগ্য স্থল। অতএব বামাগণের সুললিত রচনা সকল অভীষ্ঠানুরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় না ইহা আক্ষেপের বিষয় বলিতে হইবে। এতদর্থে পাঠকগণকে আমরা অনুরোধ করিতেছি যে এই নববর্ষ হইতে পাঠিকাগণের সুমধুর রচনা সকল দ্বারা পত্রিকাকে অলঙ্কৃতা করিতে অনুরাগী হন।

স্ত্রীলোকদিগের লিখিত সদ্বিষয়ক রচনা সকল নিয়মিতরূপে পত্রিকাতে প্রাপ্ত হইলে লেখিকার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে আমরা প্রতি মাসে এক এক খণ্ড বামাবোধিনী তাঁহাকে বিনা মূল্যে প্রদান করিতে পারি।

এই বর্ত্তমান বর্ষ হইতে বামাগণের জ্ঞাতব্য যিনি যে বিষয়ের বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করেন আমরা তাহা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রকাশিত করিব, এবং বিজ্ঞাপন সংখ্যা অধিক হইলে পত্রিকার আয়তনও বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা পাইব।

কন্যার প্রতি মাতার পঞ্চম উপদেশ।

—০—

সৎকর্ম্ম।

সতত সৎকর্ম্ম বাছা কর আচরণ,
ভ্রমেও কুপথে কভু করনা গমন।

কুমারি হেমাঙ্গিনি! তোমাকে জ্ঞান ও কার্য্যের বিষয় উপদেশ দিবার সময় বলিয়াছি যে, যেমন জ্ঞান লাভ করিবে তদনুরূপ কার্য্য করিবে। কিন্তু জ্ঞান লাভ দুই বিষয়ের হইতে পারে; সৎবিষয়ের জ্ঞান লাভ ও অসৎ বিষয়ের জ্ঞান লাভ। এই সৎ ও অসৎ উভয় বিষয়ের মধ্যে অনুচিত কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া উচিত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করিতে তোমাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। এইরূপ অনুচিত কার্য্য সকল পরিত্যাগ করিয়া উচিত কার্য্য সকল সাধন করাকে সৎকর্ম্ম বলে। এই সৎকর্ম্ম সকল সাধন করিবার নিমিত্ত মনুষ্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন ফল পুষ্প পল্লব ইত্যাদি উৎপাদন করা পৃথিবীস্থ তরু লতার কার্য্য, যেমন ভূমণ্ডলের সমস্ত পদার্থকে আলোক প্রদান করা সূর্য্যের কার্য্য, সেইরূপ অসৎকর্ম্ম হইতে বিরত থাকিয়া সৎকর্ম্মশীল হওয়াই মনুষ্য-জীবনের কার্য্য। মনুষ্য ইহজীবনে যে সময় যে কার্য্য করিবেন কেবল সৎকর্ম্ম সাধন করিবেন; তৎবিপরীত অসৎকর্ম্ম যিনি যে পরিমাণে করিবেন, তিনি সেই পরিমাণে কুপথগামী ও অধর্ম্মভাগী হইয়া এমন দুর্ল্লভ মানব জীবন বৃথা ক্ষেপণ করিবেন।

অনেকের এরূপ ভ্রম আছে যে সংসারাশ্রমে থাকিলে মনুষ্যের যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবার আবশ্যক হয় তৎসমুদয় কার্য্যই সৎকর্ম্ম নয়। তাহারা বলে মনুষ্যের সংসারে থাকিয়া কতকগুলি সৎকর্ম্ম এবং কতকগুলি অসৎকর্ম্ম করিতে হয়, তাহা না করিলে কখন সংসারধর্ম্ম পালন করা যায় না। ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সমস্ত কার্য্য করিবার প্রয়োজন দিয়াছেন সে সমুদয় কার্য্য যে কখন অসৎকর্ম্ম হইতে পারে না এবং মনুষ্য কেবল আপন দোষে অসৎকর্ম্ম করিয়া পাপ গ্রস্ত হয়, এই জ্ঞান তাহারা অদ্যাপি লাভ করিতে পারে নাই।

তাহারা বিবেচনা করে আহার বিহার করিয়া শরীর সুস্থ রাখা, কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করা এবং বিদ্যানুশীলন করা ইত্যাদি কার্য্য সকলকে সৎকর্ম্ম বলা যায় না, এসকল কর্ম্ম না করিলে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয় না তজ্জন্য কাজে কাজেই করিতে হয়। কিন্তু দান ধ্যান ইত্যাদি কর্ম্ম সকল না করিলে যেমন অসৎকর্ম্ম করা হয়, ঐ সকল কর্ম্ম না করিলে সেরূপ অসৎ বা অনুচিত কর্ম্ম করা হয় না। তা-

ইহারা আরো বলে যে অসৎকর্ম্ম না করিয়া মনুষ্য প্রায় জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। এই রূপ ভ্রম তাহাদের আপনাদিগের চরিত্রদোষে হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি চিরজীবন অসৎকর্ম্ম করে তাহার অসৎকর্ম্মের প্রতি এত আসক্তি হয় যে, তাহাকে যদি অসৎ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সৎকর্ম্মশীল হইতে উপদেশ দেওয়া যায় তবে তাহার বিবেচনা হয় সৎকর্ম্ম সাধন করা অতিশয় কষ্টসাধ্য, এবং তজ্জন্য বলিয়া থাকে যে মনুষ্য অসৎকর্ম্ম না করিয়া কখন জীবিত থাকিতে পারে না।

যে ব্যক্তি চিরজীবন সৎকর্ম্মান্বিত হন তিনি বিবেচনা করেন যে অসৎ কর্ম্মের ন্যায় দুষ্কর কার্য্য আর নাই। অতএব চরিত্র দোষই ইহার প্রধান কারণ। অসৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিরা এই ভ্রমে পতিত হইয়া কখন সৎকর্ম্ম এবং কখন অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং এরূপও বিবেচনা করে যে এক সময় একটা অসৎকর্ম্ম করিয়াছি এবং অন্য সময় একটা সৎকর্ম্ম করিলাম তাহাতে পূর্ব্বের অসৎ কর্ম্মের পাপ খণ্ডন হইয়া গেল।

কিন্তু বস্তুতঃ তাহা হয় না। মনুষ্য অসৎকর্ম্ম করিলে পাপগ্রস্ত হয় এবং সৎকর্ম্ম করিলে তাহার উপযুক্ত পুণ্যফল ভোগ করে; একটী সৎকর্ম্ম দ্বারা কখন একটী অসৎকর্ম্মের পাপ মোচন হয় না। মনুষ্য যে সৎকর্ম্ম সকল সাধন করে তাহা তাঁহার উচিত ও কর্ত্তব্য কার্য্য, সুতরাং তাহা না করিলে তিনি নিন্দনীয় ও অধর্ম্মভাগী হয়েন কিন্তু তাহা সাধন করিলে অন্যের নিকট প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা করিতে পারেন না। যেহেতু তাঁহার আপনার হিতের নিমিত্তই তিনি আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সকল করিতেছেন তাহাতে আর প্রশংসা কি? কোন ব্যক্তি প্রতিদিন অন্ন ব্যঞ্জন ইত্যাদি আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া শরীর রক্ষা করিলে তাহাকে যেমন কেহই তজ্জন্য প্রশংসা করে না, কারণ তিনি আহার গ্রহণ করিয়া আপনারই হিতকার্য্য করিতেছেন। সেইরূপ সৎকর্ম্ম করিলে আমরা অন্যের নিকট প্রশংসা পাইবার ইচ্ছা করিতে পারি না। কারণ সৎকর্ম্ম করিয়া কেবল আপনারই কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করি, তাহা না করিলে অশেষ প্রকারে আপনার অমঙ্গল হইয়া থাকে। যাহাদিগের এরূপ ভ্রম আছে যে, কেবল সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই মনুষ্যের কার্য্য নয়, তাহারা অনেক সময় লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করিবার আশায় সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। তাহারা সৎকর্ম্ম করিয়া আপনাদিগকে অহঙ্কারমদে মত্ত করে এবং আপনাদিগকে মহৎ লোক জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট প্রশংসা

পাইবার ইচ্ছা করে। তাহারা বিবেচনা করে যে, আমরা যে কার্য্য করিয়াছি অনেক লোক এরূপ কার্য্য করে না। অতএব আমরা সামান্য মনুষ্য মধ্যে গণ্য নহি। কিন্তু তাহারা যদি ভাবিয়া দেখে যে আমরা যে কার্য্য করিয়াছি তাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য ও উচিত কার্য্য, তাহা না করিলে আমাদিগের অশেষ প্রকারে প্রত্যবায় আছে। অতএব তাহা করাতে আমাদিগের মহত্ত্ব কিছু প্রকাশ পায় নাই। তাহা হইলে সৎকর্ম্ম করিয়া তাহারা কখন অহঙ্কার প্রকাশ করিবে না এবং অন্যের নিকট হইতে প্রশংসা লাভেরও ইচ্ছা করিবে না। যাহারা এপ্রকারভাবে সৎকর্ম্ম সাধন করে তাহারা কখন প্রকৃত সৎকর্ম্মান্বিত হইতে পারে না, কারণ অহঙ্কার প্রভৃতি নীচ কামনা সকল দ্বারা তাহাদিগের মনে অসদ্ভাব সকলের সঞ্চার হয় এবং মন অসৎ হইলে কার্য্যও অসৎ হয়।

অতএব সৎকর্ম্মশীল হইবার ইচ্ছা থাকিলে আপনার মন হইতে সর্ব্বাগ্রে অসৎভাব সকল দূর করিতে হইবে। মন পরিশুদ্ধ না হইলে কার্য্যও পরিশুদ্ধ হয় না। যেমন প্রস্রবণের জল অপরিষ্কৃত হইলে নদীরও জল অপরিষ্কৃত হয়, যেমন চন্দন হইতে সুগন্ধ ভিন্ন কখন দুর্গন্ধ নির্গত হয় না। সেইরূপ কার্য্যের প্রধান কারণ যে মন তাহা সৎ হইলে কার্য্যও সৎ হয় এবং তাহা অসৎ হইলে কার্য্যও অসৎ হয়।

আমাদিগের দেশে এপ্রকার অনেক লোক আছে যে, তাহারা আন্তরিক সদ্ভাব-বিশিষ্ট না হইয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণ অগ্রে সৎ না করিয়া বাহ্যে সৎকর্ম্ম করিতে তৎপর হয়। তাহাদিগের সৎকর্ম্ম করিবার প্রধান অভিপ্রায় কেবল ধন ও ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর বিস্তার করা। তাহারা বিবেচনা করে যে প্রকাশ্যরূপে আড়ম্বর পূর্ব্বক সৎকর্ম্ম করাতে বহুস্থানে তাহাদিগের নাম প্রচার হইবে, দেশ দেশান্তরের লোকেরা তাহাদিগকে ধনাঢ্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য করিবে এবং ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মশীল বলিয়া প্রশংসা করিবে।

এইরূপ নীচ লক্ষ্য করিয়া তাহারা সৎকর্ম্ম সকল সাধন করে। কিন্তু সে সকল কার্য্যকে প্রকৃত সৎকার্য্য না বলিয়া অসৎকার্য্য বলা যায়। কারণ সে সকল কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের কোন পুণ্যফল লাভ না হইয়া কেবল অহঙ্কার ইত্যাদি কুপ্রবৃত্তি সকল বর্দ্ধিত হয়। এরূপ কার্য্যদ্বারা যেমন মনের উন্নতি হয় না, তেমনি সৎকর্ম্ম করিলে মনোমধ্যে যে এক প্রকার অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় সে আনন্দ হইতেও বঞ্চিত থাকিতে হয়। ইহা দ্বারা কখন কখন অন্যের উপকার হয় বটে কিন্তু আপনার কোন উন্নতি ও ফল লাভ হয় না। যেমন একজন

ব্যক্তির মন অত্যন্ত নির্দয়, দুঃখী লোক দেখিলে তাঁহার মনে দয়া উপস্থিত হয় না কিন্তু লোকের প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত তিনি কোন দুঃখী লোককে কিঞ্চিৎ দান করিলেন। তাহার দান দ্বারা দুঃখী লোকের উপকার হইল বটে, কিন্তু দয়াবৃত্তিকে চরিতার্থ করাতে মনোমধ্যে যে আনন্দ হয় সে আনন্দ তিনি সম্ভোগ করিতে পারেন না এবং ধর্ম্ম লাভেও অনধিকারী হন। অতএব যখন সৎকর্ম্ম সাধন করিবার নিমিত্তেই মনুষ্য পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং অগ্রে মন সৎ না হইলে প্রকৃত সৎকর্ম্ম পরায়ণ হওয়া যায় না, তখন সর্ব্বাগ্রে মনকে পরিশুদ্ধ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

বৎসে হেমাঙ্গিনি! তুমি সর্ব্বক্ষণ সাধু লোকদিগের সহিত সহবাস করিও, নিয়ত সৎগ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিও এবং সদুপদেশ অনুসারে কার্য্য করিও। তাহা হইলে তোমার মন ও অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইবে এবং সৎকর্ম্মশীলা হইয়া আপনার ও অন্যের মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে। যাবজ্জীবন সৎকর্ম্মরূপ ব্রত পরায়ণা হইয়া তৎপালনে অহর্নিশি যত্নবতী হইবে, স্বর্ণ ভূষণ অপেক্ষা সরলতা ও নম্রতাকে অমূল্য ভূষণ বোধ করিবে, সকলকে ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিবে। যেমন আহার বিহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করিবে, তেমনি জ্ঞানালোচনা দ্বারা মনের উন্নতি সাধন করিবে; যেমন অনাথ দরিদ্রদিগের কুটীরে গিয়া সাধ্যানুসারে তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিতে যত্নবতী হইবে, তেমনি গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে; যেমন রোগ শোকার্ত্ত ব্যক্তিদিগর তত্ত্বাবধান করিবে, সেইরূপ অসৎ কর্ম্মান্বিত ব্যক্তিদিগকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া সৎপথে আনয়ন করিবে। এই প্রকার সৎকর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিয়া জীবন যাপন করিবে।

সৎকর্ম্ম সকল সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পরমেশ্বর কেমন এক নির্ম্মল আনন্দ স্বরূপ আত্মপ্রসাদ প্রদান করিয়াছেন! যিনি নিয়ত সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন তিনি নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হন। সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তির হৃদয়রূপ আকাশে শরৎকালীন বিমল চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল আনন্দ জ্যোতিঃ অহরহঃ প্রকাশিত হয়। সৎপথাশ্রয়ী ব্যক্তি শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া যেরূপ পরিতৃপ্তি লাভ করেন, অসৎপথাশ্রয়ী ব্যক্তি অট্টালিকোপরি বিবিধ সুখসেব্য দ্রব্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও সে রূপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সৎকর্ম্মান্বিত ব্যক্তির সহিত কি অসদাচারী দুঃশীল ব্যক্তির তুলনা হইতে পারে? সদাচারী সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তি পর্ণশালায় বাস করিয়া সামান্য আচ্ছাদন পরিধান করিয়া যেরূপ মনোহর বেশ ধারণ

করেন, তাহার নিকট অসতের সর্ব্বপ্রকার শোভা, সৌন্দর্য্যবিহীন ও মলিন বোধ হয়।

—০—

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

মাতৃ-স্নেহ।

"আহা কি আশ্চর্য্য মায়া, মায়ের অন্তরে
জীবের মঙ্গল হেতু সদা বাস করে।"
(পদ্যপাঠ)

১৭৮২ খৃষ্টীয়াব্দে অর্থাৎ ১১৬৩ সালে ইয়োরোপের অন্তঃপাতী সিসিলি নামক দ্বীপে যে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গৃহ অট্টালিকা উদ্যান প্রভৃতি উৎপাটন করে। তৎকালে সিসিলির অন্তর্ব্বর্ত্তী মেসিনা নামক নগরে মারসনযেস্ নামে একটী স্ত্রীলোক বসতি করিতেন। ঐ ভূমিকম্পের ভয়ানক ব্যাপার দর্শন করিয়া মারসনযেস্ এককালে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী স্ত্রীর এই দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া নগরস্থ দুর্গ মধ্যে তাঁহাকে আনয়ন করিলেন, এবং নৌকাযোগে ভার্য্যাকে লইয়া তথা হইতে স্থানান্তর প্রস্থান করিবেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দুর্গ মধ্যে রাখিয়া যান আহরণার্থে গমন করিলেন। ইত্যবসরে মারসনযেস্ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় শিশু কুমারটীকে নিকটে না দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুল-চিত্ত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্তানকে আনিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব ভবন অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া যে গৃহ মধ্যে তাঁহার কুমারটী শয়ন করিয়াছিল, তাহাতে প্রবেশ করিলেন এবং দোলার উপর হইতে সন্তানকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্ট-চিত্তে ও ব্যস্ততা সহকারে যেমন নামিয়া আসিতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময় অকস্মাৎ সেই বাড়ীর সোপান শ্রেণী ভাঙ্গিয়া পতিত হইল। তদ্দর্শনে বিস্মিত ও চিন্তাকুলিত হইয়া তিনি একবার এঘর একবার ওঘর করিয়া কিয়ৎক্ষণ পাগলিনীর ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে ঐ বাটীর সমস্ত গৃহ গুলি পতিত হইতে লাগিল। কেবল বাটীর বহির্ভাগে একটী মাত্র গৃহ অবশিষ্ট রহিল। ঐ পুত্রপ্রাণা মাতা শিশুটীকে ক্রোড় মধ্যে রক্ষিত করিয়া সেই গৃহ মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইলেন, এবং কি জানি এই গৃহটীও হয়ত এখনি পতিত হইবে এই আশঙ্কায় তিনি উচ্চৈঃস্বরে নিকটবর্ত্তী পান্থদিগের নিকট সাহায্য চাহিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়! কেহই তাঁহার আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিল না। অনন্তর সেই গৃহ পতিত হইয়া পুত্র সহ মাতাকে প্রোথিত করিয়া ফেলিল।

আশ্চর্য্য দাম্পত্য প্রণয়।

ইংরাজী পুস্তক পাঠে অবগত হওয়া যায়, র্যাথিন-হারপিনা নাম্নী একটী স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার স্বামী ক্রিষ্টফস্ থিয়ন সন্ন্যাস* রোগে আক্রান্ত হওয়াতে তাঁহার হস্ত পদ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ অসাড় হইয়াছিল। র্যাথিন-হারপিনা এমনি পতিব্রতা ছিলেন যে স্বামীর পীড়া আরোগ্য হইবে বলিয়া তাঁহাকে আপন পৃষ্ঠদেশে আরোহণ করাইয়া অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে একাদিক্রমে প্রায় ছয় শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী জলাশয়ে লইয়া গিয়াছিলেন।

—০—

উপচিকীর্ষা†।

কাঞ্চনভূষণ মনি শোভে না তথায়,
পর দুঃখে অশ্রুজল বহিছে যথায়।

ইউরোপের অন্তর্গত অস্ট্রেলিয়া নামক দেশে হঙ্গেরী নামে একটী প্রদেশ আছে। তত্রত্য রাজ্যাধিপতির এলিজাবেথ নাম্নী একটী দুহিতা ছিল। রাজকুমারী পিতার বিপুল বিষয়বিভব সত্ত্বেও বিনীত ও দরিদ্রভাবে অবস্থিতি করিতেন। তিনি সহচরী বর্গ পরিবেষ্টিত হইয়া গৃহ মধ্যে অবস্থিতিই করুন বা স্থানান্তরে গমন করুন সকল সময়ে অতি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন এবং বলিতেন করুণাময় পরমেশ্বরপ্রসাদে আমাদিগের ধন ঐশ্বর্য্য যত কেন বৃদ্ধি হউক না, আমি কখন দরিদ্র বেশ পরিত্যাগ করিব না। যখন তিনি পরমেশ্বরের পূজা করিবার জন্য উপাসনালয় গমন করিতেন তখন দুঃখী স্ত্রীলোকদিগের নিকট গিয়া তাহাদিগের সহিত উপবেশন করিতেন। তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে পর তিনি তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন। এবং তথায় অবস্থিতি করিয়া দীন দুঃখী লোকদিগের দুঃখ মোচনার্থে একটী চিকিৎসালয় সংস্থাপিত করেন এবং স্বয়ং তথায় গমন করিয়া দুঃখী ও পীড়িত লোকদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার হস্তে যখন অর্থ উপস্থিত হইত তৎস্থানীয় নিরাশ্রয় ও অনাথদিগকে সমুদায় দান করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে সময়ে সময়ে পত্র লিখিয়া বাটী আসিতে আহ্বান করিতেন কিন্তু সেই পর-দুঃখ-সংহারিণী এলিজাবেথ পিতাকে এই বলিয়া পত্রের উত্তর প্রদান করিতেন "পিতঃ! রাজকুমারী হইয়া পিত্রৈশ্বর্য্য ভোগকরা অপেক্ষা দীনদরিদ্রের দুঃখ মোচন করণার্থে কষ্ট সহ্য করা আমার পক্ষে অধিক সুখকর।

—০—

* মৃগীরোগের মত এক প্রকার রোগ তাহাতে চৈতন্য রহিত ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অসাড় হয়।

† উপকার করিবার ইচ্ছা।

জ্যোতিষ্।

চন্দ্র গ্রহণ।

আমাদের পুরাণে একটী বর্ণনা আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবতা ও অসুরেরা সমুদ্র-মন্থন করিয়া এক ভাণ্ড অমৃত পান। অমৃত ভক্ষণ করিলে অমর হয়, এই জন্য দেবগণ দুষ্ট অসুরদিগকে বঞ্চিত করিয়া গোপনে আপনারা তাহা পান করিতেছিলেন। রাহু নামে এক দৈত্য ছদ্ম বেশে দেবতা হইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে ভোজন করিতেছিল; চন্দ্র ও সূর্য্য তাহা জানিতে পারিয়া পরিবেশন-কর্ত্তা বিষ্ণুর গোচর করিলেন। অমৃত অসুরের গলা অবধি গিয়াছে, এমন সময়ে বিষ্ণু সুদর্শন চক্রে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। ইহাতে তাহার মুখের ভাগটা অমর হইল এবং চন্দ্র ও সূর্য্য শত্রুতা করিয়াছে, এই জন্য তাহাদিগকে গ্রাস করিবে প্রতিজ্ঞা করিল। অতএব যখন সেই রাহুর মুণ্ড চন্দ্র ও সূর্য্যকে গিলিতে যায়, তখন চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হয়।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, এটী একটী উপকথা মাত্র। পূর্ব্বকালের লোকেরা বিজ্ঞান শাস্ত্র* না জানাতে কোন্ কার্য্যের কি কারণ অবগত ছিলেন না। তাঁহাদিগের কল্পনা শক্তিটিই প্রবল ছিল; সুতরাং একটী অদ্ভুত কাণ্ড দেখিলে মন-গড়া একটী গল্প তৈয়ার করিয়া ভ্রান্ত লোকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। এখন জ্ঞানের যত বৃদ্ধি হইতেছে, আমরা সকল বিষয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত জানিতেছি। সৌর জগতে* বলা গিয়াছে, সূর্য্য এক বৃহৎ তেজোময় পদার্থ, পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড়। চন্দ্রও একটি ক্ষুদ্র পৃথিবীর মত, দূরে আছে বলিয়া এত ছোট দেখায়। ইহারা জড় পদার্থ; কাহারও সহিত ইহাদিগের শত্রুতা মিত্রতা নাই; ঈশ্বরের অখণ্ড নিয়মে আকাশ পথে ভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য, পৃথিবী এবং চন্দ্র এই তিনটি স্থান বিশেষে থাকাতেই গ্রহণ হয়। ইহা আর কিছু নয়, কেবল পৃথিবীর লোকেরা কিছু সময় চন্দ্র ও সূর্য্যকে দেখিতে পায় না—এই মাত্র।

প্রথমে চন্দ্র গ্রহণ কি রূপে হয় দেখা যাউক। পৃথিবী গোল, এইটি প্রমাণ করিবার সময় বলা গিয়াছে যে, পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িলে গোলাকার দেখায় এবং তাহাতেই চন্দ্র গ্রহণ হয়। এই বিষয়টি ভাল করিয়া বলিলেই ...পন্ন ছিল, আর কোন গো... তাহার অনেক আমরা জানি, ... যায়। পরে ক্রমে ঠিক মধ্যাস্থে ...তই জ্ঞানালোক বিতাহার চ...ত লাগিল, কুসংস্কারতেছে, ...ন্ধকারও ততই দূরীভূত বীর ... লাগিল। এবং যত নানা-

* বা, বো, ২৯ পৃ, দেখ।

* ...র বিদ্যার অনুশীলন বাড়িতে

তেছে। যখন সূর্য্য, পৃথিবী ও চন্দ্রের সম-সূত্রপাত হয় অর্থাৎ সূর্য্য একদিকে ও চন্দ্র অন্যদিকে থাকে এবং পৃথিবী তাহার মাঝ-খানে আইসে; এবং এক গাছি সুতা সমান করিয়া ধরিলে ঠিক্ তিনটির মধ্যস্থল ভেদ করিয়া যায় তখনই চন্দ্র গ্রহণ হয়।

এইটী আর এক প্রকারে বুঝা যাইতে পারে। মনে কর, এক দিকে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখে একটা গোলাকার বস্তু রহিয়াছে। তাহা হইলে যদি সেই গোলাকার বস্তু ও অগ্নিকুণ্ডের মধ্যস্থলে অন্য একটা বস্তু রাখা যায়, তবে সেই গোলাকার বস্তুর উপর আর আলোক পতিত না হইয়া মধ্য স্থলে যে বস্তুটী আছে, তাহার এক পৃষ্ঠে আলোক পতিত হইবে এবং তাহার অন্য পৃষ্ঠের ছায়া সেই গোলাকার বস্তুর উপর গিয়া পড়িবে। চন্দ্র গ্রহণও সেইরূপ। সূর্য্য একটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় একদিকে রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে চন্দ্র রহিয়াছে। চন্দ্রের অর্দ্ধভাগে সূর্য্যের আলোক পতিত হইতেছে এবং সেই আলো আবার পৃথিবীতে আসিতেছে। কিন্তু পৃথিবী যদি ঘুরিতে ঘুরিতে কোন সময় সূর্য্য ও চন্দ্রের মধ্য স্থলে উপস্থিত হয়; তাহা হইলে সূর্য্যের আলো চন্দ্রের উপর আর পতিত হয় না। পৃথিবীর এক দিকে সূর্য্যের আলো পতিত হয় এবং তাহার অন্য দিকের ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হয়। ইহাকেই চন্দ্র গ্রহণ কহে।

সকল সময়ে এই ঘটনা হইতে পারে না। চন্দ্র কখন পৃথিবীর এক পাশে, কখন অন্য পাশে এই রূপ নানা দিকে যাইতেছে; পূর্ণিমা তিথিতেই হইতে পারে। কিন্তু আবার সকল পূর্ণিমাতে সম-সূত্রপাত হয় না; সুতরাং সময় বিশেষ আবশ্যক করে।

পৃথিবীর ন্যায় চন্দ্রেরও নিজের আলোক নাই; ইহা সূর্য্যের কিরণে উজ্জ্বল দেখায়। রাত্রিকালে সূর্য্যের তেজ যখন পৃথিবীর অন্য দিকে পড়ে, তখন তাহা চন্দ্রের উপরেও যায়। পূর্ণিমা তিথিতে আমরা চন্দ্রের ঠিক্ অর্দ্ধ ভাগ আলোকময় দেখিতে পাই। গ্রহণের সময় পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্রের ঠিক্ মাঝখানে আসিয়া আড়াল করে, তাহাতেই সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রের উপর পড়িতে পারে না এবং পৃথিবীর ছায়া ক্রমশঃ চন্দ্রমণ্ডলকে ঢাকিয়া ফেলে। একবার কিছু সমুদায় ঢাকে না। পৃথিবীর ছায়া যখন চন্দ্রের একধারে পড়ে তখন তাহার অল্প স্থান ঢাকে সুতরাং অল্প গ্রাস হইল দেখায়। ক্রমে অর্দ্ধভাগ, পরে যখন সম্পূর্ণ ঢাকিয়া যায় তখন পূর্ণ গ্রাস বলে। আবার ঘুরিতে ঘুরিতে যখন উভয়ে সরিয়া পড়ে, তখন যে চন্দ্র সেই চন্দ্রই দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞান লোকে মনে করে রাহুর গ্রাস হইতে চন্দ্রের মুক্তি

হইল। সকল সময়ে সমুদায় চন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর ছায়াতে ঢাকিয়া পড়ে না। হয়ত এক রেখা পড়িয়া উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ দিকে চলিয়া যায়, হয়ত অর্দ্ধেক ছায়া বা তাহার কিছু অধিকও পড়িতে পারে। অতএব এখানে পৃথিবীর ছায়াটাই রাহুগ্রহ; ছায়াতে অন্ধকার হওয়ার নামই গ্রাস।

চন্দ্র গ্রহণ সকল দেশে এক সময়ে হয় না। পশ্চিম দেশের লোকেরা যেমন সূর্য্যোদয় অনেক বিলম্বে দেখে, চন্দ্র-গ্রহণও সেই রূপ অনেক পরে দেখিতে পায়। নিম্নে যে ছবিটি দেওয়া গেল, ইহাতে সু—সূর্য্য; চ—চন্দ্র; পৃ—পৃথিবী; ঘঙছ—পৃথিবীর ছায়া; কখগ—চন্দ্রের কক্ষ।
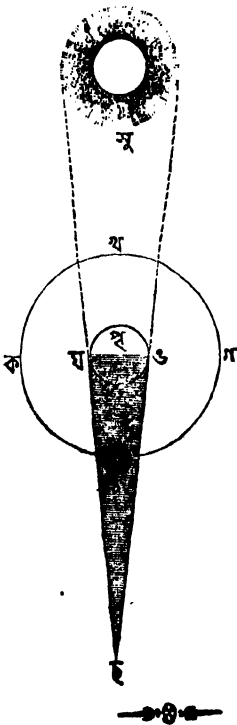
দেশাচার।

(১৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

কুসংস্কার।

আমাদের দেশে যে নানা প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য যে নানা প্রকার দুঃখ প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে; তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে কুসংস্কারকেই তাহার মূল বলিয়া বোধ হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে তাহারই বিবরণ করা যাইতেছে। এতদ্দেশে যে কত কুসংস্কার প্রচলিত আছে ও তদ্দ্বারা যে কত অপকার ও দুর্গতি হইতেছে তাহার সংখ্যা ও বর্ণনা করা যায় না।

কোন বিষয়ের যথার্থ কারণ স্থির করিতে না পারিয়া কোন মিথ্যা কারণকে তাহার বাস্তবিক কারণ বলিয়া বিশ্বাস করার নাম কুসংস্কার। যখন মনুষ্য প্রথমে অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে তখন কোন বিষয়ের যথার্থ কারণ নির্ণয় করিতে পারে না, সুতরাং তখন কুসংস্কারের বশীভূত হয়। পূর্ব্বকালে মনুষ্য সর্ব্ব প্রথমে যে অজ্ঞান, অসভ্য ও কুসংস্কারাপন্ন ছিল, ইতিহাস দ্বারা তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। পরে ক্রমে পৃথিবীতে যতই জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতে লাগিল, কুসংস্কাররূপ অন্ধকারও ততই দূরীভূত হইতে লাগিল। এবং যত নানাপ্রকার বিদ্যার অনুশীলন বাড়িতে

লাগিল ততই মানুষের মন হইতে ভ্রম ও অজ্ঞানতা সকল দূর হইতে লাগিল। ফলতঃ যে দেশ যত অজ্ঞানান্ধ ও অসভ্য, সে দেশের লোকেরা তত কুসংস্কারাপন্ন, এবং যে দেশ যত উন্নত ও সভ্য, তদ্দেশীয় লোকেরা সেই পরিমাণে কুসংস্কার শূন্য। এখন যে সকল দেশ অত্যন্ত উন্নত ও সভ্য বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে পূর্ব্বে তাহাদেরও অজ্ঞানাবস্থার সময় নানা প্রকার ভয়ানক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এখন যে সভ্য জাতি বিদ্যা-বলে নানা প্রকার বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করিতেছে; যে সভ্যজাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি মধ্যে গণ্য হইতেছে, যে সভ্যজাতি বিবিধ শিল্পযন্ত্রের প্রকাশ ও সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও শিল্প কার্য্য প্রকাশ, করিতেছে; যে সভ্যজাতি বিবিধ পুস্তক প্রকাশ করিয়া আপনাদের বিবিধ বিদ্যার পরিচয় দিতেছে; যে সভ্যজাতি পৃথিবীর নানা দেশ জয় করিয়া আপনাদিগের বল ও বিক্রম প্রকাশ করিতেছে; যে সভ্যজাতি অর্ণবযান* দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিতেছে, বাষ্পীয় শকট † দ্বারা অল্প সময়েই অতি দূর দেশে গমনাগমন করিতেছে, ব্যোমযান ‡ দ্বারা আকাশপথে উড্ডীন হইতেছে, তাড়িত বার্ত্তাবহ ¶ দ্বারা নানা স্থানের সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে প্রাপ্ত হইতেছে, বাষ্পালোক § দ্বারা নগরের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে; যে সভ্যজাতি নদীর উপর লৌহময় সেতু এবং নিম্নভাগে সুরঙ্গ * প্রস্তুত করিয়া আপনাদের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে; পূর্ব্বকালে সেই সভ্যজাতির মধ্যেও কুসংস্কার প্রবলরূপে বদ্ধমূল ছিল, এবং তন্নিবন্ধন সেইদেশে নানা প্রকার অত্যাচার ও অপকার ঘটিয়া ছিল। এস্থলে তাহার স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যকতা নাই, তৎ তৎ দেশের পুরাবৃত্তই সে বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। পরে ঐ সকল সভ্যদেশে যেমন বিদ্যার প্রচার হইতে লাগিল, কুসংস্কারও অমনি আস্তে আস্তে পলায়ন করিল।

সুতরাং আমাদের দেশেও যত দিন পর্য্যন্ত বিদ্যার সম্যক্ উন্নতি না হইবে তত দিন এদেশ হইতে কুসংস্কার সকল তিরোহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমা-

* জাহাজ—যাহা দ্বারা সমুদ্রে যাওয় যায়।

† কলের গাড়ী।

‡ বেলুন যন্ত্র—যাহার দ্বারা আকাশে উঠা যায়।

¶ তারের কল—যাহা দ্বারা দূর দেশের সংবাদ জানা যায়।

§ ইহাকে সচরাচর গ্যাসের আলো বলে, ইহা তৈল ব্যতিরেকে গ্যাস অর্থাৎ বাষ্প দ্বারা জ্বলে।

* মাটীর নীচেদিয়া যে রাস্তা, তাহার নাম সুরঙ্গ ও তলবর্ত্ম।

দের দেশে যে কত কুসংস্কার আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, বোধ হয় একথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, যত রাজ্যের কুসংস্কার আছে সমুদায় এই দেশে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে। প্রায় এদেশে এমন কোন স্থান নাই, যেস্থলে কুসংস্কারের বাস নাই; প্রায় এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাহাকে কুসংস্কারআক্রমণ করে নাই; প্রায় এমন কোন কার্য্য নাই, যাহাতে কুসংস্কারের কোন চিহ্ন দেখা যায় না এবং এমন কোন সময় দেখা যায় না যে সময়ে কুসংস্কারের অধিকার ছিল না। বস্তুতঃ যে সময়ে যে স্থানের লোক যত অধিক অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকে তৎ কালে সেই স্থানের ব্যক্তিদিগের কুসংস্কার তত অধিক দৃষ্ট হয়।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

—০—

কৃতজ্ঞতা।

অপার করুণা নাথ! যখন তোমার,
ভাবিয়া আমার চিত্ত দেখে একবার;
অমনি আশ্চর্য্য ভাব, প্রীতি আরাধনা,
উথলি নিমগ্নে হৃদি—পাসরি আপনা।

হায়! সে কৃতজ্ঞ ভাব, যাহে এ হৃদয়
আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উজলিত হয়,
বচনে কেমনে হবে প্রকৃত বর্ণন?
অন্তর্যামি! অন্তরেতে করিছ দর্শন।

মাতৃগর্ভ অন্ধকূপে ছিলাম যখন,
পান করিতাম যবে জননীর স্তন,
তোমার কৃপায় প্রাণ হয়েছে রক্ষণ,
অসংখ্য অভাব মম হয়েছে মোচন।

দুর্ব্বল মনের ভাব, জানি না যখন,
কেমনে প্রার্থনারূপে করিব জ্ঞাপন,
আমার অস্ফুট স্বর কাতর ক্রন্দন,
কৃপা করি নাথ তুমি করেছ শ্রবণ।

তোমার কোমল স্নেহ নাহি পরিমাণ,
কত রূপে কত সুখ করেছে বিধান,
যখন না জানে মম শৈশব হৃদয়,
কোথা হতে আসে সেই সুখ সমুদয়।

নূতন সংবাদ।

১ম।—"গত ৫ই শ্রাবণ বহরামপুরের বালিকাবিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া গিয়াছে। পরীক্ষা স্থলে শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রভৃতি ১৬ জন ভদ্র লোক উপস্থিত ছিলেন।"

২য়।—আমাদিগের শান্তিপুরস্থ সংবাদদাতা মহাশয় লিখিয়াছেন যে, "সম্প্রতি অত্রত্য কাশ্যপ পল্লীতে এক শিরোমণি মহাশয়ের 'পরম রূপসী' বিধবা বালা সতীত্ব ভ্রষ্ট হওয়াতে লোকগঞ্জনায় গত ৩রা ভাদ্র তারিখে উদ্বন্ধনে আপনাকে চির কলঙ্কিত করিয়াছেন। বামাগণ! এই ঘটনা পাঠ করিয়া অবশ্যই তোমাদের মন শঙ্কিতা হইবে। সাতিশয় দুঃখের বিষয় যে, ব্রাহ্মণ মহাশয়গণ জাতি গৌরবে গর্ব্বিত হইয়া ভ্রম ক্রমেও সরলা-অবলাগণের সর্ব্বনাশক চির কুসংস্কার সংশোধনে মনোযোগ করেন না। শিরোমণি মহাশয় আপন রূপবতী কন্যারত্নকে নানাবিধ নশ্বর বেশ ভূষায় ভূষিতা

করিয়া এতাবৎ কাল তাহাকে অনশ্বর ধর্ম্মরত্বে বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। আমাদের দেশের বামাগণ যেন, ধর্ম্মালঙ্কারে বিভূষিতা হইতে যত্নবতী হন। আহা! উপরোক্ত ঘটনাটি পাঠ করিয়া যদি বিধবা বিবাহ বিরোধী মহাশয়গণের হৃদয়ে কারুন্যরসের সঞ্চার না হয়, তবে আর কিসে হইবে? স্ত্রীশিক্ষা বিরোধী মহাশয়গণও চক্ষু উন্মীলন করুন।”

৩য়।—ইংলণ্ড দেশে বেটসি মিলার নাম্নী একটী অবিবাহিতা প্রাচীনা স্ত্রীলোক ছিলেন। শৈশবাবস্থা অবধি পোত বাহন কার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি থাকাতে এক খান পোত ভাড়া করিয়া তিনি তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ঐ নাবিককার্য্য তিনি এমন সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন যে,তাহার দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিয়াছিলেন,এবং তাহার প্রায় ৭০০টাকা ঋণ ছিল তাহাও সমুদয় পরিশোধ হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার দুইটী ভগ্নী তাঁহার সংসারে ছিলেন তিনি তাহাদের ভরণপোষণ করিতেন।

আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের স্বামী ও ধন না থাকিলে কত কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়; কিন্তু দেখ বিদ্যা বলে স্ত্রীলোক দ্বারাও স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হয়।

৪র্থ।—“প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল ঢাকাজেলার অধীন থানা মুলফৎ গঞ্জের অন্তর্গত রাজনগর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল সেন মহাশয়ের বিশেষ যত্নে লডিকুল গ্রামে গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এবং তথায় ২৭।২৮টী বালিকা শিক্ষা লাভ করিতেছে। ঐ বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে কৃষ্ণকমল বাবু ও অপর কয়েক জন ভদ্র লোক মাসে মাসে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকেন।

কৃষ্ণকমল বাবু বালিকাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে দুই এক মাস অন্তর তাহাদিগকে কলম ও খাদ্য দ্রব্য সকল পারিতোষিক প্রদান করিয়া থাকেন। কিয়ৎ দিন গত হইল বরিশালস্থ ডিপুটি স্কুল ইনিস্পেক্‌টর শ্রীযুক্ত বাবু তারকনাথ সেন মহাশয় উক্ত বিদ্যালয়টির বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে কয়েক খণ্ড পুস্তক ও শিক্ষককে কিঞ্চিৎ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

কাঁটাভলিতে উক্ত সেন বাবু একটী স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিবার উপক্রম করিয়াছেন কিন্তু অর্থ ও শিক্ষয়িত্রীর অভাব প্রযুক্ত ঐ বিদ্যালয়টী সংস্থাপন করিতে পারিতেছেন না।”

ঈশ্বর ইচ্ছায় কৃষ্ণকোমল বাবুর সাধু ইচ্ছা যেন অচিরাৎ পূর্ণ হয়।

৫ম।—“গত ৩০ শে শ্রাবণ

সমসপুর গ্রামে ব্রজদাস নামক জনৈক কৈবর্ত্তকে স্বর্প দংশন করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি কলাবতী গ্রামের দুই জন রোজা আনাইয়া অনেক ঝাড়ান কাড়ান করায় আরোগ্য লাভ করিলাম এই বিবেচনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন এবং শয়নালয়ে যাইয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।" হায় কুসংস্কার কত অনিষ্টের মূল! কুসংস্কারের দ্বারা যে কতদূর অনিষ্ট হইতেছে তাহা একবার প্রত্যক্ষ দেখ। যদি সে ব্যক্তি সর্প দংশনের প্রকৃত ঔষধ খাইয়া সুচিকিৎসা করিত, তবে বোধ হয় তাহার অকালে মৃত্যু হইত না।

৬ষ্ঠ।—"রোমনগরে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয়টী মন্দ চলিতেছে না। পূর্ব্বে ঐ বিদ্যালয়ে যেরূপ শিল্পকর্ম্ম শিক্ষা হইত এখন তাহা অপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে। ৭০টি বালিকা এখন অধ্যয়ন করে। অধিকাংশই ভদ্র কন্যা। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক ডাইসন ও শান্তিপুরের বালিকা বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ দীনদয়াল প্রামাণিক ইহার উন্নতি কল্পে সবিশেষ মনোযোগী। গবর্ণমেন্ট ২১ টাকা সাহায্য করিয়া থাকেন ও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরাও সাহায্য করিয়া থাকেন। দুই জন পুরুষ ও এক জন স্ত্রী বালিকাদিগকে শিক্ষাদান করেন।"

বিজ্ঞাপন।

গত শ্রাবণ মাসে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াগিয়াছে, এই মাসের মধ্যে তাঁহাদিগের নিকট হইতে ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য না পাইলে আশ্বিন মাসের প্রথমেই তাঁহারদিগের স্মরণার্থে এক এক খান বেয়ারিং পত্র পাঠান যাইবে এবং ঐ মাসের পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যদি মূল্য আমাদের হস্তগত না হয় তবে পত্রিকা বন্ধ করা হইবে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, লাহোর ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১ টকা, এবং কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ৷৷০ আনা বামাবোধিনীর উন্নতির জন্য দান করিয়াছেন।

—০—

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞার সহিত স্বীকার করিতেছি যে নিম্ন লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্ত গত হইয়াছে।

"বনিতা-বিনোদ" শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন প্রণীত। কলিকাতা 'সুলভ যন্ত্রে' মুদ্রিত। মূল্য ।/০ আনা।

"সুলভ পত্রিকা ১ম খণ্ড" নিউপ্রেস যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

—০:০—

শ্রীচন্দ্রমোহন মিত্র .. (মেদিনীপুর)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ২৭ খানার ১৸০
২৩ খানার ৮৷৷০
শ্রীযদুনাথ ঘোষ .. (চন্দননগর)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ১৷৷৵০
শ্রীকপালীপ্রসন্নমুখোপাধ্যায় ⎫
শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত ⎬ (কৃষ্ণনগর)
শ্রী.যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ⎭
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন
পর্য্যন্ত ২৪ খানার ২৷৵০
শ্রীশ্যামাচরণ সেন (জলপাইগুড়ী)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীবালকগোবিন্দ বর্ম্মা (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীদ্বারিকানাথ রায় .. (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীভারতচন্দ্র ঘোষাল .. (ফতেগড়)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীহরচন্দ্র চৌধুরী .. (সেরপুর)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন
পর্য্যন্ত ৬ খানার ৷৷০
শ্রীগিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীবিপ্রদাস ভাদুড়ী .. (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীরাজেন্দ্রলাল বসু .. (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ .. (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন
পর্য্যন্ত ১২ খানার ১

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথমবার প্রতি পংক্তি ৵০
দ্বিতীয়বার ,, .. ⁄১০
তৃতীয়বার ,, .. ⁄০

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য
(কলিকাতার জন্য) . ৸৵০
(মফঃস্বলের জন্য) .. ১৷৷৵০
অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য
(কলিকাতার জন্য) . ৷৷০
(মফঃস্বলের জন্য) .. ৸৵০
প্রতিখণ্ডের মূল্য . ⁄১০
ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না।।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

বামাগণ! বুঝে লও নিজ অধিকার,
বৃথায় জীবন যেন না হয় সংহার;
জ্ঞান-রত্ন উপার্জ্জনে কর প্রাণপণ,
'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন'।

১৪ সংখ্যা { আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা

স্ত্রী ও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ।

পরম ন্যায়বান্ ঈশ্বর স্ত্রী ও পুরুষজাতিকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার জগতের কি অনুপম শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। ঐ উভয় জাতির মনোবৃত্তি সকল ভালরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মিবে যে ঐ উভয় জাতি পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া পরস্পর পরস্পরের আত্মাকে ঈশ্বরের পথে, ধর্ম্মের পথে ও উন্নতির পথে লইয়া যাইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

যত দিন পর্য্যন্ত স্ত্রী ও পুরুষ পবিত্র সম্বন্ধে আবদ্ধ না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত তাহারা সকলেই স্ব স্ব উন্নতি সাধনে যত্নবান্ থাকিবে, কারণ যে কোন প্রকারে হউক মনের উন্নতি সাধন করাই কর্ত্তব্য ও যুক্তি সঙ্গত। বাহ্যাড়ম্বর বা কোন প্রকার ক্ষণস্থায়ী নীচ আমোদের সহিত বিবাহের কিছু মাত্র সম্বন্ধ নাই। বিবাহের সম্বন্ধ অতি পবিত্র সম্বন্ধ। এই হেতু স্ত্রী ও স্বামীর সম্বন্ধ কোন প্রকার অস্থায়ী সাংসারিক সম্বন্ধ নহে। তাহাদিগের সম্বন্ধ পরম বিশুদ্ধ সম্বন্ধ।

এদেশের কুসংস্কারাপন্ন মুর্খ লোকেরা স্ত্রী ও স্বামীর যথার্থ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া আপন আপন ইচ্ছামত নানা প্রকার কারণ কল্পনা করিয়া লয়। অনেক অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি এরূপ

মনে করেন যে,স্ত্রীরা কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্যই এই অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ বলেন স্ত্রীরা কেবল দাসীর ন্যায় দিনরাত্রি গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। হায়! তাহাদিগের কত ভ্রম! তাহারা যথার্থ সম্বন্ধ নিজে বুঝিতে অক্ষম হইয়া পরম পবিত্র সম্বন্ধকে অস্থায়ী সাংসারিক সুখের মধ্যে গণনা করিয়া লয়।

স্ত্রীর আর একটী নাম সহধর্ম্মিণী; স্ত্রী ও স্বামী, এক সঙ্গে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করিবে ইহাই তাহাদিগের যথার্থ সম্বন্ধ। পরস্পর পরস্পরের আত্মার অভাব মোচনের উপায় সকল অন্বেষণ করিবেন; এক সঙ্গে ঈশ্বর চিন্তা, এক সঙ্গে ঈশ্বরোপাসনা, এক সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা, এক সঙ্গে ধর্ম্মানুষ্ঠান, এক সঙ্গে শয়ন, এক সঙ্গে ভোজন, এক সঙ্গে অধ্যয়ন ইত্যাদি ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল নিষ্পন্ন করিয়া আপনাদিগের সম্বন্ধের যথার্থ গৌরব বৃদ্ধি করিবেন।

স্ত্রীরা উপাসনা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সময়, স্বামীকে আচার্য্যের ন্যায় জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবে; অধ্যয়ন ও ধর্ম্মোপদেশের সময়, ছাত্রগণের ন্যায় নম্র ও বিনীত হইয়া নীতিগর্ভ উপদেশ সকল সাদরে গ্রহণ করিবে; গৃহকার্য্যানুষ্ঠানের সময়, বন্ধুর ন্যায় প্রীতি করিবে; বিপদুদ্ধারের সময় উপকৃত ব্যক্তির ন্যায় কৃতজ্ঞ হইবে। এই সংসার মধ্যে স্বামীরাই স্ত্রীগণের একমাত্র অবলম্বন। স্ত্রীরা সর্ব্বদা স্বামীদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে আত্মাকে উন্নত করিতে যত্নশীলা হইবে।

স্ত্রীরা স্বামীদিগের উৎসাহ, বল, কর্ম্মদক্ষতা, সাহস, অধ্যবসায় প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিয়া আত্মাকে উৎসাহী, বলীয়ান, কর্ম্মদক্ষ, অধ্যবসায়ী করিবেন; এবং স্বামীরাও স্ত্রীগণের কোমলতা, বিনয়, লজ্জা, মধুরতা, প্রীতি, দয়া, স্নেহ, অনুনয় প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল অনুকরণ করিয়া আপনাদিগের আত্মাকে কোমল, বিনয়ী, সলজ্জ, মধুর, প্রীতিপূর্ণ, দয়ালু, স্নেহান্বিত; সানুনয় করিতে যত্নশীল থাকিবেন।

স্ত্রীরা বিনয়ী হইয়া ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বামীর হিতের নিমিত্ত গৃহকার্য্য সকল সুসম্পন্ন করিবে এবং ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গের সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার মঙ্গলের জন্য তাঁহার শরীর ও আত্মাকে পরিপুষ্ট করিতে কায়মনে যত্ন করিবে। আবার স্বামীরাও তাহাদিগের আত্মার উন্নতির জন্য সর্ব্বদা ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবেন। এই প্রকারে বিশুদ্ধ সম্বন্ধে স্ত্রী ও স্বামী পরস্পর আবদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

পক্ষীদিগের গৃহকার্য্য-প্রণালী।

ইতর জন্তুদের মধ্যে পক্ষী জাতিকে অত্যন্ত সুখী বোধ হয়। ইহাদের গঠনটি কেমন সুন্দর এবং তাহা আবার কত প্রকার বর্ণে চিত্রিত! ইহাদের স্বর কেমন মধুর! ইহারা সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং পাখা দিয়া কেমন যেখানে ইচ্ছা সেই খানে উড়িয়া বেড়াইতেছে! বড় বড় জন্তুকে পদ-তলে রাখিয়া সচ্ছন্দে বৃক্ষের অগ্রভাগে বসিয়া ফল ভোজন করিতেছে, পর্ব্বতের চূড়ায় উঠিয়া নৃত্য করিতেছে, মেঘ সকল ফুঁড়িয়া নিরাপদে আকাশ-পথে বিহার করিতেছে!

মনুষ্যজাতির মত পক্ষীরাও এক প্রকার সংসারী। ইহারাও দলে দলে, ঝাঁকে ঝাঁকে বেড়াইয়া বেড়ায়। আবার স্ত্রী ও পুরুষে প্রণয়বদ্ধ হইয়া থাকে। ঈশ্বর কেমন একটী আশ্চর্য্য সংস্কার* দিয়াছেন, পক্ষিণী গর্ভবতী হইলেই বাসা নির্ম্মাণের জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়। তখন স্ত্রীপুরুষে মুখে করিয়া কুটা বহিতে আরম্ভ করে এবং যেমন ডিম্বগুলি হইবে সেই অনুসারে বাসাটি ঠিক্ করিয়া তৈয়ার করে।

বড় বড় পক্ষী অপেক্ষা ছোট ছোট বিহঙ্গমদের * বাসা নির্ম্মাণ বিষয়ে অধিক কারিকুরি দেখা যায়। বাবুই প্রভৃতির গৃহগুলি মনোযোগ করিয়া দেখিলে কেনা আশ্চর্য্য হয়েন! পাখীদের মধ্যে যাহার শরীর যত ক্ষুদ্র সে সেই পরিমাণে উষ্ণদ্রব্য দিয়া কুলায়া প্রস্তুত করে। বড় পক্ষীদের অপেক্ষা ছোট পক্ষীদের ডিম্বও ছোট হয়, সুতরাং তাহাতে অধিক শীত লাগিয়া অনিষ্ট করিতে পারে এই জন্য গরম করিয়া রাখা আবশ্যক। বড় পক্ষীদের সেরূপ প্রয়োজন হয় না।

পক্ষীদের নীড়ের † ভিতরদিক্ কোমল পদার্থে অতি পরিষ্কাররূপে আবৃত থাকে এবং উষ্ণও থাকে অথচ সুখ-জনক হয় এমত কৌশলে তাহার নির্ম্মাণ হয়।

কখন কখন ইহাদের কার্য্যে বাধা পড়ে এবং তাহাতে বাসাটি মনের মত তৈয়ার হইয়া উঠে না। নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে তাহা লুক্কায়িত রাখিবার জন্য পক্ষী ও পক্ষিণী অত্যন্ত যত্ন ও কৌশল প্রকাশ করে।

ইহারা বাসাটি প্রায় ঝোপ ঝাপের মধ্যে প্রস্তুত করে এবং চারিদিকে ডালপালা গুছাইয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া রাখে। যদি শেওলার মধ্যে তৈয়ার করে তাহা

* পশু ও পক্ষীদিগের স্বাভাবিক জ্ঞান; যাহা দ্বারা আপনা আপনি জানা যায়, বিবেচনা করিয়া লইতে হয় না।

* পক্ষীদের।

† পাখীর বাসাকে কুলায় বা নীড় বলে।

হইলে ভিতরে যে গৃহ আছে বাহির হইতে তাহার চিহ্নও পাওয়া যায় না। বাসার নিকটে যদি কাহাকে দেখিতে পায় তাহা হইলে বাসার ভিতর হইতে বাহিরে যাইবার এবং বাহির হইতে ভিতরে আসিবার সময় অত্যন্ত সাবধান হয়। কেহ না থাকিলেও এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ চাহিয়া যাওয়া আসা করে। যেখানে খাদ্যের অভাব না হয় এমত স্থানে আবার বাসাটি তৈয়ার করে।

ডিম্বগুলি প্রসব হইলে পক্ষিণীকেই সে সকলের উপর তা দিয়া ফুটাইতে হয়। স্ত্রীদিগের এই কষ্ট নিবারণ জন্য করুণাময় পরমেশ্বর ইহাদের পুরুষদিগকে গানশক্তিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এক কালে তিনটি কার্য্য সাধন হয়। ১ম-পক্ষিণী যখন ডিম্ব সকলের উপর তা দিতে থাকে ইহা শুনিয়া আমোদিত থাকে। ২য়-ইহা দ্বারা পক্ষীরা পক্ষিণীদিগের মনোরঞ্জন করিয়া বশ করিয়া রাখে। ৩য়-ইহা দ্বারা পক্ষিণী বিপদ্ আপদের শঙ্কা হইতে নিশ্চিন্ত থাকে।

ডিম ফুটাইবার সময় পক্ষিণী যখন বাসার মধ্যে বদ্ধ থাকে, পক্ষী নিকট বর্ত্তী কোন বৃক্ষের উপর উপবেশন করে এবং গান ও প্রহরীর কার্য্য করিতে থাকে। পক্ষী যতক্ষণ সুমধুরস্বরে গান করিতে থাকে পক্ষিণী ততক্ষণ কোন শত্রুর আশঙ্কা করে না। কিন্তু একটু শঙ্কা হইলেই পক্ষীর উচ্চ এবং আনন্দকর স্বর হটাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়। ইহাতে পক্ষিণী আপনার এবং শাবকগুলির রক্ষার জন্য সতর্ক হয়।

শাবক পালনের ভারও মাতার উপরে পড়ে। এবিষয়ে ছোট্ট এবং বড় পক্ষীদের মধ্যে বিস্তর বিভিন্নতা দেখাযায়। ছোট পক্ষীদেরই যত্ন অধিক। ইহাদের মধ্যে পক্ষিণী আহার অন্বেষণে যায় এবং পক্ষী বাসা রক্ষণ করে। বড় পক্ষীরা দীর্ঘকাল অনুপস্থিত থাকে তথাপি তাহাদের শাবকদের কিছু ক্ষতি হয় না।

গায়ক পক্ষীদের মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ভাব দেখাযায়। শিশুকালে ইহারা কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করে কিন্তু বড় হইলে কেবল শস্য আহার করিয়া থাকে।

ডিম্ব হইতে বাহির হইলে ছোট পক্ষীদের কিছুকাল আহার আবশ্যক হয় না। কিন্তু অবিলম্বে তাহারা ক্ষুধার্ত্ত হয় এবং চিঁচিরব ও পুনঃ পুনঃ চঞ্চু* বিস্তার করিয়া খাদ্যদ্রব্য অন্বেষণ জন্য মাতাকে ব্যস্ত করিয়া দেয়। পক্ষিণী যতক্ষণ অনুপস্থিত থাকে, শাবকেরা পরস্পরের শরীর ঘেঁসা ঘেঁসি করিয়া রাখে এবং তাহাতে উষ্ণ হয়। যতক্ষণ মাতার স্বর শুনিতে না পায় ততক্ষণ চুপটি করিয়া থাকে, একটী শব্দও করে না। পক্ষিণী ফিরিয়া আসিতেছে

* পক্ষীর ঠোঁট।

জানাইবার জন্য একপ্রকার শব্দ করে, শাবকেরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারে এবং অমনি সকলে একত্র হইয়া আহার পাইবার জন্য চেঁচাইতে থাকে।

পক্ষিমাতা এক এক করিয়া সকলকে খাদ্য বন্টন করিয়া দিতে থাকে। অতি অল্প অল্প পরিমাণে অনেকবার দেয়, ইহাতে শাবকদের গলায় লাগিবার কোন শঙ্কা থাকে না।

শাবকদিগকে এইরূপে ডিম্ব হইতে বাহির করিয়া এবং লালন পালন করিয়াই পক্ষীরা ক্ষান্ত হয় না। যাহাতে তাহারা আপনারা উড়ুক্ষু হইয়া সচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে তাহাও শিখাইয়া দেয়।

ছানাগুলির যখন ডানা ও পালক উঠে এবং তাহারা একটু একটু উড়িতে পারে, তখন বৃদ্ধ পক্ষীরা তাহাদিগকে বাসা হইতে ক্রমে ক্রমে অধিক দূরে লইয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে করিয়া না আনিয়া তাঁহারা আপনা আপনি আসিতে পারে এইরূপ কৌশল করে। আবার কখন কখন ডানায় করিয়া উপরস্থান হইতে ছাড়িয়া দেয় এবং খানিক দূরে গেলেই ধরিয়া ফেলে। ঐ প্রকারে উড়িতে শিখায়।

যতদিন উড়িতে না শিখে ততদিন বৃদ্ধ পক্ষীরা শাবকদিগকে ছাড়ে না। কিন্তু যখন দেখে তাহারা আপনা আপনি উড়িতে ও চরিয়া বেড়াইতে পারে, তখন আর তাহাদের ভাবনা থাকে না। শাবকেরা যথেচ্ছা ভ্রমণ করে এবং আপনাদের সঙ্গী বা সঙ্গিনী বাছিয়া লইয়া সুখে কাল যাপন করে।

পক্ষীদিগের এই আশ্চর্য্য কার্য্যসকলে আমরা ঈশ্বরের অপার করুণা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। তাহাদের কি এমন বুদ্ধি, যে কেমন ছানাগুলি হইবে তাহা বুঝিয়া আগে থাকিতে বাসা বাঁধিয়া রাখিবে। ডিম্বের ভিতর কি আছে তা দিলে কি হইবে তাহাই বা তাহারা কি জানে? তিনিই তাহাদিগকে এইরূপ করিতে শিক্ষা দেন। শাবকগুলিকে আবার সুস্থ করিয়া না দিলে নয়, কেনই বা তাহারা ইহার জন্য এত ব্যস্ত সমস্ত হইবে? তাঁহারই আদেশে না করিয়া থাকিতে পারে না। বুদ্ধি ও জ্ঞান পাইয়া মনুষ্যের পিতা মাতা সন্তানদিগের পালন ও ভাবি মঙ্গল সাধনের জন্য কি অধিক যত্ন ও চেষ্টা করিবেন না? এবং মনুষ্য সন্তানেরা পিতামাতার অতুল স্নেহে লালিতপালিত হইয়া সেই পরমপিতা পরমেশ্বরের করুণা কি স্মরণ করিবে না?

জ্যোতিষ্।

সূর্য্য গ্রহণ।

গতবারে চন্দ্রগ্রহণের বিষয় লেখা হইয়াছে। সূর্য্যগ্রহণ কি প্রকা-

রে হয় এবার তাহার বিষয় লেখা যাইতেছে। সূর্য্য নিজে যেমন তেজোময়; পৃথিবী সেরূপ নহে, এই হেতু সূর্য্যের আলো পৃথিবীতে পড়িয়া থাকে। কিন্তু যখন চন্দ্র, পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেং সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া আড়াল করে তখনই সূর্য্য গ্রহণ হয়। চন্দ্র অমাবস্যাতেই সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু সকল অমাবস্যাতে সূর্য্যগ্রহণ হয় না, যে অমাবস্যাতে চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্য স্থলে উপস্থিত হইয়া সমসূত্রপাত হয় তখনই সূর্য্যগ্রহণ হইয়া থাকে। সূর্য্যগ্রহণ কখন পূর্ণগ্রাস হয় না। কখন কখন সূর্য্য গ্রহণের সময় সূর্য্যকে একপ দেখা যায় যে মধ্যস্থলে অন্ধকার ও চারি ধার আলোময়।

সূর্য্য গ্রহণের সময় চন্দ্রকে যে দেখা যায় না ইহার কারণ এই যে, সূর্য্য নিজে আলোময়, চন্দ্র আলোময় নয়। সূর্য্যের আলো পাইয়া চন্দ্র প্রকাশিত হয়। সূর্য্য গ্রহণের সময় চন্দ্রের যে দিকটা সূর্য্যের দিকে থাকে সেই দিকটা আলোময় হয় আবার যে দিকটা পৃথিবী অর্থাৎ আমাদের দিকে থাকে সে দিকটা আলো না পাওয়াতে চন্দ্র প্রকাশিত হয় না, এজন্য সূর্য্যগ্রহণের সময় আমরা চন্দ্রকেও দেখিতে পাই না। অপর স্তম্ভে যে ছবিটী দেওয়া গেল তাহা ভাল করিয়া বুঝিলেই সূর্য্য গ্রহণ কি প্রকারে হয় বুঝা যাইতে পারে। এই ছবিতে সূ-সূর্য্য; চ-চন্দ্র ; পৃ-পৃথিবী ; তথহ চন্দ্রের ছায়া; চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক মধ্য স্থলে উপস্থিত হইয়া সমসূত্রপাত হইয়াছে। সুতরাং সূর্য্য গ্রহণ হইল।
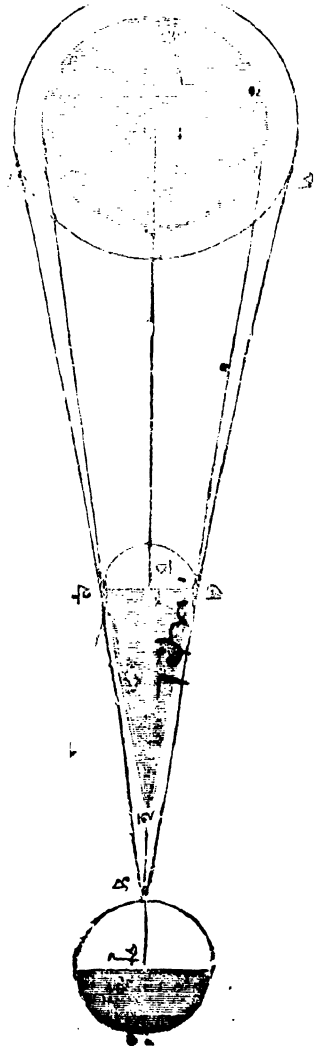
আমাদের দেশের অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন লোকেরা বলিয়া থাকে যে,শাস্ত্রকারেরা যে রাহুকেতু মানিতেন তাহা সত্য। তাহা যদি অসত্য হইবে তবে আমাদিগের দেশের জ্যোতির্ব্বেত্তারা রাহুকেতু মানিয়া যে গ্রহণ নির্ণয় করেন তাহা ঠিক হয় কেন? এই ভ্রম অতি সহজে সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। ইংরাজ প্রভৃতি অন্যান্য কুসংস্কার-শূন্য জ্ঞানাপন্ন লোকেরা রাহুকেতু মানেন না তবে তাঁহারা যে গ্রহণ নির্ণয় করেন তাহা ঠিক হয় কেন? ইহার কারণ এই যে আমাদিগের দেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ মনে করেন যে, রাহুকেতু সূর্য্য চন্দ্রের পশ্চাৎ যায়। আবার অন্য দেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন যে পৃথিবীর ছায়া সূর্য্য চন্দ্রের পশ্চাৎ যায়। মর্ম্ম দুয়েরই এক; তজ্জন্য গণনাও ঠিক হয়। তবে প্রভেদ এই যে আমাদিগের দেশীয় জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ পৃথিবীর ছায়া ও চন্দ্রের আড়ালকে চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণের কারণ না বলিয়া রাহুকেতু নামে সেই ছায়ার এক মিথ্যা নাম কল্পনা করিয়াছেন।

প্রতি বৎসর নিশ্চয় দুইটী করিয়া সূর্য্য গ্রহণ হয় এবং সমুদায়ে সাতটী গ্রহণের বেসি কখন হয় না। চারটী সূর্য্য গ্রহণ, তিনটী চন্দ্র গ্রহণ কিম্বা পাঁচটী সূর্য্য গ্রহণ, দুইটী চন্দ্র গ্রহণ। আর একটী আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, প্রত্যেক আঠার বৎসর এগার দিনের পর পূর্ব্বের মত ঠিক পুনর্ব্বার গ্রহণ হইয়া থাকে।

দেশাচার।

কুসংস্কার।

(১৭৯ পৃষ্ঠার পর।)

এদেশে কুসংস্কার দ্বারা যে কি ভয়ঙ্কর কুব্যবহার সকল প্রচলিত হইতেছে এবং তজ্জন্য যে এদেশের কি প্রকার ভয়ানক অপকার ও অনুন্নতি হইতেছে তাহা বলিয়া সমুদায় শেষ করা যায় না। এই কুসংস্কার দ্বারা কত কত শিশু সন্তান অল্পবয়সে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইতেছে এই কুসংস্কার দ্বারা কত কত বালক বালিকাগণ বিদ্যাভ্যাসে বঞ্চিত ও মূর্খ হইয়া দুঃখে কাল ক্ষেপ করিতেছে এবং আপনাদিগকে ও পিতা মাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গকে দুঃখ ও দৈন্য দশায় পাতিত করিতেছে; এই কুসংস্কার দ্বারা কত কত লোক আপনাকে অনর্থক বিপদাপন্ন বোধ করিয়া নানা ভয়ে ভীত হইতেছে, এই কুসংস্কার দ্বারা কত কত ব্যক্তি বাল্যাবস্থায় বিবাহিত হইয়া অল্পায়ু ও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে; এই কুসংস্কার দ্বারা এতদ্দেশীয় অবলারা বিদ্যাধনে অনধিকারিণী হইয়া অতিশয় দুঃখে জীবন যাপন করিতেছে এবং পিঞ্জর-বদ্ধ শারিকার ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে

অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এই কুসংস্কার দ্বারা কত বিষয়ে নিরর্থক কার্য্য ক্ষতি হইতেছে, এই কুসংস্কার দ্বারা কত শুভকর্ম্মের ব্যাঘাত হইতেছে এই কুসংস্কার দ্বারা কত অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতেছে। বস্তুতঃ এদেশীয় অধিকাংশ মনুষ্য কুসংস্কার বশতঃ আপনাআপনি ইচ্ছা পূর্ব্বক দুরবস্থায় ও বিপদে পতিত হইতেছে এবং নানা প্রকার বিপরীত কাজ করিতেছে অর্থাৎ শুভকর্ম্মকে অশুভ কর্ম্ম এবং অশুভ কর্ম্মকে শুভ কর্ম্ম মনে করিতেছে; মিত্রকে শত্রু এবং শত্রুকে মিত্র জ্ঞান করিতেছে এবং বিপদ্‌কে সম্পদ ও সম্পদকে বিপদ্‌ বোধ করিতেছে। কত কত নির্দ্দোষ পশু পক্ষীকে আপনাদিগের অমঙ্গলকর জ্ঞান করিতেছে এবং কত কত ভয়ানক কালসর্পকে বাস্তুদেবতা মনে করিয়া তাহাদিগকে গৃহে পোষণ করিতেছে। কত কত যথার্থ ধার্ম্মিক স্বদেশ হিতৈষী সাধু ব্যক্তিকে কপট ও স্বদেশের অহিতকারী বোধ করিতেছে এবং কপটবেশধারী প্রতারক গণক ও দৈবজ্ঞকে দেবতা ও অনুকূল মনে করিয়া তাহাদিগকে অর্চ্চনা ও অর্থদান করিতেছে।

পূর্ব্বে একবার বলা হইয়াছে যে, যে দেশে যত বিদ্যার চর্চ্চা হইয়া থাকে সেই দেশে কুসংস্কার তত বিরল দেখা যায়। আমাদের দেশে যে এত কুসংস্কার, বিদ্যা শিক্ষার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা লেখা পড়া না জানাতে তাহাদিগকে অধিক কুসংস্কারাপন্ন দেখা যায় ও তাহাদিগকে যত ভূত পেত্নী প্রভৃতিতে পায় এমত আর কাহাকেও নহে। এবং তাহারা সন্তানদিগকে নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করাতে ও কুসংস্কার শিক্ষা দেওয়াতে তাহারা বাল্যাবধি চিরকাল ভীরু, সাহসহীন ও কুসংস্কারাপন্ন হয়। সেই সমস্ত অসৎ সংস্কার ও ভয় তাহাদের এমন হৃদয়ঙ্গম হয় যে, বড় হইয়া নানা বিধ জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেও তাহা তাহাদের মন হইতে শীঘ্র অপনীত হয় না অতএব সন্তানগণকে 'ঐ ভয় জুজু কানকাটা' ইত্যাদি অনর্থক ভয় দেখান উচিত নহে। যদি আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষা উত্তমরূপ প্রচলিত হয় তাহা হইলে এই সকল অনিষ্ট ক্রমে ক্রমে দূর হইতে পারে। যদি আমাদের দেশে বিবিধ বিদ্যার অধিকতর আলোচনা হয় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সমুদায় কুসংস্কার তিরোহিত হইতে পারে। যদি আমাদের দেশে জ্যোতির্ব্বিদ্যা উত্তমরূপে প্রচার হয় তাহা হইলে রাহুর গ্রাস শনির দৃষ্টি, বারবেলা, নক্ষত্রপাত ও শুভাশুভদিননির্ণয় ইত্যাদি এই সকল কুসংস্কার দূর হইতে পারে। যদি এদেশে পদার্থবিদ্যা উত্তমরূপে প্রকাশিত হয় তাহা হইলে আর ভূত, প্রেত, ইন্দ্র,

ব্রহ্মা, পবন প্রভৃতির গল্প কথা সকল শুনা যাইবে না। এদেশীয় লোকেরা যদি রসায়নবিদ্যা অধ্যয়ন করে তাহা হইলে তাহারা বাজি, মন্ত্র ও গণনা প্রভৃতিতে আর বিশ্বাস করিবে না এবং যদি আয়ুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করে তাহা হইলে ভূত ঝাড়ন, ডাইনে খাওয়া বিষনামান প্রভৃতির প্রতি সকলের অনাস্থা জন্মিবে। যদি সকলে ভূতত্ত্ববিদ্যা অবগত হয় তাহা হইলে ভূমিকম্পের যথার্থ কারণ জানিতে পারিয়া বাসুকী, মহীরাবণ প্রভৃতিতে, আর বিশ্বাস করিবে না। কতদিনে আমাদিগের দেশে যে এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হইবে তাহা বলিতে পারা যায় না।

হায়! কবে আমাদের সেই সুখের সময় আগত হইবে—যে সময়ে আমাদের দেশ হইতে সকল প্রকার কুসংস্কার দূর হইবে ও সকলের হৃদয় জ্ঞানরত্নে ভূষিত হইবে। এবং পিতা ও কন্যা, ভ্রাতা ও ভগ্নী, স্বামী ও স্ত্রী সকলে পরস্পর বিদ্যানুশীলনে ও বিদ্যাবিষয়ক কথোপকথনে অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিবে। আহা! তাহা স্মরণ করিলেও অন্তঃকরণে কি বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয় তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এক্ষণে আমাদের দেশে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইতেছে। অধুনা সভ্য ইংরাজ রাজার সাহায্যে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইতেছে, এখন লোকের বিদ্যানুশীলনে অনুরাগ বাড়িতেছে, স্ত্রীশিক্ষারও উন্নতি দৃষ্ট হইতেছে। এখন অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া ভ্রম ও কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইতেছে; এবং নানা প্রকার সুরীতি সকল চলিত ও কুরীতি সকল রহিত হইতেছে। ফলতঃ এক্ষণে আমাদের মনে এই আশালতা অঙ্কুরিত হইতেছে যে, ভবিষ্যতে আমাদিগের এই হতভাগ্য বঙ্গ ভূমির মলিন মুখ উজ্জ্বল ও দুরবস্থা দূর হইবে এবং আমাদের এই জন্মভূমি ক্রমে উন্নতির সোপানে আরোহণ করিবে। বামাগণ! তোমাদেরও দুর্দশা নিশা অবসান হইবে, সুখ-সূর্য্য উদয় হইবে ও দুঃখান্ধকার দূর হইবে।

—০—

ইহুদী জাতির বিবাহ-প্রণালী।

আসিয়া খণ্ডে তুরুষ্ক দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে পালেষ্টাইন নামে একটি প্রদেশ আছে। অতি পূর্ব্বকালাবধি ইহুদীরা এই স্থানে বাস করিত এবং ‘জারুজলম’ তাহাদিগের রাজধানী ছিল। এই বংশ হইতে খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারক ঈশা জন্ম গ্রহণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক্ষণে ইহুদীদিগকে আর এপ্রদেশে দেখা যায় না;

তাহারা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি এই জাতির যে একটি বিশেষ স্বভাব এবং ধর্ম্ম-বিষয়ক ক্রিয়া কাণ্ড, তাহা সর্ব্বত্রই একরূপ দেখা যায়। বাইবেলের* পুরাতন ভাগ ইহাদিগের মূল ধর্ম্ম শাস্ত্র। কিন্তু হিন্দুরা যেমন বেদ পরিত্যাগ করিয়া পুরাণ,তন্ত্র ইত্যাদির মতে কার্য্য করিয়া থাকে; ইহারাও সেই রূপ বাইবেল ছাড়িয়া তালমদ প্রভৃতি কয়েক-খানি আধুনিক † গ্রন্থ ধরিয়া চলে।

তালমদের ব্যবস্থা মতে পুরুষ ১৮ বৎসর এবং কন্যা ১২ বৎসর ১ দিবস পূর্ণ হইলেই বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে তাহার উদ্যোগ লইয়া মহা ঘটা হয়। একটি সম্বন্ধ স্থির হইলে পর স্ত্রী পুরুষ বহু সংখ্যক ইহুদী কোন বৃহৎ দালান বা ঘেরা প্রকাশ্য স্থানে গিয়া একত্রিত হয়; উভয় দলের মধ্যে যাহারা বয়সে কনিষ্ঠ, সেটে ছোট ছোট কলসী হাতে করিয়া লইয়া যায়। তৎপরে সকলের সম্মুখে নির্ব্বন্ধ পত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করা হয় এবং বরকর্ত্তা বা কন্যাকর্ত্তা যে ইহার অন্যথা করিবেন, তাঁহার অর্থদণ্ড উল্লেখ হয়। অনন্তর বিবাহের লগ্ন অবগত করা হইলে, বর ও কন্যার প্রতি সকলে সম্মান ও সমাদর প্রকাশ করে এবং তাহাদিগের বহুল সুখের প্রার্থনা করে। পরে কলসী সকল মাটিতে আছাড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। তাহাদের নগর ও মন্দির ধ্বংস হওয়াতে তাহারা যে দেশান্তরী হইয়া পড়িয়াছে, ইহা সেই শোকের চিহ্ন। দ্বারের নিকট একটি লোক দাড়াইয়া থাকে এবং প্রত্যেকের প্রস্থানের সময় এক এক গ্লাস মদ্য পান করিতে দেয়। যে পুরোহিত এই বিবাহের মঙ্গলসূচনা করেন, তিনি এক গ্লাস মদ্য লইয়া প্রথমে তাহাতে আশীর্ব্বাদ করেন, পরে আপনার প্রসাদ করিয়া বর কন্যাকে পান করিতে দেন। এই আড়ম্বরের পর ৮ দিন পর্য্যন্ত বর কন্যার আত্মীয় কুটুম্বেরা বাটীর বাহির হন না। এই সময়ে অনেক যুবক যুবতী বর কন্যাকে কৌতুকী ও আমোদিত রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই তাহাদিগের নিকট যাতায়াত করিতে থাকে। আমাদিগের যেমন গাত্রহরিদ্রা হয়, ইহাদিগের বিবাহের পূর্ব্ব দিন কন্যার সঙ্গিনী এবং অন্যান্য অনেক যুবতী, কন্যাকে স্নান করাইতে লইয়া যায়; সকলে পড়িয়া তাহার শরীর রগড়াইয়া পরিষ্কার করে এবং অন্যান্য লোকদিগকে জানাইবার জন্য গান

---

* খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের বাইবেল নামক এক খান ধর্ম্মপুস্তক আছে, তাহারা বলে যে ঈশ্বর ঐ বাইবেল খান প্রেরণ করিয়াছেন; এই হেতু ইহা পাঠ করিলে মনুষ্য ধার্ম্মিক হইতে পারে। বাইবেল দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগটীকে পুরাতন বাইবেল ও দ্বিতীয় ভাগটীকে নূতন বাইবেল বলে।

† প্রাচীন নয়; নূতন রচিত।

ও মহা কোলাহল করিতে থাকে। বর, কন্যার নিকট এবং কন্যা বরের নিকট এক একটি কোমরবন্দ উপঢৌকন* দেন। বিবাহের দিবস উপস্থিত হইলে কন্যা যত দূর সম্ভব মূল্যবান্ পোসাক পরিধান করে এবং যে দেশের যেরূপ চলন সেইরূপই বেশ গ্রহণ করিয়া থাকে। তৎপরে একটি ঘরের মধ্যে গিয়া নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হয়। কন্যার মনোরঞ্জন করিবার জন্য সেই গৃহে স্ত্রীলোকেরা নৃত্য ও গান করে এবং এরূপ করিলে পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হন মনে করে। শুভ লগ্ন সমাগত হইলে চারি জন যুবা এক খানি চাঁদোয়ার চারি কোন ধরিয়া কোন প্রকাশ্য স্থানে বা উদ্যানে লইয়া যায়, ইহার নীচেই বিবাহের মন্ত্র পাঠ হয়। সেই চাঁদোয়ার নিম্নদেশে এক দিকে বর ও অন্য দিকে কন্যা আপনাপন আত্মীয় কুটুম্ব সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হন। গায়ক ও বাদ্যকরগণ গানবাদ্য করিতে থাকে, প্রত্যেক ব্যক্তি বলিতে থাকে "এখানে যে আসে, তাহার মঙ্গল হউক"। বর, কন্যার চারিদিকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার হস্ত ধারণ করেন এবং দলস্থ লোকে মুঠা মুঠা শস্য লইয়া তাহাদিগের উপর ছড়াইয়া দেয় এবং বলিতে থাকে "তোমরা বৃদ্ধ হও, তোমাদের বংশ বৃদ্ধি হউক"।

কোন কোন স্থলে শস্যের সহিত অল্প দামের মুদ্রা সকলও ফেলিয়া দেওয়া হয় এবং দুঃখী ইহুদিরা সে সকল কুড়াইয়া লয়। যতক্ষণ বিবাহ-ক্রিয়া হয় কন্যা দক্ষিণ মুখে ফিরিয়া থাকে এবং দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বরকে ধরিয়া থাকে। ইহাদের পুরোহিতদিগের মতে বিবাহ শয্যা দক্ষিণ মুখ করিয়া রাখিলে অনেক সন্তান সন্ততি হয়। 'মাঝর' নামক এক খানি গ্রন্থ হইতে পুরোহিত প্রার্থনা সকল পাঠ করেন এবং এক গ্লাস মদ্য প্রসাদ করিয়া যাবতীয় পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে পান করিতে দেন। কন্যার প্রথম বিবাহ হইলে তাহাকে একটি ছোট গ্লাস দেন আর বিধবা বিবাহ হইলে বড় গ্লাস দিয়া থাকেন। তৎপরে পুরোহিত বরের নিকট হইতে একটি স্বর্ণাঙ্গুরী লইয়া কতকগুলি সাক্ষী আহ্বান করেন এবং স্বর্ণ কি না? তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন। সকলে সম্মত হইলে অঙ্গুরীয়কটি কন্যার দ্বিতীয় অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিবাহ-নির্ব্বন্ধ পাঠ করেন। অনন্তর তিনি এক গ্লাস মদ্য লন এবং নব-বিবাহিত দম্পতী* সত্যপালন অঙ্গীকার করিল এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেন এবং গ্লাসটি তাহাদিগের হস্তে অর্পণ করেন। বর

* ভেট; সম্মান সূচক দান।

* স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কে দম্পতী বলা যায়।

তাহা পান করিয়া জারুজলমের ধ্বংস স্মরণার্থ গ্লাসটি সজোরে প্রাচীর বা ভূমির উপর আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলেন। কখন কখন মন্দির ভস্মসাৎ হইয়াছে স্মরণ রাখিবার জন্য বরের মস্তকে পাংশু রাখা হয় এবং শোকের চিহ্ন স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ টুপী তাহার মস্তকে পরিতে হয়। কন্যাটির মস্তকেও একটি কাল টোপর থাকে ইহাতে এই মহানন্দের মধ্যেও পবিত্র মন্দির ধ্বংসের জন্য তাহারা যে শোকাকুল, এইটি দেখান হয়। তৎপরে বরকন্যা ভোজনার্থ গমন করেন। বরকে যতদূর সাধ্য একটি সুদীর্ঘ প্রার্থনা গান করিতে হয়। কন্যার সম্মুখে একটি ডিম্ব এবং পক্ক অর্থাৎ পাককরা মুরগী রাখা হয়। পুরোহিত উহা হইতে এক টুকরা লইয়া কন্যাকে দেন এবং তৎক্ষণাৎ অবশিষ্ট অংশ পাইবার জন্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা স্ত্রীপুরুষে কাড়াকাড়ি করে এবং টানাটানি করিয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিড়িয়া ফেলে। যে অধিক ভাগ পায় সকলে তাহাকে অধিক সৌভাগ্যবান্ বলিয়া সম্মান করে। পরে কুক্কুরেরা যেমন হাড়ের জন্য ঝগড়া করে সেইরূপ তাহারা বর কন্যাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চীৎকারধ্বনি করিয়া পরস্পরের হাত হইতে ছিন্ন মুরগী কাড়িয়া লয়। ডিম্বটি কাঁচা থাকে এবং তাহা এক জনের মুখে নিঃক্ষেপ করা হয়। ইহুদীদিগের খৃষ্টানদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা ও রাগ, সুতরাং ইহাদের এক জন থাকিলে আঘাতটি তাহার উপরে পড়িবেই পড়িবে। এই সকল আমোদের পর চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় বিবিধ খাদ্যের সহিত আসন প্রস্তুত হয়। তখন কোথায় বা জারুজলম, কোথায় বা তাহার মন্দির আর কিছুই মনে থাকে না। আহারের সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার বিবাহ-নৃত্য হইতে থাকে এবং তাহা পরমেশ্বরের স্থাপিত বলিয়া সকলের আনন্দের আর পরিসীমা থাকে না। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা মান্যমান ব্যক্তি, তিনি বরের হস্ত ধারণ করেন, বর আর এক জনের এবং তিনি অন্য ব্যক্তির এই রূপ সকলে হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে থাকে। আবার স্ত্রীগণের মধ্যে যিনি প্রধানা, তিনি কন্যার হস্ত ধারণ করেন ক্রমশঃ আর আর স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের মত হাত ধরাধরি করিয়া নাচিতে থাকে। নৃত্য অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত হয় ক্রমে তাহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। কখন কখন ৮ দিন পর্য্যন্ত এই রূপে আমোদ ও উৎসব চলিতে থাকে। ইহারা আর সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে পারে, কিন্তু খৃষ্টানদিগকে আহ্বান করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। ইহারা বলে উহাদের আগমনে পবিত্র-আত্মা দেবতারা পলায়ন করেন এবং দুরাত্মা ভূতেরা আসিয়া যজ্ঞ পণ্ড করিয়া দেয়। এ-

ক্ষণে ইউরোপের কোন কোন দেশে ১৩ লক্ষের অধিক ইহুদী বাস করিয়া থাকে।

—০—

কৃতজ্ঞতা।

(১৭৯ পৃষ্ঠার পর।)

বিষম যৌবন-পথে হয়ে অন্ধ প্রায়,
দ্রুতপদে ভ্রমণ করেছি যে সময়,
তোমার অদৃশ্য কর ধরি মম কর,
উন্নতির পথে করিয়াছে অগ্রসর।

অজ্ঞাত বিপদ বিঘ্ন কত মৃত্যু ভয়,
সুখে পার করিয়াছ ওহে দয়াময়,
মুগ্ধকর পাপ পাশ আরো সে ভীষণ,
নিরাপদে আত্মা তার করেছ রক্ষণ।

জীর্ণ হইয়াছে দেহ রোগের জ্বালায়,
স্বাস্থ্য সুখে প্রফুল্ল করেছ পুনরায়,
পাপ তাপে একেবারে ডুবেছি যখন,
বাঁচায়েছ আত্মা করি অমৃত সিঞ্চন।

তোমার উদার হস্ত হইয়া সদয়,
সম্পদের সুখে পূর্ণ করেছে হৃদয়,
হৃদয় রঞ্জন বন্ধু করিয়া প্রদান,
দ্বিগুণ করেছ মম সুখ পরিমাণ।

তোমার অমূল্য দান নিত্য অগণন,
কৃতজ্ঞতা-পাশে চিত্ত করয় বন্ধন,
যে আনন্দ মনোলই সে সুখ-আস্বাদ,
সেও কি সামান্য নাথ! তোমার প্রসাদ

যখন যে ভাবে নাথ কাটাই জীবন,
চিরকাল তব দয়া করিব স্মরণ,
লোক লোকান্তরে গিয়া হইলে মরণ,
তোমার মহিমা গান করিব কীর্ত্তন।

পৃথিবীর নিয়ম না বিরাজে যথায়,
দিবা রাত্রে তব সৃষ্টি বিভাগ না যায়,
চির-কৃতজ্ঞতা বদ্ধ আমার হৃদয়,
সেখানে তোমার কৃপা গাবে দয়াময়।

তোমার উৎসব গীত আনন্দ হৃদয়ে,
গাইব অনন্তকাল প্রেম পূর্ণ হয়ে,
অনন্ত সময়ো অতি ক্ষুদ্র বোধ হয়,
গাইতে তোমার কীর্ত্তি করুণানিচয়।

নূতন সংবাদ।

১ম।—ভারতবর্ষের অন্তর্গত রোহিলা খণ্ড নামক স্থানের কালেক্টর সাহেব তত্ত্ববোধিনী নাম্নী পত্রিকাতে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একটী বিজ্ঞাপন পাঠাইয়াছেন; তাহার মর্ম্ম এই যে—স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের উৎকৃষ্ট উপায় এবং সেই স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দিবার উৎকৃষ্ট উপায় যিনি উদ্ভাবন করিয়া একটী রচনা লিখিয়া তাঁহার নিকট আগামী ৩রা মার্চ অর্থাৎ ২১এ ফাল্গুন মাসের মধ্যে প্রেরণ করিবেন, তিনি ৩০০ টাকা পুরস্কার পাইবেন। রচয়িতা কি বাঙ্গালা কি ইংরাজী সকল ভাষাতেই লিখিতে পারিবেন।

আমাদের দেশে এখন স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ দিন২ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে তাহারাই এই প্রবন্ধটী লিখিতে চেষ্টা করেন ইহা আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা। এখন এদেশীয় যে সকল স্ত্রীলোক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া শিক্ষয়িত্রীর গুরুতর ভার গ্রহণ পূর্ব্বক শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, যাঁহারা পুস্তক রচনা করিয়া

আপনাদিগের নাম বিখ্যাত করিতেছেন ও যাঁহারা উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া সংবাদ পত্রিকা ও বামাবোধিনীকে অলঙ্কৃতা করিতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকেই এই প্রবন্ধটী লিখিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারা লিখিলে আমাদের দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে এবং দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার প্রতি দেশীয় লোকের অধিকতর যত্ন ও দৃঢ়তা বর্দ্ধিত হইবে।

পাঠিকাগণ! এই বিষয় পাঠ করিয়া তোমরাও নিশ্চেষ্ট থাকিও না, আপন আপন সাধ্য মত এক একটী রচনা লিখিয়া যথা স্থানে প্রেরণ করিবে।

২য়।—"জিলা মেদিনীপুর গড়বেতা মহকুমার অন্তঃপাতী রায়খা গ্রামে বিগত ৯ই ভাদ্র বুধবার রাত্রিতে মহাসমারোহে একটী বিধবা ব্রাহ্মণকন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। কন্যার নাম শ্রীমতী তারাসুন্দরী দেবী, বয়স ১৪ বৎসর। তারাসুন্দরীর ৫ বৎসর বয়সে রায়খার সন্নিহিত কয়াপাট নিবাসী রামজীবন রায়ের পুত্র মধুসূদন রায়ের সহিত প্রথম বিবাহ ও ১২ বৎসর বয়সে বৈধব্য সংঘটন হয়। কন্যার পিতার নাম শ্রীযুক্ত গয়ারাম রায়। বরের নাম শ্রীধর চক্রবর্ত্তী পিতৃ নাম শ্রীযুক্ত ধনঞ্জয় চক্রবর্ত্তী; নিবাস রায়খার সন্নিহিত সাঙ্কিপুর গ্রাম।"

৩য়।—ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউস নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদক বলেন যে ইংলণ্ড হইতে ৯০৭ জন স্ত্রীলোক এদেশে আসিয়া এই ভারতবর্ষের তাড়িত বার্ত্তাবহকর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অনেক সম্ভাবনা আছে।

৩।—"কারাচি নামক স্থানে একটী স্ত্রী তাহার স্বামীকে ঔষধের সহিত বিষপান করাইয়া বধ করে। বিচারালয়ে ঐ স্ত্রীকে আনীত হইলে সে উত্তর করে যে তাহার স্বামীকে বশীভূত করণার্থ ঔষধ পান করায়। কিন্তু ঐ স্ত্রীলোক স্বামীর মৃত্যুর পর অন্য পুরুষের সহিত প্রস্থান করে। ইহা প্রমাণ হইলে তাহার ৬ মাস কারাবাস দণ্ডাজ্ঞা হয়।"

মধ্যে মধ্যে আমরা ঔষধ খাওয়ানর কথা শ্রবণ করিতাম। অদ্য শাশুড়ী জামাইকে, স্ত্রী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ খাওয়াইয়াছে; তাহাতে বশ করা দূরে থাকুক তাহাকে একেবারে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করায়। ঔষধ খাওয়ানর কথা যে এদেশে প্রচলিত আছে তাহা কেবল ভ্রম মাত্র, ঔষধ খাওয়াইয়া কেহ কাহাকে বশ করিতে পারে না।

রোগীর পেট হইতে ঔষধ তোলাইবার যেরূপ মন্দ রীতি, তাহাতে রোগী কখনই জীবিত থাকিতে পারে না।

ইতর লোকেরাই ঔষধ তোলে। অত্যন্ত পচা দই ও ঘোল ইত্যাদি বমন কারক দ্রব্য সকল বারম্বার

খাওয়াইয়া বারম্বার বমন করায় এবং রোগী পুনঃ পুনঃ বমন করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। আবার বাড়ীর লোকদিগের কি ভ্রম! যখন রোগীকে ঐ প্রকারে পচা দ্রব্য সকল ভক্ষণ করায় তখন রোগীর মাতা কিম্বা যিনি অত্যন্ত আত্মীয় তিনি সেই সময় এক একটী করিয়া বাড়ীর মেয়েদের নাম উচ্চারণ করেন। মিছামিছি একটা ঔষধ বাহির করে এবং সকলের নিকট ভাণ করিয়া কহে যে রোগীর উদর হইতে এই ঔষধ নির্গত হইয়াছে। যে মেয়েমানুষের নাম করিবার সময় ঐ ঔষধ বাহির হয়, তিনিই ঐ রোগীকে ঔষধ খাওয়াইয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে মিথ্যা অপবাদ প্রদান করে।

হায়! কুসংস্কারের কি ভয়ানক বল; যিনি পরম বন্ধু তাহাকেও শত্রু করিয়া তোলে।

৪র্থ।—"আমেরিকা খণ্ডে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার সেনা দলে অনেক স্ত্রীলোক পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।"

৫ম।—ইংলিসমান নামক ইংরাজী পত্র সম্পাদক বলেন ভারতবর্ষের অন্তর্গত জয়পুর নামক স্থানে মিনা জাতির একটী স্ত্রীলোক তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিয়া বধ করিয়াছে।

৬ষ্ঠ।—বিগত ২১ শে ভাদ্র কাশীতে ভূমি কম্প হইয়া গিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যে তিনবার ভূমিকম্প হয়।

এদেশের অজ্ঞান কুসংস্কারাপন্ন লোকদিগের এরূপ বিশ্বাস আছে যে, কাশীতে কখন ভূমিকম্প হয় না, তাহারা বলে তাহার কারণ এই যে, কাশী পৃথিবী ছাড়া ও মহাদেবের ত্রিশূলের উপর আছে। কি আশ্চর্য্য বিশ্বাস!

১০ম ও ১১শ সংখ্যক বামাবোধিনীতে যে ভূমিকম্পের বিষয় লেখা হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, এই ভারতবর্ষে অতি অল্প ভূমিকম্প হয় কেন।

—০—

বামাগণের রচনা।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

জগদীশ সর্ব্বাশ্রয় করুণা নিধান।
বিশ্বরূপে আছ তুমি বিশ্বের বিধান॥
জগতের পতি মোরে হও হে সদয়।
চিরদিন তব পদে মতি যেন রয়॥
সংসার মায়াতে যদি ভুলিয়া তোমায়।
থাকি ওহে দীনবন্ধু ছেড়না আমায়॥
এভব সংসার পিতঃ ভয়ানক ঠাঁই।
পাপ পিশাচের হাতে কারো রক্ষা নাই॥
তাই ভাবি ওহে নাথ সদা সর্ব্বক্ষণ।
পাছে তব প্রতি মম নাহি থাকে মন॥
কিন্তু এক আছে মনে ভরসা নিতান্ত।
দয়াময় নাম তব জানি হে একান্ত॥
চাহিয়া করুণাআঁখি হের একবার।
অধিনীর আছে মাত্র ভরসা তোমার॥
পাপিয়সী বলে যদি নাহি কর দয়া।
কোথায় যাইব নাথ না পাই ভাবিয়া॥

পাপেতে আমার মন যেন নাহি যায়।
হৃদয় আসনে যেন রাখি হে তোমায়।।
তোমার নিকটে প্রভু এই ভিক্ষা চাই।
হইয়া তোমার দাসী জীবন কাটাই।।
জীবনের শেষ দিন হইবে যখন।
অন্তরে ভাবিহে যেন তোমার চরণ।।
যাইয়া তোমার ধামে পাইব উল্লাস।
অমৃত স্বরূপ মুখ দেখিয়া প্রকাশ।।
হেন শুভ দিন যবে হইবে উদয়।
হইবে তখন আত্মা কি আনন্দময়।।

কলিকাতা
১১ শে ভাদ্র } শ্রীমতী কমনীয়াকান্তা।
১৭৮৩ শক।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

—০ঃ০—

শ্রীমতী মনোমোহিনী .. (শ্রীনগর)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত ১২ খানার ১৷৵০
শ্রীগোপালচন্দ্র বসু .. (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীগোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সান্যাল (ভবানীপুর)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

বিজ্ঞাপন।

গ্রাহক মহাশয়গণের স্মরণার্থে লেখা যাইতেছে যে আগামী দুর্গা পূজার ছুটীর মধ্যে আপন আপন দেয় টাকা ও ডাক মাসুল সমেত অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন। এসময়ে টাকার অত্যন্ত আবশ্যক অতএব মূল্য পাঠাইতে আর বিলম্ব করিবেন না।

ভাদ্র মাসে যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিয়াছেন, স্থানাভাবে তাঁহাদিগের নাম প্রকাশ করা হইল না।

বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম।

প্রথমবার প্রতি পংক্তি		৵০
দ্বিতীয়বার	,,	⁄১০
তৃতীয়বার	,,	⁄০

বামাবোধিনী পত্রিকার মূল্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য	
(কলিকাতার জন্য) .	৸৵০
(মফঃস্বলের জন্য) ..	১৷৵০
অগ্রিম ষাণ্মাষিক মূল্য	
(কলিকাতার জন্য) .	৷০
(মফঃস্বলের জন্য) ..	৸৵০
প্রতিখণ্ডের মূল্য .	⁄১০

ছয় মাসের ন্যূনে অগ্রিম মূল্য গৃহীত হইবে না।

বিজ্ঞাপন।

স্ত্রীবোধ (যাহা ৭ম সংখ্যক বামাবোধিনীতে সমালোচিত হইয়াছে) মূল্য ।⁄০ আনা। গ্রহণেচ্ছুকগণ নিম্ন লিখিত স্থানে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন।

ঢাকা মোগলটুলী }
সুলভ যন্ত্র। }

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

মানুষ হইয়া যার জ্ঞান নাহি থাকে,
মানুষের চর্ম্ম গায় পশু বলি তাকে।
জ্ঞান পেয়ে ভাল কাজ না করে যে জন,
পশুর অধম সেই অতি অন্ত্যজন॥

১৫ সংখ্যা { কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা

স্ত্রীশিক্ষকের প্রয়োজন।

আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য এক্ষণে দুইটি প্রধান উপায় দেখা যাইতেছে; ১ম-বালিকা বিদ্যালয়, ২য়-গৃহশিক্ষা। কিন্তু এই দুইটি উপায় দ্বারা যত দূর ফল লাভের আশা করা যায়, তাহা যে সফল হইতেছে না, ইহা বলা বাহুল্য। বস্তুতঃ ইহার কারণও আছে। প্রথমতঃ বালিকা বিদ্যালয় সকলে প্রায় পুরুষ শিক্ষক। স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকদিগকে যেমন 'নরম গরম' করিয়া শিক্ষা দিতে পারেন, তাঁহারা সে রূপ কখনই পারেন না। বিশেষতঃ বালিকাদিগের শিক্ষক হইতে হইলে সুধীর, কোমলপ্রকৃতি, সচ্চরিত্র, গম্ভীরস্বভাব ও সুবিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক কিন্তু এরূপ পুরুষ পাওয়া সুকঠিন। আমরা দেখিয়াছি আমাদের দেশের লোকে বিদ্যালয়ে কন্যাগণকে পাঠাইতে চান না তাহার এক প্রধান হেতু এই, যে পাছে তাহাদিগের স্বভাব মন্দ হয়। সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণ যদি শিক্ষক হন তাহা হইলে কোন আশঙ্কা থাকে না। আর তাহা হইলে অধিক বয়স পর্য্যন্ত এমন কি বিবাহের পরও অনেক দিন পর্য্যন্ত ছাত্রীগণের শিক্ষার ব্যাঘাত হয় না। ফলতঃ এখনকার অধিকাংশ বালিকাবিদ্যালয়ে কথ মাত্র শেখা হয় বলা যাইতে পারে, তাহাতে বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে যে, বলা যায় না। স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ আবশ্যক বিষয় সকলের ত প্রসঙ্গই নাই।

দ্বিতীয়তঃ পরিবার মধ্যেও পুরুষ শিক্ষক। পিতা, স্বামী বা ভ্রাতা কোন কোন স্থলে পুত্রগণও শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বটে এবং বিদ্যালয় অপেক্ষা এখানে অধিক ফল দর্শিতে পারে তাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে নিয়মিত উত্তম রূপ কার্য্য চলিতে পারে না। পুরুষেরা সর্ব্বদাই বাহিরে বা বিদেশে থাকেন সময় মতে, সুযোগ মতে একটু একটু এক এক বার চেষ্টা করিতে পারেন, পাঠিকাদিগের নিজের চতুরতা ও বিশেষ মনোযোগ ভিন্ন কোন উপকারই হয় না। অনেক দুর্ভাগা স্ত্রীলোক আবার যত্ন করা দূরে থাকুক সাধ্য সাধনায় বশ হন না। যাহা হউক এস্থলে স্ত্রীশিক্ষক হইলে বন্ধু ভাবে তাহাদিগের মন লওয়াইতে পারেন এবং অধিক সময় ব্যয় করিয়া প্রকৃত রূপ শিক্ষাও দিতে পারেন। পল্লী গ্রামে একটি স্ত্রীশিক্ষক পাওয়া গেলে সমুদায় পাড়ার, এমন কি সমুদায় গ্রামটির ছোট বড় সকল স্ত্রীলোকই কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্র হইয়া বিদ্যালয়ের ন্যায় উপকার পাইতে পারেন। তাহা হইলে বিদ্যার আলোক আর নির্ব্বাণ হয় না। অন্তঃপুর হইতে সকল প্রকার অজ্ঞানতা কুসংস্কার ও পাপাচার অনায়াসে দূর হইতে পারে। অনেক দেশহিতৈষী লোককে স্ত্রী-শিক্ষকের জন্য ব্যগ্র হইতে দেখা যায়। কেহ কেহ বালিকাবিদ্যালয়ে তজ্জন্য অধিক ব্যয়ও স্বীকার করিতে প্রস্তুত। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় কামিনীরা সে বিষয়ে অক্ষম। এক ইংরেজ বা দেশীয় খৃষ্টান স্ত্রীলোক পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু জাতিভয় ধর্ম্মভয় এবং তাহাদিগেরও স্থানান্তরে থাকিবার অসুবিধা এই সকল কারণে হইয়া উঠে না।

আমরা বোধ করি এবিষয়ের একটি সদুপায় হইতে পারে। আমাদিগের দেশে যে সকল স্বামী-পুত্রহীন অবলারা আছেন, তাঁহাদিগের দুঃখ যন্ত্রণা দেখিলে কাহার নয়নে না অশ্রু বিগলিত হয়? ইহাঁদিগের অধিকাংশই পরিবারের গলগ্রহ। কিন্তু তাঁহারা যদি এই শুভ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হন অনেক সুবিধা পান, তাঁহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের কষ্টও দূর হইতে পারে। আর বিদ্যাদান দ্বারা স্বজাতির কল্যাণ সাধন অপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে মহৎ কার্য্য আর কি আছে? ইহাতে কেবল অন্যের উপকার নয়, তাঁহাদের নিজের জ্ঞান ও ধর্ম্মের অশেষ উন্নতি করিয়া মনের সুখে কাল যাপন করিতে পারেন। আমাদের স্ত্রীলোকেরা যে সে স্থানে গিয়া থাকিতে পারেন যদিও আমাদিগের সমাজের এরূপ অবস্থা হয় নাই, কিন্তু বিদ্যাবতী মহিলাগণ আপনার গ্রামের, অ-

থবা আপনার পল্লীর, একান্ত পক্ষে আপনার পরিবারেরও মঙ্গল সাধন করিতে পারেন; তাহাতেও অল্প উপকার নয়। ঢাকায় যে শিক্ষয়িত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা হইতে প্রতি বৎসর যদি দুই একটী স্ত্রীলোক শিক্ষয়িত্রীর ভার গ্রহণ করিয়া স্বজাতীর উপকারার্থে বালিকাবিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কার্য্য সমাধা করেন, তাহা হইলে এদেশের অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

—০—

ভগ্নীর প্রতি ভ্রাতার উপদেশ।

ভগ্নি সরস্বতি! আমি তোমার সুশীলতা ও পাঠে মনোযোগ দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি এবং আমার আশা হইতেছে যে যদি সর্ব্বদা এই রূপ মনোযোগ দিয়া বিদ্যাভ্যাসে রত হও তাহা হইলে বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। অতএব আরও মনোযোগ ও পরিশ্রম সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিবে। বিদ্যা মহামূল্য রত্ন যিনি পরিশ্রমরূপ মূল্য দিয়া বিদ্যারত্ন উপার্জ্জন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ ধনী এবং তিনিই একজন শ্রেষ্ঠবণিক। বিদ্যালোচনার দ্বারা যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করা যায়, যিনি একবার বিদ্যারসের আস্বাদ পাইয়াছেন তিনিই তাহা অবগত আছেন। এই বিদ্যাদ্বারাই পৃথিবীর এত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে এবং এই বিদ্যাদ্বারা মনুষ্য আপনার অবস্থা উন্নত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে দেশ যত সভ্য ও উন্নত দেখা যায় সেই দেশেই বিদ্যার তত অধিক আলোচনা হয় এবং যেখানে বিদ্যার তাদৃশ আলোচনা নাই সেই দেশের লোকেরাই তত হীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। ফলতঃ বিদ্যা শিক্ষার তারতম্য অনুসারে পৃথিবীর অবস্থার উন্নতি ও অবনতি সংঘটিত হয়। অতএব যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক বিদ্যানুশীলন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি বিদ্যা শিক্ষায় ঔদাস্য ও অবহেলা করে, তাহার মত হতভাগ্য অতি অল্প দেখা যায়, সে চিরকাল দুঃখ ভোগ করত জীবন যাপন করে।

হায়! আমাদের দেশের অবলারা কি হতভাগ্য, এমন দুর্লভ বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া যাবজ্জীবন কারাবাসীর ন্যায় দুঃখে কালাতিপাত করিতেছে। ভগ্নি! যদিও তুমি এই সংসারে কোন কোন বিষয়ে কষ্ট পাইতেছ, যদিও তোমার সকল ইচ্ছা সফল হইতেছে না তথাপি তুমি যে এমন অপূর্ব্ব বিদ্যারূপ সুধারসের আস্বাদ পাইয়াছ, তাহাতেই আপনাকে সুখী জ্ঞান করিয়া সন্তুষ্ট হইবে। ভাবিয়া দেখ দেখি যদি তুমি এতাদৃশ সুখকর বিদ্যা শিক্ষায় বঞ্চিত হইতে তাহা হইলে তোমার অ-

বস্থা কি হইত! তুমি এখন পুস্তক পাঠ করিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া ও উপদেশ পাইয়া যে অনুপম সুখ সম্ভোগ করিতেছ তাহার স্বাদও জানিতে পারিতে না। দেখ! তোমার চতুঃপার্শ্বে কত কত ভগ্নীগণ মোহ ও অজ্ঞানতা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া কি ভয়ানক দুঃখ ও দুরবস্থায় কাল যাপন করিতেছে; কিন্তু তাহারা অন্ধপ্রায় হইয়াছে বলিয়া আপনাদিগের দুর্দ্দশা দেখিতে পাইতেছে না। যদি তাহাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দেওয়া যায় তবে তাহারা স্ব স্ব দুরবস্থা দেখিতে পায় এবং তাহা দূর করিতে যত্ন ও চেষ্টা করে। যাহা হউক তুমি যখন সৌভাগ্য ক্রমে তাহাদের মত না হইয়া বিদ্যারূপ অমূল্যরত্ন লাভ করিয়াছ তখন তাহা সঞ্চয় করিতে অবহেলা করিও না; অধিকতর পরিশ্রম ও মনোযোগ দ্বারা বিদ্যাভ্যাস করিবে, কদাচ বৃথা সময় নষ্ট করিও না।

সময়ও একটী অমূল্য ধন! যিনি যে সময় অনর্থক নষ্ট করিবেন তাঁহাকে তজ্জন্য ঈশ্বরের নিকট দায়ী হইতে হইবে। যিনি যত সময় পাইবেন অর্থাৎ যিনি যত কাল জীবিত থাকিবেন তাঁহাকে পরমেশ্বরের কাছে তাহার হিসাব দিতে হইবে। অতএব অনর্থক সময় নষ্ট করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। সর্ব্বদা বিদ্যানুশীলনে মনোনিবেশ করিবে। এবং সাংসারিক কাজ কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়া যে সময় পাইবে তাহাও কখন বৃথা নষ্ট করিও না। যদি কখন নিরর্থক সময় নষ্ট না কর তাহা হইলে সংসারের প্রাত্যহিক কার্য্য সকল সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে এবং বিদ্যা শিক্ষায়ও দিন দিন উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে মনুষ্য সহস্র পুস্তক পাঠ করুন কিম্বা হাজার জ্ঞান-শিক্ষা করুন যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞানের মত কার্য্য না করিবেন তত দিন তিনি কখনই মনুষ্য নামের যোগ্য হইতে পারেন না, অতএব তুমি কেবল লেখা পড়া শিখিয়াই কদাচ প্রশংসনীয় হইতে পারিবে না এবং উত্তম আবৃত্তি ও পাঠাভ্যাস করিতে পারিলেই যে প্রশংসাযোগ্য হইবে এমত নহে। যখন তুমি যে পরিমাণে আপনার দোষ সকল পরিত্যাগ করিয়া এবং সৎকর্ম্ম সকল সাধন করিয়া আপনার চরিত্র পবিত্র করিবে তখনই তোমার বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানলাভ সেই পরিমাণে সফল হইবে এবং সেই পরিমাণে প্রশংসাভাজন হইবে।

অতএব ভগ্নি! তুমি যখন যে পুস্তকে ভাল ভাল হিতোপদেশ প্রাপ্ত হইবে তখনই তাহার মত কাজ করিতেও অভ্যাস করিবে নতুবা তোমার সে পুস্তকপাঠ নিরর্থক হইবে। তুমি পুস্তকে কত নী-

তিগর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছ; কিন্তু যদি তদনুযায়ী কার্য্য না কর তবে তোমার সে জ্ঞানলাভে কি ফল হইল? তুমি তোমার পাঠ্য পুস্তকের কত স্থানে পাঠ করিয়াছ "ঈশ্বরকে প্রীতি করা কর্ত্তব্য, সদা সত্য ও প্রিয় কথা কহা উচিত, পিতা মাতাকে ভক্তি করা এবং তাঁহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করা আবশ্যক"। কিন্তু যদি কার্য্যের সময় তাহার মত কাজ না কর তবে তোমার সেই পুস্তক পাঠে কি ফল দর্শিল? যাহা হউক নিশ্চয় জানিবে যে কেবল পুস্তক পড়িলেই কেহ বিদ্বান্ ও বড়লোক হয় না এবং কেবল পড়িবার জন্য পুস্তকে নীতি-উপদেশ সকল লিখিত হয় নাই। তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্যই বিদ্যা শিক্ষার আবশ্যকতা ও পুস্তক পাঠের প্রয়োজন। যদি কোন ব্যক্তি পুস্তক না পড়িয়াও তাহার মত কাজ করিতে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকে তবে তাহারও সেই পুস্তক পাঠের ফল হইয়াছে বলিতে হইবে। এখন বোধ করি বেশ বুঝিতে পারিয়াছ যে, আমরা কেবল বিদ্যা শিক্ষা করিয়াই শ্রেষ্ঠ হইতে পারি না, আমাদের জ্ঞানানুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে। অতএব যখন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিবে তখনই তাহার মত কার্য্য করিবে। কিন্তু পরে যদি তাহা ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পার তবে তাহা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিবে। অজ্ঞান-বশতঃ কোন কর্ম্ম করিলে তাহাতে পাপ হয় না।

ভগ্নি! যদিও আপাততঃ তোমার পড়ার কিছু প্রতিবন্ধক হইয়াছে কিন্তু তথাপি তাহাতে কখন ভগ্নোৎসাহ হইও না। যদি আপনা আপনি চেষ্টা ও পরিশ্রম কর এবং অধ্যবসায় অবলম্বন কর তাহা হইলে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে। বিদ্যারূপ মহাসমুদ্রের সীমা নাই; সুতরাং লোকে চেষ্টারূপ নৌকা দ্বারা যত দূর গমন করুক না কেন কখনই তাহার তীর দেখিতে পাইবে না, অতএব আমাদের যাবজ্জীবন বিদ্যা উপার্জ্জনার্থে যত্ন ও পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য। বিদ্যারূপ সমুদ্রে গমন করিবার চেষ্টাই নৌকাস্বরূপ, পরিশ্রমই ক্ষেপণী* এবং অধ্যবসায়ই কর্ণস্বরূপ† এবং উৎসাহ পালস্বরূপ; বিদ্যা শিক্ষায় যে কত গুণ তাহা এক মুখে বর্ণনা করা যায় না। বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্য নহে। বিদ্যাশূন্য জীবন অসার জীবন। বস্তুতঃ বিদ্যার উপরেই মনুষ্যের শ্রী সৌভাগ্য, সভ্যতা ও উন্নতি সকলি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। আহা! এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশিক্ষায় বঞ্চিত থাকাতে কি মহান্ অপকার হইতেছে এবং সম্প্রতি সৌভাগ্যক্রমে এতদ্দেশীয় দুঃখ-

* দাঁড়।
† হাল।

ভাগিনী বামাগণ বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়াতে যে, দেশের কত উপকার হইতেছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এদেশে স্ত্রী-শিক্ষার তাদৃশ প্রচার না থাকাতে কি কি অপকার হইতেছে এবং তাহা সম্যক প্রচলিত হইলেই বা কি কি উপকার হইবে, একদিন তোমাকে এই বিষয়টি লিখিতে বলিয়া ছিলাম তুমি তাহা উত্তমরূপ লিখিতে পার নাই। অতএব আর এক দিন তোমাকে এই বিষয়টি বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিব। তাহা হইলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

—০—

টেমস্ নদীর নীচে দিয়া পথ।

ইংরেজেরা আমাদের দেশে যে সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড কারখানা করিতেছেন, ইঁহাদের নিজের দেশে সে সকল অনেক দিন তৈয়ার হইয়াছে। সেখানে আরও কত কলকৌশল আছে তাহা আমরা শুনিয়া অবাক হই। নদী উপরে রহিয়াছে তাহার নীচে দিয়া পথ করিয়া লোক সকল যাতায়াত করিতেছে ইহা সামান্য কৌতুক জনক নয়!

ইংরেজদিগের রাজ্যের নাম ইংলণ্ড। ইহার রাজধানী লণ্ডন। এই মহানগরটি টেমস্ নামক একটি নদীর তীরে স্থাপিত। এই নদীর নীচে দিয়া একটি পথ কাটিবার জন্য ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৬৫ বৎসর হইল কেহ কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়াতে তাহা বিফল হইল। অনন্তর ১৮২৪ খৃঃ অব্দে অর্থাৎ ৪০ বৎসর গত হইল, বিখ্যাত সিবিল ইঞ্জিনিয়ার ব্রুণেল সাহেব এই বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্রবৃত্ত হইলেন। নদীর একদিকে সেরি এবং অন্যদিকে মিডলসেকস্ এই দুই প্রদেশ আছে। তিনি প্রথমটির মধ্যে রথারহাইয়া এবং অপরটির মধ্যে ওয়াপিং এই দুই স্থানে বাণিজ্যের কোন গোলযোগ নাই দেখিয়া মনোনীত করিয়া লইলেন। সুড়ঙ্গ কাটিবার উপযুক্ত এক প্রকার নীলবর্ণ কর্দ্দমও খুঁড়িয়া পাইলেন। কিন্তু মহাসভা 'পার্লেমেন্টর' অনুমতি ভিন্ন হয় না অতএব তাহাও গ্রহণ করিলেন। তৎপরে প্রায় ৩৩ হাত প্রস্থ কাষ্ঠ সরি প্রদেশের দিকে পুতিলেন এবং প্রায় ১৫ হাত প্রস্থ আর একটি কাষ্ঠ পুতিয়া জল বাহিরের জন্য একটি পাতকুয়া খুলিলেন। প্রায় ১৮ হাত গভীর কাঁকরের মধ্য দিয়া ঐ কাষ্ঠদ্বয় চালাইতে হইল। পূর্ব্বের লোকেরা চোরা বালুকার মত দেখিয়া কার্য্যে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন এজন্য ব্রুণেল আরও গভীর করিয়া পুতিলেন। কিন্তু প্রায় ৫৩ হাত নিম্নে ছোট

কাষ্ঠের নীচে মাটী আল্‌গা হইয়া গেল এবং তাহা এক কালে অনেক নামিয়া পড়িল এবং বালুকা ও জল উঠিতে লাগিল। এ সকলের প্রতীকার করিয়া ৪২ হাত গভীর স্থান হইতে সুড়ঙ্গ কাটা আরম্ভ হইল এবং শত করা অর্থাৎ ১০০ হাতে ২।০ সোয়া দুই হাত করিয়া গড়ান দেওয়া হইল। যেখানে নদীর জল অত্যন্ত গভীর সেখানে সুড়ঙ্গের তলা জলের উপর ভাগ হইতে ৫০ হাতেরও অধিক নীচে পড়িল।

একটি বৃহৎ এবং সুদৃঢ় যন্ত্র দ্বারা এই কার্য্যটি সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহা উচ্চে প্রায় ১৫ হাত এবং প্রস্থে ২ হাত ছিল। ইহার মধ্যে ৩টি থাক অথবা তালা ছিল এবং প্রত্যেক তালায় ১২টি করিয়া খোপ ছিল। অতএব সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬টি কুঠারি হইল। খননকারীরা ইহার মধ্যে থাকিয়া মাটী কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে লাগিল এবং মিস্ত্রীরা সেই সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টক দিয়া গাঁথিতে লাগিল।

নদী দুই বার ভাঙ্গিয়া কর্ম্মকারকদিগের উপরে পড়িয়াছিল তাহাতে অনেক দিন পর্য্যন্ত কার্য্য স্থগিত হয়। কিন্তু পরে নদীর যে যে স্থানে ছিদ্র হইয়াছিল, উপর হইতে বড় বড় থলিয়াতে কাদা পুরিয়া সেই সেই স্থানে ফেলিয়া দেওয়া হইল। এই সামান্য কৌশলে আশ্চর্য্য ফল দর্শিল। জল নিঃসরণ বন্ধ হইল এবং কার্য্য অতি সত্বর এবং সুন্দর রূপে চলিতে লাগিল। এই সুরঙ্গ লম্বে ১৫০০ দেড় হাজার হাতেরও অধিক। ইহার প্রত্যেক হাত প্রস্তুত করিতে ১৫ হাজার টাকা করিয়া ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বসুদ্ধ দুই কোটী টাকারও অধিক ব্যয় করিতে হয়। এই পথটি বাস্পের আলোকে সর্ব্বদাই আলোকময় রহিয়াছে। পূর্ব্বে লোক সকল ইহার মধ্যদিয়া পদব্রজেই চলিত এখন বাষ্পীয় শকট অর্থাৎ রেলের গাড়িও চলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

মানুষের বুদ্ধিতে উপর উপর চারটি পথ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রথমে দেখ নদীর নীচে দিয়া পথ; সেখানে পদব্রজে এবং শকটে মনুষ্যেরা অনায়াসে গমনাগমন করিতেছে। ২-নদীর স্রোত দিয়া জলপথ, নৌকা জাহাজ সকল তাহাতে সচ্ছন্দে চলিতেছে। ৩-নদীর উপরে সেতু; তাহা দিয়াও গাড়ী ও লোক সকল যাতায়াত করিতেছে। ৪-সকলের উপর আকাশপথ; বেলুনে চড়িয়া সেখানেও কতদূর পর্য্যন্ত উঠা যাইতেছে। অতএব আকাশ পাতাল যুড়িয়া ক্রমে মানব জাতির অধিকার হইতে লাগিল!

নারী চরিত।

(সারা মার্টিন)

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ইয়ারমাউত নামে একটী প্রদেশ আছে। তাহার প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে সেন্টার নামক একটী পল্লীগ্রামে স্যারা মার্টিনের জন্ম হয়। সারা মার্টিনের পিতা মাতা সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না; তাঁহার পিতা সামান্য শিল্প কর্ম্ম দ্বারা কষ্টসৃষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। অতি শৈশবাবস্থায় সারার পিতৃ ও মাতৃ বিয়োগ হয়; তিনি তদবধি তাঁহার দুঃখিনী প্রাচীনা মাতামহীর দ্বারা লালিত পালিত হন। পল্লীগ্রামস্থ বিদ্যালয়ে অধ্যায়ন করিয়া সচরাচর যে প্রকার বিদ্যা লাভ করা সম্ভব, সারা মার্টিন সেইরূপ বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পোষাক প্রস্তুত করিবার কার্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি সূঁচীর কর্ম্ম শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং এক বৎসর কাল মধ্যে তৎকার্য্য শিক্ষা করিয়া প্রতি দিবস গ্রামস্থ যাবতীয় গৃহস্থদিগের আবশ্যক বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া দিতেন এবং তদ্দ্বারা যে অর্থ উপার্জ্জন হইত তাহাতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইয়ারমাউত নগরে একটা জেলখানা ছিল; দোষী ও অপরাধী লোকেরা তথায় রুদ্ধ থাকিত। তত্রত্য কয়েদীরা অতি কষ্টে ও অসদ্ভাবে কাল যাপন করিত। সকল জাতীয় লোকের মধ্যে সপ্তাহের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা করিবার একটী দিন নির্দ্দিষ্ট থাকে কিন্তু ঐ কয়েদীদিগের মধ্যে ঈশ্বরোপাসনা করিবার কোন নিয়ম ছিল না; সর্ব্বক্ষণ ক্রীড়া, কলহ, দাঙ্গা ইত্যাদি অসৎ কর্ম্ম করিয়া তাহারা সময় নষ্ট করিত এবং তাহাদিগের বাসের নিমিত্ত মাটীর নীচে এমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কদর্য্য ঘর ছিল যে তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বায়ু ও আলোক প্রবেশ করিতে পারিত না, তাহার মধ্যে থাকিতে গেলে নিশ্বাস রুদ্ধ প্রায় হইত। ফলতঃ সেস্থান মনুষ্যের বসবাস করিবার কোন অংশে যোগ্য নয়। ভদ্র লোক তথায় যাইয়া ক্ষণকালের তরে তিষ্ঠিতে পারেন না।

ইতিপূর্ব্বে ইয়ারমাউতের অনেক লোক কারাবাসীগণের এই রূপ দুর্দ্দশা শুনিয়া ছিলেন, অনেক লোক স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাহাদিগের দুঃখ দর্শনে দুঃখ প্রকাশ করেন নাই, কেহ তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হন নাই। সারামার্টিন কারাবাসীগণের দুর্দ্দশার কথা শ্রবণ করিয়া অবধি তাহাদিগের উন্নতি সাধন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি প্রতি দিন সেন্টার হইতে ইয়ারমাউতে আসিয়া আপনার অবলম্বিত ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া সেন্টারে প্রত্যাগমন করি-

তেন। তিনি যখন জেলখানার নিকট দিয়া গমন করিতেন তখন বলিতেন, হায়! 'কারাবাসিগণ অপরাধ নিবন্ধন এখানে বন্দী হইয়া রহিয়াছে; তাহাদিগের কোন বিষয়ের উন্নতি হইতেছে না, তাহারা ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করে না, কেহই তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করে না। দোষী লোকদিগকে ধর্ম্ম শিক্ষা না দিলে তাহাদিগের আর কিসে চরিত্র সংশোধন হইবে এবং কিসেই বা পরকালের ভাল হইবে। আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে, জেলখানার মধ্যে প্রবেশ করিয়া কারাবাসীদিগকে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া শ্রবণ করাই।' কারাগার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলে যদি তৎকার্য্য সাধনে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা প্রযুক্ত তিনি তাহা কাহার নিকট প্রকাশ করেন নাই, এবং বিবেচনা করিয়াছিলেন যদি ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিতে না পারি তবে বৃথা তাহা প্রচার করিয়া কি হইবে। একারণ যদবধি এই সাধু ইচ্ছা তিনি কার্য্যে পরিণত করিতে না পারিয়াছিলেন ততদিন তাঁহার বৃদ্ধা মাতামহীর নিকটও তাহা প্রকাশ করেন নাই।

ইংরাজী ১৮১৯ খৃঃঅব্দের আগষ্ট মাসে একজন স্ত্রীলোক এক অস্বাভাবিক দোষে দোষী হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিল। তিনি আপনার গর্ভজাত স্তন্যপায়ী শিশু সন্তানের প্রতি অস্নেহ প্রকাশ করিতেন এবং এক সময়ে নির্দয় হইয়া সুকুমার সন্তানটীকে প্রহার করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রতি অন্য প্রকার অসৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া সারা মার্টিন সাতিশয় দুঃখিতা হইলেন। কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার মনোবাঞ্ছা সাধন করিতে তিনি এই সময় চেষ্টা করিলেন। কিন্তু 'শুভ কর্ম্মের অনেক বিঘ্ন' সুতরাং তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইল না। কারাগারের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাকে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন না। অন্য লোক হইলে বোধ হয় এইরূপে প্রথম চেষ্টা নিষ্ফল হওয়াতে ভগ্নোদ্যম হইয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইত। কিন্তু সারা তাহাতে নিরস্ত হইবার নন, কারাবাসিগণের উপকার করিবার তাঁহার এত ইচ্ছা যে, তিনি দ্বিতীয়বার প্রবেশ করিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার এই দ্বিতীয় চেষ্টা সফল হইল, অর্থাৎ কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উল্লিখিত দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোকটীর নাম জ্ঞাত হইয়া অতি সামান্য বেশে কারাগার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি প্রথমেই সেই অসদাচারিণী দুঃশীলা স্ত্রীলোকটীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান

দেখিতে পাইলেন। একজন নূতন লোককে কারাগারমধ্যে সহসা প্রবিষ্ট দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোকটী বিস্ময়াপন্ন হইল। অতঃপর সারা তাহার সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়া তিনি তথায় কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন তাহা তাহাকে অবগত করিলেন এবং তাহার কৃত পাপাচরণের কথা উল্লেখ করিয়া অত্যন্ত ক্ষোভ ও লজ্জা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরের করুণা ব্যতীত এই ভয়ানক পাপ হইতে তাহার পরিত্রাণ পাইবার অন্য উপায় নাই, ইত্যাকার কথা সকল ও অতি নম্রভাবে মিষ্ট মধুরস্বরে বলিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে সেই স্ত্রীলোকটী আপনার দোষ বুঝিতে পারিয়া অনুতাপিত চিত্তে বিলাপ করিতে লাগিল। এবং তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

—০—

সময়।

সময় অমূল্য ধন। জীবনের যত কর্ম্ম আছে, সকল কর্ম্মই সময়ের উপর নির্ভর করে; এজন্য অতি সাবধান হইয়া সময় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। একটু মাত্র সময় বৃথা নষ্ট হইলে সে সময় আর পুনরায় পাওয়া যায় না।

যতই আমাদের বয়স বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আমাদের জীবনের সময় গত হইতেছে, ততই আমরা মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছি। কাহার কবে মৃত্যু হইবে কেহই বলিতে পারে না। অদ্য যিনি প্রশস্ত অট্টালিকোপরি বাস করিয়া সুখাদ্য দ্রব্য সকল ভোজন করিতেছেন, হয়ত কল্য আবার মৃত্যু তাঁহাকে তাঁহার প্রাণসম-প্রিয় ঐশ্বর্য্য হইতে বিচ্যুত করিয়া ধূলায় শায়িত করিতেছে। অদ্য যিনি যৌবনমদে মত্ত হইয়া ভয়ানক কুক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতেছেন, তিনি হয় ত এই মুহূর্ত্তেই সকল অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতেছেন। কত পতিপ্রাণা-রমণী পতিবিচ্ছেদে হাহাকার ধ্বনি করিয়া শিরে করাঘাত করিতেছে। কত পুত্র-প্রাণা-মাতা, প্রাণসম প্রিয়তম পূর্ণযৌবন পুত্রকে হারাইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া ধূসরিত হইতেছে। কত দুঃখিনী মাতা পুত্রশোকে পাগলিনীর ন্যায় হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব মৃত্যু কাহাকেও পরিত্যাগ করিবে না, একে একে সকলকে আক্রমণ করিবেই করিবে। এই হেতু যত দিন এই অবনী-ধামে বিচরণ করিতে হয়, তত দিন যেন আমরা অসৎকর্ম্মে সময় ক্ষেপণ না করিয়া সৎকর্ম্মে সময় ক্ষেপণ করি। পূর্ব্বকালে এবং এখন যে সকল মহাপুরুষদিগের নাম শ্রবণ করা যায়, তাঁহারা কেবল সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারাই স্বীয় স্বীয় নাম জগদ্বিখ্যাত করিয়াছেন, অতএব তোমরা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে

আর অবহেলা করিও না। যিনি যতই সময়ের সদ্ব্যবহার করিবেন, তিনি দিন দিন পাপপথ হইতে বিরত থাকিয়া ততই ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন।

আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশ সময় অবহেলা করিয়া বৃথা নষ্ট করিয়া থাকে। তাহারা প্রায় কোন প্রকার সৎকর্ম্ম করিয়া সময় ক্ষেপণ করে না। যে কর্ম্ম এক ঘন্টার মধ্যে উত্তমরূপে সম্পন্ন হইতে পারে, সেই কর্ম্ম করিতে তাহারা প্রায় ৩। ৪ ঘন্টা কাল অতিবাহিত করে। যে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে এক দিনের অধিক লাগে না, সেই সকল কর্ম্ম করিতে তাহারা প্রায় ৪। ৫ দিন ক্রমাগত নিক্ষেপ করে। প্রাতঃকাল হইতে নিদ্রা পর্য্যন্ত তাহারা প্রায় সৎকর্ম্ম করে না। কেবল ৪। ৫ ঘন্টা কাল সাংসারিক আবশ্যক কর্ম্ম সকল সমাধা করিয়া সমস্ত সময় গল্প, খেলা ও নিদ্রায় যাপন করে। এই প্রকারে এদেশস্থ অধিকাংশ স্ত্রীলোক বৃথা সময় নষ্ট করিয়া আপনাকে পাপে জড়ীভূত করিতেছে। যে মনুষ্য যত সময় বৃথা নষ্ট করেন তিনি তত পাপপঙ্কে নিমগ্ন হন। "সময় আর জীবন কোন ভেদ নাই, ইহা বলিলেও বলা যাইতে পারে। যে হেতু সময় লইয়াই আমাদিগের জীবন। যতটুকু সময় ভালরূপ ক্ষেপণ করা যায় তত টকু আমাদের জীবন, আর যতটুকু আলস্য বা মন্দ কর্ম্মে অতিবাহিত করা যায় ততটুকু মৃত্যুর প্রতিরূপ মাত্র। যিনি একশত বৎসর জীবিত থাকিয়া কেবল পাঁচবৎসর মাত্র সৎকর্ম্মে সময় ক্ষেপণ করেন, তাঁহার আয়ু পাঁচবৎসর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়; অতএব সময়কে নষ্ট করা একপ্রকার প্রাণকে আঘাত করা হয় জানিবে"।

কি প্রকারে সময় ক্ষেপণ করিলে সময়ের সদ্ব্যাহার হয় তাহার বিষয় লেখা যাইতেছে, এই লেখনানুসারে সময় ক্ষেপণ করিলে সময় কখনই বৃথা নষ্ট হইতে পারে না।

—নিদ্রা হইতে প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিবে; এবং তৎপরে যে পরম পিতার প্রসাদে গতরাত্রি নির্ব্বিঘ্নে অতিবাহিত করিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলে, সেই পরম পিতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। তৎপরে কিছুক্ষণ নূতন পাঠ অভ্যাস করিয়া সাংসারিক কর্ম্মে নিযুক্ত হইবে, এবং সাংসারিক কার্য্য ও স্নান ভোজন সমাপন করিয়া দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় নিদ্রা গল্প ও খেলায় সময় নষ্ট না করিয়া পাঠাভ্যাসে মনোনিবেশ করিবে। প্রথমে পুরাতন পাঠ আবৃত্তি করিয়া নূতন পাঠ অভ্যাস করিবে। এই মধ্যাহ্ন সময়ে লেখা অভ্যাস

করিবে, অঙ্ক কসিবে এবং কার-পেট, ফুল, জামাসেলাই ইত্যাদি সূচীর কার্য্য করিবে এবং মধ্যে মধ্যে কিছুক্ষণ বিশ্রামও করিবে। আবার অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে সাংসারিক কার্য্য ও আহার বিহার করিয়া সন্ধ্যার পর পুনরায় পাঠাভ্যাসে মনোযোগ দিবে এবং পাঠাভ্যাস হইলে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যে জগৎপিতার আশ্রয়ে থাকিয়া সমস্ত দিন সচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলে, যাঁহার কৃপায় সমস্ত দিন বিবিধ সুখ সম্ভোগ করিলে, সেই পরম পিতার প্রতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা করিবে এবং পাপের জন্য অনুতাপিতচিত্তে তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিবে, যাহাতে সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হইতে পার। তৎপরে যথা-কালে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নির্ভয়ে নিদ্রা যাইবে।—

এই প্রকার করিয়া প্রাতঃকাল হইতে নিদ্রা পর্য্যন্ত সময় ক্ষেপণ করিলে তোমরা পাপ হইতে বিরত থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে থাকিবে।

বিদ্যাসুন্দর, কামিনীকুমার, রসিকরঞ্জন ইত্যাদি কুৎসিত পুস্তক পাঠ করিয়া বা কু লোকের সহবাসে থাকিয়া কুকর্ম্মে সময় নষ্ট করতঃ আপনাকে কলঙ্কিত ও পাপে পতিত করিবে না। সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে ও সদালাপে সময় অতিবাহিত করিবে।

—০:০—

ঈশ্বরের প্রীতি অনুরাগ।

ভুল না ভুল না কভু জগত ঈশ্বরে,
যাঁর তুল্য বন্ধু নাই জগত ভিতরে;
যাঁহা হতে ধন প্রাণ যত প্রিয়জন;
দিবানিশি যিনি সবে করেন পালন;
জীবের হিতের তরে যিনি দেন দুঃখ—
সে দুঃখত দুঃখ নয় শেষে হয় সুখ।
অতএব দুঃখ ভরে হওনা কাতর,
তাঁরে দেখে স্থির কর দুঃখিত অন্তর।
ছেড়ো না ছেড়ো না সেই অমূল্য রতন,
সকলি অসার জেনো বিনা সেই ধন।
কি ধন পেয়েছ বল এছার সংসারে,
সমভাবে থাকে যাহা চিরকাল তরে
একান্ত নির্ভর কর তাঁহার উপর,
সংসারযাতনা দূরে পলাবে সত্বর।
হৃদয়ে পবিত্র ভাব করিয়া ধারণ,
সত্যপথে ধর্ম্মপথে করহ গমন।
অসার সংসারে মন না কর বন্ধন,
পরকাল নিত্যসুখ করহ চিন্তন।

নূতন সংবাদ।

১ম।—"মৃত রাজা কৃষ্ণনাথ বাহাদুরের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী প্রসিদ্ধ পাদ্রি * ডালসাহেবের স্ত্রীকে তাঁহার রচিত স্ত্রীজাতির 'শিক্ষাধিকার' নামক গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণার্থ দুইশত মুদ্রা ও তৎসঙ্কলিত একখানি পত্রিকা দ্বারা তাঁহার প্রশংসা করিয়া পাঠাইয়া-

* খৃষ্টানদিগের ধর্ম্ম প্রচারক।

ছেন। ঐ কার্য্য-দ্বারা যে কেবল উাঁহার বদান্যতা প্রকাশ পাইয়াছে এমত নহে, ঐ কার্য্য দ্বারা আমাদিগের বঙ্গদেশেরও মুখ উজ্বল হইয়াছে"।

২য়।—বোম্বাইয়ের রেলওয়েতে স্ত্রীলোকদিগের স্বতন্ত্র গাড়ী হইয়াছে। আমাদের এ অঞ্চলে হইলে ভাল হয়, কারণ তাহা না হওয়াতে অনেক অপকার ও অসুবিধা হইতেছে।

৩য়।—গত ২০এ আশ্বিন বুধবার বেলা ১০টা হইতে ৪॥ পর্য্যন্ত যে প্রবল ঝড় হয়, তাহাতে অনেকের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে। কোন কোন বৃদ্ধগণের মুখে শুনা গেল যে এরূপ ভয়ানক ঝড় ইতিপুর্ব্বে কখন হয় নাই। ফলতঃ এতাদৃশী বহুদূরব্যাপিনী প্রবলঝটিকা কদাপি কাহার শ্রুতি ও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এই গঙ্গানদীস্থ যে সকল বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ জলমগ্ন, ভগ্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। এই প্রবল ঝটিকা দ্বারা কাহারও কিছু ক্ষতি ও অপকার হয় নাই এমত লোক প্রায় দেখা যায় না। এবং এমন গৃহ ও বৃক্ষ নাই যাহা কিঞ্চিন্মাত্র ভগ্ন হয় নাই। বাস্তবিক ইহা দ্বারা পৃথিবীর অনেক অপচয় হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলে জলপ্লাবন হওয়াতে তং তৎ স্থানবাসীদিগের যে প্রকার ভয়ানক দুর্গতি হইয়াছে তাহা শুনিলে শোকে ও দুঃখে হৃদয় দ্রব হইয়া যায়। তত্রত্য সমস্ত গ্রাম এককালে জল প্লাবিত হইয়াছে, সেই জলে অসংখ্য মনুষ্য, সিংহ, ব্যাঘ্র, হরিণ, শৃগাল প্রভৃতি নানা জীবজন্তু মরিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। কত লোকে অনাহারে জীবন পরিত্যাগ করিতেছে। কত লোকের গৃহাদি সমস্ত বিষয় একেবারে নষ্ট হইয়াছে। কত লোকে স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রভৃতি সকলের মৃত্যুশোকে হাহাকার করিতেছে। কত লোকে অন্নের জন্য লালায়িত ও জঠরানলে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছে। আবার সেখানকার স্বাভাবিক বিশুদ্ধ জল একেবারে লবণাক্ত হইয়া সকলের দুষ্পেয় হওয়াতে পিপাসায় কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে। এ সকল (দর্শন করা দূরে থাকুক) শ্রবণ করিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়? ও নেত্র যুগল হইতে অনর্গল অশ্রুপাত হয়? এই হতভাগ্য লোকদিগের পরিত্রাণার্থ স্বদেশহিতৈষী দয়ালু বাঙ্গালিগণ এবং সহৃদয় বদান্য ইংরাজ, পার্সী প্রভৃতি বিদেশীয় ব্যক্তিগণ অর্থ সংগ্রহ করিয়া তথায় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্য সকল প্রেরণ করিতেছেন। সর্ব্বসুদ্ধ প্রায় এক লক্ষ বাইশ হাজার টাকা উঠিয়াছে।

ভগ্নীগণ! তোমরাও এসময়ে কিছু কিছু দান করিতে কাতর ও কুণ্ঠিত হইও না। দান করিবার

এমন সময় ও এমন পাত্র আর কোথায় পাইবে ? এসময়েও যদি কেহ দান করিতে কৃপণ হও তবে আর কবে দান করিবে। তোমাদিগের পার্শ্বে কত কত লোক অন্ন ও বস্ত্রাভাবে হাহাকার ও ক্রন্দন করিতেছে, কিন্তু তোমরা এদিকে সচ্ছন্দে আহার ও অলঙ্কারাদি পরিধান করিতেছ ইহা কি তোমাদের লজ্জার বিষয় নয় ? সুদ্ধ পোষাক ও গহনা পরিয়া কি হইবে ? কেবল বাহ্য শোভা দেখাইয়া কি ফল হইবে ? এখন কৃপণতার সময় নহে, দানেরই উপযুক্ত সময়।

যাহা হউক পরিশেষে কোমলহৃদয়া পাঠিকা ও কৃপালু পাঠকগণকে নিবেদন করা যাইতেছে যদি তাঁহারা আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে কিছু দান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যথা স্থানে সত্বর প্রেরণ করিবেন অথবা আমাদের নিকট পাঠাইলে আমরা শীঘ্র তথায় প্রেরণ করিতে চেষ্টা করিব। বিলম্ব হইলে সে দান বৃথা হইবে।

৪র্থ।—"শান্তিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দীনদয়াল প্রামাণিক মহাশয় তাঁহাদের স্বজাতীয় কন্যা ক্রয় বিক্রয় দ্বারা বিবাহ করিবার প্রথা উঠাইবার জন্য বিস্তর যত্ন করিতেছেন, এবং তাঁহার যত্নও বিশিষ্ট রূপে সফল হইতেছে। প্রায় একমাসের অধিক হইল, কএক ব্যক্তির কন্যা বিক্রয়ের ঘটকালী এবং তাহার কর্ত্তৃত্ব করণ অপরাধে অর্থদণ্ড হইয়াছে। এবং যাহারা উক্ত প্রকারে কন্যা গ্রহণ বা প্রদান করিয়াছে তাহারা এককালে জাত্যন্তর হইয়াছে। দীনদয়াল বাবু যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসা করিতে হয় সন্দেহ নাই।

৫ম। গত ১লা আশ্বিন হাবড়ায় বিধবা 'বিবাহোৎসাহিনী' নাম্নী একটী সভা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায়ও একটী বিধবা 'বিবাহ প্রদায়িনী' সভা প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিধবাগণের বিবাহ প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তাহাদের দুঃখ দূর করা। অনেক বিধবাবান্ধব সহৃদয় ব্যক্তিগণ অর্থ দান দ্বারা উক্ত সভার সাহায্য করিতেছেন, তজ্জন্য আমরা তাহাদিগকে কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ দিই।

৬ষ্ঠ।—আমাদিগের দেশে এক্ষণে ইংরাজী বিদ্যার আলোচনা হওয়াতে অনেক উপকার হইতেছে, কিন্তু ঐ বিদ্যার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে একটী ভয়ানক অপকারও হইয়াছে। পূর্ব্বকালে যখন এদেশে ইংরাজী বিদ্যার অনুশীলন ছিল না, তখন ভারতবর্ষবাসীরা মদ্য পান করা অত্যন্ত দুষ্কর্ম্ম জ্ঞান করিতেন, এবং ভদ্রলোকে কখন সুরাপান করিতেন না। কিন্তু এক্ষণে সুরারাক্ষসীর অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়াতে এদেশের অশেষ

প্রকারে অমঙ্গল হইতেছে। এই সুরারূপ বিষপান এদেশ হইতে দূর করিবার নিমিত্ত কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ সরকার মহাশয় কলিকাতায় একটী 'সুরাপান নিবারিণী' নামে সভা সংস্থাপন করিয়াছেন। এক বৎসর হইল সভাটী সংস্থাপিত হইয়াছে। সুরাপান নিবারণার্থে সময়ে সময়ে সভাতে সুরাপানের দোষ সকল বক্তৃতা করা হয় এবং বাঙ্গালা ইংরাজী ভাষায় সুরাপানের দোষ সকল লিখিত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক মুদ্রিত হইতেছে। বিনা মূল্যে এবং কোন কোন পুস্তক অল্প মূল্যে সর্ব্বত্র প্রদত্ত হইতেছে এতদ্ভিন্ন প্রতিজ্ঞা পত্র ছাপান হইয়াছে, যাঁহারা সুরাপান করেন না এবং যাঁহারা সুরাপান পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সেই সকল প্রতিজ্ঞা পত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিতেছেন। অন্য অন্য নগর, পল্লীগ্রাম প্রভৃতি অনেক স্থানে এই মূল সভার ৭২টী শাখা সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সমুদয় সভায় প্রায় তিন হাজার সভ্য হইয়াছে। তৎ তৎ স্থানেও উপরোক্ত উপায় সকল দ্বারা সুরাপান নিবারণের চেষ্টা হইতেছে।

আহ্লাদের বিষয় এই যে, যে উদ্দেশে সভা স্থাপিত হইয়াছে অনেক স্থানে তাহা সিদ্ধ হইতেছে। দেশহিতৈষী জ্ঞানবান্ লোকেরা ইহার দ্বারা যে প্রকার ফল প্রত্যাশা করিয়াছিলেন তাহার অতীত ফল লাভ হইয়াছে।

এই প্রকারে দেশহিতৈষী সচ্চরিত্র লোকদিগের দ্বারা এদেশের অনিষ্টকর বিষয় সকল যত নিবারিত হইবে ততই এদেশের মঙ্গল হইবে।

—:—

বামাগণের রচনা।

পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

জয় জয় জগদীশ জগত আধার।
কৃপা করি কর মম জ্ঞানের সঞ্চার॥
দেবের দেবতা তুমি অনন্ত অপার।
আহা! কিবা চমৎকার মহিমা তোমার॥
দুর্ব্বলের বল তুমি নির্ধনের ধন।
অধীনীর প্রতি দয়া কর অনুক্ষণ॥
কৃপা করি কৃপাকর কর কৃপা দান।
এই ভিক্ষা চাই নাথ দাও শ্রীচরণ॥
অনাথের নাথ তুমি তুমি মূলাধার।
শীত গ্রীষ্ম বায়ু বৃষ্টি সৃজন তোমার॥
অগতির গতি তুমি সকলের সার।
তব গুণ বর্ণি নাথ কি সাধ্য আমার॥
একে কুলের কামিনী তাহে পরাধীনী।
হিতাহিত নাহি জানি ওহে গুণমণি॥
অপরাধ ক্ষমা কর করিহে মিনতি।
দয়া কর দয়াময় এ দাসীর প্রতি॥
এই কৃপা কর মোরে হইয়ে সদয়।
জ্ঞানধন বিতরণ কর হে আমায়॥
একেত অবলা নারী জ্ঞানবুদ্ধিহীন।
তোমারি সৃজিত মোরা তোমারি অধীন।
প্রণিপাত করি পিতা চরণে তোমার।
করুণা করিয়ে সখা দাও মোরে বর॥
সতত বাসনা যেন হয় মম চিতে।
তোমার ভাবনা ভাবি উঠিতে বসিতে॥

প্রার্থনা করি হে এই তব নিকটেতে।
তোমার মহিমা সখা পারি হে বর্ণিতে ॥
আশীর্ব্বাদ কর মোরে ও হে প্রাণধন।
দিবা নিশি থাকে যেন ধর্ম্ম পথে মন ॥
বসন ভূষণ আমি নাহি চাহি আর।
থাক ও হে প্রাণনাথ হৃদয়ে আমার ॥

কলিকাতা
ঠনঠনিয়া

শ্রীমতী উপেন্দ্র মোহিনী

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের নিকট এখন ক্রমাগত বামাগণের রচনা আসিতেছে। তন্মধ্যে অনেক রচনাই বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত। সেই সকল রচনা স্ত্রীলোকের কি না এ বিষয়ে আমরা ভাল রূপ প্রমাণ পাইতেছি না, এ জন্য সেই সকল রচনাও প্রকাশ করিতে সাহসী হই না। অতএব যাঁহারা আপনাদিগের রচনা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে তাঁহারা অতি শীঘ্রই আমাদের নিকট যে কোন প্রকারে হউক এরূপ প্রমাণ পাঠান, যাহাতে আমরা তাঁহাদিগের রচনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি। এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা রচনা প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা যেন ঐরূপ নিয়মে প্রেরণ করেন।

অনেক পুরুষ, বামাগণের রচনা বলিয়া আপনাদিগের লিখিত রচনা প্রকাশ করিতে চান। পাছে আমরা তাহাদিগের দ্বারা প্রতারিত হই, এই কারণে আমরা এই বিজ্ঞাপন দিলাম।

নিম্ন লিখিত রচয়িত্রীরা অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভাল করিয়া প্রমাণ দিয়া পাঠাইলে আমরা তাঁহাদিগের রচনা প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিব।

শ্রীমতী কুমুদিনী দেবী
সাং গরিফা
হাল স্থিতি সোনাকুড়া

শ্রীমতী কাদম্বিনী দেবী
সাং শান্তিপুর লক্ষ্মীতলার পাড়া

শ্রীমতী ক্ষীরদা দাসী
সাং কলিকাতা নিমতলা

শ্রীমতী মধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়
সাং রাড়িপাড়া

শ্রীমতী বিবি তাহেরণ লেছা
বোদা বালিকা বিদ্যালয়।
১ম শ্রেণীস্থ ছাত্রী।

গ্রাহক মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, যাঁহারা আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অগ্রিম মূল্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই অগ্রিম মূল্য গত মাসে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, এজন্য তাঁহারা আগামী অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া উপকৃত করিবেন।

স্থানাভাবে এবারও অগ্রিম মূল্যপ্রদাতাদিগের নাম দেওয়া হইল না।

কলিকাতা ব্রহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত। ২৭শে কার্ত্তিক ১৭৮৭ শক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।
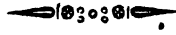
রূপের সহিত হলে গুণের মিলন,
সোণায় সোহাগা তায় নাহিক তুলন,
স্বরূপ গোলাপ ফুল উজলে কানন,
সুগন্ধে হরয় পুনঃ জগতের মন।

১৬ সংখ্যা { অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা

রুসিয়েশ্বরী মহারাণী কাথারিণা।

কাথারিণা আলেকজোনা রুসিয়া* মহারাজ্যের অন্তঃপাতী লিবোনিয়া প্রদেশের ডারপট নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতা দুঃখী ছিলেন, এজন্য তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে কোন ধনসম্পত্তির অধিকার পান নাই, কিন্তু তাঁহাদের অটল ধর্ম্ম-নিষ্ঠা এবং আর আর সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারিণী হইয়া প্রকৃত সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন।

অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হওয়াতে কাথারিণা বৃদ্ধ জননীর সহিত নগর হইতে কিছু দূরে একটী পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। এসময়ে তাঁহাদের দুঃখের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু যেমন আয় তেমনি ব্যয় করিয়া পরিমিতরূপে চলাতে মনের সন্তোষের অভাব হইল না।

মাতা অথর্ব্ব হইয়াছিলেন, তাঁহার কিছু করিবার শক্তি ছিল না, সুতরাং কন্যার কায়িক পরিশ্রমের উপরেই সমুদায় নির্ভর। কাথারিণা মাতার প্রতিপালন জন্য কোন কষ্টকে কষ্টবোধ করিতেন না এবং ঘর সংসারের কাজগুলি

* রুসিয়া পুরাতন পৃথিবীর উত্তরাংশ এবং নূতন পৃথিবী অর্থাৎ আমেরিকার উত্তর পশ্চিম ভাগেও ইহার অধিকার আছে। পৃথিবীতে ইহার তুল্য বৃহৎ রাজ্য আর নাই। কোন কোন প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতের মতে পাণ্ডবেরা দিগ্বিজয় সময়ে এই দেশ জয় করেন এবং ইহার নাম 'উত্তর কুরুবর্ষ' দেন।

সুশৃঙ্খলরূপে নির্ব্বাহ করিতেন।

তিনি যখন কাটনা কাটিতেন, বৃদ্ধা তাঁহার নিকট ঘেঁসিয়া বসিতেন এবং একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতে থাকিতেন। দিবসের কর্ম্ম শেষ হইলে দুইজনে অগ্নি সেবন করিতেন এবং যথা সম্ভব আহার প্রস্তুত করিয়া সুখে ভোজন করিতেন।

কাথারিণা রূপলাবণ্যে একটি বিদ্যাধরীবিশেষ ছিলেন, কিন্তু কিসে গুণবতী ও ধর্ম্ম-পরায়ণা হইবেন সেই জন্য তাঁহার একান্ত প্রয়াস ছিল। তিনি জননীর নিকটে লেখা পড়া শিখিতে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন এবং লুথারের* মতাবলম্বী একটি পুরোহিতের নিকট ধর্ম্মের সার উপদেশ সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতঃ যেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন, সেইরূপ ধীর এবং গম্ভীর প্রকৃতিও ছিলেন। ইহাতে ত্বরায় তাঁহার জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাঁহার সুশীলতা এবং সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া সেখানকার অনেক কৃষক তাঁহার পাণিগ্রহণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কিন্তু মাতার কষ্ট হইবে ভাবিয়া তিনি কাহারও প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না।

কাথারিণার বয়স ১৫ বৎসর হইল, তাঁহার জননীও পরলোক যাত্রা করিলেন। তখন তিনি কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আপনার দীক্ষা গুরুর বাটী গিয়া রহিলেন। এখানে পুরোহিতের সন্তানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাঁহার উপর সমর্পিত হইল এবং তাহাতে তিনি আর আর গুণের উপর প্রবীণতা এবং সন্তান পালনের উপযোগী কোমল-ভাব সকলে ভূষিতা হইলেন।

বৃদ্ধযাজক তাঁহাকে আপনার কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন। তাঁহার আর আর পরিজনের জন্য যে সকল শিক্ষক ছিল, কাথারিণাকেও তাঁহাদিগের ছাত্রী করিয়া দিয়া সমুদায় সুকুমার-বিদ্যায় † সুশিক্ষিতা করিলেন। দুর্ভাগ্য-বালিকা এইরূপে সমূহ উন্নতি লাভ করিতে ছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার আশ্রয়দাতার মৃত্যু হইল। ইহাতে তিনি যে দুঃখের দশায় ছিলেন, পুনরায় তাহাতেই পতিত হইলেন, এবং অতি কষ্টে দিনপাত করিতে লাগিলেন।

---

* পূর্ব্বে খৃষ্টানদিগের মধ্যে রোমান কাথলিক মতেরই প্রাদুর্ভাব ছিল। ইহাতে পোপ নামে এক ব্যক্তি প্রধান ধর্ম্মগুরু বলিয়া পূজ্য। তিনি ইচ্ছা করিলেই কোন ব্যক্তিকে স্বর্গ বা নরকগামী করিতে পারিতেন এবং রাজাদিগকেও সিংহাসনচ্যুত করিতেন পৌত্তলিক ধর্ম্মের ন্যায় ইহার অনেক ক্রিয়াকলাপ। লুথার এই মতকে পরাস্ত করিয়া প্রটেষ্টান্ট খৃষ্টান মত স্থাপন করেন। এমতে পোপকে ঈশ্বর বোধে পূজা না করিয়া সকল বিষয়ে বাইবেলকেই ব্রহ্মজ্ঞান করিয়া চলিবে।

† শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত ইত্যাদি।

লিবোনিয়া প্রদেশটি এই সময়ে একটি ঘোরতর যুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল। দেশের কোন একটি দুর্ঘটনা হইলে প্রায় দরিদ্র লোকদিগেরই তাহা অধিক পীড়া-জনক হয়। অতএব কাথারিণার এত গুণ থাকিলে কি হইবে? তিনি দারুণ দৈন্যযন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে খাদ্যের অনাটন হইয়া প-ড়িল। তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত যে কিছু অর্থ ছিল তাহাও শেষ হ-ইল দেখিয়া অবশেষে কাথারিণা মারিয়েনবর্গ নামে একটি বি-বাদশূন্য গ্রামে গমন করিতে ম-নস্থ করিলেন। তাঁহার নিকট কয়েকখানি বস্ত্র ছিল, তাহাতে একটি পুঁটুলি বাঁধিলেন এবং পদ-ব্রজে লক্ষ্য স্থানে যাত্রা করিলেন। একে পথবর্ত্তী দেশ সকল স্বভাব-তঃ ক্লেশকর,তাহাতে সুইড* এবং রুসীয় এই দুই বিপক্ষজাতি পর-স্পরে, যে যখন জয়ী হইতে লা-গিল লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে আরও ভয়ানক করিয়া তুলিয়া ছিল। কিন্তু ক্ষুধার পীড়নে কা-থারিণা পথের বিপদ্ ও শ্রান্তি বিস্মৃত হইলেন।

একরাত্রি চলিতে চলিতে পথের পার্শ্বস্থ একটি কুটীরে তিনি বি-শ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। দু-র্ভাগ্যক্রমে দুইজন সুইড সেনা সেই স্থানে ছিল, তাহারা তাঁহাকে অত্যন্ত অপমানের কথা কহিতে লাগিল। একটি শান্তি রক্ষক হঠাৎ সেই পথ দিয়া যাইতে ছিলেন, তাহাতেই অবলা রক্ষা পাইল, নতুবা তাঁহার দুর্গতির আর সীমা ছিল না।

যাহা হউক ঐ ব্যক্তির আগম-নেই দুরাত্মারা নিস্তব্ধ হইল। কাথারিণার হৃদয় মন কৃতজ্ঞতা ও আশ্চর্য্য-ভাবে এককালে পূর্ণ হইল। তিনি দেখিলেন তাঁহার এই উদ্ধার কর্ত্তা সেই তাঁহার পূ-র্ব্বতন হিতৈষী পরমবন্ধু ধর্ম্মযা-জকেরই তনয়।

এই ঘটনাটি কাথারিণার পক্ষে অত্যন্ত শুভকর হইল। তিনি যে যৎকিঞ্চিৎ পাথেয় লইয়া বিদেশ-ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা এখন এককালে শেষ হইয়াছিল। তাঁহার যে বস্ত্রগুলি ছিল, মধ্যে মধ্যে যাহাদিগের গৃহে বিশ্রাম ক-রিয়াছিলেন তাহাদিগকে দিতে দিতে সে সকলও ফুরাইয়া গি-য়াছিল। এখন কি খান কি প-রেন তার কোন সংস্থান ছিল না। তাঁহার সাধু মিত্র তাঁহার ব-স্ত্রাদি ক্রয়ের জন্য যাহা দিতে পা-রিলেন দিলেন; চলিবার জন্য একটি অশ্ব প্রদান করিলেন এবং মারিয়েনবর্গের শাসনকর্ত্তা তাঁহার পিতার অতি বিশ্বস্ত মিত্র ছিলেন অতএব কাথারিণার হস্তে এক-খানি পত্র দিয়া তাঁহারই নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।

* ইউরোপীয় রুসিয়ার পশ্চিমে সু-ইডেন দেশ; ইহার নিবাসীদিগকে সু-ইড বলে।

মারিয়েনবর্গে গিয়া কাথারিণা অতিশয় সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। সে দেশের অধ্যক্ষ অবিলম্বে তাঁহাকে আপনার কন্যাগণের শিক্ষিকাপদে নিযুক্ত করিলেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে সপ্তদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে রমণীগণকে যেমন সুরীতি নীতি, সেইরূপ ধর্ম্মশিক্ষা প্রদানেও পারদর্শিণী বলিয়া খ্যাত হইলেন।

তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য বিশেষতঃ বুদ্ধিশক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রভু তাঁহার সহিত বিবাহের প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দরিদ্র বালিকাকে তাহাতে অসম্মত দেখিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্য হইলেন।

কাথারিণা সেই যাজক পুত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইয়া তাঁহাকেই মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধে এই ব্যক্তির একখানি হস্ত গিয়াছিল এবং শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল তাহাতে তাহার অনুরাগের হ্রাস হইল না।

অন্যে আর বৃথা প্রয়াস না পায়, এই জন্য সেই রাজকর্ম্মচারী যখনি নগরে আগমন করিলেন, তিনি তাঁহার নিকট আপনার মানস ব্যক্ত করিলেন। যুবক ইহাতে আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং সেই অবসরে শুভ বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

কাথারিণার সকল ভাগ্যই সমান আশ্চর্য্য কর। যে দিবস বিবাহ হইল, সেই দিনেই রুসিয়েরা মারিয়েনবর্গ আক্রমণ করিল। দুরদৃষ্ট সেনাপতি তৎক্ষণাৎ রাজার আদেশে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, কিন্তু আর ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে উভয়জাতি তুল্য রোষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। হিংসা ও দ্বেষে তাহারা এককালে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, ইহাতে ঘটনাটি অতি ঘোরতর হইল। ফলতঃ এসময় উত্তরীয় জাতিদিগের যুদ্ধ অতি অন্যায় ও অসভ্য অবস্থায় ছিল। তাহাদিগের দৌরাত্ম্যে নির্দ্দোষ কৃষকগণের প্রাণ এবং কুলবালাগণের মান রক্ষা হইত না। রুসিয়েরা মারিয়েনবর্গ অধিকার করিল এবং তাহাদের ক্রোধের খর্পরে* বিপক্ষ সেনাদলের সহিত দেশস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা, সকল লোকের বলিদান হইল।

কাথারিণা একটি উনানের মধ্যে লুকাইয়া ছিলেন, হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ শেষ হইলে ধরা পড়িলেন। এতদিন দুঃখে কষ্টে থাকুন, স্বাধীন ছিলেন। এখন নিরুপায় হইয়া ক্রীতদাসীর বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন।

এই দুরবস্থার সময় তিনি পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া নম্র ভাবে সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। বিপদ তাঁহার শরীরের কান্তি ম্লান করিয়াছিল কিন্তু তাঁ-

* হিন্দুরা যাহার উপর ছাগ মহিষাদি রাখিয়া বলিদান দেয়।

হার মনের প্রফুল্লতা কিছুতেই বিনষ্ট হয় নাই।

কাথারিণার সদ্‌গুণ এবং আশ্চর্য্য ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা রুসিয়ার সেনাপতি মেনজিকফের কর্ণগোচর হইল। তিনি তাঁহাকে দেখিতে চাহিলেন, এবং দেখিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। সেনাধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিলেন এবং আপনার ভগিনীর সহচরী করিয়া রাখিয়া দিলেন।

কাথারিণা এখানে তাঁহার গুণের উপযুক্ত সমাদর প্রাপ্ত হইতে লগিলেন এবং সৌভাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সৌন্দর্য্যও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

কাথারিণা কিছু দিন এইরূপ অবস্থায় আছেন, এমত সময়ে রুসিয়ার সম্রাট্ পিটার-দি-গ্রেট সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। প্রভুর আদেশক্রমে কাথারিণা একটি পাত্রে কতগুলি ফল অতি যত্নের সহিত সজ্জিত করিতে ছিলেন, ভূপতির দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মহারাজ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মোহিত হইলেন। তিনি পরদিবস পুনর্ব্বার আসিলেন এবং সুন্দরী বালাকে আপনার নিকট ডাকিয়া অনেক গুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহাতে তাঁহার শরীরের লাবণ্য অপেক্ষা মনের সৌন্দর্য্য আরও সহস্রগুণ উজ্জ্বল দেখিলেন। ভূপতি তাঁহাকে আপনার সহধর্ম্মিণী করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ• কৃতসঙ্কল্প হইলেন।•

কাথারিণার বয়ঃক্রম ১৮ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। মহারাজ তাঁহার আদ্যোপান্ত ইতিহাস শ্রবণ করিলেন এবং নানা দুরবস্থার মধ্যে স্থিরভাবে অটল ধর্ম্মনিষ্ঠার সহিত জীবন নির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে অসামান্য স্ত্রীরত্ন বলিয়া জ্ঞান করিলেন।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন "স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি" নীচকুল হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব সম্রাট্ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া অবিলম্বে তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। তিনি সভাসদ্‌গণকে বলিলেন "ধর্ম্মই সিংহাসনারোহণের প্রকৃত সোপান"।

এক্ষণে কাথারিণা তাঁহার মৃণ্ময় কুটীর হইতে পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেন। যিনি একাকিনী মলিনবেশে পদব্রজে পর্য্যটন করিতেছিলেন, এখন সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার হাস্যমুখ দেখিয়া সুখানুভব করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যাঁহাকে কতদিন উপবাসী থাকিতে হইত, এখন তাঁহার স-

• পিটার পরম দেশহিতৈষী এবং সমুদায় রাজ-গুণে ভূষিত থাকাতে 'দি-গ্রেট' অর্থাৎ মহাত্মা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি দরিদ্রের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া রাজনীতি, শিল্প ইত্যাদি শিক্ষা করত রাজ্যের মহোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

দাত্রতে অসংখ্য লোক প্রতিপালিত হইতে লাগিল।

কাথারিণা এইরূপ মহত্বলাভ করিয়াও কিছুমাত্র গর্ব্বিত হন নাই, আপনার পূর্ব্বের অবস্থা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন এবং যে সকল গুণে সিংহাসনের অধিকারিণী হইয়াছিলেন চিরজীবন তাহার পরিচয় দিতে লাগিলেন। যৎকালে তাঁহার অসাধারণ গুণসম্পন্ন স্বামী পুরুষজাতির শুভোন্নতি সাধনে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলেন; তিনি স্ত্রীজাতির কল্যাণ বর্দ্ধনজন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি স্ত্রীজাতির কুৎসিৎ বেশভূষার পরিবর্ত্তন করিলেন; একটি স্ত্রীসমাজ স্থাপন করিলেন; নারীগণের গুণ অনুসারে মর্য্যাদার প্রথা প্রচলিত করিলেন; ঈশ্বরপ্রীতি এবং ধর্ম্মনীতির উন্নতি করিলেন এবং অবশেষে রাজ্ঞী, সখী, স্ত্রী এবং মাতার কর্ত্তব্যসকল সাধন করিয়া অকুতোভয়ে আনন্দের সহিত মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাকে কোন বিষয়ের জন্য ক্ষোভ করিতে হইল না, সকলেই তাঁহার জন্য দুঃখ ও কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

—•—

দেশাচার।

বিবাহপ্রণালী।

আমাদের দেশে যে কত প্রকার কুপ্রথা প্রচলিত আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। বিশেষতঃ বিবাহবিষয়ে যে সকল ভয়ানক কদাচার চলিত আছে এবং তাহা দ্বারা যে সকল অনিষ্ট হইতেছে তাহা শুনিলে ও আলোচনা করিয়া দেখিলে সাতিশয় দুঃখিত হইতে হয়। উক্ত বিবাহপ্রণালী সংশোধিত না হইলে এদেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব সর্ব্বাগ্রে তদ্বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে।

মনুষ্যের যে বিবাহ করা কর্ত্তব্য ইহা বোধ করি সকলেই স্বীকার করিবেন, তজ্জন্য অধিক প্রমাণ দিবার আবশ্যকতা নাই; আমাদের মনোবৃত্তির বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা স্ত্রীপুরুষে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিব এই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পৃথিবীতে স্ত্রী ও পুরুষের সৃজন করিয়াছেন এবং আমরা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতি পরিবারবর্গে বেষ্টিত হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, এই অভিপ্রায়ে জগদীশ্বর আমাদের মনে কাম, অপত্যস্নেহ, * আসঙ্গলিপ্সা, † প্রীতি প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন। অপিচ যদি সকল দেশের আচার ব্যবহারাদির প্রতি দৃষ্টি করা যায়, এবং যদি সর্ব্ব দেশের পুরাবৃত্ত পাঠ করা যায়, তাহা হইলে বিল-

---

* পুত্র কন্যাদির প্রতি ভাল বাসা।
† এক সঙ্গে থাকিবার ইচ্ছা।

ক্ষণ বুঝা যাইবে যে,সকল দেশেই বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে, এবং অতি পূর্ব্বকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং বিবাহ কার্য্য যে পরমেশ্বরের অভিপ্রেত ও প্রিয়কার্য্য এবং বিবাহ করা যে কর্ত্তব্য, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বিশুদ্ধ বিবাহপ্রথা আমাদের দেশাচার-দোষে অতিশয় দূষিত হইয়াছে, এবং তাহাদ্বারা অত্যন্ত অনিষ্ট ও অপকার হইতেছে।

আমাদের দেশে বিবাহ সংক্রান্ত যে সকল গুরুতর দোষ থাকাতে অনেক অমঙ্গল ও অনুন্নতি হইতেছে তাহার কতিপয় উদাহরণ ক্রমে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১ম—বাল্যবিবাহ।

এদেশে বিবাহসম্পর্কীয় যত প্রকার দোষ আছে তন্মধ্যে বাল্যবিবাহ একটী প্রধান। এক বাল্যবিবাহ দ্বারা যত প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে এমত আর কিছুতেই নহে। বিশেষতঃ বাল্যবিবাহ অল্পায়ু, দুর্ব্বলতা, মূর্খতা, দৈন্যদশা, অসচ্চরিত্রতা এবং স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অনৈক্য প্রভৃতি দুরবস্থার এক মাত্র কারণ। তাহা এক এক করিয়া যথা ক্রমে সপ্রমাণ করা যাইতেছে।

প্রথমতঃ। মনুষ্য বাল্যাবস্থায় বিবাহিত হইলে এবং অল্প বয়সে সন্তান উৎপাদন করিলে যে তাহারা ক্ষীণবল ও অল্পায়ু হয় এবং তাহাদের সন্তানগণও যে দুর্ব্বল ও ক্ষীণজীবী হয়,তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। যেমন বীজ পরিপক্ক না হইতে হইতে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে, অথবা সার-শূন্য ভূমিতে বৃক্ষ জন্মিলে সে বৃক্ষ সতেজ ও সারবান্ হয় না, সেইরূপ পুরুষ ও স্ত্রীগণের শারীরিক পূর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্তান জন্মিলে সে সন্তান সবল ও দীর্ঘজীবী হয় না; প্রত্যুত সেই সন্তান অকালে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হইয়া অপরাধী পিতা মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। যাহারা অল্পবয়সে বিবাহ করিয়া পরেমেশ্বরের শুভকর নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহারা ঐ নিয়ম লঙ্ঘনের প্রতি-ফল-স্বরূপ পুত্রশোক, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি অনেক দণ্ড প্রাপ্ত হয়। বঙ্গদেশবাসীরা যে, সকলজাতি অপেক্ষা হীনবল, অল্পায়ু ও সাহসহীন, বাল্যবিবাহও তাহার এক প্রধান কারণ।

দ্বিতীয়তঃ। বালকেরা পঠদ্দশাতেই উদ্বাহশৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার প্রতিবন্ধক হয়। তাহাদিগকে অল্পকালের মধ্যেই পরিবার প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করিতে হয় এবং তাহারা অল্পকাল মধ্যেই পুত্রের পিতা হইয়া বসে, সুতরাং তাহাদিগকে এককালে পড়া শুনায় জলাঞ্জলি দিতে হয়। তাহারা বিদ্যালয়ের পাঠ অভ্যাস করিবে, না সংসার নির্ব্বাহের জন্য অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা দেখিবে? তাহারা না পারে ভাল করিয়া

লেখা পড়া শিখিতে, না পারে কোন কর্ম্ম করিতে, শেষকালে তাহারা নিতান্ত নিরুপায় হয়। তখন পরিবারের ভরণ পোষণ জন্য এবং আপনার জীবিকা নির্ব্বাহার্থে কোন কর্ম্ম করিবার জন্য লালায়িত হয়। কি উপায় অবলম্বন করিবে, কি রূপেই বা সংসার চালাইবে, এই চিন্তায় ব্যাকুল হয়। দেখ কেবল এক বাল্যবিবাহ তাহাদিগের বিদ্যাভ্যাসের প্রতিবন্ধক এবং দৈন্যদশার কারণ হইল। ইহার প্রমাণেরও অভাব নাই, এদেশের অনেক যুবকগণ ইহার দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। তাহারা ইহার যথেষ্ট ফল ভোগ করিতেছে, অনেকেই বিবাহগ্রস্ত হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিত হইয়াছে, এবং অনেকে সুশিক্ষা না পাওয়াতে ও দরিদ্রাবস্থায় পতিত হওয়াতে কুপথে গিয়া অত্যন্ত অসচ্চরিত্র হইতেছে।

তৃতীয়তঃ। স্ত্রীপুরুষেরা শৈশবকালে বিবাহিত হইলে তাহারা পরস্পরের সম্বন্ধ জানিতে পারে না, সুতরাং পরস্পরের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহাও অবগত নহে। এজন্য স্ত্রীপুরুষকে প্রায় সর্ব্বদা বিবাদ কলহ করিতে দৃষ্টি করা যায়। এমন কি তাহাদের অধিকাংশই এত অল্প বয়সে বিবাহিত হয়, যে তাহারা তখন 'বিবাহ' কাহাকে বলে তাহাও জানিতে পারে না।' এদেশে যে পরিমাণে স্ত্রীপুরুষে বিবাদ কলহ হয় এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

চতুর্থতঃ। এদেশীয় অদূরদর্শী অশিক্ষিত লোকেরা মনে করে যে, সন্তান সন্ততির শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দিতে পারিলেই আপনাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হইল; কিন্তু তদ্দ্বারা যে পুত্র কন্যাগণের কতদূর অনিষ্ট করা হইল, তাহা একবারও ভাবে না। তাহারা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা, পুত্রবধূর মুখ-কমল দর্শন করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিবে এবং পুত্রবধূ শীঘ্র বড় হইয়া সংসারের কর্ম্ম কাজ করিয়া তাহাদের সাহায্য করিবে, এই ভাবিয়া পুত্রগণের অল্পবয়সেই বিবাহ প্রদান করে। তাহাতে আপাততঃ কিছু সুখ ও সাহায্য লাভ হয় বটে, কিন্তু পরিণামে তাহা সন্তানগণের ও আপনাদের অসুখের কারণ হয়, তাহা একবারও বিবেচনা করিতে পারে না। আরও তাহারা মনে করে, আমরা জীবিত থাকিতে থাকিতে সন্তানগণকে বিবাহসূত্রে বদ্ধ করিয়া গৃহধর্ম্মে নিরত হইতে দেখিলে আমাদের আত্মা কৃতার্থ হয় ও চক্ষুদ্বয় সার্থক হয় এবং পুত্রবধূর ক্রোড়ে শীঘ্র সুকুমার নবকুমার অবলোকন করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সফল হয়। কিন্তু এই বাল্যবিবাহ দ্বারা পুত্র ও পৌত্রগণ দুর্ব্বল রুগ্ন ও অল্পায়ু হইয়া তাহাদের শোকানল উদ্দীপ্ত করিয়া দেয়, তাহা তাহারা

অজ্ঞানতাবশতঃ একবারও বুঝিতে পারে না। ফলতঃ এই দোষাকর বাল্যবিবাহ দ্বারা যে এদেশের কত অপকার হইতেছে তাহা বলিবার নহে, এবং তাহা যে এদেশ হইতে কবে তিরোহিত হইবে তাহাও বলা যায় না।

অর্থ ব্যয়।

আমাদের সকলেরই পক্ষে অর্থ অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু। অর্থ দ্বারা মনুষ্যের মান, সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তি লাভ হইতে পারে। অর্থ দ্বারা কত দীন দুঃখিদিগকে দরিদ্রাবস্থা হইতে মুক্ত করিতে পারা যায়। অর্থ দ্বারা বিপন্নব্যক্তির বিপদোদ্ধার করা যাইতে পারে। অর্থ দ্বারা বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করিয়া বালক-বৃন্দের বিদ্যোন্নতি সাধনে সক্ষম হওয়া যায়। অর্থ দ্বারা চিকিৎসালয়, ও অতিথিশালা স্থাপন ইত্যাদি নানা প্রকার দেশ-হিতকর-কার্য্য সকল অনুষ্ঠিত হইতে পারে। অর্থ দ্বারা সকল প্রকার সৎ কার্য্য সাধন ও সকল প্রকার দুঃখ দূর করা যাইতে পারে। দারিদ্র-দুঃখ-নিবারিণী-সভা, বাষ্পীয় শকট, অর্ণবযান, সেতু, বিদ্যালয় ইত্যাদি সকল প্রকার মহৎ কার্য্য সমাধা করিতে অর্থই কেবল আবশ্যক। অর্থ ব্যতীত এরূপ কোন প্রকার মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। অর্থ আমাদের জীবন ধারণের এক প্রধান উপায়। অর্থ ব্যতীত আমাদিগের জীবন ধারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। অর্থ যে এত উপকারী, তথাপি অজ্ঞান লোকদিগের দ্বারা ইহার কুব্যবহার হওয়াতে ইহা মহানিষ্টের মূল হইয়া উঠিয়াছে। কত পাষণ্ড কেবল এক মাত্র অর্থের জন্য প্রাণসম-প্রিয়তম-ভ্রাত হইতে বিচ্ছিন্ন হইতেছে। কত নিষ্ঠুর পামর এই অর্থের জন্য কত লোকের মস্তকচ্ছেদন করিয়া পাপে জড়ীভূত হইতেছে। কত কৃপাপাত্র একমাত্র অর্থ বিহীন বলিয়া আপনাকে সামান্য মনে করত সর্ব্বসুখবিধানকর্ত্তাকে নিন্দা করিতেছে। কত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি মদ্যপান ও ব্যভিচার-দোষে লিপ্ত হইয়া অর্থকে অতি নিকৃষ্ট ও জঘন্য কার্য্যে ব্যয় করিতেছে।

অর্থ আমাদের অতিশয় প্রয়োজনীয় ও উপকারী বস্তু বটে, কিন্তু মনুষ্য সকল যেমন অর্থকে পৃথিবীর এক মাত্র সার ধন ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, সেরূপ করা মূর্খতা মাত্র। অর্থ অপেক্ষাও মনুষ্যদিগের সার ধন ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে। সেই সার ধনের সহিত অর্থের কোন মতে তুলনা করা যাইতে পারে না, তাহার সহিত তুলনা করিলে অর্থ কিছুই নয় বলিয়া প্রতীত হইবে। মূর্খ ও চাসালোকেরাই অর্থকে পৃথিবীর সার ধন মনে

করে। কিন্তু জ্ঞানবান্ সাধুরা অর্থকে অতি সামান্য মৃণ্ময় পদার্থ মনে করিয়া যথার্থ যে সার তাহাই সারধন বলিয়া জানেন।

এই পৃথিবীতে বা পরলোকেই হউক অর্থ বা বিদ্যা মনুষ্যের কখনই সার ধন ও শ্রেষ্ঠ বস্তু হইতে পারে না, অনেক অর্থগৃধ্নু ও অর্থ-পিশাচ অর্থকে ও বিদ্যার্থী বিদ্যাকেই পৃথিবীর সার ধন বলিয়া মনে করে, কিন্তু অর্থ ও বিদ্যা কেহই সার ধন নহে। ধর্ম্মই কেবল মনুষ্যের একমাত্র সার ধন, কি অর্থ কি বিদ্যা কিছুরই ধর্ম্মের সহিত তুলনা হইতে পারে না। ধর্ম্ম চিরস্থায়ী, অর্থ ও বিদ্যা ক্ষণস্থায়ী; ধর্ম্ম মনুষ্যের পরকালের সহায়, অর্থ ও বিদ্যা কেবল এই পৃথিবীর ধন: ধর্ম্ম মনুষ্যকে ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়, অর্থ ও বিদ্যা কেবল সামান্য মনুষ্যের নিকট লইয়া যাইতে পারে; ধার্ম্মিক হইলে ঈশ্বরের নিকট আদরণীয় হয়, ধনী ও বিদ্বান হইলে মনুষ্যদিগের নিকট আদরণীয় হইয়া থাকে। সে বিদ্যা প্রকৃত বিদ্যাই নয়, যে বিদ্যা দ্বারা ধর্ম্মের পথ জানা যায় না; সে অর্থ অর্থই নহে, যে অর্থ দ্বারা ধর্ম্মানুষ্ঠান না হয়। "ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধনোদ্দেশে অর্থ উপার্জ্জন করিবেক ও তাঁহার আদেশানুসারে তাহা ব্যয় করিবে। স্বেচ্ছাচারী হইয়া অর্থ ব্যয় করিবে না, ইহার জন্য আমরা ঈশ্বরের নিকট দায়ী। তিনি যাহাকে যত অর্থ দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে সেই পরিমাণে ধর্ম্মোন্নতিসাধন চান। সাংসারিক প্রয়োজন ব্যয় সমাধা করিয়া যে ধন উদ্বৃত্ত হইবে তাহার ষষ্ঠাংশ ধর্ম্মোন্নতি সাধনের জন্য প্রদান করিবে।"

অনেকে এরূপ মনে করেন যে, অর্থ ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না, এমন কি ধর্ম্মই হইতে পারে না। হায়! তাহাদিগের কি ভ্রম, ধর্ম্ম কখনই অর্থ সাপেক্ষ নহে, কিন্তু অর্থ কেবল ধর্ম্মেরই জন্য। যথার্থ ধর্ম্মের জন্য কত লোক বাড়ীর গুরুজনদিগের কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইতেছেন, কত সাধু ধর্ম্মের আদেশ পালন করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া সাহসের সহিত ধর্ম্ম কার্য্য অনুষ্ঠান করিতেছেন। কত লোক পিতা মাতা ও বাটী হইতে বহিস্কৃত হইয়াও হৃষ্ট চিত্তে দিন দিন ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হইতেছেন। কত পুণ্যাত্মা ঋষি নির্জ্জন বনে গমন করিয়া কঠোর ব্রতে ব্রতী হইয়া ঈশ্বরের পূজাতেই রত ছিলেন। কত সাধু ধর্ম্মের উদ্দেশে ধন মান পরিত্যাগ করিয়া দেশ বিদেশ সকল পর্য্যটন করত সত্য সকল চতুর্দ্দিকে প্রচার করিতেছেন, ইত্যাদি নানা প্রকার দৃষ্টান্ত দেখিলে অনায়াসে প্রতীয়মান হইবে যে অর্থ ব্যতীত ধর্ম্ম অনায়াসে সংসিদ্ধ হইতে পারে, অর্থের সহিত ধর্ম্মের কিছু মাত্র যোগ

নাই। ধর্ম্ম অন্তরের বস্তু ও অর্থ বাহিরের বস্তু। আলোক ও অন্ধকার, স্বর্গ ও নরক, পাপ ও পুণ্যে যেমন প্রভেদ ধর্ম্ম ও অর্থতে ঠিক সেই রূপ প্রভেদ। দরিদ্র ব্যক্তিকে বা কোন হিতকর কার্য্যে প্রচুর অর্থ দান করিলেই যে ধর্ম্ম হইল এরূপ নহে। যিনি অন্তরের সহিত শ্রদ্ধার সহিত একটী মাত্র পয়সা কোন দুরিদ্র ব্যক্তিকে দান করেন তিনি যে মানাকাঙ্ক্ষার সহিত এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দান করে, তদপেক্ষা সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ ঈশ্বর মনুষ্যের হৃদয় দেখেন, তিনি কোন বাহিরের কার্য্য দেখেন না।

উপযুক্ত পাত্রে ও অবস্থানুসারে অর্থ ব্যয় করা সকলেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু এদেশের স্ত্রীলোকেরা অধিকাংশই কৃপণ ও মিথ্যা বিষয়ে অর্থ ব্যয় করে। তাহারা নানা প্রকার কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অপর্য্যাপ্ত অর্থ নিঃশেষিত করে। তাহারা গণক, দৈবজ্ঞ, রোজা প্রভৃতি অর্থলোলুপ ব্যক্তিকে অর্থ দান করা আপনাদের হিতকর কার্য্য মনে করিয়া প্রচুর অর্থ দান করে। আবার কত পুরুষ পুত্রের বিবাহ, অন্নপ্রাশন ও পিতা মাতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রচুর অর্থ নিঃশেষিত করিয়া অবশেষে দীনভাবে কাল যাপন করে। কেহ কেহ স্বার্থপরতার দাস হইয়া স্ত্রীর গহনাতেই যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলেন, কিন্তু তাহারই দ্বারে কত লোক অন্নের জন্য দীনভাবে হাহাকার করিতেছে, তথাপি তিনি একটী মাত্র পয়সা দিতে কুণ্ঠিত হন ও কাতরতা প্রদর্শন করেন। হায়! তাহাদিগের কি পাষাণ মন! কি কঠিন হৃদয়!! যেখানে অর্থ দান করিলে অর্থের সার্থক্য হইবে, সেখানে তাহারা অর্থ ব্যয় না করিয়া মিথ্যা কার্য্যে অর্থ ব্যয় করে। অতএব হে পাঠিকাগণ! তোমরা আর এই প্রকারে অর্থ ব্যয় না করিয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যতেই অর্থ ব্যয় করিবে। স্বেচ্ছাচারিতা, কৃপণতা ও স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া উপযুক্ত পাত্রে অবস্থানুরূপ অর্থ ব্যয় করিলে অর্থের সার্থক্য হইবে ও ধর্ম্মের পথে ক্রমশঃ উন্নত হইতে থাকিবে।
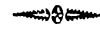
সৃষ্টির সৌন্দর্য্য।

প্রভাত কালেতে শোভা কিবা মনোহর,
যে দিকেতে দৃষ্টি কর সকলি সুন্দর।
কেমন শীতল বায়ু মন্দ মন্দ বয়,
পুষ্পগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হয়।
ফল ফুলে সুশোভিত বৃক্ষ সমুদয়,
ধরি রহে ডালে ডালে নব পত্র চয়।
দেখিলে বৃক্ষের শোভা জুড়ায় নয়ন,
শুনিলে পক্ষীর গান ভুলে যায় মন।
কিবা জলাশয়ে জল করে কল কল,
চারি দিক শুভ্র বেশ নিরব সকল।
এমন সুখের কাল করেছে যে জন,
ভুলনা কখন তাঁরে ভুলনা কখন।
দু, প্রহরে খর রবি হইয়া উদয়,
কেমন উজ্জ্বল করে করে আলোময়

দিবা শেষে দিবাকর হলে অস্তমিত,
অগণ্য তারকাপুঞ্জ আকাশে উদিত।
কেমন চাঁদের আলো করে ঝল ঝল,
সুরম্য আকাশ শোভা অতি সুবিমল।
এ সকল হইয়াছে যাঁহতে রচিত,
তাঁহারি মহিমা তারা করিছে ঘোষিত।
কেমনে আমরা তবে হইয়া মানব,
গাইব না তাঁর নাম থাকিব নিরব।
অতএব বামাগণ সমস্বরে সবে,
জগত নাথের নাম কর উচ্চরবে।

নূতন সংবাদ।

১ম।—"বিগত ৩রা কার্ত্তিক অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার পর রাণাঘাটের ঈশান কোণে একটী সুদৃশ্য জলস্তম্ভ দৃষ্ট হইয়াছিল। উহার একভাগ গগণমণ্ডলস্থিত একখানি নিবিড় নীলবর্ণের মেঘে সংলগ্ন ছিল, অপর ভাগ ভূতলবর্ত্তী কোন জলাশয় বা ক্ষেত্র স্পর্শ করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না, কিন্তু অনেক দূর নামিয়াছিল। ইহাকে অনেকে জল তোলা হাতির শুঁড় বলিয়া স্থির করিয়াছে।"

প্রথম ভাগ চারুপাঠের চতুর্থ পরিচ্ছদে যে জলস্তম্ভের বিষয় লেখা আছে, তাহা পাঠ করিলে জানিতে পারিবে যে জলস্তম্ভ কি ও কি প্রকারে হয়।

২য়। আমাদের একটী সুহৃদ তাঁহার কোন মাননীয় বন্ধুর সহিত পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে—বিগত ২২শে আশ্বিন আমরা দুই বন্ধুতে একত্র হইয়া কলিকাতা হইতে কলের গাড়ীতে বেলা ৮ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া, তৎপর দিবস বেলা ১০দশ ঘটিকার সময় কাশীতে উপনীত হই।

কাশী হিন্দুদিগের মহাতীর্থ স্থান। গঙ্গা-নদীর অপর তীর হইতে দেখিলে ইহা অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত দেখায়। এই নগর গঙ্গা হইতে এত উচ্চ যে ইহা দেখিলেই অনায়াসে প্রতীত হইবে যে ইহা একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বতোপরি সংস্থাপিত হইয়া রহিয়াছে। নদীর তীরভাগ অত্যুচ্চ অত্যুচ্চ্য প্রস্তরময় অট্টালিকা ও মন্দিরশ্রেণী দ্বারা মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, এবং অভ্যন্তর প্রদেশ সকল দেব মন্দির দ্বারাও সুশোভিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। কাশীর যে দিগে নেত্রপাত করা যায় প্রায় সেই দিকেই দেবালয় সকল নয়ন পথে পতিত হয়। এখানে যত মন্দির ও দেবালয় আছে, তন্মধ্যে বেণীমাধবের ধ্বজাই অত্যুচ্চ এবং বিশ্বেশ্বরের মন্দিরই দেখিবার উপযুক্ত। ঐ মন্দিরের উপরস্থ অর্দ্ধভাগ সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহের কীর্ত্তিধ্বজা উড্ডীন করিতেছে।

এখানকার প্রায় সকল লোকের মুখে সর্ব্বদাই ধর্ম্মের কথা রহিয়াছে, প্রায় সকল লোকই মৌখিক ধর্ম্মানুষ্ঠান ও ধর্ম্মালোচনাতে

রত থাকে। এখানে ধর্ম্মের কথা সর্ব্বদাই শ্রবণ করা যায়। এখানকার কেবল বাহ্য দৃশ্যই অতিশয় মনোহর কিন্তু আন্তরিক ভাব অতিশয় জঘন্য ও অশ্রাব্য। যত প্রকার কুক্রিয়া এই পৃথিবীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, প্রায় সে সকল প্রকার কুক্রিয়াই কাশীতে জাজ্জ্বল্য রূপ বিরাজ করিতেছে। কাশীর কি নিবাসী, কি প্রবাসী সকলের প্রতি একটুমাত্র নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে ইহা সকলেরই বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, কাশী কখনই পুণ্যধাম নহে, কেবল অস্পর্শ্য জঘন্য পাপশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। এখানে এমন পুরুষ এবং এমন স্ত্রী অতি বিরল যিনি মদ্য পান ও ব্যভিচার দোষে লিপ্ত না থাকেন। এখানকার প্রায় অধিকাংশ স্ত্রী ও পুরুষ ঘোরতর পাপে জড়ীভূত হইয়া পুণ্যপদবী হইতে ক্রমশঃ অবনত হইয়া দিন দিন দীনভাবে ভগ্নহৃদয়ে পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইতেছে। এখানে ধর্ম্মের বিন্দু মাত্র লক্ষণ লক্ষিত হয় না, কেবল পাপের দুর্গন্ধ দূষণীয় স্রোত অহরহঃ প্রবল বেগে বহমান হইতেছে।

কি কলিকাতার সন্নিকট কালীঘাট, কি দূরবর্ত্তী কাশী, কি মথুরা, কি বৃন্দাবন, হিন্দুদিগের যে সকল স্থান পুণ্যধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই সেই স্থানে এই পৃথিবীর প্রায় সকল প্রকার পাপ এক সঙ্গে একত্রীভূত হইয়া আপনার মোহজাল বিস্তার করত সকলকে জড়ীভূত করিতেছে। কি স্ত্রী কি পুরুষ যাহারা এদেশ হইতে তীর্থ দর্শন করিবার ভাণ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয় তাহাদিগের তীর্থ করা দূরে থাকুক, বরং, তাহারা পাপ কর্ম্মে অধিকতর তৎপর হয় ও পারিপাট্য লাভ করে। এবং যিনি সাধু ইচ্ছার জন্য গমন করেন তাঁহারও বিশুদ্ধ-চিত্তে প্রত্যাগমন করা সহজ হইয়া উঠে না। কাশীর কি পরমহংস, কি দণ্ডী, কি যোগী, কি সাধু,* কি ভৈরব, কি ভৈরবী সকলই মদ্যপান ও ব্যভিচারে রত থাকে। এখানে সতী স্ত্রী ও ধার্ম্মিক পুরুষ এত বিরল এক কালে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখানে বেশ্যার ভাগ অধিক, মদ্যপান প্রায় সকল স্ত্রী পুরুষে করিয়া থাকে। এখানে বাঙ্গালী, ক্ষত্রিয়, মহারাষ্ট্রী, পঞ্জাবী, ইংরাজ, মুসলমান ইত্যাদি নানা প্রকার জাতি বাস করে।

এখানে বাঙ্গালীও অধিক দুষ্ট হইয়া থাকে। এখানকার বাঙ্গালীদিগের চরিত্র অতিশয় দূষণীয় সকলেই মদ্য ও বেশ্যাতে অনুরক্ত। ক্ষত্রিয়, মহারাষ্ট্রী ও মুসলমান এই তিন জাতীয় অধিকাংশ স্ত্রীলোক অসচ্চরিত্রা; বাঙ্গালী

* এক প্রকার যোগী। তাহাদের নাম সাধু। তাহারা সাধু হউক আর অসাধুই হউক তথাপি তাহাদিগের নাম 'সাধু' থাকিবে।

বেশ্যা প্রকাশ্য অতি অল্প, কিন্তু ভিতরের চরিত্র সকলেরই জঘন্য ও পাপে পরিপূর্ণ। এখানকার ক্ষত্রিয়দিগের স্ত্রী লোকেরা একটী করিয়া ঘাগরা, পিরাণ ও ওড়না পরিধান করে, কিন্তু যাহারা বেশ্যা তাহারা পিরাণ পরিধান না করিয়া একটী করিয়া কাঁচুলি পরিয়া থাকে। ভদ্র ও বেশ্যাদিগের সহিত এই মাত্র প্রভেদ। মহারাষ্ট্রীয়দিগের স্ত্রীলোকেরা আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় শাড়ী কাপড় পরিধান করে, কিন্তু তাহারা কাছা ও কোচা দিয়া কাপড় পরে। তাহারা পিরাণ না পরিয়া কাঁচুলি পরে। তাহাদের মধ্যে প্রায় ওড়না ব্যবহার নাই, এবং এদেশের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় পরিধেয় শাটী গাত্রে দিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার কোমর বন্ধ ব্যবহার করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা সধবা তাহারা মাতায় কাপড় দেয় না ও রঙ্গিন কাপড়ের কাঁচুলি পরিধান করে, কিন্তু যাহারা বিধবা তাহাদিগকে মাতায় কাপড় দিতে হয় ও সাদা কাপড়ের কাঁচুলি পরিতে হয়। আমাদের দেশের ন্যায় তাহারা মাতায় সিন্দূর না পরিয়া কপালের উপর বড় করিয়া সিন্দূর পরে।

এক দিন আমি একটী পরবের সময় উপস্থিত থাকিয়া দেখিলাম যে, এখানকার স্ত্রী পুরুষ সকলই একত্র হইয়া সেই প্রকাশ্য পরব স্থলে উপনীত হইয়া মহানন্দে পরব দেখিতেছিল। কিন্তু আমাদের দেশের কি জঘন্য ব্যবহার। স্ত্রী পুরুষে এককালে কোন প্রকাশ্য স্থলে উপস্থিত হইতে পারে না।

এখনকার বাঙ্গালীটোলা অতিশয় জঘন্য। বাঙ্গালী টোলার রাস্তা অতিশয় অপ্রশস্ত, গাড়ি চলিতে পারে না। কাশীতে গবর্ণমেন্টের একটী কালেজ এবং দুইটী বিদ্যালয় আছে। বাঙ্গালীটোলার মধ্যে বাঙ্গালীদিগের যত্নে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, ঐ বিদ্যালয়ে ১৮টী বালিকা অধ্যয়ন করে; অধ্যাপনা কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে। একটী পণ্ডিত শিক্ষকতাকার্য্য সম্পন্ন করেন।

আমাদের এদিকে একটী প্রবাদ আছে যে, কাশীতে কখন ভূমিকম্প হইতে পারে না; কারণ কাশী মহাদেবের ত্রিশূলের উপর অবস্থিতি করিতেছে, কিন্তু যে সকল লোক কাশীতে বাস করে তাহারা এইরূপ অমূলক সংস্কারে বিশ্বাস করে না। বিগত ১৯ শে ভাদ্র কাশীতে একটী ভূমিকম্প হইয়াছিল, এবং ১৪ বৎসর হইল একটী ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, ঐ ভূমিকম্পে একটী উৎকৃষ্ট প্রস্তরনির্ম্মিত ঘাট এককালে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি ঐ ঘাট কেহ সংস্কার* করিতে সক্ষম হয় নাই। এবং

* মেরামত।

মধ্যে মধ্যেও ভূমিকম্প হইয়া থাকে। এখানে রাজা মানসিংহের একটী মহাকীর্ত্তি জাজ্বল্যমান বিরাজ করিতেছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

—০—

বামাগণের রচনা।

হে বঙ্গদেশ-বাসিনী ভগ্নীগণ! পুরুষদিগকে যে পরমেশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, আমাদিগকেও সেই পরমেশ্বর সৃজন করিয়াছেন। তাঁহাদিগকেও যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকেও ঐ সমস্ত বিষয়ে অধিকারিণী করিয়াছেন। তাহাতে তাহারা বিদ্যা ও জ্ঞান বলে বলবান্ হইয়া জগৎপিতার নিয়ম অনুযায়ি-কর্ম্ম করিয়া তাঁহার প্রীতির পাত্র হইবেন ও অন্তে সদ্গতি লাভ করিবেন; আর আমরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিব, ইহা কি আমাদিগের উচিত? কখনই নয়। কেন না যখন দেখিতেছি, ঈশ্বরের নিয়ম অনুযায়ি-কর্ম্ম করাই পুণ্য ও তাহা লঙ্ঘন করাই পাপ; এবং পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা ইহকালে ও পরকালে আদরণীয় হন, পাপীরা ইহলোকে ঘৃণাস্পদ ও পরলোকে দণ্ডনীয় হয়; কিন্তু বিদ্যা-ব্যতীত পরম-পিতার সুনিয়ম সমুদায় সুন্দর-রূপে জানা যায় না, সুতরাং পদে পদে পাপাচরণ করিয়া ইহকালে অশ্রদ্ধার পাত্র ও ঈশ্বর-সমক্ষে দণ্ড-ভাজন হইতে হয়; এই সকল দ্বারা জানা যাইতেছে যে সেই সর্ব্বমঙ্গলাকরের ইহা কখনই অভিপ্রায় নহে যে পুরুষেরাই জ্ঞান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিবেন, আর আমরা জিয়ন্তে অজ্ঞানতানিবন্ধন অতি কষ্ট সহ্য করিব। বরং উভয় জাতিকেই সমান সমান দৈহিক ও মানসিক বিদ্যার্জ্জনোচিত গুণে বিভূষিত করিয়া ইহাই প্রকাশ করিতেছেন, যে উভয়েই সমান সমানরূপে জ্ঞানোৎপাদিত বিপুল বিমল সুখের অধিকারী হয়। অতএব হে ভগ্নীগণ! এস আমরা বিদ্যোপার্জ্জনে যত্নবতী হই। আর আমাদের তাচ্ছিল্য করা উচিত হয় না।

উঠগো ভগিনি! সব কর গাত্রোত্থান,
অজ্ঞান তামসী নিশা হলো অবসান।
অবলার সুখ সূর্য্য হতেছে উদয়,
নারীর হিতৈষিগণ দিতেছে অভয়।
এস সবে রত হই জ্ঞানের সঞ্চারে,
কি ভয় কি ভয় আর বঙ্গদেশাচারে।
মন-সুখে জ্ঞানধন করি উপার্জ্জন,
সংসারে পাইবে সুখ অমূল্য রতন।
জ্ঞানেতে হইবে কত পুণ্যের সঞ্চয়,
ঈশ্বরের প্রেম তাতে পাইব নিশ্চয়।

সম্পাদক মহাশয় আমার এই প্রথম চেষ্টা অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপরোক্ত কএক পঁক্তি সংশোধন করিয়া আপনার অশেষ হিতৈষিণী বামাবোধিনীতে স্থান দান করিয়া বাধিতা করিবেন ইতি।

১০ই কার্ত্তিক ১২৭১ সাল — শ্রীমতী মধুমতী গঙ্গো। সাং রাড়িপাড়া

গত মাসে আমরা যে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ছিলাম, সেই বিজ্ঞাপন অনুসারে আমরা এই লেখার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া ইহা প্রকাশ করিলাম। আমরা যতগুলি লেখা প্রকাশ করিয়াছি। তন্মধ্যে দুই একটী ভিন্ন এটী উত্তম হইয়াছে। রচয়িত্রীর রচনার ভাব দেখিয়া বোধ হয় ইহার ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ এবং জঘন্য দেশাচার ও কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা জন্মিয়াছে। অধিকতর আহ্লাদের বিষয় এই যে, এই লেখাটী পত্র-প্রেরিকার প্রথম রচনা। রচয়িত্রী যেন বর্ণশুদ্ধির প্রতি একটু দৃষ্টি রাখেন।

এখন যে, স্ত্রীলোকদিগের অন্তঃকরণ হইতে এরূপ উন্নত ভাবের লেখা প্রকাশ পাইতেছে, ইহা আমাদের অল্প আনন্দের বিষয় নহে।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী বসু• .. (ভদ্রক)
১৭৮৩ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্যন্ত
৬ খানার ৸৶০

মেং বমউইস• .. (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৶০

শ্রীচন্দ্রমোহিন মিত্র .. (মেদিনীপুর)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১৪৪ খানার ১২

রামনগর বালিকা বিদ্যালয় (শান্তিপুর)
১৭৮৩ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৬ খানার ৸৶০

শ্রীভুবনমোহন গাঙ্গুলী (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত
৬ খানার• ৷০

শ্রীশ্যামলাল সেন গুপ্ত✝ (বরিসাল)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৮৪ খানার ৪৷০

শ্রীনবীনচন্দ্র ঘোষ‡ .. (ভগলপুর)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ১৶০

শ্রী ভোলানাথ ঘোষ .. (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার .. .. ৸৶

শ্রীধর্ম্মনারায়ণ দাস .. (বালাগ্রাম)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ চৈত্র পর্য্যন্ত
১২ খানার ১৵০

শ্রীমতী অম্বিকা মণী
" " বিনোদা
" " রমাসুন্দরী
" " চমৎকার মোহিনী } কোণনগর
" শিবচন্দ্র দেব
" চন্দ্রশেখর দেব

১৭৮৩ শকের ভাদ্র হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত
৪৮ খান ৪৵০

বিবি তাহেরণ লেসা .. .. (বোদা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ১৵০

শ্রীরামচন্দ্র হালদার .. (কালীঘাট)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৶০

শ্রী গোপালচন্দ্র বসু .. (কলিকাতা)
১৭৮৩ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৶০

—০—

বিজ্ঞাপন।

• ৷৷০ আনা গচ্ছিত রহিল।
✝ পূর্ব্ব গচ্ছিত সমেত।
‡ ।০ আনা গচ্ছিত রহিল।

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত। ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৭৮৩ শক।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথম ভাগ।—দ্বিতীয় খণ্ড।
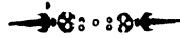
অনন্ত উন্নতিশীল মানুষের মন,
কার সাধ্য গতি তার করে নিবারণ?
বেগবতী স্রোতস্বতী বাধা যদি পায়,
দ্বিগুণ বেগেতে বহি সিন্ধু পানে ধায়।

১৭ সংখ্যা। (পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৭১) মূল্য /১০ আনা।

স্ত্রীবিদ্যালয়ের আবশ্যকতা।

পরম ন্যায়বান পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষ জাতিকে যে প্রকার মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তাহাতে যে কেবল পুরুষেরাই বিদ্যাভ্যাসে মনের উৎকর্ষ সাধন করিবে আর স্ত্রীলোকেরা যে অজ্ঞানান্ধ হইয়া কালাতিপাত করিবে, এরূপ কখনই হইতে পারে না। ঈশ্বর, কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকে আত্মোন্নতি সাধন করিবার সমান ক্ষমতা ও সমান অধিকার প্রদান করিয়াছেন। পুরুষেরা যে প্রকার বিদ্যাভ্যাস ও আত্মোন্নতি সাধন করিবেন, স্ত্রীলোকদিগেরও সেই প্রকার বিদ্যাভ্যাস ও আত্মোন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। মূর্খ হইয়া অলস ও নীচকর্ম্মে তাহাদিগের জীবন কাটান কখনই উচিত নহে। এখন এই বঙ্গসমাজের যে প্রকার দিন দিন সামাজিক ও ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি হইতেছে, তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাভ্যাসে কাহারও ঔদাস্য প্রকাশ করা কোন মতে যুক্তিযুক্ত নহে। বঙ্গসমাজের উন্নতিশীল অবস্থার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, এতদ্দেশস্থ বালকবৃন্দের বিদ্যাশিক্ষার যেরূপ দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি ও বিদ্যালয় সংখ্যার আধিক্য হইতেছে তাহার সহিত বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার বিষয় তুলনা করিয়া দেখিলে কিছুই হইতেছে না।

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অপিচ অধুনা বয়স্থা স্ত্রীগণের যে পরিমাণে শিক্ষালাভ হইতেছে তাহাতে তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ে আশানুরূপ ফল হইতেছে না। বরং বালিকাগণের শিক্ষা বিষয়ে কথঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে। এখন প্রায় সকল সভ্যস্থানের বালিকা-বান্ধবেরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ও কেহ কেহ নিজ ব্যয়ে বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া বালিকাদিগের শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। এবং এই কলিকাতা মহানগরীতে সুপ্রসিদ্ধ বেথুন ও বিখ্যাত ডাক্তার ডফ সাহেব একএকটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়া অনেক অজ্ঞানান্ধ বালিকার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিতেছেন। কিন্তু বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের জন্য অদ্যাপি কেহ কোন প্রকার উপায় গ্রহণ করেন নাই। কেবল কলিকাতার 'ব্রাহ্মবন্ধু' সভার সভ্যেরা তাহাদিগের বোধনেত্র প্রস্ফুটিত করিবার মানসে একটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। যে সকল স্ত্রী ঐ সভার অধীন হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, বিগত ফাল্গুনমাসে তাহাদের বিদ্যার পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় যে সকল স্ত্রী উত্তীর্ণা হইয়া যে সকল পুস্তক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন, ১০ম সংখ্যক পত্রিকায় আমরা তাহা প্রকাশ করিয়াছি। ব্রাহ্মবন্ধু সভার দ্বারা যদিও এখন বয়স্থা স্ত্রীগণের উপকার হইতেছে বটে, তথাপি তাহারা যে প্রণালী ক্রমে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে কোন মতে তাহাদিগের সম্যক্‌রূপ বিদ্যোন্নতির আশা করা যাইতে পারে না।

পুরুষদিগকে যে প্রকার যত্ন ও ইচ্ছার সহিত যেরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করা হয়, স্ত্রীলোকদিগকেও সেই প্রকার যত্ন ও ইচ্ছার সহিত সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ এ সময়ে বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যাভ্যাসের জন্য অধিকতর যত্ন ও প্রয়াস পাওয়া সকলের পক্ষেই উচিত। কারণ, তাহারা এখন সংসারে প্রথম প্রবেশ করিতেছেন। তাহাদিগকে সংসারের কত প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইতে হইবে। কত বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কার্য্য করিতে হইবে। নানা প্রকার দেশীয় কুপ্রথা, কুসংস্কার, ভ্রম ও অজ্ঞানতার সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। এবং এমন শোচনীয় অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আবার আত্মার উন্নতি সাধন করিতে হইবে, ইহা যেন কেহই সহজ মনে না করেন। তাহারা মূর্খ হইলে সকল সময়েই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, জ্ঞাতিবঞ্চনা ইত্যাদি ঘৃণাজনক নীচকর্ম্ম সকল সর্ব্বদাই তাহাদিগের দ্বারা সংঘটিত হইবে। এখন তাহাদিগের

যৌবনাবস্থা, এই সময়ে তাহাদের মনোবৃত্তি সকল বলবতী হইয়া প্রবল বেগে স্ব স্ব কার্য্য করিবেই করিবে। কিন্তু তাহারা অজ্ঞানতা বশতঃ ঐ বেগ সৎপথে প্রয়োগ করিতে না পারিলে নিশ্চয়ই অসৎ-পথে পতিতা হইয়া ঘোর পাপে জড়ীভূতা হইবে, এবং অবশেষে নানাপ্রকার কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করত কালাতিপাত করিবে। অতএব এই সকল গর্হিত ব্যাপার নিবারণ করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রকৃতরূপ বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা করা দেশহিতৈষিমাত্রেরই কর্ত্তব্য; নতুবা অশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদিগকে প্রকৃতরূপে বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা করা যাইতে পারে প্রথমে এ বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

কোন সচ্চরিত্র সাধু পুরুষের ভবনে একটী স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হয় এবং তথায় নিয়মিতরূপে শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইলে বয়স্থা স্ত্রীগণ প্রকৃতরূপ বিদ্যাবতী হইতে পারেন, নচেৎ কেবল স্বামী স্ত্রীকে, পিতা কন্যাকে, ভ্রাতা ভগিনীকে, পুত্র মাতাকে স্ব স্ব ভবনে বিদ্যাভ্যাস করাইলে কখনই তাহারা উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে না। যত দিন এদেশে স্ত্রীবিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত না হইতেছে, তত দিন বঙ্গসমাজের অধিকতর উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। মাতা যদি বিদ্যাবতী হন, তবেই তিনি তাঁহার কন্যাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে যত্নবতী হইবেন। আর যদি তিনি মূর্খা হন তবে কন্যাকে বিদ্যাভ্যাস করাইতে যত্নবতী হওয়া দূরে থাকুক, বরং যাহাতে না হয় সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করিবেন। বাল্যকালে সন্তানসন্ততিরা মাতারই অনুকরণ করিয়া থাকে, সুতরাং মাতার উপরই তাহাদিগের গুণাগুণের সকলি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মাতা যদি সাধুগুণসম্পন্না হন তবে পুত্রকন্যারাও তাঁহার গুণের অনুকরণ করিয়া নিশ্চয়ই সাধু হইতে পারে, এবং তিনি যদি তাহার বিপরীত হন তবে যে তাহারা অসাধু হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? মাতা বিদ্যাবতী হইলে যে পুত্রকন্যারা বিদ্বান্ হয় তাহা উদাহরণ দ্বারা প্রস্তাব দীর্ঘ না করিয়া বামাবোধিনী পত্রিকার ৩৯ পৃষ্ঠায় যে বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহা মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে। মাতা বিদ্যাবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা হইলে তাহা পুত্রকন্যার ও সংসারের অশেষ মঙ্গলের মূল হইয়া উঠে। এখন বালিকাদিগকে অধ্যয়ন জন্য বিদ্যালয়ে আনয়ন করিতে যে এত কষ্ট সহ্য করিতে হয় ইহার প্রধান কারণ এই, তাহাদের মাতারা মূর্খতা বশতঃ কন্যাগণের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝিতে পারেন না। মাতা যদি বিদ্যাবতী হইতেন,

তবে বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিবার জন্য অধিক যত্ন করিবার ও প্রলোভন দেখাইবার আবশ্যকতা হইত না, বালকদিগের ন্যায় সকলেই গমন করিত। বৃক্ষ ভাল হইলে ফলও ভাল হইবার অধিক সম্ভাবনা। এজন্য স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া রীতিমত শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য তাহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গেই আবার এটাও বিবেচনা করা যুক্তিসঙ্গত।—

স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইলে কাহারা বয়স্থা স্ত্রীগণকে শিক্ষা দিবেন?

বালিকাবিদ্যালয়ে সচ্চরিত্র পুরুষ শিক্ষক হইলে কোন ক্ষতি হয় না; সাধুপুরুষ, কোমল-হৃদয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতে যেমন কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হন না, কিন্তু স্ত্রীবিদ্যালয়ে সেরূপ কখন হইতে পারে না। পুরুষ,স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষাভার গ্রহণ করিলে কত প্রকার যে অনিষ্টের আশঙ্কা হয় তাহা বলা যায় না। অতএব স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য কতকগুলি শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করা আবশ্যক। ১৫ সংখ্যক পত্রিকাতে 'স্ত্রীশিক্ষকের প্রয়োজন' বিষয়ে যাহা লেখা হইয়াছে, সেইরূপ হইলে শিক্ষয়িত্রী প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কি উপায়ে তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আনিয়া শিক্ষা-দান করা যাইতে পারে তাহা স্থির করা যাউক।

প্রথমতঃ একটী শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিতে হয়। তৎপরে দরিদ্র অথচ ভদ্র স্ত্রীলোকদিগকে অর্থ দ্বারাই হউক বা অন্য কোন প্রকারেই হউক, বিদ্যালয়ে প্রবেশ করাইতে হয়; তৎপরে ৩।৪ বৎসর ক্রমাগত তাহাদিগকে উত্তমরূপ শিক্ষাপ্রদান করিয়া ১৫।২০ টাকা বেতনে প্রকাশ্য স্ত্রীবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার ভার দিতে হয়। এই প্রকারে তাহাদিগের ভরণ পোষণ চলিলে ক্রমে ক্রমে অনেকেই শিক্ষয়িত্রী-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে, এবং বয়স্থা স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যা শিক্ষার আর কোন ব্যাঘাত জন্মিতে পারে না। এই সকল গুরুতর ব্যাপার সম্পন্ন করা অর্থসাপেক্ষ তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আমরা এ কথা বলিতেছি না যে, যত দিন শিক্ষয়িত্রী সকল প্রস্তুত না হইবে, তত দিন যে স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত হইবে না এমন নহে। যেমন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে, তেমনি স্ত্রীবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হইবে। এখন যদি কোন বিদ্যাবতী ভদ্রগৃহস্থের স্ত্রী স্বজাতীর উন্নতিসাধনে তৎপর হইয়া স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্য্যের ভার গ্রহণ করেন ভালই, নচেৎ বিবি শিক্ষয়িত্রীদ্বারা আপাততঃ শিক্ষাকার্য্য চলিতে পারে। এই প্রকারে বয়স্থা স্ত্রীগণকে শিক্ষাদান করা কখনই অস-

ম্ভব হইয়া উঠে না। তথাপি যাঁহা-রা অসম্ভব মনে করেন, তাঁহারা চেষ্টাশূন্য না থাকিয়া যেন এই উপায় অবলম্বন করেন যে, স্ব স্ব ভবনে এক একটী ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বাটীর বয়স্থা স্ত্রীলোক-দিগকে শিক্ষাদান করেন।

উপসংহারকালে বামাকুলহিতৈষী মহাশয়গণের নিকট আমাদের এই প্রস্তাব যে তাঁহারা বালিকাবিদ্যালয় হইবার জন্য যেরূপ যত্নবান্ ও ব্যগ্র হন, সেইরূপ যত্ন ও ব্যগ্রতা সহকারে বয়স্থা স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার জন্য দেশবিদেশে বিদ্যালয় সকল সংস্থাপিত করেন এবং সেই সকল স্ত্রীবিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য একটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সংস্থাপিত করিয়া শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিয়া লয়েন।

থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্সিয়া

ইউরোপখণ্ডে দুটি প্রণয়ীর এক অতি আশ্চর্য্য উপাখ্যান আছে। প্রকৃত প্রণয় যে কি অদ্ভুত পদার্থ, তাহার যে কি রমণীয় ও পবিত্র ভাব, এবং এই পৃথিবী ও সামান্য ইন্দ্রিয়-সুখ অপেক্ষা তাহা যে কত দুর মহৎ ও উচ্চ, থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্সিয়ার বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহা অবগত হওয়া যায়।

কনষ্টান্সিয়া একজন অসাধারণ বুদ্ধিমতী এবং পরম রূপবতী বালিকা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃভাগ্যটা বড় ভাল ছিল না। তাঁহার পিতা আপনার পরিশ্রমে অপরিমেয় ধন সংগ্রহ করিয়া কৃপণের শেষ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি সন্তান অপেক্ষা টাকা অধিক ভালবাসিতেন এবং টাকা ভিন্ন আর কিছুতেই সুখ অনুভব করিতেন না। এই দেশে থিওডোসিয়স্ নামে একটি যুবক ছিলেন। তিনি যদিও ধনবানের সন্তান নন, কিন্তু অতি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক অনেক গুণ ছিল; তাহার উপর বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষাদ্বারা মন উন্নত এবং চরিত্র অতি বিশুদ্ধ হইয়াছিল।

থিওডোসিয়সের বয়ঃক্রম ২০ বৎসর, কনষ্টান্সিয়ার ১৫ বৎসরও উত্তীর্ণ হয় নাই; এমত সময়ে উভয়ের পরিচয় হইল*। ঐ যুবাপুরুষ কনষ্টান্সিয়ার পিতৃগৃহ হইতে অতি অল্প দূরে থাকিতেন; ইহাতে তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ পাইতেন। তাঁহারা পরস্পরের সৌন্দর্য্যে, পরস্পরের মধুরা-

* ইউরোপের অনেক দেশে কন্যারা ১৮।১৯ বৎসর পর্য্যন্তও অবিবাহিত থাকে। ইহাদের এক প্রকার স্বয়ম্বর বিবাহ বলা যায়। বরকন্যার পরস্পর সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইয়া যদি মনোনীত হয়, তবে বিবাহ হয়। কন্যার গৃহেই বরেরা গমন করিয়া থাকেন।

লাপে, পরস্পরের সদ্গুণে, পরস্পরের মন এরূপ আকর্ষণ করিলেন, যেন উভয়েই একহৃদয় হইয়াগেলেন। দিন দিন পরস্পরকে দেখিয়া নূতন নূতন মাধুর্য্য, নূতন নূতন সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগের প্রণয়বন্ধন ক্রমশঃ দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

যখন থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্সিয়ার মনে এইরূপ প্রীতি ও বন্ধুভাব বর্দ্ধিত হইয়া অশেষ সুখের আশার সঞ্চার করিতেছিল; দুর্ভাগ্য ক্রমে হঠাৎ তাঁহাদের পিতায় পিতায় একটি বিষম বিবাদ ঘটিল। একজনের কুলের অহঙ্কার এবং অন্যটির ধনের গর্ব্ব ইহার কারণ। কনষ্টান্সিয়ার পিতার রাগ ও হিংসা এতদূর প্রবল হইয়া উঠিল যে তিনি শত্রুর পুত্র বলিয়া থিওডোসিয়স্‌কেও বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তিনি অধৈর্য্য হইয়া স্বয়ং ঐ যুবাকে বাটী আসিতে নিষেধ করিলেন এবং কন্যাও পুনর্ব্বার দেখা না করে, এজন্য শাসন করিয়া দিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগের ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে ভবিষ্যতে কোন সুযোগে মিলন হইবে ভাবিয়া তাহারা আনন্দিত আছে। অতএব সে পথও যাহাতে রোধ হয় এজন্য কন্যার সত্বর বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন এবং একটি সুন্দর ধনিসন্তানকে পাত্র ঠিক করিলেন। দুহিতার অমত না হয় এজন্য তাহার নিকট সেই বরের কথা অনেক বাড়াইয়া বর্ণন করিলেন এবং অমুক দিন বিবাহলগ্ন স্থির হইয়াছে অবগত করিলেন। কনষ্টান্সিয়া পিতাকে অতিশয় ভয় ও ভক্তি করিতেন; যেখানে তাঁহার পিতা সর্ব্বপ্রকার লাভের কথা উল্লেখ করিলেন, স্পষ্টরূপে কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া না পাইয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। তাঁহার পিতা মনে করিয়া লইলেন 'মৌনং সম্মতিলক্ষণং' এবং কন্যা যে এইরূপ নম্রভাবে পিতার মানরক্ষা করিল এজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে করিতে বিদায় হইলেন। কন্যা অবাক্ হইয়া রহিল।

অতঃপর কনষ্টান্সিয়ার বিবাহ সংবাদ দেশময় রাষ্ট্র হইল এবং তাহা থিওডোসিয়সেরও কর্ণগোচর হইল। প্রেমী ব্যক্তির অন্তঃকরণে ইহাতে যে কিরূপ ভাব হইতে পারে তাহা ব্যক্ত করা অসম্ভব। অনেক ক্ষণ তাঁহার মন, তুফান আসিলে সাগর যেমন হয়, সেইরূপ তোলপাড় করিতে লাগিল। পরে একটু স্থির হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই পত্রখানি লিখিলেন—

"অমুক দিন পর্য্যন্ত আমার কনষ্টান্সিয়ার ভাবনাতেই আমার একমাত্র সুখ ছিল, কিন্তু এখন তাহাতে হৃদয় এরূপ ব্যথিত হইল যে আর সহ্য করিতে পারি না। প্রিয়ে!

তবে তুমি আর একজনের হইলে? ইহা দেখিতেই কি আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে বল? দেখ যে সকল নদী, শিলাতল, ক্ষেত্র ও উপবনে পরস্পরে কথোপকথন করিয়া কেমন শীতল হইয়াছি, এখন সে সকল জলন্ত অনলের ন্যায় আমাকে দগ্ধ করিতে আসিতেছে—আমার জীবন পর্য্যন্ত ভারবহ হইয়াছে। তুমি পৃথিবীতে দীর্ঘজীবিনী হইয়া সুখে থাক, কিন্তু থিওডোসিয়স্ নামটি এককালে বিস্মৃত হইয়া যাও।"

পত্রখানি সেই রাত্রেই কনষ্ঠান্সিয়ার নিকট পৌঁছিল, এবং তিনি পাঠমাত্র মূর্চ্ছাগত হইলেন। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার পিত্রালয়ে থিওডোসিয়সের অন্বেষণ জন্য উপর উপর লোক আসিতে লাগিল ইহাতে তিনি আর শঙ্কাতুর হইলেন। তাহারা বলিল, থিওডোসিয়স্ দুই প্রহর রাত্রির সময় বাটী হইতে বাহির হইয়া যেকোথায়গেলেন, আর অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার মন যে রূপ ভাবনাকুল ছিল তাহাতে যত দূর মন্দ হইতে পারে সকলের মনে সেই ভয়ই হইতে লাগিল। কনষ্ঠান্সিয়া দেখিলেন তাঁহার বিবাহ সংবাদই এই দুর্ঘটনার মূল; অতএব তিনি আর প্রবোধ মানিতে পারিলেন না। 'কেন মূকের* ন্যায় মৌন হইয়া রহিলাম, কেন পিতার কথায় বাধা দিলাম না, কেন কপট হইয়া থাকিলাম' এইরূপে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন, এবং নূতন বরকে থিওডোসিয়সের হত্যাকারী বলিয়া জ্ঞান করিলেন। তৎক্ষণাৎ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন "পিতার অসন্তোষের একশেষ সহ্য করিতে হয় তাহাও করিব, কিন্তু এই পাপজনক এবং ভয়ঙ্কর বিবাহে কখনই সম্মত হইব না।"

কনষ্টান্সিয়ার পিতা দেখিলেন থিওডেসিয়সের ভয়হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং ঘরে অনেক টাকা বাঁচিতে পারে, অতএব কন্যার বিবাহে অস্বীকার শুনিয়া ভাবিত হইলেন না। বরটি প্রণয়ের অনুরাগে আসেন নাই, কেবল ধনলোভেই বিবাহার্থী হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে নিরস্ত করা বড় কঠিন ব্যাপার হইল না। যাহা হউক কনষ্টান্সিয়া এখন কিছুতেই মনকে স্থির রাখিতে পারেন না দেখিয়া, নানাপ্রকার বারব্রত এবং ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। সাংসারিক সুখের অনিত্যতা দেখিয়া পারমার্থিক বিষয়ে তাঁহার মন এরূপ নিমগ্ন হইল যে অল্পকাল মধ্যে দারুণ শোকবেগ সম্বরণ হইল, এবং অবশিষ্ট জীবন সন্ন্যাসাশ্রমে যাপন করিবার জন্য অনুরাগ জন্মিল। তিনি পিতার নিকটে এই সঙ্কল্প

* বোবা।

জ্ঞাত করিলেন। পরিবারের যাহাতে অর্থ বাঁচে এরূপ কার্য্যে তাঁহার পিতা অসন্তুষ্ট ছিলেন না, সুতরা কন্যার প্রার্থনায় সম্মত হইলেন।

যখন এই যুবতীর বয়ঃক্রম ২৫ বৎসর এবং রূপলাবণ্য সম্পূর্ণ বিকসিত হইল; এমত সময়ে তাঁহার পিতা নিকটবর্ত্তী নগরে একটি সন্ন্যাসিনীসম্প্রদায়ে* তাঁহাকে রাখিয়া আসিলেন। এইস্থানে একটী সন্ন্যাসী তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠা এবং ধর্ম্মদৃষ্টান্তের জন্য অত্যন্ত বিখ্যাত ছিলেন। রোমানকাথলিক ধর্ম্মের নিয়ম মতে যে সকল ব্যক্তি অত্যন্ত দুঃখগ্রস্ত বা শোকপরায়ণ হয়, ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের নিকট তাহাদিগের জীবনের সমুদায় ঘটনাগুলি প্রকাশ করিলে ক্ষমা এবং সান্ত্বনা পায়। কনষ্টান্সিয়া এই সুযোগে উক্ত বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকের নিকট আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিবেন স্থির করিলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

* খৃষ্টানদিগের মধ্যে একেশ্বরবাদী প্রটেষ্টাণ্ট, রোমানকাথলিক ইত্যাদি অনেক সম্প্রদায় আছে, তন্মধ্যে রোমানকাথলিক সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহারা কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকিতে চাহেন, তাহারা বিবাহ করেন না; মঠে বাস করেন এবং অনেক বিষয়ে আমাদিগের প্রাচীন মুনি ঋষির ন্যায়। ইহাদিগের মধ্যে পুরুষদিগকে, মঙ্ক বা সন্ন্যাসী এবং স্ত্রীলোকদিগকে 'নন' বা সন্ন্যাসিনী বলে। সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীরা পৃথক বাস করিয়া থাকেন।

নারীচরিত।

সারামার্টিন।

(২০৮ পৃষ্ঠার পর।)

কারাবাসিগণ যেপ্রকার দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছিল আর কিছু দিন তদবস্থায় থাকিলে তাহাদিগের দুরবস্থার পরিসীমা থাকিত না। সারামার্টিন-সদৃশ মহাত্মা লোকের কৃপাদৃষ্টি নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল, সুতরাং সারা কারাগার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে তিনি অশেষ প্রকারে কারাবাসিগণের উপকারসাধন করিতে পারিবেন। তিনি প্রথমতঃ তাহাদিগকে উত্তম উত্তম গ্রন্থসকল পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে যেমন তাহাদিগের অভাব সকল জানিতে পারিলেন এবং স্বীয় ক্ষমতা বুঝিতে পারিলেন তেমনি কর্ম্মক্ষেত্রও বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। তিনি এক্ষণে তাহাদিগকে লেখা ও পড়া অভ্যাস করিবার শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহে কিছু অধিক সময়ের আবশ্যকতা হওয়াতে তিনি সন্তুষ্টচিত্তে আপনার জীবিকা উপার্জ্জনের সময় হইতে কিয়ৎ ঘন্টা সময় ইহাতে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। তজ্জনিত ক্ষতি-

কে এস্থলে ক্ষতি বলিয়া গণনা করিলেন না। তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "কারাবাসিগণের উপকারার্থে ক্ষতি স্বীকার করিয়া সময় ব্যয় করা আমি কর্ত্তব্য জ্ঞান করি।"

১৮২৬ খৃঃ অব্দে সারার পিতামহী পরলোক যাত্রা করেন। তিনি মৃত্যুকালে প্রায় দুই সহস্র মুদ্রা রাখিয়া যান,সারা তাহার অধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই সময় সারা আপনপৈতৃক বাসস্থান সেষ্টার পরিত্যাগ করিয়া ইয়ারমাউথ নগরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন এবং পুর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরিশ্রম ও উৎসাহ সহকারে আপনার প্রিয়কার্য্যটীর উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইয়ারমাউথ নিবাসিনী একজন সহৃদয়া স্ত্রীলোক সারার অবিশ্রান্ত পরিশ্রম দেখিয়া সপ্তাহের মধ্যে এক দিবস করিয়া তাঁহার পরিশ্রমের সহায়তা করিতে লাগিলেন। এই স্ত্রীলোকটীর সাহায্য গ্রহণ করিয়া এবং দানার্থে পুস্তক ক্রয় করিবার জন্য ত্রৈমাসিক কিছু চাঁদা সংগ্রহ করিয়া, আপনার অনুষ্ঠিত মহৎব্রতে অহর্নিশ নিযুক্ত থাকিলেন। অধিকাংশ সময় যত্ন ও চেষ্টা এই পরোপকারব্রতে নিয়োজিত হওয়াতে সারার জীবিকা নির্ব্বাহের প্রধান উপায় যে পোশাক প্রস্তুত করণ ব্যবসায়,তাহার অতিশয় দুর্গতি উপস্থিত হইল; ঐ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পিতামহীর প্রদত্ত যৎকিঞ্চিৎ অর্থ যাহা সঞ্চিত ছিল,তাহার দ্বারা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা দুর্ঘট, সুতরাং ব্যবসায় পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে সুখসাধ্য নয় এবং পরোপকার রূপ যে মহৎব্রতে তিনি ব্রতী হইয়াছিলেন তাহাও প্রাণান্তে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নন। অতএব এপ্রকার অবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহার তুল্য মহাশয়া পরহিতৈষিণী নারী ব্যতীত আর কে বলিতে পারে যে "পোশাক প্রস্তুত করণ-কার্য্যে আমার মন যখন নিবিষ্ট ছিল, তখন তজ্জন্য আমার সর্ব্বক্ষণ চিন্তা ছিল, এখন সে কার্য্যের তিরোধান হইল, তজ্জনিত চিন্তাও আমার দূর হইল, আমি জানি ঈশ্বর কখন আমার অমঙ্গল সাধন করিবেন না, তিনি আমাকে যেপ্রকার অবস্থায় স্থাপিত করুন না কেন. তাহাতে আমার মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হইবেক না; তিনি আমার প্রভু, প্রভু কখন ভৃত্যকে পরিত্যাগ করেন না; তিনি আমার পিতা, পিতা কখন সন্তানকে বিস্মৃত হয়েন না; আমি জানি প্রভু সময়ে সময়ে ভৃত্যের বিশ্বাস সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের পরীক্ষা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত দুঃখদারিদ্র্যের দুঃসহ ক্রোড়ে তাহাকে স্থাপন করেন, কিন্তু আমি নিশ্চয় রূপে বলিতে পারি আমাদিগের মঙ্গল সাধন করাই তৎকার্য্যের উদ্দেশ্য। যদি সহস্র সহস্র মনুষ্যের মঙ্গল

সাধনোদ্দেশে, যদিপরম পিতার মঙ্গলময় আদেশ পালন করণার্থে আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণীর ঐহিক কষ্ট বা ক্ষতি উপস্থিত হয়,তবে সেই মহৎ কার্য্যের সহিত কি আমার সামান্য কষ্ট বা ক্ষতির উপমা হইতে পারে?"

অনন্তর করাবাসিদিগের মধ্যে প্রতি রবিবারে উপাসনা প্রথা প্রচলিত করিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন এবং অল্প দিনমধ্যে উপাসনা কার্য্য সংস্থাপন করিতে কৃতকৃত্য হইলেন।

এই প্রকারে তিনি তিন বৎসর কাল উপরোক্ত বিষয় সকলে কারাবাসিগণের নির্ব্বিঘ্নে উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে বিবিধ শিল্প কর্ম্ম শিক্ষা দিতে মনোযোগী হইলেন।

১৮২৩ খৃঃঅব্দে এক জন সদয় ব্যক্তি সারামার্টিনকে পাঁচটী টাকা দান করেন এবং ঐ সময়ে অপর এক জন ভদ্রলোক কারাবাসিদিগের উপকারার্থে দশটী টাকা প্রদান করেন।

সারা এই পঞ্চদশ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা শিশু সন্তানগণের উপযোগী কতকগুলি বস্ত্র ক্রয় করিলেন, এবং কারাবাসিগণের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার সুবিধা করিবার জন্য ঘাগরা, পাজামা, কোরতা প্রভৃতির কয়েকটী আদর্শ ক্রয় করিলেন। প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে, পরে পুরুষদিগকে সূচীর কার্য্য শিক্ষা দিতে লাগিলেন, কিয়দ্দিন মধ্যে অনেক গুলি স্ত্রী ও পুরুষ নানাবিধ পোশাক প্রস্তুত করিতে সুদক্ষ হইলেন। তাহাদিগের দ্বারা যে সকল বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল, তাহা বিক্রয় করিয়া কারাবাসিগণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ধনসঞ্চয় হইতে লাগিল, এবং এই মনোরম শিল্পকর্ম্মে অধিকক্ষণ করিয়া নিযুক্ত থাকায় তাহাদিগের মধ্যে বিবাদ কলহ প্রায় নিরাকৃত হইল। মূলধন সমুদয়ে পঞ্চদশ মুদ্রা মাত্র ছিল, ক্রমে তাহা প্রায় অশীতি মুদ্রা হইয়া উঠিল এবং এই কার্য্যের প্রারম্ভ হইতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রায় ৪০৮০ টাকা মূল্যের নানাবিধ সামগ্রী বিক্রীত হইয়াছিল। কারাবাসিদিগের মধ্যে যিনি যখন কারাগার হইতে নিষ্কৃতি পাইতে লাগিলেন, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ হস্তে করিয়া সহাষ্য বদনে গৃহে প্রত্যাগমন করিতে লাগিলেন। এই প্রকার কয়েক বৎসর কারাবাসিদিগের উপকার সাধন সংকল্পে নিযুক্ত হইয়া তিনি কোন কষ্টকে কষ্ট বোধ করেন নাই, তাহাদিগের হিতসাধনোদ্দেশে তিনি ক্রমে ক্রমে সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের ঐহিক উন্নতি সাধনের উপায় বিধান করিয়াছিলেন, এবং পারত্রিক মঙ্গল সংসাধনার্থেও ঔদাস্য প্রকাশ করেন নাই। কারা-

গার মধ্যে অবস্থিতিকালে তাহাদিগের কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং কারামুক্ত হইয়া যাহাতে তাহারা সুখে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে, এমন বিষয় সকলও শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। দেখ! যে সময়, পরহিতার্থী সচ্চরিত্র লোক সকল কারাবাসিগণের অবস্থা সংস্কার করিবার জন্য উপায় অন্বেষণ ও কল্পনা করিতেছিলেন, কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন নাই, সেই বিঘ্ন বিপত্তির সময়ে এক জন নিঃসহায় দরিদ্রা বালা একমাত্র উৎসাহ, অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে কৃতকার্য্য হইলেন।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য)

বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণের প্রার্থনা।

মোরাসবে দীনভাবে যত বালাগণে,
করিনাথ প্রণিপাত তোমার চরণে।
মোরা যত পশুমত অতীব অজ্ঞান,
পরাধীনা জ্ঞানহীনা অন্ধের সমান।
তুমি মাতা জ্ঞানদাতা মনে যেন রাখি,
চিরদিন তবাধীন হয়ে যেন থাকি।
নাহি কেহ করে স্নেহ তোমারি মতন,
তোমাহতে এজগতে পেয়েছি জীবন।
কায়মন প্রাণধন সকলি তোমার,
ওহে পিতা কিছু হেথা নাহিকআমার।
কৃপা কর কৃপাকর! এ কিঙ্করীগণে,
প্রভুতব স্তুতিস্তব কিছুই জানিনে,
কিবা দিয়া কি বলিয়া পূজিব তোমায়,
বারবার নমস্কার করি তব পায়।
ওহে পিতা কৃতজ্ঞতা লহ উপহার,
তোমাসম প্রিয়তম কেবা আছে আর।
মোরা অতি মূঢ়মতি জ্ঞান বুদ্ধি হীন,
যথাশক্তি করি ভক্তি যেন চিরদিন।
যেন প্রভু মোরা কভু কুপথে না যাই,
মিলিসবে একরবে তবগুণ গাই।
বিদ্যাধন উপার্জ্জন সদা যেন করি,
বিদ্যালয়ে বিদ্যা লয়ে সুখে কালহরি।
আমাদের শিক্ষকের করহ কল্যাণ,
সর্ব্বক্ষণ করিছেন যিনি শিক্ষাদান।
পিতা মাতা ভগ্নী ভ্রাতা বান্ধব সকল,
তাঁহাদের সকলের করহ কুশল।
তবকার্য্য শিরোধার্য্য করিয়া সবাই,
প্রাণপণে কায়মনে সময় কাটাই।
কোনমতে পাপপথে পতিত নাহই,
দিবানিশি তবদাসী হয়ে যেন রই।
অভাজন অকিঞ্চন আমরা সবাই,
তবপ্রতি থাকে প্রীতি এইভিক্ষা চাই।

নূতন সংবাদ।

১ম।—প্রায় তিন মাস অতীত হইল পানিহাটি ঘোষপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ ঘোষ মহাশয়ের যত্নে ঐ গ্রামে একটি বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। মিসনারিরা ঐ

বিদ্যালয়ের বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা একজন এদেশস্থ খৃষ্টীয়ান শিক্ষয়িত্রীকে কারপেটফুল প্রভৃতির শিক্ষার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে ২৫। ২৬ জন বালিকা বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু নিদারুণ মারীভয়প্রযুক্ত এক্ষণে ১৫। ১৬ জন বালিকা প্রতিদিন উপস্থিত থাকে। একজন সচ্চরিত্র শিক্ষক শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন করেন। অধ্যাপনা কার্য্য উত্তমরূপ চলিতেছে।

(২২৯ পৃষ্ঠার পর)

২য়।—এলাহাবাদ বা প্রয়াগ।—প্রয়াগ হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের তীর্থ স্থান। কাশী অপেক্ষা এখানে অল্প লোক বাস করে। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর। রোগীদিগের সুস্থ হইবার এক প্রধানস্থান।

আগরা।—আগরার যমুনার সেতু অতিশয় আশ্চর্য্য, আমাদের এদেশের ন্যায় নহে। কলিকাতার গঙ্গার উপর যে সকল বয়া দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ বয়া যমুনার জলের উপর সারি সারি সাজাইয়া সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া গাড়ী, ঘোড়া ও মনুষ্য সকল যাতায়াত করিতেছে। এখানে একটী অপূর্ব্ব সমাধি মন্দির আছে। আকবর বাদসাহার পুত্র জাহাঙ্গিরের নুরজিহান নাম্নী একটী স্ত্রী ছিল। তিনি পরম সুন্দরী রমণীরত্ন বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তাঁহার স্বামী একটী অপূর্ব্ব সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহাকে গোর দেন। ঐ বাড়ী প্রস্তুত করিতে ৯৯৯৯৯৯৯ টাকা ব্যয় হইয়াছে। এরূপ অপূর্ব্ব বাড়ী বোধ হয় কেহ কখন নয়নগোচর করে নাই। যে ব্যক্তি সেই অট্টালিকা অবলোকন করেন তিনি বিস্মিত না হইয়া থাকিতেপারেন না।

দিল্লী।—দিল্লী আমাদের পুরাতন রাজধানী ও বাদসাহাদিগের আদিম অধিবাসস্থান। এখানকার যমুনার সেতুও অতিশয় চমৎকার। যমুনোপরি ক্রমাগত নৌকা সাজাইয়া তদুপরি কাষ্ঠ দিয়া সেতু প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ সেতুর উপর দিয়া নির্ভয়ে গাড়ী, ঘোড়া ও মনুষ্য সকল গমনাগমন করিতেছে। এখানকার রাস্তা কলিকাতার ইংরাজটোলারন্যায় প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত, সর্ব্বদাই জলসেচকেরা * জলসেক করিতেছে, এবং একটুমাত্র ময়লা দৃষ্ট হয় না।

এখানে মুসলমানের সংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়। এখানকার মুসলমানের স্ত্রীলোকেরা একটী করিয়া চুড়িদার ইজের ও হাঁটু পর্য্যন্ত পিরাণ ও গাত্রে ওড়না ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু বেশ্যারা পিরাণ না পরিয়া কাঁচুলি পরিধান করে।

* ভিস্তি হার।

এখানে আটটী তোরণদ্বারা আছে। সহরের চতুঃদিক্ অত্যুচ্চ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সহরের মধ্যে অনেক মহল আছে, ঐ সকল মহলেরও আবার বড় বড় ফটক† আছে। বাদসাহাদিগের সময় হইতে এপর্য্যন্ত দিল্লীতে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, কেহই রাত্রি-কালে তোপের পর সহরের বাহিরে যাইতে পারিবেনা, এবং সহরের বহিঃস্থ লোকসকল ভিতরেও প্রবেশ করিতে পারিবে না। তোপের পর দিল্লীর সমুদয় দ্বার এককালেরুদ্ধহয়।

দিল্লী হইতে ছয় ক্রোশ দক্ষিণ কুতব নামক একটী গ্রামে অত্যাশ্চর্য্য দূরবীক্ষণস্তম্ভ‡ আছে। কলিকাতার দূরবীক্ষণস্তম্ভ কাশীর বেণী-মাধবের ধ্বজা, আগরার তাজহলের দূরবীক্ষণস্তম্ভ ও দিল্লীর জুমামস্‌জিদের দূরবীক্ষণস্তম্ভ অপেক্ষা অতিশয় উচ্চ ও প্রশস্ত। এত উচ্চ যে, নীচু হইতে ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে দেখা অতিশয় কঠিন হইয়া উঠে, এত প্রশস্ত যে, পাঁচজনলোক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবলীলাক্রমে উঠিতে পারে,ইহার উপর উঠিয়া দেখিলে দিল্লী সুন্দররূপ দেখা যায়।

এদেশের স্ত্রীলোকেরা যেমন সর্ব্বদাই পিঞ্জররুদ্ধের ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থিতি করে, কোন প্রকাশ্য স্থলে যাইতে বা কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারে না, ও যেমন জঘন্য অপরিধেয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া থাকে, পশ্চিমাঞ্চলে সেরূপ দেখা যায় না। সেখানকার কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলই প্রকাশ্য স্থলে যাইয়া সকলের সহিত বাক্যালাপ করিয়া সুখে কালাতিপাত করে এবং তাহারা উপযুক্ত-রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াও নির্ব্বিঘ্নে যথাস্থানে গমনাগমন করিতেছে। হায়! এদেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের জঘন্য পরিচ্ছদ যে কতকালে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা বলা যায় না। কিছুদিন হইল কলিকাতাস্থ কলুটোলার "সঙ্গতসভার" সভ্যেরা স্ত্রীলোকদিগের বর্ত্তমান পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তিত করিয়া উৎকৃষ্ট ও সামাজিক নিয়মের সঙ্গত পরিচ্ছদ পরাইবার নিমিত্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। কি প্রকার পরিচ্ছদ পরিধান করান উচিত তাঁহারা সে বিষয় অদ্যাপি নিশ্চয় করেন নাই। পরিশেষে তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন যে, তাঁহারা যেন পরিচ্ছদের বিষয় নিশ্চয় করিয়া জনসমাজের উপকার সাধন করেন।

† ফটক।
‡ যাহাকে ম মেণ্ট বলে

৩য়। বিলাতীয় বিশেষ সংবাদ।

যদিও সকল দেশে স্ত্রীজাতির অবস্থা অতি হীন, কিন্তু বিলাতের

মহিলাগণ অনেক অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদের সহিত আমাদের দেশের বামাগণের তুলনা করিলে স্বর্গ ও পাতাল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাদিগের বিদ্যা বুদ্ধি, আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও ধর্ম্মভাব সকল যত আলোচনা করা যায়, ততই উৎসাহ ও আনন্দ লাভ হয়; আর আমাদিগের নারীসমাজের প্রতি ততই জঘন্য বলিয়া ঘৃণা জন্মে। ইঁহারা নিজে অজ্ঞান এবং অন্যের উন্নতির পথে বিষম কন্টক। কিন্তু সেখানকার স্ত্রীলোকেরা যেমন আপনারা বহুগুণে গুণবতী সেই রূপ অন্য লোকের এবং সাধারণের কল্যাণ সাধনে কায়মনোবাক্যে সচেষ্ট। যেখানে একটী শুভকার্য্যের কথা শুনিতে পান, সেইখানেই তাঁহারা সাধ্যমত উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করেন। কেহ পতিতা ভগিনীগণের উদ্ধারের চেষ্টা পাইতেছেন; কেহ উপদেশ দান, কেহবা লেখনী ধারণ করিয়া স্বজাতীর হিতব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, কেহ কেহ বা স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক নিরাশ্রয় রোগী ও আতুর লোকদিগের শুশ্রূষা করিবার জন্য অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। ধন্য ইংলণ্ড! তুমিই যথার্থ পুণ্যভূমি। তোমার কন্যাগণ স্ত্রীজাতির প্রকৃত গৌরব স্বরূপ তাহার সন্দেহ নাই।

বঙ্গীয় ভগিনীগণ! আমরা উপরে বিলাতের স্ত্রীগণের যে গুণ সকল অতি সামান্যরূপে বর্ণন করিলাম, তাহার দৃষ্টান্ত তোমরা মধ্যে মধ্যে পাঠ করিয়া থাক। সম্প্রতি প্রত্যক্ষ কিছু দর্শন কর। যদিও তোমরা তাঁহাদিগের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখ না, তাঁহারা তোমাদের কিসে মঙ্গল হইবে এজন্য সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেছেন। কিছুদিন হইল সেখানকার 'ওমান্স জর্নাল' (বামাবার্ত্তাবহ) নাম্নী স্ত্রীলোকদিগের হিতার্থি একখানি পত্রিকার সম্পাদিকাকে আমরা এক খানি পত্র লিখিয়াছিলাম যে, বামাবোধিনীর সহিত তাঁহারা কোন প্রকার যোগ রক্ষা করেন, ইহাতে তাঁহারা যেরূপ অনুরাগের সহিত প্রত্যুত্তর দিয়াছেন নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। তোমরা ইঁহাদের সরল সাধুভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে চেষ্টা পাও ইহাই আমাদিগের একান্ত কামনা।

১ম পত্র। লণ্ডন, ১৯ লাংহাম প্লেস।
২৭সে অক্টোবর ১৮৬৪।

শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়!

আমি নগর হইতে গমন করিলে পর আপনার পত্র পৌঁছিল, নতুবা আমি আরও শীঘ্র প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিতাম। আমাদিগের ভারতবর্ষীয় ভগিনীগণের জন্য আ-

পনারা যেরূপ পত্রিকা প্রচার করিতেছেন, তাহাতে আমি অতিশয় হর্ষ প্রাপ্ত হইলাম এবং এরূপ উপায়ে তাঁহাদিগের যে যথেষ্ট উপকার হইবে তাহাতেও সন্দেহ নাই। আপনাদিগের চেষ্টা আমি অন্তরের সহিত অনুমোদন করি এবং যাহাতে সফল হয় এরূপ কামনা করি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে আমার আর কিছু দিবার ক্ষমতা নাই, কারণ আমি যে 'ইংলিস ওমান্‌সজার্‌নাল' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলাম, এখন আর তাহা স্বতন্ত্র বিদ্যমান নাই। যাহা হউক উহা নূতন প্রকাশিত এবং স্বল্পমূল্য 'আলেক্‌জান্দ্রা' নামে একখানি পত্রিকার সহিত একত্রিত হইয়াছে, এবং আমরা যে উদ্দেশে উহা আরম্ভ করি, ইহাতেও তাহা সফল হইবার আশা করা যায়। বিশেষতঃ ইহার মূল্য স্বল্পতর হওয়াতে গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া আমাদের অপেক্ষা অধিক কার্য্যকারক হইতেপারে।

আলেক্‌জান্দ্রার সম্পাদিকাকে আপনাদের পত্র দিয়াছি এবং পূর্ব্বপত্রিকার সম্পাদকীয় ভার আমার উপর থাকিলে আমি যেরূপ আহ্লাদের সহিত আপনাদের সাহায্য করিতাম, তিনিও সেইরূপ করিবেন ইহা আমার বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়।

ই, জি, এলোয়ার্ট"

২য় পত্র। লণ্ডন। ২৭, পেটার-নসটার্ রো।

১লা নবেম্বর। ১৮৬৪

"আপনার পত্র পাইয়া আমরা একান্ত উপকৃত ও পরম প্রীত হইলাম। আমাদিগের যতদূর সাধ্য আনন্দের সহিত আপনাদের সঙ্গে যোগ দিব। আমাদিগের পত্রিকা নিয়মিতরূপে প্রেরণ করিব, এবং আপনাদিগের পত্রিকা প্রাপ্ত হইলে পরম আহ্লাদিত হইব।

আপনাদের পত্রিকার বিষয়গুলি আমাদের একটী বন্ধু পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম সংগ্রহ করিবেন, এবং আমরা মধ্যে মধ্যে তাহা আমাদের পাঠকগণের গোচর করিয়া সন্তোষ লাভ করিব; আপনারাও আমাদের লেখা লইয়া যেরূপ সৎ বিবেচনা হয় সেইরূপ করিয়া সুখী করিবেন।

আমাদিগের ভারতবর্ষের ভগিনীগণ যে সামাজিক বিদ্যালোচনার উপকারিত্ব বুঝিতেছেন, ইহা সামান্য আনন্দের বিষয় নয়, এবং আপনারা যেরূপ পত্রিকা প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হইতে পারিবে।

একমাত্র সত্যধর্ম্মের প্রচার দ্বারাই সামাজিক উন্নতি লাভ হইতে পারে, এবং শিক্ষাদান এই সত্য সকল বিস্তারের প্রধান উপায় বলিয়া অবলম্বন করা আবশ্যক।

আপনাদের সঙ্কল্প সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হউক, সমুদায় অন্তঃকরণের সহিত আমাদের এই প্রার্থনা, এবং আমরা যখন যে কোন প্রকারে যাহা কিছু সাহায্য দান করিতে পারি সাধ্যসত্বে তাহার ত্রুটি করিব না।

আপনারা যে কয়েকখণ্ড পত্রিকা পাঠাইয়াছেন, তাহা এখনও আমাদিগের হস্তগত হয় নাই। আমাদিগের পত্রিকা পাঠাইতে এই লিপির পর ২।৩ দিন বিলম্ব হইবে এবং তাহা এত শীঘ্র পৌছিতে না পারে, কিন্তু বোধ করি ইহা হইতে আপনারা আশানুরূপ উপকার ও সন্তোষ লাভ করিতে পারিবেন।

আমাদিগের সামাজিক প্রস্তাব সকল যদিও আপনাদিগের হইতে বিভিন্ন, তথাপি তন্মধ্যে সাধারণ উপকার জনক মূল বিষয় অনেক থাকিবেক, এবং আমাদের লেখার মধ্যে সর্ব্বসাধারণের সমান প্রয়োজনীয় অনেক কথা থাকিবেক তাহারও সন্দেহ নাই। যদিও আমরা পরস্পর হইতে অনেক দূরে আছি, এবং অলংঘ্য বাধায় বিচ্ছিন্ন রহিয়াছি, কিন্তু যে বিষয়ের সহিত আমাদিগের অনন্তকালের সম্বন্ধ তাহাতে আমরা একসূত্রে বদ্ধ আছি, সেই মুক্তিদাতার ক্রোড়ে একত্রিত বলিয়া তাঁহার পবিত্ররাজ্যে আত্মা সকল উদ্ধার করিবার জন্য যে কোন কার্য্য হত হয় এবং যাহাতে আমাদের স্ত্রীজাতির এবং মানব মণ্ডলীর মুক্তি লাভ হয় তাহাতেই আমরা সম্মিলিত হইতে পারি।

* * * *

এস্, মেরিডিথ্।

আলেকজান্দ্রা ম্যাগাজিন এবং ইংলিস ওমান্‌স্ জর্নাল সম্পাদিকা।"

মহামতি ইজি এলোয়ার্ট এবং এস্ মেরিডির্থ এই দুই মান্যা মহিলাকে আমরা শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। তাঁহাদিগের জ্ঞানগর্ব্ভ পত্রিকা প্রাপ্ত হইলে বামাবোধিনী বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহার সন্দেহ নাই। আমরা এদেশের ভগিনীগণের গোচরার্থে তাহার সার সঙ্কলন করিব। পরম পিতা পরমেশ্বরের নিকট প্রর্থিনা, যে তিনি এদেশের দুর্ভাগ্য অবলাগণকে যথার্থ মঙ্গলের পথ দর্শন করিতে, সাধুদৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতে এবং উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে শিক্ষা প্রদান করুন।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতাস্থ গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে, আমাদের পত্রিকা বণ্টনকারী বিপদগ্রস্ত হওয়ায় অনেকে যথাসময়ে ১৬ সংখ্যক পত্রিকা প্রাপ্ত হন নাই, এজন্য তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

২৩শে পৌষ, ১৭৮৬ শক.

J. N. Ghose, Printer, Day & Co.'s Press, 6, Tank-Square East, Calcutta.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথমভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

তারকাসহিত শশী যথা সুশোভন,
মণিসহ শোভে যথা কাঞ্চনভূষণ,
সেইরূপ রূপগুণ হলে সম্মিলিত,
চারুতায় সকলেরে করে পরাজিত।

১৮ সংখ্যা { মাঘ বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা

স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দান।

এদেশে এখন বিদ্যার যতই অনুশীলন হইতেছে, বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ধর্ম্ম যতই বিশুদ্ধ হইতেছে, লোকসকল যতই সভ্যপদবীতে উত্থান করিতেছে, ততই দিন দিন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। এখন এই ভারতবর্ষমধ্যে প্রায় সকল সভ্যজনপদেই অনূ্যন এক একটী বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এখন কত কত স্ত্রীলোক পুস্তক রচনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে, কেহ বা স্বজাতীর উন্নতির জন্য শিক্ষয়িত্রীর গুরুভার গ্রহণ করিয়া বালিকাগণের বোধনেত্র উন্মীলন করিতেছেন, কেহ কেহ প্রবন্ধ সকল রচনা করিয়া সংবাদ পত্রে প্রকাশ পূর্ব্বক স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির পরিচয় প্রদান করিতেছেন। এই সকল দর্শন ও শ্রবণ করিলে কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির আনন্দ উপস্থিত না হয়। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, বালকদিগের বিদ্যোৎসাহ বর্দ্ধনার্থ যেরূপ মধ্যে মধ্যে পুরস্কারাদি প্রদত্ত হইয়া থাকে, বামাগণের শিক্ষাবিষয়ে উৎসাহ দানার্থ তাদৃশ কিছুই দেখা যায় না; কেবল বিদ্যালয়স্থ বালিকাগণ মধ্যে মধ্যে পুস্তকাদি পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া কিছু পরিমাণে উৎসাহিত হয়। এ

ক্ষণে যাহারা প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করিয়া বামাগণের মুখোজ্জ্বল করিতে পারেন, তাহাদিগের উৎসাহ দানার্থে আমরা এই উপায় স্থির করিয়াছি যে, যে সকল স্ত্রীলোক নিম্ন লিখিত প্রবন্ধদ্বয়ের অন্যতর উত্তমরূপে লিখিতে পারিবেন, তাহাদিগকে আগামী বৈশাখ মাসে উপযুক্তরূপ পুরস্কার প্রদান করা যাইবে, এবং বৈশাখ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকাতে রচণা সকলও প্রকাশ করা যাইতে পারে।

পরিশেষে রচয়িত্রীগণের প্রতি নিবেদন এই যে, যেন তাঁহারা নিম্ন লিখিত নিয়ম কয়েকটীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া রচনা সকল যথা স্থানে প্রেরণ করেন।

১ম। রচয়িত্রীগণের রচনার প্রমাণ না পাইলে (রচনা উৎকৃষ্ট হইলেও) তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে।

২য়। তাহাদিগের প্রমাণের সহিত এই সকল লিখিয়া পাঠাইতে হইবে।—(ক) বাড়ীর কোন বিখ্যাত ব্যক্তি ও শ্বশুর-বাড়ীর শ্বশুর ও স্বামীর নাম, ধাম, কর্ম্মস্থান ও কর্ম্ম। (খ) ঐ সকল ব্যক্তিদিগের যদি কলিকাতায় কেহ বন্ধু বা আত্মীয় থাকে তবে তাহার নাম ও কর্ম্মস্থান। (গ) এতভিন্ন শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের নাম ও তিনি কি প্রকারে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন—এইপ্রকারে কিছু আত্ম পরিচয় প্রদান করিয়া যিনি যত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দিতে পারিবেন, তিনি তত প্রমাণ প্রদর্শন করিবেন।

৩য়। আগামী ৩০শে ফাল্গুনের মধ্যে কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট স্কুলবুক প্রেস ৪৫ সংখ্যক ভবনে আমাদের নিকট প্রেরণ করিলে আমরা প্রাপ্ত হইব।

৪র্থ। ৩০শে ফালগুনের পর আমাদের নিকট রচনা আসিলে তাহা অগ্রাহ্য হইবার সম্ভাবনা; কারণ পরীক্ষকেরা চৈত্র মাসের মধ্যে রচনা সকল পরীক্ষা করিয়া তাহার উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ণয় করিয়া দিবেন।

৫ম। তাঁহাদের রচনা যেন শুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হয়।

পাঠিকাগণ! তোমরা সকলেই এই প্রবন্ধদ্বয় লিখিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিবে।

প্রবন্ধ।

১ম। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক্ প্রচলিত হইলে কি কি উপকার হইতে পারে, ও তাহা প্রচলিত না হওয়াতেই বা কি কি অপকার হইতেছে?

২য়। কি কি কুপ্রথা ও কুসংস্কার তিরোহিত হইলে অস্মদেশস্থ স্ত্রীলোকদিগের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে?

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি চিকীর্ষু নিম্নলিখিত মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ।
(সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক।)

শ্রীযুক্ত প্যারীচরণ মিত্র।
(কলিকাতা সাধারণ পুস্তক সংগ্রহের সম্পাদক।)

শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন।
(কলিকাতা কালেজের অবৈতনিক অধ্যক্ষ।)

থিওডোসিয়স্ ও কনষ্টান্সিয়া।

(১৩৮ পৃষ্ঠার পর)

এদিকে থিওডোসিয়সের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। যেদিন প্রাতঃকালে তাঁহার নিমিত্তে এত তত্ত্ব তল্লাস হইতেছিল, তিনি সেই দিনই নগরের মধ্যে উল্লিখিত আশ্রমে উপস্থিত হয়েন। তথায় এই একটী নিয়ম ছিল যে আগত ব্যক্তির ইচ্ছা অনুসারে তাঁহার বিষয় গোপন রাখা যাইতে পারিত। থিয়োডোসিয়স্ মঠাধ্যক্ষের নিকট সেই প্রার্থনা করিয়া কনষ্টান্সিয়ার বিষয়ে আর অনুসন্ধান করিবেন না প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তাপসব্রত গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, যেদিন কনষ্টান্সিয়ার বিবাহের জনরব শুনিয়াছিলেন, সেই দিনই সে অন্য পাত্রের হস্তগত হইয়াছে।

প্রথম বয়সে তিনি বিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি করিয়াছিলেন, এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের পথে নিয়োজন করিয়া জীবন সার্থক করিতে উৎসাহিত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। তিনি যাহার সহিত একবার কোন বিষয়ে কথোপকথন করেন তাহাকেই ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট করিতে পারেন বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। ঐ কনষ্টান্সিয়া এই ধর্ম্মাত্মারই নিকট আত্মপরিচয় দিবার মনস্থ করিলেন। কিন্তু প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ ব্যতীত আর কেহই তাঁহার নাম ধাম বা পূর্ব্বের কোন বিষয় জানিত না। প্রিয়দর্শন, আমোদাসক্ত থিওডোসিয়স্ এক্ষণে 'আর্য্য-ফ্রান্সিস্' নাম ধারণ করিয়াছেন। দীর্ঘ শ্মশ্রু, মুণ্ডিত মস্তক এবং ধর্ম্ম পরিচ্ছদে তাঁহার এক নূতন পবিত্র মূর্ত্তি হইয়াছে, পূর্ব্বকার সংসারী লোকের মত কোন ভাবই আর লক্ষিত হয় না।

একদিন আর্য্য ফ্রান্সিস্ তাঁহার নির্জ্জন পরিচয় গ্রহণ স্থলে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে কনষ্টান্সিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া হাঁটুগাড়িয়া* বসিলেন এবং অতি করুণস্বরে আপনার সমুদায় অবস্থা বর্ণন করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ নির্দ্দোষবাল্য

* মুসলমান, খৃষ্টান ও আরও কোন কোন জাতি ভজনা বা মান্যলোকের নিকট প্রার্থনা সময়ে হাঁটু গাড়িয়া বসেন।

নবীনের সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন, কিন্তু যৌবনের কথা মনে করিয়াই এককালে অশ্রুমুখী হইলেন এবং অতি কষ্টে ধৈর্য্য ধরিয়া থিওডোসিয়সের বিষয় আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমার অসৎ ব্যবহারে একটী ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার আর কিছুই দোষ ছিল না, কেবল আমাকে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি যত দিন জীবিত ছিলেন, আমার যে কিরূপ প্রিয় ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর আমার মন যে কিরূপ শেলবিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহা ঈশ্বর জানেন।" এই বলিয়া নীরব হইলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে হতজ্ঞান হইয়া সেই মহর্ষির মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। ঐ ধর্ম্মাত্মা সেই নির্দ্দোষী অবলার দারুণ দুঃখের কথা ভাবিতে ভাবিতে শোকে ব্যাকুলিত হইলেন; বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া এইমাত্র বলিতে পারিলেন, 'বল, তারপর'। কনষ্টান্সিয়া তাঁহার আদেশে পুনর্ব্বার আরম্ভ করিলেন, এবং চক্ষের জলে সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত করিয়া তাঁহার নিকট হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিলেন! ফ্রান্সিস্ আর উচ্চৈঃস্বরে রোদন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। শোকের জ্বালায় তিনি এরূপ অস্থির হইলেন যে তাঁহার আসন স্থানান্তর হইয়া পড়িল। কনষ্টান্সিয়া মনে করিতে লাগিলেন, 'হা! আমি কি পাপীয়সী! আমার পাপের কথা শুনিয়া একটী ধর্ম্মাত্মার মন এরূপ ব্যথিত হইয়াছে।' দারুণ আত্মগ্লানিতে তাঁহার অন্তঃকরণ মন্দ হইতে লাগিল এবং সত্বর কুমারীধর্ম্ম অবলম্বন এ পাপের একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত এবং থিওডোসিয়সের স্মরণার্থে এই একমাত্র ব্রত ভাবিয়া মনে কিছু সান্ত্বনা হইল।

ইতোমধ্যে ঐ ধর্ম্মাত্মা আপনার অন্তঃকরণকে একটু স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু যে নাম অনেক দিন পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই নামের উল্লেখ শুনিয়া এবং যাহাকে হস্তগত মনে করিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠার উদারণ দেখিয়া পুনর্ব্বার অশ্রুপ্রবাহ বিসর্জন করিতে লাগিলেন। আপনার দুঃখ বর্ণন করিতে করিতে যখন সেই অনুতাপিতা রমণীকে মধ্যে মধ্যে শোকে স্তব্ধ হইতে দেখিলেন, তিনি এক একবার বলিতে লাগিলেন, 'শান্ত হও, তোমার অপরাধ মার্জনা হইয়াছে, যত অধিক মনে করিতেছ তোমার দোষ তত নয়, অকারণ শোকে অভিভূত হইও না।' অতঃপর শোক সম্বরণ করিয়া আপনার আসনে স্থির হইয়া বসিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে তাঁহার দোষ ক্ষালন করিলেন। তিনি পরদিবস তাঁহাকে আসিতে বলিলেন এবং তাঁ-

হার সঙ্কল্পিত ব্রতবিষয়ে উপদেশ দিবেন বলিয়া রাখিলেন। কনষ্টান্সিয়া বিদায় লইলেন।

পরদিন প্রত্যুষে ঐ রমণী ঋষির সম্মুখে গিয়া যোড়হস্তে উপবেশন করিলেন। থিওডোসিয়স্ উত্তমরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া আত্মাকে দৃঢ় করিয়াছিলেন। এখন তিনি তাঁহার মনের বৃথা ভয় ও ভাবনা পরিত্যাগ করিতে বলিলেন, যে ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়াছেন তাহার অনেক প্রশংসা করিয়া নানা প্রকারে উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং পবিত্র অবগুণ্ঠন* লইলে সময় সময় আরও সৎ পরামর্শ দিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমাদের আশ্রমের যেরূপ নিয়ম তাহাতে আমি ইচ্ছামত তোমার সহিত দেখা করিতে পারিব না। কিন্তু এটি নিশ্চয় জানিও, তোমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের নিকট সর্ব্বদাই প্রার্থনা করিব এবং কেবল তাহাতেই নিশ্চিন্ত থাকিব না, লিপি দ্বারা যতপারি তোমাকে উপদেশ দিতে বিস্মৃত হইব না। তুমি যে মহৎ পথ অবলম্বন করিয়াছ, আনন্দের সহিত ইহাতে অগ্রসর হও—ত্বরায় দেখিতে পাইবে ইহাতে যেরূপ মনের শান্তি এবং অনির্ব্বচনীয় সুখ তাহা সংসার হইতে কখনই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।"

ধর্ম্মগুরু ফ্রান্সিসের উপদেশে কনষ্টান্সিয়ার মন এরূপ উৎসাহিত হইল যে পরদিবসই তিনি ব্রত গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাকার্য্য সমাপন হইলে মঠাধিকারিণীর সহিত তাঁহার গৃহে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন।

নবীন সন্ন্যাসিনী এবং আর্য্য ফ্রান্সিসে যে সকল কথাবার্ত্তা হইয়াছে' মঠাধিকারিণী পূর্ব্ব রজনীতে তাহা অবগত হইয়াছিলেন; এক্ষণে ঋষির নিকট হইতে এই পত্রখানি লইয়া কনষ্টান্সিয়ার হস্তে দিলেন—

"তুমি যে জীবন প্রণালী অবলম্বন করিয়াছ, তাহার প্রথম ফল স্বরূপ একটী আনন্দ ও শান্ত্বনা গ্রহণ কর। যে থিওডোসিয়সের মৃত্যুতে তোমার মন অভিভূত হইয়াছে, তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। যে ধর্ম্মগুরুর নিকট আত্ম বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছ, তিনিই এককালে তোমার থিওডোসিয়স্ ছিলেন। আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রণয়াশক্তি হইয়াছিল, তাহা সফল না হইয়া নিষ্ফল হওয়াতেই আমাদিগের সুখের উন্নতি করিয়াছে। পরমেশ্বর যদিও আমাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন নাই, কিন্তু আমাদের চিরকল্যাণ বিধান করিয়াছেন। তোমার থিওডোসিয়সকে এখনও মৃত বলিয়া মনে কর। কিন্তু নিশ্চয় জানিও

* কুমারী ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অবগুণ্ঠন অর্থাৎ ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া রাখিতে হয়।

তোমার আর্য্য ফ্রান্সিস, তোমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতে কখনই বিরত থাকিবেন না।"

কনষ্টান্সিয়া লেখকের হস্তাক্ষর এবং লেখার মর্ম্ম ঠিক মিলিয়াছে দেখিলেন এবং তখন আশ্চর্য্য হইয়া এক এক করিয়া সেই ধর্ম্মগুরুর স্বর, ব্যবহার এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার একান্ত সমদুঃখিতা স্মরণ করিয়া সর্ব্বাংশে তাঁহাকে থিওডোসিয়স্ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। কিয়ৎক্ষণ আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিলেন, 'থিওডোসিয়স্ জীবিত আছেন এই আমার যথেষ্ট। আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকি এখন স্বচ্ছন্দে থাকিব এবং নিরুদ্বেগে জীবন পরিত্যাগ করিব।'

অতঃপর সেই তাপস কনষ্টান্সিয়াকে যে সকল পত্র পাঠাইয়াছিলেন, অদ্যাবধি সে সকল তাঁহার বাসস্থান মঠে রহিয়াছে। ধর্ম্মার্থী যুবক যুবতীকে সৎপ্রতিজ্ঞা ও ধর্ম্মভাবে উৎসাহিত করিবার জন্য তাহা পঠিত হইয়া থাকে। কনষ্টান্সিয়া আশ্রমে ১০ বৎসর থাকিলে পর সেখানে ভয়ানক জ্বর রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া অনেকের মৃত্যু হইল, থিওডোসিয়স ও সেই সঙ্গে পরলোক যাত্রা করিলেন। তিনি মৃত্যু শয্যায় অতি করুণভাবে কনষ্টান্সিয়ার নিকট আশীর্ব্বাদ প্রেরণ করিলেন। কনষ্টান্সিয়াও তৎকালে জ্বরবিকারে অজ্ঞান অভিভূত ছিলেন। এরূপ রোগে মৃত্যু হইবার পূর্ব্বে একবার চেতনা হয়। সেই সময়ে চিকিৎসকেরা যখন আশা ছাড়িতে বলিলেন, মঠাধিকারিণী তাঁহাকে জানাইলেন, যে থিওডোসিয়স্ এইমাত্র তাঁহার অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহাকে অন্তিমকালের আশীর্ব্বাদ দিয়া গিয়াছেন। কনষ্টান্সিয়া আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিলেন এবং মিনতি পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, 'আমি আর কিছু অন্যায় প্রার্থনা করিব না, থিওডোসিয়সের পার্শ্বে যেন আমার কবর হয়। মৃত্যুর পরে আর ব্রত ভঙ্গের দোষ হইতে পারেনা। আমার এই প্রার্থনাটীর যেন অন্যথা না হয়।' তিনি কিছুক্ষণ পরেই লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন এবং প্রার্থনামত সমাধি লাভ করিলেন।

ইহাদিগের কবর অদ্যাপি দেখা যায় এবং তাহার উপর লাটিন ভাষায় এই কথাটি লেখা আছে,—

"আর্য্য ফ্রান্সিস্ এবং ভগিনী কনষ্টান্সিয়ার সমাধি স্থান এই। ইঁহারা যতদিন জীবিত ছিলেন প্রীতিসূত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং মৃত্যুর পরেও পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়েন নাই।"

দেশাচার।

বিবাহপ্রণালী।

২য়—বার্দ্ধক্যবিবাহ।

এতদ্দেশে বাল্যবিবাহ দ্বারা যে সকল ভয়ানক অনিষ্ট ঘটনা হইতেছে, তাহা গতবারে এক প্রকার সংক্ষেপে উল্লেখ করা গিয়াছে, এক্ষণে তদপেক্ষা অধিকতর ভয়ানক বার্দ্ধক্য বিবাহের বিষয় লেখা যাইতেছে। বাল্য বিবাহ যেমন নিন্দনীয়, বার্দ্ধক্য বিবাহও তদ্রূপ গর্হিত। বাল্য বিবাহ দ্বারা যেমন নানা প্রকার অপকার হইতেছে, বার্দ্ধক্য বিবাহদ্বারাও তাহা অপেক্ষা অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এদেশে যে অধিক পরিমাণে অল্পায়ু, দুর্ব্বলতা, রুগ্নতা, বন্ধ্যতা, ও বৈধব্য প্রভৃতি দৃষ্ট হয় বার্দ্ধক্য বিবাহও তাহার একটী প্রধান কারণ। যেমন পুরাতন বীজ বপন করিলে তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয় না, অথবা যদিও বৃক্ষ উৎপন্ন হয় তাহা সতেজ ও সারবান্ হয় না সেইরূপ বৃদ্ধাবস্থায় বিবাহ করিলে প্রায় সন্তান জন্মে না, কিম্বা যদিও সন্তান জন্মে সে সন্তান সবল ও দীর্ঘজীবী হয় না। অপিচ সেই সন্তান রুগ্ন হইয়া যাবজ্জীবন অতিশয় কষ্টভোগ করে, এবং পরিশেষে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হয় এবং অত্যাচারী পিতা মাতাকে অকূল শোকসাগরে নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া যায়।

বার্দ্ধক্য বিবাহের সহিত আর একটী গুরুতর দোষ এই যে, এদেশে প্রায় সচরাচর অল্পবয়স্কা বালিকার অধিকবয়স্ক পুরুষের সহিত বিবাহ হইয়া থাকে। এমন কি কেহ কেহ স্বীয় পঞ্চমবর্ষীয়া দুগ্ধপোষ্য বালিকাকে অশীতিবর্ষবয়স্ক অথর্ব্ব বৃদ্ধের হস্তে সম্প্রদান করে। তাহা দ্বারা যে কি প্রকার ভয়ঙ্কর অনিষ্ট হয় তাহা বলিয়া উঠা যায় না। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা নিরপত্যতা, বৈধব্য, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর অনৈক্য প্রভৃতি অনেক অনিষ্ট হইতেছে। এই প্রকার বয়সের ন্যূনাতিরেক থাকাতে উভয়ের মনোগত ভাবেরও অতিশয় তারতম্য হয়; সুতরাং তাহাদের পরস্পর ঐক্য ও যথার্থ সদ্ভাব হয় না। এজন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদা বিবাদ কলহ করিয়া অসুখে কাল যাপন করিতে হয়। এরূপও হইতে পারে যে হয়ত ঐ অভাগা বালিকা যৌবনাবস্থায় উপস্থিত না হইতে হইতে তাহার জরাগ্রস্তপতি মৃত্যু শয্যায় শয়ন করে এবং স্বীয় অনাথা স্ত্রীকে অপার দুঃখনীরে ভাসাইয়া যায়। আহা! তখন ঐ অসহায় অবলার কি ভয়ানক দুঃখের অবস্থা উপস্থিত হয় তখন তার দুঃখের অবধি থাকে না। তাহা স্মরণ করিলেও অশ্রুপাত হয়, তখন ঐ কন্যা

শোকে হাহাকার করতঃ নির্দ্দয় পিতা মাতাকে সতত তিরস্কার করিতে থাকে। অপিচ তরুণবয়স্কা বিলাসিনী বালিকা আপনার জরাবস্থ প্রাচীন স্বামীর সহবাসে কখনই মনের সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে পারে না এবং আপনার সকল কামনা চরিতার্থ করিতেও সমর্থ হয় না; অথবা যখন তাহারা উভয়ই পরস্পর বিভিন্ন পথাবলম্বী হইল তখন তাহাদের পরস্পর যথার্থ দাম্পত্যপ্রণয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? একজন আপনার মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়া পরকালের সদ্গতির উপায় চিন্তা করিতেছে, আর একজন আপনার যৌবনমদে গর্ব্বিত হইয়া নানাবিধ ভোগ্যসামগ্রীর আয়োজন চেষ্টা করিতেছে। একজন কিসে আমার পরকালের ভাল হয়, এই চিন্তা করিতেছে, আর একজন কিসে আমার ভাল অলঙ্কার সকল প্রস্তুত হয় এই ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। সুতরাং তাহাদের পরস্পরকে একতাসুত্রে বদ্ধ করা আর আলোক ও অন্ধকারকে একস্থানে রাখা উভয়ই সমান।

অপিচ শারীরবিদ্যাবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, পিতামাতার সন্তানোৎপাদিকাশক্তির ন্যূনাধিক্য বশতঃ যথাক্রমে পুত্র ও কন্যা হইয়া থাকে, অর্থাৎ যদি সন্তানোৎপাদন কালে স্ত্রীর সন্তানোৎপাদিকাশক্তি প্রবল হয়, তবে সেবার কন্যা হইবে এবং যদি পুরুষের তৎশক্তি অধিক হয় তবে পুত্র জন্মিবে, এবং যদি স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে একজনের ঐ শক্তির অভাব হয়, তবে তাহারা চিরকাল নিঃসন্তান হইবে। উক্ত পণ্ডিতদিগের এই মত নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না, কারণ বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অনেক স্থানে ইহার ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যায়। মনুষ্যের যৌবনকাল অতিক্রান্ত হইলে অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থার উপক্রম হইলে প্রায় সকলের পরমায়ুর সঙ্গে সঙ্গে সন্তানোৎপাদিকাশক্তিও ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইতে থাকে, এবং কাহারও বা এককালে লুপ্ত হইয়া যায়, তজ্জন্য সচরাচর দেখা যায় যে বৃদ্ধ বয়সে বিবাহ করিলে প্রায় সন্তান জন্মে না, অথবা যে সকল সন্তান জন্মে তাহার অধিকাংশই কন্যা হইয়া থাকে। এইরূপে এতদ্দেশীয় কত কত ব্যক্তি বৃদ্ধকালে বিবাহ করিয়া কন্যার সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছে, এবং কেহ কেহ বন্ধ্য ও নিরপত্য হইয়া নিরন্তর পুত্রকামনা করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতেরা বলেন যে পৃথিবীতে সমসংখ্যক স্ত্রী ও পুরুষ জাতি সৃষ্ট হইয়াছে তবে যে কোন কোন স্থানে স্ত্রী ও পুরুষের ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়, তাহা কেবল বিভিন্নবয়স্ক স্ত্রীপুরুষের বিবাহ

দ্বারা সংঘটিত হয়। অতএব বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে, স্ত্রী পুরুষের বয়সের অতিশয় ন্যূনাধিক্য হওয়া উচিত নহে, এবং বাল্য ও বৃদ্ধকালে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নহে; অর্থাৎ সকলের পরস্পর প্রায় সমবয়সেই ও যৌবনকালে বিবাহ সম্বন্ধে বদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বৃদ্ধবয়সে সন্তানোৎপাদন করিলে সে সন্তান যাবজ্জীবন রুগ্ন হইয়া সময় যাপন করে, তাহার কারণ এই যে, পিতা মাতার শারীরিক যে সকল গুণ থাকে তাহাদিগের সন্তানগণেরও সেই সকল গুণ বর্ত্তে; অর্থাৎ যদি পিতা মাতা কায়িক বলবান, পরিশ্রমী ও নীরোগ হয়, তবে তাহাদিগের পুত্র ও কন্যাগণও শারীরিক সবল, শ্রমক্ষম ও সুস্থ হয়, এবং যদি জনক জননী দুর্ব্বল, কৃশ ও রুগ্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের সন্তান সকলও হীনবল, কৃশাঙ্গ ও সর্ব্বদা পীড়িত হয়। এদেশের যে অনেক অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে শ্বাস, কাশ ও উন্মাদ প্রভৃতি পৈতৃকরোগের উত্তরাধিকারী হইতে দৃষ্টি করা যায়, অনুধাবন করিয়া দেখিলে, স্পষ্ট বোধ হইবে যে তাহা কেবল, রোগগ্রস্ত ও জরাপন্ন পিতা মাতার বিবাহরূপ দুষ্কর্ম্মবৃক্ষের ফল। অতএব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, যেমন আমাদের দেশ হইতে বার্দ্ধক্য বিবাহকে নির্ম্মূল করা কর্ত্তব্য, সেইরূপ এমত একটী নিয়ম করা উচিত যে, কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সর্ব্বপ্রকার রোগশূন্য না হইলে, তিনি কদাপি বিবাহ করিতে পারিবেন না; তাহা হইলে কথঞ্চিৎ এই সকল গুরুতর অনিষ্টের আপাততঃ নিবারণ হইতে পারে।

মেরুসন্নিহিত দেশ সকলের বিবরণ।

পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ প্রান্তকে সুমেরু ও কুমেরু বলে। এখানে বারমাসই প্রায় শীতের প্রাদুর্ভাব, আর আর ঋতু অতি অল্পকাল থাকে। এখানে দিবারাত্রি আমাদের দেশের মত নয়, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কখন ১ঘণ্টা মাত্র দিন, কখন ১ঘণ্টা মাত্র রাত্রি; কখন কখন দিনের সহিত সাক্ষাৎ নাই, কয়েক মাস কেবল রাত্রিই চলিতেছে; কখন কখন মূলে রাত্রি নাই ক্রমাগত কয়েকমাস দিবস রাজত্ব করিতেছে। এই আশ্চর্য্য ঘটনা অবগত হইতে কাহার না কৌতূহল হয়?

সূর্য্য প্রায় চিরকালই পৃথিবীর বিষুবরেখার * সম্মুখে থাকে। পৃথিবীর গতি দ্বারা যখন তাহার উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হয়, তখন

* বা, বো, ৩৪ সংখ্যা দেখ।

মেরু সন্নিহিত দেশে তাহার কিরণ অনেক সরলভাবে পড়াতে সেখানে গ্রীষ্মকাল হয়। এসময়ে সূর্য্য আর সেখানে অস্ত যায় না—পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিমে, আবার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে এইরূপ ক্রমাগত যাতায়াত করে। যদিও পৃথিবীর সে অংশ ২৪ ঘণ্টায় একবার আপনা আপনি ঘুরিতেছে, কিন্তু তাহা সূর্য্যের সম্মুখেই থাকে। যেমন অগ্নির নিকট কোন বস্তু রাখিলে তাহা ক্রমশঃ অধিক উষ্ণ হয়; ক্রমাগত সূর্য্যের কিরণ পাইয়া হিমমণ্ডলও সেইরূপ উত্তপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর বহুকাল-সঞ্চিত কঠিন বরফ রাশি দ্রব হইয়া ভূমি উর্ব্বরা হয় এবং নানাবিধ তৃণ পুষ্প উৎপন্ন হইতে থাকে।

অল্পকালেই গ্রীষ্মের ভোগ অবসান হয়। মেরুস্থিত দেশ সকল সূর্য্য হইতে যত অন্তর হইতে থাকে, ততই তাঁহাকে ক্রমশঃ আকাশের নীচে নামিয়া পড়িতে দেখা যায়; ততই তাহার কিরণ অধিক বক্ররেখায় পতিত হওয়াতে আলোক ও উত্তাপের হ্রাস হইতে থাকে। কিছুদিন অনবরত গোলাকার পথে সূর্য্যকে ঘুরিতে দেখা যায়; কিন্তু ক্রমে সূর্য্য এতদূরে গিয়া পড়ে যে তাহাকে আকাশের সীমামাত্র স্পর্শ করিতে দেখা যায়। কিছুদিন এইরূপে ঘুরিয়া সূর্য্য একবার অস্তযায়, কিন্তু কিয়ৎক্ষণের পর আবার উদয় হয়, ইহাতেই রাত্রির সঞ্চার হইতে থাকে। ক্রমশঃ অস্ত ও উদয়ের মধ্যে সময় বেশী যায় এবং রাত্রির পরিমাণ বাড়িতে থাকে। পরে সূর্য্য যখন আরও নামিয়া ঠিক বিষুব রেখার সম্মুখে আইসে তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দিন রাত্রি সমান হয়। হিমমণ্ডলে ইহার পর হইতেই শীতের অধিক প্রাদুর্ভাব হয়।

দিন রাত্রি সমান না হইতে হইতেই এখানে শীতের সঞ্চার হয়। শ্রাবণমাসে বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়; আশ্বিন মাসে ইহা মির উপর ১।। হস্ত প্রমাণ জমে। ভূমি ও বায়ুর মত সমুদ্র শীঘ্র শীতল হয় না; উপরের কতক জল যেমন শীতল হয় তাহা নীচে যায় এবং নীচে উষ্ণতর জল উপরে উঠে। ইহাতে সমুদ্র হইতে সর্ব্বদাই বাষ্প উঠিতে থাকে এবং তাহা শীতল বাতাসে ঘন হইয়া গাঢ় কোয়াসায় দিক সকল অন্ধকার করিয়া রাখে। সূর্য্য যত দূরে যায় শীত ততই অধিক হয়, ভূমি সকল তত রাশি রাশি বরফে আচ্ছাদিত হইয়া কঠিন ও শ্বেতবর্ণ হয়, এবং সমুদ্রের উপর ক্রমাগত মেঘ ও কোয়াসা ঘন হইতে থাকে। অবশেষে জলরাশি শীতল হইয়া বরফ হয় এবং ইহা জল অপেক্ষা লঘু বলিয়া উপরে ভাসিতে থাকে। সমুদ্র একবার হিমশিলায় আবৃত

হইলে নীচের জল আর অধিক শীতল হইতে পারেনা, জলজন্তু সকল সুখে বাস করিয়া ঈশ্বরের করুণার পরিচয় দেয়। তখন বাষ্পও আর উঠিতে পারেনা,যাহা উঠিয়া কোয়াসা ও মেঘ হইয়াছিল তাহা বরফ হইয়া পড়ে এবং আকাশ ও বায়ু পরিষ্কার হয়।

শীতকাল বেশী হইলে দিন ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ছোট হইয়া যায়। অবশেষে মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য হয়ত কয় মুহূর্ত্তের জন্য উদয় হয়; ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আর দেখা নাই। ক্রমে এককালে অদৃশ্য হয় এবং সন্ধ্যা ও প্রভাতের ন্যায় তাহার অস্পষ্ট আলোকমাত্র প্রেরণ করে। কিছুদিন পরে সে আলোকও যায়, ক্রমাগত রাত্রি বিরাজ করিতে থাকে; এই সময়ে শীত ভয়ঙ্কর হয়। সমুদ্রের জল ৪। ৫ হস্ত নামিয়া কঠিন বরফ হয়, স্থল এবং জল কিছুই পৃথক্ জানা যায় না। প্রবল ঝটিকা ও তরঙ্গাঘাতে বরফরাশি কখন কখন ছিন্ন হয়, কিন্তু আবার যেমন তেমন মিলিয়া যায়। ঘোরতর শীতকালে মেরু সন্নিহিত দেশ সকলের যেরূপ ভয়ানক দৃশ্য তাহা মনেতেও কল্পনা করা যায় না। দিনের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। অবিশ্রান্ত রাত্রি চলিতেছে; একটী তৃণপত্রেরও সহিত সাক্ষাৎ নাই, চারিদিক্ যতদূর দৃষ্টিপাত করা যায় শ্বেতবর্ণ বরফে আচ্ছন্ন, শীতের প্রভাবে ফুটন্ত জল নিমেষে জমিয়া যায় এবং নিদ্রাকালে নিঃশ্বাসের সহিত যে বাষ্প বহির্গত হয় তাহা শয্যা এবং গাত্রের উপর বরফ হইয়া থাকে। পারদ জমিয়া সীসার মত হয়। শরীরের আবরণ একটু মাত্র খুলিলে শীত এমনি লাগে, যেন কোন ভয়ঙ্কর জন্তু আসিয়া দংশন করিতেছে। কুকুরেরা কোন ধাতুপাত্রে খাদ্যদ্রব্য চাটিতে চাটিতে জিহ্বা বরফে এমনি আঁটিয়া যায় যে সহজে কোনক্রমে ছাড়ান যায় না, তাহাদিগকে পাত্র সকল মুখে করিয়া বেড়াইতে হয়। এরূপ স্থলেও ঈশ্বরের করুণা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। জন্তু সকলের আপাদ মস্তক গাঢ় লোমে আবৃত হয়, মনুষ্যেরাও চর্ম্মাদি দ্বারা পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া শরীর উষ্ণ রাখে। যেমন সূর্য্যের আলোক নাই সেইরূপ চন্দ্রেরও; নক্ষত্র সকলের আলোক এসময়ে অতি উজ্জ্বল হয় এবং এক প্রকার তারকামণ্ডল দেখাদেয় তাহার আভায় সুস্নিগ্ধ দিবস ভোগ করা যায়।

শীতের অবসান হইলে সূর্য্য অল্পে অল্পে আকাশের নিম্ন ভাগে আসিতে থাকে। প্রথম প্রথম মধ্যাহ্ন সময়ে একবার করিয়া তাহার আলোকটা দেখা যায় ক্রমে তাহা বেশী উজ্জ্বল হইয়া অনেকক্ষণ থাকে। বহু কালের পর সূর্য্যকে পুনর্ব্বার দেখি

রার জন্য লোক সকল অতুল আনন্দে নৃত্য করে। তৎপরে প্রথম দিবস তাহার রক্তবর্ণ এক কণামাত্র মুহূর্ত্তকের জন্য উঁকি মারিয়া অস্ত যায়। ক্রমে কিঁছু কিছু করিয়া সমস্ত মণ্ডলটি দৃশ্যমান হয়। দুই তিন মাসের মধ্যে নিয়মিত উদয়াস্ত হয় এবং এক ঘণ্টাকাল দিবস পাওয়া যায়। আর ২।৩ মাসের মধ্যে দিন বড় হইয়া গ্রীষ্মকাল হয় তখন সূর্য্য আর অস্ত যাইতে চাহে না, ক্রমাগত প্রখর কিরণ বর্ষণ করিয়া ভূমি সমুদ্র উত্তপ্ত করিয়া থাকে। প্রথমে সমুদ্রতীরের বরফ গলিয়া জল রাশিকে বন্ধন মুক্ত করিয়া দেয়, সবুজ জল দৃষ্টিগোচর হয়। পরে ভূমির বরফ গলিয়া বদ্ধ নদী সকল স্রোতস্বতী হয়। শীতকালের শীতে ৪।৫ হস্ত জল কঠিন বরফ হয়, আর তাহার উপরে ১।১॥ হস্ত বরফ জমাট থাকে। কিন্তু গ্রীষ্মকালে এত উত্তাপ হয় যে তাহাতে ৮।৯ হস্ত বরফ রাশি গলাইয়া ফেলিতে পারে। অতএব এ সময় পৃথিবী উর্ব্বরা ও হরিৎবর্ণ তৃণাদিতে সুশোভিত হইয়া পরম মনোরম বেশ ধারণ করে; আবার যদবধি শীতের প্রাদুর্ভাব না হয় জীবজন্তু সকলও মহানন্দে কেলী করিতে থাকে।

প্রভাত বর্ণন

রজনী প্রভাতে, ভানুর প্রভাতে,
পৃথিবী আলোকময়;
কিবা দিবাকর, হয়ে তীক্ষ্ণকর,
ক্রমে হইতেছে উদয়।
নক্ষত্রনিকর, আর নিশাকর,
হইতেছে অস্তমিত;
অতি গাঢ়তম, হইতেছে তমঃ,
ক্রমে ক্রমে দুরীকৃত।
কুসুমসকলি, ফুটিল সকলি
আমোদিত উপবন;
যত অলিকুল, হয়ে হর্ষাকুল,
করে সবে বিচরণ।
কিবা উপবনে, শীতল পবনে,
সঞ্চালিত তরুগণ;
কুজ্ঝটি মণ্ডল, অবনীমণ্ডল,
ক্রমে করে আচ্ছাদন।
তুষারশীকর,* অতি সুখকর,
হয়ে শরীর জুড়ায়;
বিহঙ্গমগণ, আনন্দে মগন,
হইয়া সুস্বরে গায়।
হৃষ্টকলেবর, হয়ে পিকবর,
গায় সুমধুর স্বরে;
যতেক গোপাল, লইয়া গোপাল,
গোষ্টেতে গমন করে।
রবিকে উদিত, দেখিয়া মুদিত,
নলিনী প্রফুল্ল হয়;
যত ভৃঙ্গদলে, আসি শতদলে,
আমোদেতে মধুখায়।

* জলকনা।

শুক মঞ্জুভাষী,† আনন্দেতে ভাসি,
গান করিতেছে সব;
কুক্কুট নিচয়, প্রভাত নিশ্চয়,
জানিয়া করিছে রব।
ভূচর, খেচর, আদি চরাচর,
যাঁর নাম গায় সবে;
যুড়ি দুইকর, নমস্কার কর,
বামাগণ! তাঁরে এবে।

নূতন সংবাদ।

১ম। সম্প্রতি এইরূপ জনরব উঠিয়াছে যে, এই পৃথিবীতে একটী ধুমকেতুর উদয় হইবে। ইহা পৃথিবীর কক্ষার এত নিকট দিয়া গমন করিবে যে, তাহার আকর্ষণে পৃথিবী তাহাতে সংলগ্ন হইবার সম্ভাবনা। উহা দ্বারা মনুষ্য সকল একবারে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে পারে।

২য়।—টাইম্‌স অফ ইণ্ডিয়া বলেন, বোম্বাইয়ে সূত্র প্রস্তুত করিবার এক কল হইতেছে। এ নিমিত্ত এক জ্বাইন্টষ্টক কোম্পানি হইবেন। বস্ত্রের কল হইলে আরও ভাল হয়।

৩য়।—আলোয়ারের রাজা সম্প্রতি আগরাস্থিত বিক্টোরিয়া কালেজের সাহায্যার্থ মাসে মাসে ৭৫টাকা দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন। বিদ্যাবিষয়ে রাজার বিশেষ অনুরাগ আছে। আলোয়ারস্থিত প্রধান বিদ্যালয়ে প্রায় ৪০০ ছাত্র হইয়াছে। ইহারা সকলেই প্রায় সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তান, অনেক পল্লীগ্রামে বিদ্যালয় হইয়াছে ও হইতেছে। রাজার এই কার্য্যগুলি অধিকতর প্রশংসনীয়।

যদি আমাদের দেশের ধনি-বাবুরা অসদ্ বিষয়ে অর্থ ব্যয় না করিয়া এইরূপ সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করেন তাহা হইলে অচিরে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

৪র্থ।—গত ২০ শে আশ্বিন যে ভয়ানক ঝড় হয়, ঐ বাত্যা পীড়িত লোকদিগের সহায়তার জন্য এপর্য্যন্ত ৩,৭১,৪৪৭।৵১৪ চাঁদা উঠিয়াছে।

৫ম।—বৃহৎ ঝড় দ্বারা মারীভয় নিবারণ হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ঝড়ের পর অবধি নানাপ্রকার পীড়ার আতিশয্য হইয়াছে। জ্বর বিকারের ত কথাই নাই। ইহার উপর ওলাউঠা ও অকালে বসন্তের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে।

৬ষ্ঠ।—"শ্রীযুক্ত লেপ্‌টনেন্ট গবর্ণর বাহাদুর এই শীত ঋতুর প্রারম্ভেই আলিগড় নামক স্থলে উপস্থিত হইয়া ২৮শে নবেম্বর তারিখে সেখানকার বালিকা বিদ্যালয় দেখিতে যাইয়া বালিকার সংখ্যা এবং শিক্ষাপ্রণালী সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তোষ প্রদর্শন করেন। তাঁহার সঙ্গে এতদ্দেশীয় বিদ্যালয় সমূহের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুত টি, বি, ক্যান সাহেব ছিলেন। ইনি হিন্দিভাষায় একটী বর্ক্তৃতা করিলেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে "এই স্থা

† মিষ্টভাষী।

নের ভদ্রলোকেরা আপন আপন কন্যাকে শিক্ষার্থ রাজকীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করাতে শ্রীযুক্ত লেপ্‌টনণ্ট গবর্ণর সাহেব অতিশয় তুষ্ট হইয়াছেন, এবং এইরূপ উৎসাহের সহিত এই বিদ্যালয়ের সমুন্নতি হইলে তাঁহার সন্তোষের পরিসীমা থাকিবেনা। আলিগড়ের বুলন্দসহরের এবং মিরটের বিদ্যালয়সমুহের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টরেরা প্রত্যেকে দুই দুই শত টাকা করিয়া পুরস্কার পাইয়াছেন, কেন না; ইহাদিগের যত্নাতিশয়ে ইহাদিগের আপন আপন অধিকারে অনেক বালিকা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।,,

৭ম।—"খাঁটুরা নামক গ্রামের এক ক্রোশ পশ্চিমে ইছাপুর গ্রামে ইতিপুর্ব্বে বালকদিগের শিক্ষার্থ কোন প্রকার একটীও পাঠশালা ছিল না। সম্প্রতি অল্প দিবস হইল উক্ত গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত বাবু সুরনাথ চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ যত্নে একটী গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বঙ্গবিদ্যলয় স্থাপিত হওয়াতে সে অভাব দুরীভূত হইয়াছে।,,

৮ম।—"বিগত ২০ শে পৌষ গবর্ণমেণ্টের উদ্ভিদ উদ্যানে এক সকের বাজার হইয়াছিল। কলিকাতার বিস্তর সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় স্ত্রীলোক অনেক দ্রব্য বিক্রয় করেন। তাহাতে যাহা লাভ হয়, তাহা প্রতি বৎসর কোন চিকিৎসালয়ের জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। আমাদিগের স্ত্রীলোকেরা যদি শিল্পজ বস্তু প্রস্তুত করিয়া সদ্বিষয়ের জন্য ব্যয় করেন, তাহা হইলে সমাজের এক বিশেষ উপকার হয়।"

৯ম।—"ইংলণ্ডে একটী বালিকা একখানি পিষ্টতকের সহিত একটী ভোলতা আহার করিয়াছিল। কয়েক ঘটিকার মধ্যে তাহার অঙ্গ স্ফীত হইয়া মৃত্যু হইয়াছে।"

১০ম।—ঊনবিংশ বর্ষীয়া ধর্ম্মশীলা কচ্ছির রাজতনয়া দুর্ভিক্ষ প্রপিড়ীত ব্যক্তিদিগের বিপদোদ্ধারের নিমিত্ত সমুদায় বহুমূল্য অলঙ্কারাদি বিক্রয় করিয়াছিলেন। ইনিই স্ত্রীজাতীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগণ্য।

বামাগণের রচনা।

প্রার্থনা।

পাপেতে পতিত হয়ে কাহারে জানাই
তোমা বিনা ওহে নাথ গতি আর নাই।
জন্মাবধি যত পাপ করিয়াছি আমি,
অজ্ঞাত নাহিক কিছু ওহে অন্তর্যামী।
কত পাপ করিয়াছি সঙ্খ্যা নাহি তার,
সদসৎ বোধ কিছু নাহিক আমার।
অধিনী পাপের লাগি করিছে রোদন,
কৃপাকণা বিতরিয়ে করহ গ্রহণ।
এইরূপ শুভমতি দেহ কৃপাময়,
সর্ব্বদাই মন যেন সৎপথে রয়।
পরনিন্দা পরপীড়া করি বিসর্জ্জন,
সর্ব্বদাই থাকে যেন পরহিতে মন।

পরের সুখেতে মন নাহয় কাতর,
পরদুঃখে দুঃখী যেন হই নিরন্তর।
অন্ধ খঞ্জ মূক আদি দেখি দুঃখিজনে,
উথলিয়া উঠে যেন শোক-সিন্ধু মনে।
তাহাদের দুঃখ সদা করিতে মোচন,
হস্ত যেন ক্ষান্ত নাহি হয় কদাচন।
সকলেই তব পুত্র ভাবি অহরহ,
সদ্ভাব করিহে যেন সকলের সহ।
অধর্ম্মের পথহতে কর মোরে ত্রাণ,
সর্ব্বদাই করি যেন ধর্ম্ম অনুষ্ঠান।
এইকৃপা করনাথ এদাসীর প্রতি,
তোমার চরণে সদা থাকে যেন মতি।
হৃদয় মাঝেতে মোর থাক নিরন্তর,
অন্তর হইতে যেন নাহও অন্তর।
ব্রহ্মানন্দরসে যেন পূর্ণহয় মন,
যাহতে পাইব সুখ যাবত্ জীবন।
অচির আমোদে মন হয়ে বিমোহিত,
চিরধনে যেন পিতা নাহই বঞ্চিত।
ধন মান সুখআদি কিছুনাহি চাই,
এইকৃপা কর যাতে তোমারে হেপাই।
একেত অবলা তায় নাহি কিছু জ্ঞান,
কেমনে পাইব নাথ নাজানি সন্ধান।
কিন্তু এই আশা সদা আছে মম মনে,
পাপী তাপী সকলেরে লইবে যতনে।
ওহে দীননাথ তুমি পতিত পাবন,
এদীনার ভরসা হে তোমারি চরণ।

সম্পাদক মহাশয়! ঔদার্য্য প্রকাশ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া আমার এই রচনাটী, বামাবোধিনীতে স্থান দান করিয়া চিরবাধিত করিবেন।

শ্রীমতী ক্ষীরোদা মিত্র।
সাং কলিকাতা নিমতলা।

মান্যবর
শ্রীযুক্ত বামাবোধিনী সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

কোথা হে করুণাময় জগতের পতি,
তোমা বিনা অবলার আরনাহি গতি
তুমি যদি কর কৃপা অধিনীর প্রতি,
তাহলে হইতে পারে এদিনার গতি।
সংসারের সুখ যত সকলি অসার,
তব কৃপা বিনা প্রভু গতি নাহি আর
অভাগিনী জনে কৃপা নাকরিলে পরে
কেমনে তরিব নাথ এভব সাগরে।
একেত অবলা বালা তাহে জ্ঞানহিন
তোমার চরণ ভুলে আছি চিরদিন।
কৃপা করে তব পদে দেহ যদি স্থান,
তাহলে এঅধিনীর হতো পরিত্রাণ
আমিহে অবলা বালা পরাধিনা নারী
তোমার অসীম গুণ কহিতে নাপারি
তোমার মহিমা ওহে কহিতে যেপারে
এমন মানব কোথা দেখিনে সংসারে
একেত অবলা আমি তাহে মূঢ়মতি,
কিসাধ্য বলিব নাথ তোমার শকতি।
তাহাতে আবার আমি দুর্ব্বল অবলা
বলিতে নাপারি নাথ তব লীলাখেলা
তোমার কাছেতে প্রভু করি এইস্তুতি
তব পদে যেন ওহে থাকে মম মতি।
যখন শমন আসি করিবে বন্ধন,
সেদিনেতে তুমি এসে কর বিমোচন।

শ্রীমতীমধুমতী গঙ্গোপাধ্যায়
সাং রাড়িপাড়া
১৬ই পৌষ। ১২৭১ বঙ্গাব্দা।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গো (কৃষ্ণনগর)
শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত ঐ
শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যো ঐ
শ্রীযোগেন্দ্র নারায়ণ গুপ্ত ঐ
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ২৪ খানার ২।৵০

শ্রীরাধানাথ অধিকারী (বোদা)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ৸৵০

শ্রীস্বরূপচন্দ্র ঘোষ (কলিকাতা)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।০

শ্রীকালীপ্রসন্ন গঙ্গো (কৃষ্ণনগর)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।০

শ্রীহরিহর সান্যাল* (কলিকাতা)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।০

শ্রীচণ্ডী চরণ সিংহ (হাবড়া)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।০

শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় (হাবড়া)
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।০

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বসু (হাবড়া)
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

শ্রীউদয়কৃষ্ণ দত্ত* (নিবাধই)
১৭৮৬ শকের ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।০

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু (নিবাধই)
১৭৮৬ শকের ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।০

শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (নিবাধই)
১৭৮৬ শকের ভাদ্র হইতে মাঘ পর্য্যন্ত ৬ খানার ।।০

* ।১০ আনা গচছিত রহিল।
† ছয় আনা গচছিত রহিল।

* ছয় আনা গচছিত রহিল।

বিজ্ঞাপন

গ্রহাক মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, এমাস হইতে আমাদিগের পুর্ব্ব কার্য্যালয়ে পত্রাদি না-পাঠাইয়া নিম্ন লিখিত স্থানে প্রেরণ করিলে আমারা প্রাপ্ত হইব।

কলিকাতা চোরবাগান মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট ৪৫ নং স্কুলবুক প্রেস।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সহিত যাহাদিগের বামাবোধিনী পাঠান হইতেছিল, এখন হইতে তাহা আর পাঠান হইবে না, কারণ কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয় তত্ত্ববোধিনীর সহিত বামাবোধিনী পাঠান ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। একণে তাঁহাদিগের প্রতি নিবেদন যে, এ বৎসরের নিমিত্ত ৵০ আনা ডাকমাসুল প্রেরণ করিয়া বাধিত করেন।

১ মাঘ। ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীকালীচরণ দে দ্বারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথমভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড।

সংসার কাননে নর দৃঢ় তরুবর,
কোমল লতিকা নারী শোভার আকর;
আশ্রয় আশ্রিত দোঁহে বিধির সৃজন,
উভয়ে উভয়সুখ করিবে বর্দ্ধন।

১৯ সংখ্যা। { ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা।

নারী চরিত

সারামার্টিন।

(২৪১ পৃষ্ঠার পর)

কারাবাসিগণের উন্নতি বিধানার্থে সারামার্টিন যে কত প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা সম্যক রূপে বর্ণন করিতে গেলে উপাখ্যানটী সুদীর্ঘ হইয়া উঠে। পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তিনি কারাবাসিগণের নিমিত্ত প্রতি রবিবারের প্রাতে ঈশ্বরোপাসনা প্রথা প্রতিষ্ঠা করেন: ঐ উপাসনাকালে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন এবং সকলের সহিত মিলিত হইয়া সমস্বরে ঈশ্বরের স্তোত্র আবৃত্তি ও স্বরচিত ধর্ম্ম বিষয়ক এক একটী প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। তিনি অতি সুস্পষ্টরূপে মৃদু মধুরস্বরে প্রবন্ধটী পাঠ করিতেন, শ্রোতা উপাসকগণ তাহা আন্তরিক, শ্রদ্ধাসহকারে একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিত। তিনি এক্ষণে প্রতিদিন ছয় সাত ঘণ্টা কাল কারাবাসিগণের হিত সাধনার্থে ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, যখন স্বয়ং কারাগার মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন তখন সকলকে লেখাপড়া করিবার জন্য উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাহাদিগকে পরস্পরের সাহায্য দ্বারা শিক্ষা করিতে বলিতেন। যাহারা লিখিতে শিখিয়াছিল তাহাদিগকে এক একখানি পুস্তক দিতেন তাহারা তাহা দেখিয়া অনেক বিষয় লিখিয়া লইত এবং যাহারা পুস্তকাদি পাঠ করিতে অপা-

রগ ছিল তাহারা ধর্ম্ম পুস্তক হইতে আপন আপন ইচ্ছা ও ক্ষমতানুসারে পদ্য সকল কণ্ঠস্থ করিত। সারা আ-পনিও প্রতিদিন কয়েকটী পদ্য মুখস্থ করিয়া সকলকে শুনাইতেন, এবং তাঁহাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ উপদেষ্ট্রীকে মুখস্থ করিতে দেখিয়া কেহই পদ্য মুখস্থ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিতনা। প্রথমে অনেকে পদ্য মুখস্থ করিবার সময় বলিত পদ্য মুখস্থ করিয়া কোন ফল হইবেক না, তাহাতে সারা উত্তর করিতেন আমি মুখস্থ করিয়া ফল প্রাপ্ত হইয়াছি এবং তোমরা মুখস্থ না করিয়া বলিতেছ ফল হইবেকনা অতএব কাহার কথা প্রামাণ্য? শিশুদিগের পাঠোপযোগী কয়েক খান ক্ষুদ্র পুস্তক এবং তদ্ভিন্ন চার পাঁচ খান বড় পুস্তক ছিল তাহা সকলে পড়িতে অত্যন্ত ভাল বাসিত, সেই পুস্তকগুলি সকলকেই এক এক দিন করিয়া পড়িতে দেওয়া হইত।

যেস্থান এক সময়ে কেবল আলস্য ও দারিদ্রের আলয় ছিল, সারামা-টিনের নিরতিশয় পরিশ্রম ও অধ্য-বসায় বলে তাহা পরিশ্রম ও শান্তির নিকেতন হইল। কারাগার মধ্যে যে সকল ব্যক্তি সময়ে সময়ে আ-নীত হইত তাহাদিগের স্বভাব প্রায় নানা প্রকার দোষে দুষিত দৃষ্ট হইত। মূর্খ, গর্ব্বিত, কলহপ্রিয় প্রভৃতি অসৎ লোকদিগের ভাগ্যেই কারাগার লাভ ঘটিত। সেই সকল নির্ব্বোধ, অসৎ ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি দিগকে কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে অথবা বিদ্যাভ্যাসে অভিরত করা সামান্য লোকের বুদ্ধিশক্তির সাধ্যায়ত্ত নয়, কিন্তু সারামার্টিনের কেমন এক অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল যে, যিনি যত কেন অনক্ষর ও অসচ্চরিত্র হউন না, কিছু দিন তাঁহার সদাচার ব্যবহার দেখিয়া এবং হিত বাক্য শ্রবণ করিয়া বশীভূত হইত।

সময়ে সময়ে কারাগারের মনোহর দর্শন অবলোকন করিলে আহ্লাদে লকিত ও চমৎকৃত হইতে হইত। যাহাদিগের চিরজীবন কেবল পরের অনিষ্টাচরণ করিতে করিতে ক্ষেপণ হইয়াছে, যাহারা বাল্যাবস্থা হইতে চৌর্য্যবৃত্তি ব্যতীত হয়ত আর কিছুই শিক্ষা করেনাই, তাহারা কেহ অর্দ্ধ-বয়স অতিক্রম করিয়া কলম ধরিতে শিক্ষা করিতেছে, কেহ শ্বেতকেশ ধারণ করিয়া প্রথম পাঠ অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং কেহ কেহ দুই একটা পদ্য গদ্য কণ্ঠস্থ করিতেছে। একস্থানে চিরা-পরাধী বৃদ্ধগণ উপবিষ্ট হইয়া আ-সন্নকালে আপনার মঙ্গলের পথ চেষ্টা করিতেছে, এক স্থানে দুর্ব্বি-নীত অশিষ্টাচারী যুবকগণ এত কালের পর এখন আপনাদিগের হিত অন্বেষণ করিতে ব্যস্ত হইয়া-ছেন।

অনুপদিষ্ট অসভ্য কারাবাসিদিগকে আপনাদিগের উন্নতি সাধনে অভিলাষী ও সচেষ্ট দেখিয়া সকলেরই অন্তঃকরণ আনন্দিত হয়, এবং যাঁহার একমাত্র যত্নে এই মহৎকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে এবং তাঁহার যশোঘোষণা করিতে কাহার হৃদয় না ইচ্ছুক হয়? সারামার্টিন যেমন কারাবাসিদিগের প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী হইয়া অশেষ প্রকারে তাহাদিগকে শিক্ষা ও উপদেশ প্রদান করিতেন, তেমনি অভিন্নহৃদয় সুহৃদের ন্যায় তাহাদিগের দুঃখে দুঃখ এবং সুখে সুখ অনুভব করিতেন, এবং যাহাতে তাহাদিগের মঙ্গল হয় তজ্জন্য ঈশ্বর সমীপে নিয়ত প্রার্থনা করিতেন। কারাবাসিগণও তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিত; তাহারা কোন বিষয় তাঁহার নিকট অপ্রকাশিত রাখিত না, তাহাদিগের সুখ, দুঃখ, দোষ, গুণ, অপরাধ সকলি তাঁহার নিকট অকপটচিত্তে ব্যক্ত করিত।

কারাবাসিদিগের এইরূপে বিশিষ্টরূপ উন্নতি সাধন করিয়া অতঃপর তিনি একটী বিদ্যালয়ের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কিয়দ্দিন পরে উক্ত বিদ্যালয়ের ভার উপযুক্ত শিক্ষকদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়া একটী বালিকাবিদ্যালয়ে সপ্তাহের মধ্যে দুই দিবস করিয়া রাত্রিকালে শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তথায় তিনি যে বালিকাদিগকে শিক্ষা দান করিতেন তাহারা তাঁহার ছাত্রী হইয়াছে বলিয়া আপনাদিগকে অন্যের অপেক্ষা সৌভাগ্যবতী জ্ঞান করিত। তাঁহার শিক্ষাদানের সুপ্রণালী এবং উপদেশ বিধানের ফল দেখিয়া সকল লোকই চমৎকৃত হইত।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর, তিনি আপন ছাত্র ও ছাত্রীদিগের ভবনে গমন করিতেন। এক দিবস এক ছাত্রীর বাটী, অপর দিবস এক ছাত্রের গৃহে—এইরূপে এক এক দিন এক এক জনের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান লইতেন, তাহাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং সময়ে সময়ে কৌশল করিয়া তাহাদিগের নিকট গল্প শ্রবণ করিতেন। যে দিবস অপরাহ্নে অবকাশ পাইতেন, নগরের স্থানে স্থানে পীড়িত ব্যক্তিদিগকে দেখিতে যাইতেন এবং এক এক দিন অপরাহ্নে আত্মীয় বন্ধুদিগের ভবনেও উপস্থিত হইতেন। তিনি যে দিবস যে গৃহে প্রবেশ করিতেন তত্রত্য প্রায় কোন ব্যক্তি তৎকালে অলস ও অপ্রসন্ন থাকিতে পারিত না। তাঁহার বাহ্য অবয়ব তাদৃশ সৌন্দর্য্যশালী ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ বিবিধ সদ্গুণসৌন্দর্য্যে ভূষিত ছিল। তিনি নম্র ও শান্তপ্রকৃতি ছিলেন, এবং এমনি

কার্য্যতৎপর, পরিশ্রমী ও প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন যে, ব্যক্তিমাত্রে স্পর্শমণির ন্যায় তাঁহার সঙ্গলাভে নিরলস ও প্রসন্নভাব ধারণ করিত।

এই প্রকারে পরোপকার সাধন করিবার জন্য সারামার্টিন পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন,এবং সেই মহৎ ব্রত সমাপন করিতে করিতে তাঁহার দুর্লভ জীবন অবসান হয়। তিনি আপনার গ্রাস আচ্ছাদনের নিমিত্ত অল্পকালের তরে চিন্তাকে মনে স্থান দান করেন নাই; যেমন কারাবাসিগণ দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়া হীনভাবে অবস্থিতি করত শাকান্ন ভক্ষণ দ্বারা উদর পুরণ করিত, তিনিও তাহাদিগের ন্যায় দরিদ্র ভাবাপন্ন হইয়া শাকান্ন ভক্ষণ করিয়া তাহাদিগের উপকার করিয়াছিলেন। অন্যে কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার উদার পরোপকার গুণের খর্ব্বতা সাধন করিতে কখন সমর্থ হয় নাই, এবং নৈরাশ দ্বারা তাঁহার মনের চিরশান্তি কখন বিচলিত হয় নাই। তাঁহার মহৎ আত্মা স্বর্গীয় মহৎ গুণ সমূহে অলঙ্কৃত ছিল। আন্তরিক আশা ও উৎসাহ তাহাদিগের শিরোভূষণ স্বরূপ। তিনি একজন অলোক সামান্য রমণীরত্ন ছিলেন। পার্থিব ধনমান যশের নিমিত্ত তাঁহার অন্তঃকরণ কখন ব্যাকুলিত হয় নাই, তিনি আপনার বিশুদ্ধ চরিত ও মহৎ কার্য্য জনিত যে বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতেন তাহার সহিত কিছুরই উপমা হয় না। তিনি যে সকল মহৎকার্য্য সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহারা স্ত্রীকুলের গৌরব স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজী ১৮৪৩ অব্দের ১৫ই অক্টোবর দিবসে ৫২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পরলোক গমনের সময় উপস্থিত হইল, তাহাতে তাঁহার উন্নত আত্মা অকুতোভয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করত ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।

দেশাচার।

বিবাহ-প্রণালী।

৪র্থ—অধিবেদন অর্থাৎ বহুবিবাহ॥

আমাদের দেশে বিবাহ বিষয়ে আর একটী মহৎ দোষ আছে তাহার নাম বহু বিবাহ। এই বহু বিবাহ দুই প্রকার হইতে পারে। প্রথম এই যে, এক পুরুষ অনেক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে; দ্বিতীয় অনেক পুরুষে কেবল এক স্ত্রীকে বিবাহ করে; কিন্তু এ উভয়ই দূষ্য ও নিন্দনীয়। আমরা এক এক স্ত্রী ও পুরুষে পরস্পর দাম্পত্যসূত্রে সংবদ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ ও পবিত্র সুখে সংসার যাত্রা সম্পন্ন করিব এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর স্ত্রী ও পুরুষের সৃজন করিয়াছেন এবং আমরা অধিক স্ত্রীপুরুষে পরস্পর বিবাহপাশে বদ্ধ হইয়া বিবাদ, ক-

লহ,অপ্রণয় প্রভৃতি নানা অনিষ্টোৎপাদন করিব ইহা কখনই করুণাময় পরমেশ্বরের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহার বিপরীত কার্য্যদ্বারা আপনাদিগের অমঙ্গল সাধন করিতেছে। তাঁহার এই শুভকর নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা অবশ্য নিন্দনীয় ও অকর্ত্তব্য তাহার সন্দেহ নাই; এবং তজ্জন্য নানা প্রকার অনিষ্টাপাত হইবে তাহাও বিচিত্র নহে। কিন্তু তন্মধ্যে শেষোক্ত প্রকার বিবাহ আমাদের দেশে প্রায় প্রচলিত দেখা যায় না। বরং ইহা অন্যান্য দেশে প্রচলিত

আমাদিগের এই ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় হিমালয় নামে এক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। তাহার উত্তরে তিব্বত দেশ; তথাকার এক প্রকার ছাগলের লোমে শাল প্রস্তুত হয়, তদ্দেশীয় লোকেরা সকল সহোদরে একমাত্র রমণীর পাণিগ্রহণ করে। এবং ভারতবর্ষের দক্ষিণবর্ত্তী সিংহল (বা লঙ্কা) দ্বীপে অস্মদ্দেশীয় প্রথার বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। তত্রত্য লোকেরা এক স্ত্রী থাকিতে পুনরায় বিবাহ করে না কিন্তু দুই ভ্রাতা এক পত্নীকে সচরাচর বিবাহ করিয়া থাকে। যদিও সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এখন তাহা দৃষ্ট হয় না; কিন্তু পুরাকালে উহা প্রচলিত ছিল তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। মহাভারতই ইহার এক প্রধান সাক্ষী রহিয়াছে। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জ্জুন প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন; তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই।

যাহাহউক এই ঘৃণিত প্রথাটী যে এদেশে প্রচলিত নাই মঙ্গলের বিষয় বলিতে হইবে, কিন্তু ইহার অন্যতরটী বিরলপ্রচার নহে। ইহা সাতিশয় পরাক্রম সহকারে সমস্ত বঙ্গভূমিতে আধিপত্য করিতেছে। ইহা অতি পূর্ব্বকালাবধি চলিয়া আসিতেছে। কৃষ্ণ, দশরথ, পাণ্ডু প্রভৃতি পুরাণোক্ত নৃপতিগণের চরিতাখ্যান পাঠ করিলে এবং পূর্ব্বতন বাদসাহ ও নবাবদিগের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইলে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়—এবং আধুনিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই। চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়, বিশেষতঃ কুলীন মহাত্মারা ইহার একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ। অতঃপর তাঁহাদিগের বিবরণ আর এক সময় বর্ণন করা যাইবে।

এই ভয়ানক অধিবেদন দ্বারা দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, কলহ ও বৈধব্য প্রভৃতি নানাপ্রকার অনিষ্ট হইতেছে। একমাত্র স্ত্রীর সহিত বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইলে পরস্পরের সহবাস জনিত যে প্রকার পবিত্র সুখ সম্ভোগ করা যায় এবং দম্পতীর প-

রস্পরের প্রতি যে প্রকার বিশুদ্ধ প্রীতি ও আন্তরিক প্রণয় সমুদ্ভূত হয়; দুই বা ততোধিক ভার্য্যার সহবাসে গৃহ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে কখনই সে প্রকার বিশুদ্ধ সুখ ও অকৃত্রিম প্রণয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কেবল একমাত্র ভার্য্যাই আমাদের আন্তরিক প্রীতির প্রকৃত অধিকারিণী; কিন্তু যদি অন্য ভার্য্যাকে তাহার অংশ ভাগিনী করা যায় তবে তাহাতে বিবাদ হইবে আশ্চর্য্য কি? এবং প্রথম প্রণয়িণীর মনে যে দ্বেষ ও ঈর্ষার উদ্রেক হইবে তাহাও অসম্ভব নহে। আহা! যথার্থ দাম্পত্য প্রেম যে কি মনোহর পদার্থ! তাহার যে কি সুমধুর ভাব, যাহারা কেবল রাশি রাশি কামিনীর কর গ্রহণ পূর্ব্বক পরিবারদল বৃদ্ধি করিতেছে, তাহারা তাহা কখনই অনুভব করিতে সমর্থ হয় না এবং তাহার মধুরতাও মনোমধ্যে কল্পনা করিতে পারে না, তাহাদের দিন কেবল বিবাদবিসম্বাদে অতিবাহিত হয়।

এদেশে যেখানে এক স্বামীর দুই স্ত্রীর কথা শুনা যায়, সেই খানেই প্রায় দ্বেষ, হিংসা, বিবাদ, কলহ প্রভৃতি শ্রুত হওয়া যায়। এই বহুবিবাহের আর একটী প্রধান দোষ এই যে, মনে কর, যদি সহসা পুরুষের মৃত্যু ঘটনা হয় তাহা হইলে দেখ, এক জনের মৃত্যুতে কত কত অবলা দুঃসহ বৈধব্য দশা প্রাপ্ত হয়। আহা! তখন ঐ অনাথা অবলাগণের কি ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হয়! হায়! এই ভয়াবহ বহুবিবাহ দ্বারা কত কত মহিলা সপত্নীর ঈর্ষানলে অন্তঃকরণকে দগ্ধ করিয়াছে। কত কত অবলা সপত্নী ও পতির সহিত বিবাদ করিয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। কত কত রমণী সপত্নীপুত্রকে বিষপান করাইতে সমুদ্যত হইয়াছে এবং কত কত পুরুষ পুত্র ত্যাগ, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিবিধ বিপদ সাগরে পতিত হইয়া অতিশয় অস্থির ও ব্যাকুল হইয়াছে। পূর্ব্বকালের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'সত্যভামার দর্পচূর্ণ' ও 'রামের বন গমন' বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন।

পরিশেষে এদেশীয় তরুণ বয়স্ক [illegible]গণকে সম্বোধন করিতেছি—ভ্রাতৃগণ! যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক আপদে পড়িতে বাঞ্ছা হয় এবং বিবাদ কলহ প্রভৃতি ক্রয় করিতে বাসনা থাকে তবে আপনারা বহুবিবাহে লিপ্ত থাকুন ও শত শত রমণীর পাণি গ্রহণ করুন। আর যদি সচ্ছন্দে ও চিরসুখে জীবন যাপন করিতে অভিলাষ থাকে এবং যদি নিরুদ্বেগে নিদ্রা যাইতে বাসনা করেন, তবে একমাত্র সহধর্ম্মিণীর পাণিগ্রহণ

পূর্ব্বক পবিত্র দাম্পত্য সুখ উপভোগ করুন এবং নির্ব্বিবাদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকুন

ঊর্ণানাভি অর্থাৎ মাকড়সা।
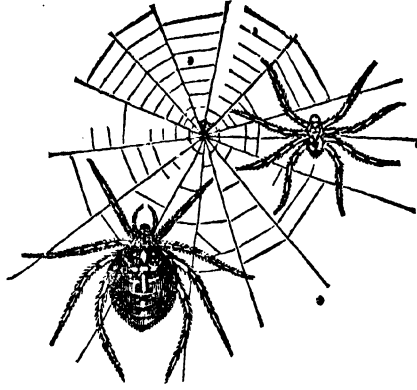
আমাদের চখের গোড়ায় কত আশ্চর্য্য জন্তু রহিয়াছে, কত আশ্চর্য্য কার্য্য করিতেছে; তাহা হয়ত আমরা দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু মনোযোগের সহিত তাহাদের বিষয় ভাবিয়া দেখিলে যারপর নাই চমৎকৃত হইতে হয়।

সকলেই জানেন মাকড়সারা অতি ক্ষুদ্র কীট। কিন্তু ইহাদিগকে আমরা যেরূপ সামান্য বলিয়া বিবেচনা করি, বস্তুতঃ সেরূপ নয়। ইহাদের এই ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে নানাবিধ অদ্ভুত কল আছে; ইহাদের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, ইহাদের ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, সন্তানস্নেহ প্রভৃতি গুণ দেখিলে মনুষ্যেরাও যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। এই জন্তুরা কখন মৃত্তিকাগর্ত্তে, কখন পর্ব্বতের উচ্চশিখরে বাস করে, কখন আকাশে উড়িয়া বেড়ায়, কখন বা জলের ভিতর ডুবিয়া থাকে এবং সর্ব্বত্রই আপনাদের আশ্চর্য্য গৃহ সকল সজ্জিত করিয়া সুখে কাল যাপন করে।

জগদীশ্বর অনেক শীকারী জন্তু করিয়াছেন, কিন্তু মাকড়সার মত অশেষ কৌশলে কাহাকেও ভূষিত করেন নাই। ইহারা শৃগালের ধূর্ত্ততা, ব্যাঘ্র ভল্লুকের নৃশংসতা এবং সর্পের দংশনশক্তি সকলই অধিকার করিয়াছে।

মাকড়সাদের শরীরের দুই পৃথক্ পৃথক্ ভাগ। সম্মুখ ভাগে মস্তক ও বক্ষ আছে এবং তাহা একটী শক্ত খোলা দিয়া ঢাকা; বক্ষঃস্থলের সহিত পা সকলও সংযুক্ত। পশ্চাৎ-

ভাগ একপ্রকার কোমল চর্ম্মে অ-ভিত এবং লোমে আবৃত।

ইহাদের চক্ষু গুলি অতিশয় উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ; এবং কখন ৬টা কখন বা ৮টা দেখিতে পাওয়া যায়। দুইটা সম্মুখে, দুইটা পশ্চাতে এবং অবশিষ্ট দুইটা দুই পাশে রহিয়া সমুদায় মস্তকটি বেষ্টন করিয়া থাকে। আর আর কীটের যেমন, ইহাদের চক্ষু সকলও সেইরূপ অচল অর্থাৎ কোনদিকে নড়ে চড়েনা এবং পাতা দিয়াও ঢাকা থাকেনা। ক্রমাগত সতর্ক থাকিয়া এবং চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যেমন ইহাদিগকে শীকার করিতে হয়, চক্ষুগুলি কেমন সেইরূপেই রচিত হইয়াছে।

মাকড়সাদের মস্তকের সম্মুখে দুইটি সাঁড়াশীর মত অস্ত্র আছে; বিড়ালের নখরের ন্যায় তাহাদের অগ্রভাগ ধারাল। এই নখরের অদূরে একটী করিয়া ছিদ্র আছে, ইহাহইতে মাকড়সারা এক প্রকার বিষ নির্গত করে এবং তাহাদ্বারা শত্রু সকলকে অনায়াসে বধ করে।

ইহাদের ৮খানি পা। কাঁকড়ার পার মত সেগুলি গাঁটিওয়ালা। সমুদায় পা বা একটী গাঁট হঠাৎ নষ্ট হইলে পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক পদের অগ্রভাগ হইতে ৩টী করিয়া বক্র নখর বহির্গত হয়। তম্মধ্যে একটী মোরগের থাবার মত এবং তাহা কীটদিগকে জালে সংলগ্ন করিবার জন্য চালিত হয়। অপর দুইটীতে মিলিয়া একটী নখর বোধ হয়, এবং তাহা দ্বারা ইহারা অত্যন্ত সমতল বস্তুর উপরেও একটু একটু উচ্চভাগ ধরিয়া সকল দিকে যাতায়াত করিতে পারে।

সমতল বস্তুর উপর চলিবার জন্য আর একটী উপায় আছে। ইহাদের নখরের অগ্রভাগ হইতে এক প্রকার স্পঞ্জ জন্মে; তাহাতে এক প্রকার আটা থাকে। মাকড়সারা যখন মসৃণ দর্পণ অথবা নির্ম্মল প্রস্তরের উপর চলিয়া যায়, তখন সেই স্পঞ্জ টিপিয়া কিছু আটা বাহির করে এবং তাহা দ্বারা কাচ বা পাথরের সহিত পা সংলগ্ন করিয়া ক্রমে ক্রমে চলিতে থাকে।

উল্লিখিত ৮ খানি পদ ভিন্ন শীকার ধারণের জন্য ইহাদের আর ২টী বাহু আছে।

যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও অস্ত্র শস্ত্রের কথা বলা হইল তাহা থাকিলে-ও মাকড়সাদের যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ হইতে পারে না, এজন্য ইহাদের আরও কতকগুলি উপায় আবশ্যক।

ইহারা মক্ষিকা আহার করিয়াই প্রায় সম্পূর্ণ জীবন ধারণ করে, কিন্তু নিজের পাখা নাই। করুণাময় পরমেশ্বর এই অভাব মোচন করিবার জন্য ইহাদিগকে ফাঁদ পাতিবার আশ্চর্য্য কৌশল দিয়াছেন। ইহারা যাহাদিগকে দৌড়িয়া ধরিতে পারে

না, জালে জড়াইয়া তাহাদিগকে হস্তগত করে। আর আহারের ভাবনা কি ?

যে সকল স্থানে মাছিদের যাতায়াত অধিক, মাকড়সারা সেই সকল স্থান বাছিয়া জাল তৈয়ার করে। এই জন্য ঘরের কোণে, জানালার কাচে, বৃক্ষ সকলের ডালের মধ্যে এবং এইরূপ অন্য অন্য স্থানে ইহাদের কৌশল প্রকাশ দেখা যায়। জাল পাতিয়া কয়েক দিন এমন কি কখন কখন কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে এবং অধিক শীকার করিতে না পারুক তথাপি প্রায় স্থান ত্যাগ করে না।

জাল তৈয়ারের সামগ্রীর জন্য ইহাদিগকে কোথায়ও অন্বেষণ করিতে হয় না, শরীরের মধ্যে আটার ন্যায় এক পদার্থ প্রচুর পরিমাণে আছে এবং পাঁচটী ছিদ্র দিয়া তাহা বাহির হইয়া সূতা কাটা হয়। এই পদার্থটী একটী ছোট বগলিতে থাকে এবং নরম আটার মত বোধ হয়। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে তাহা গুটান সূতামাত্র দেখা যায় এবং তাহা হইতে অনেক টানিয়া বাহির করা যাইতে পারে।

সূত্র সকল যদিও এত সূক্ষ্ম বোধ হয়, কিন্তু তাহাও ৫গাছি সূত্রে জড়িত দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিত মাকড়সার একগাছি সূত্রের মধ্যে ৪০০০ চারি হাজার গাছি সূক্ষ্ম সূত্র আছে স্থির করিয়াছেন। এক গাছি মোটা সূত্র সেই সঙ্গে উঠিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বায়ুপথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ইহারা জলের মধ্যে যে প্রকার বেলুন প্রস্তুত করে তাহা আরও আশ্চর্য্য! বেলুনের আকারের এক একটী গৃহ তৈয়ার করিয়া জলে মগ্ন থাকে, পরে এক একবার উপরে ভাসিয়া উঠিয়া তাহাতে বায়ু পুরিতে থাকে। বার বার বায়ু পুরিলে তাহা ফুলিয়া উঠে এবং মনুষ্যেরা যেমন এক প্রকার ঘণ্টার ভিতর বসিয়া নষ্ট দ্রব্যাদি তুলিবার জন্য জলে মগ্ন হয় অথচ কোন কষ্ট পায় না, ইহারাও সেইরূপ বেলুনের মধ্যে নিরাপদে থাকে, জলে শরীর স্পর্শ করিতে পারে না। এই কৌশলে জলের মধ্যে পোকা মাকড় অনায়াসে শীকার করে।

কখন কখন ইহারা মান্দাসের মত জাল তৈরায় করিয়া জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায় এবং তাহাতেও প্রচুর পরিমাণে আহার প্রাপ্ত হয়।

মাকড়সাদের আকাশে উড়িবার আরও কৌশল আছে। শরৎকালে অনেক ছোট ছোট মাকড়সা প্রাচীর, বৃক্ষশাখা বা অন্য প্রকার উচ্চস্থানে উঠিয়া বাতাসের দিকে মাথা ঘুরাইয়া সূত্র সকল বাহির করিতে থাকে, এবং বায়ুভরে অতি উচ্চ অট্টালিকা ছাড়াইয়াও উঠিতে পারে। ঘুড়ী

যেমন বাতাসের উপর ভর করিয়া উড়িতে থাকে, ইহারাও সেইরূপ। উড়িবার পথে ছোট ছোট পতঙ্গ পাইলে শীকার করিতে ছাড়ে না। পরে ভ্রমণ ও শীকারে সন্তুষ্ট হইলে নিম্নে পতিত হয়। অনেক সময় অতি উচ্চ স্থানে বায়ুর মধ্যে আমরা মাকড়সার সূত্র বিস্তারিত দেখিয়া চমৎকৃত হই, কিন্তু তাহা এইরূপেই সম্পন্ন হয়।

ছোট ছোট মাকড়সা যে তন্তু বাহির করে তাহা এত সূক্ষ্ম যে তাহার ৪০ লক্ষ গাছি একত্র করিলে এক গাছি চুলের মত মোটা হয়। এত সূক্ষ্ম এক এক গাছির মধ্যে আবার ৪০০০ চারি হাজার গাছি সুক্ষ্মতর সূত্র আছে। ইহা ভাবিয়া দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

সামান্যতঃ মাকড়সী দুই বৎসর বয়স না হইলে ডিম পাড়ে না এবং বড় হইলে যত শাবক প্রসব করে, প্রথমে তত করে না।

ডিম্ব সকল প্রথমে এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা কাল শুকায় পরে যে পর্য্যন্ত ফুটিবার সময় না হয় সে পর্য্যন্ত মাতা তাহাদিগকে একটী থলিয়ার মধ্যে রক্ষা করে। পতঙ্গ শীকারের থলিয়া অপেক্ষা ইহা চারি পাঁচ গুণ দৃঢ় করিয়া প্রস্তুত হয়। ইহা কাগজের মত পুরু, ভিতরের দিক অতি কোমল এবং বাহিরে কিছু কর্কশ হয়। ডিম্বগুলি তাহার মধ্যে সংরক্ষিত হয় এবং তাহাদের রক্ষার জন্য অসম্ভব যত্ন ও মনোযোগ প্রদর্শিত হয়।

আমাদের জননীরা সন্তানগণ যতদিন গর্ভে থাকে ততদিন তাহাদের ভার বহন করেন। কিন্তু মাকড়সার মাতারা সেই ডিম্ব পুর্ণ থলিয়াটি এক প্রকার আটা দ্বারা আপনার শরীরের সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখে, ইহাতে ঠিক্ যেন তাহার একটা শরীরের উপর আর একটা শরীর বোধ হয়।

যদি দৈবাৎ থলিয়াটি শরীর হইতে খসিয়া পড়ে, সে পুনর্ব্বার তাহা পুর্ব্বের মত রাখিবার জন্য একান্ত প্রয়াস পায়, এবং প্রাণত্যাগ হইলেও তাহার যত্নের ধন ত্যাগ করে না।

ডিম্ব সকল ফুটিলেও যে পর্য্যন্ত মাতা কামড়াইয়া কারাগার মুক্ত করিয়া না দেয়, সে পর্য্যন্ত ছানাগুলিকে তথায় থাকিতে হয়।

শাবকগুলি বাহির হইলেই মাকড়সীর যত্নের শেষ হয় না। সে কিছু কাল তাহাদিগকে পিঠে করিয়া লইয়া বেড়ায়। পরে যখন তাহারা আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে তখন ছাড়িয়া দেয়। তাহারা স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিতে থাকে।

মাকড়সা শিশু যখন এক বিন্দু খুদের মত, তখন হইতে জাল করিতে আরম্ভ করে এবং একটু বল

পাইলেই শীকারে প্রবৃত্ত হয়। শীকারের জন্যই যেন মাকড়সাদের সৃষ্টি। ইহারা আপন অপেক্ষা দশগুণ বৃহৎ জন্তু সকলও বধ করিতে পারে। পরাজিত হইলে অল্পকালের মধ্যে আঘাত সকল হইতে আরোগ্য লাভ করে। ইহাদের ২।৪ খান পা নষ্ট হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কারণ আবার শীঘ্র উৎপন্ন হয়।

(ক্রমশঃপ্রকাশ্য)

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

আশ্চর্য্য দাম্পত্যপ্রণয়।

ভূতপূর্ব্ব ইংলণ্ডাধিপতি বিজয়ী উইলিয়মের পুত্র মহানুভব রবার্ট একদা বিষাক্ত তীরদ্বারা আহত হওয়াতে, সুবিজ্ঞ চিকিৎসকেরা এই উপায় নির্দ্ধারণ করেন, যদি কেহ তাঁহার ক্ষত স্থান হইতে বিষ চুষিয়া লন তবেই তিনি আরোগ্য লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যিনি চুষিয়া লইবেন তিনি নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। রবার্ট নিজ জীবনরক্ষার জন্য অন্যের জীবন নষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় জীবনআশা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিদ্রার সময় তাঁহার পতিপ্রাণা ভার্য্যা সিবিলা স্বামীর জীবন রক্ষা করিবার জন্য মুখ দ্বারা বিষ শোষণ পূর্ব্বক আপনার জীবন পরিত্যাগ করিলেন।

এদেশের সতী স্ত্রীরাও এই প্রকার পতিপ্রাণা; তাঁহারা স্বামীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত না হইয়া বরং প্রফুল্লচিত্তে জীবন বিনাশ করেন। পূর্ব্বে যে সহমরণের প্রথা ছিল, তাহাই ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত স্থল। যদিও সহমরণ ঈশ্বর নিয়ম বিরুদ্ধ তথাপি তাহাতে স্বামীর প্রতি স্ত্রীগণের কেমন অনুরাগ প্রকাশ পাইতেছে।

নূতন সংবাদ।

১ম।—আমরা সাতিশয় শোকার্ত্ত চিত্তে পাঠিকাবর্গকে অবগত করিতেছি যে, বিগত ৬ই মাঘ বুধবার সায়ংকালে তোমাদিগের একজন ধর্ম্মপ্রাণা ভগ্নী তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। এই মৃতা রমণী কে? এবং কি নিমিত্ত তাঁহার পরলোক গমন সংবাদ তোমাদিগের জ্ঞানগোচর করিলাম, বোধকরি তোমাদিগের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নও। অতএব তদ্বৃত্তান্ত শ্রবণে তোমাদিগের ঔৎসুক্য জন্মিবার সম্ভাবনা। তিনি মৃত্যুকালে যেসকল ভাব ব্যক্ত করিয়া মহৎ আত্মার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এবং জীবদ্দশায় যে প্রকার ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার সবিস্তার বিবরণ আগামী বৈশাখ মাসের নববর্ষীয়া পত্রিকায় তোমাদিগকে জ্ঞাত করিতে সচেষ্ট হইব।

২য়।—বিগত ১২ই মাঘ মঙ্গলবার শ্রীমতী মুক্তকেশী নাম্নী একটী বিধবা রমণীর সহিত শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র দাস গুপ্তের বিবাহ হয়। কন্যার পিতার নাম মদনমোহন সেন, নিবাস ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী কাচাঁদিয়া গ্রাম। বরের পিতৃনাম চন্দ্রমাধব দাস গুপ্ত, নিবাস বিক্রমপুরের মধ্যপাড়া। উভয়ই প্রসিদ্ধ ভদ্র বংশজ। বিবাহ সভায় অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিয়া এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। জানাগেল ঐ বিধবার ১২।১৩ বর্ষ বয়স্কা একটী বিবাহিতা বালিকা আছে। সন্তানসহ বিধবা বিবাহ আর কখন শ্রবণ করা যায় নাই। বাঙ্গালী দিগের মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রথম বলিতে হইবে।

৩য়।—গত ১৭ই মাঘ বরিসালের অন্তঃপাতী ইলুহার নিবাসী শ্রীপ্যারীমোহন সরকারের সহিত ঐ গ্রামবাসী রামপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের দ্বাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী রামদুর্গার বিবাহ হয়। বিবাহ কার্য্য অতি সমারোহ পুর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে।

৪র্থ।—বিগত ১৯ শে মাঘ মঙ্গলবার কৃষ্ণনগর দক্ষিণপাড়া নিবাসী গিরিধর দেব মহাশয়ের দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী বিরাজমোহিনীর সহিত কাচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ঠাকুরদাস সিংহ মহাশয়ের পুত্র শ্রীচণ্ডীচরণ সিংহের সমারোহপুর্ব্বক ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কন্যার মাতা বিবাহ সভায় আসিয়া কন্যাকে পাত্রস্থ করেন।

মহিষপুরের নিকট মির্জ্জাপুর নিবাসী গোবিন্দচন্দ্র বিশ্বাসের সহিত কন্যার সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম কালে প্রথম বিবাহ হয়, পরে নবম বৎসর বয়ক্রম সময়ে তিনি বৈধব্য প্রাপ্ত হন। ঐ কন্যা কৃষ্ণনগরের গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বালিকাবিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর প্রথমছাত্রী ছিলেন। কন্যা ও পাত্র উভয়ই ভদ্র বংশজ। বিবাহ সভায় প্রায় ৪০০ ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন বিশেষতঃ; মহারাজার ভাগিনা, দেওয়ান শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র রায়, কৃষ্ণনগর কালেজের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী, শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, শ্রীযুক্ত ব্রজমোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ লাহিড়ী ইত্যাদি প্রধান প্রধান সকল ব্যক্তি এবং উক্ত কালেজের ছাত্রেরা বিবাহস্থলে উপস্থিত ছিলেন। অনেকে শারীরিক পরিশ্রম, অর্থদান ও উৎসাহ প্রদর্শন দ্বারা বিবাহের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর কালেজের দ্বিতীয় বৎসরের কতিপয় ছাত্র ও শ্রীযুক্ত মধুসূদন লাহিড়ীর যত্ন পরিশ্রম ও আনন্দ দেখি-

লে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এমনকি ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না যে, ঐ কয়েক ব্যক্তির যত্ন ও পরিশ্রমে ঐ বিধবা সধবা হইয়াছেন।

৫ম।—কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু সভার সভ্যেরা স্ত্রীগণের বিদ্যা শিক্ষার উন্নতির জন্য একটী বিশেষ সভা স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র মহাশয়কে ঐ সভার সভাপতী পদে নিযুক্ত করিয়া কলিকাতা ব্রাহ্ম আত্মীয় সভার সভ্যদিগকে ঐ সভার সভ্য করিয়াছেন।

প্যারীচাঁদ বাবু ও আত্মীয় সভার সভ্যেরা যেরূপ স্ত্রীশিক্ষানুরাগী তাহাতে তাঁহাদিগের দ্বারা স্ত্রীগণের শিক্ষা বিষয়ে উন্নতি হইবার অধিক সম্ভাবনা।

৬ষ্ঠ।—"পাদরি মলিন সাহেবের কন্যার যত্নে সম্প্রতি চব্বিশপরগণার অন্তঃপাতী রাজপুর গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠাকালে প্রায় ৫৮টী বালিকার নাম হাজিরা বহিতে লিখিত হইয়াছে। রাজপুর যেরূপ সমাজ স্থান যদি সকলে আপন আপন বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন তাহা হইলে অনধিককাল মধ্যে উক্ত গ্রামের উন্নতি হইতে পারে। যেমন মলিন সাহেবের কন্যার যত্ন, উৎসাহ দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর করেন এদেশীয়দিগের ঐরূপ যত্ন ও উৎসাহ ঐ বিষয়ে বদ্ধমূল হয়।"

৭ম।—"এক্ষণে পঞ্জাবে ৬৬২টী স্ত্রী বিদ্যালয় ও ১৩০০০ বালিকা আছেন।

৮ম।—সম্প্রতি জিলা বারাসতের অন্তঃপাতী টাকী গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত বালিকা বিদ্যালয়ের সাম্বৎসরিক পরীক্ষা ও পারিতোষিক বিতরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পারিতোষিক প্রাপ্ত ৫০ জন বালিকার মধ্যে ৬ জন পুস্তক ও কতিপয় স্বর্ণ ও ব্রোঃ প্যালঙ্কার প্রাপ্ত হইয়াছে। বালিকাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ী দত্ত, ও শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণ স্ব স্ব প্রণীত কয়েকখান পুস্তক এবং শ্রীমতী শরৎকুমারী গঙ্গোপাধ্যায় স্বহস্ত প্রস্তুত পসম নির্ম্মিত কয়েকটী পুষ্পাদি ও কাচ নির্ম্মিত একখান অপূর্ব্ব অলঙ্কার বিতরণ করিয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

বামাকুলহিতৈষীশ্রীযুক্তবামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

পরাৎপর পরমপিতা জগদীশ্বরের কি অলৌকিক অপার মহিমা যে, তিনি স্বীয় সৃষ্টিরক্ষার কারণ স্ত্রী-পুরুষ, এই উভয় জাতি সৃজন পূর্ব্বক এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের রমণীয় শোভা বর্দ্ধন করতঃ আপনাভিপ্রায় সকল সাধন করিতেছেন। এই দ্বি-

বিধ জাতির মধ্যে একের অভাবে বিশ্বস্থিত পরমমঙ্গলাকর নিয়ম সকল প্রতিপালিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং মেদিনীমণ্ডল কতদূর পর্য্যন্ত যে জনশূন্য অরণ্যানী তুল্য বোধ হইত তাহা বাক্‌পথাতীত। হা! পরমকরুণাকরের কি কারুণিক ভাব! যে যাবত্তীয় বাহ্য দ্রব্য প্রদানেও তিনি ক্ষান্ত না থাকিয়া ধর্ম্মসুখে সুখী করণার্থ সর্ব্বধনাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরমহিতকর ও সুখবিধায়ক অমূল্য বিদ্যারত্ন লাভোপযোগী জ্ঞান, মনুষ্য জাতিকে প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাদের সুশৃঙ্খলায় ও সুনিয়মানুসারে কার্য্য সম্পাদনার্থে অত্যাশ্চর্য্য শক্তিও প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশীয়া স্ত্রীলোকেরা বিদ্যারত্ন অভাবে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তার সেই অনুপম সুশৃঙ্খলাকে বিশৃঙ্খলা করিতেছে। দেখুন, যখন জনপ্রবাদ আছে যে, স্ত্রীলোকেরা স্বল্প বুদ্ধি এবং স্বভাবতঃ চঞ্চলা, অথচ তাহারাই আবার কুলাচার অবলম্বনের প্রধান কারণ, তখন যদি ঈদৃশ পরম হিতসাধন বিদ্যাদ্বারা তাহাদিগের অজ্ঞানান্ধতাকে দূরীকরণ করা না যায়, তবে সৃষ্টিকর্ত্তার বিচিত্র মহিমার, স্বীয় সন্তান সন্ততি বা আপনার শরীর রক্ষার ও পিতা মাতা স্বামী প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি অজ্ঞানতা হেতু কুসংস্কারাপন্ন হইয়া উঠে। শাস্ত্রোক্তি আছে যে যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব, অবিবকতা এই চতুষ্টয় মধ্যে প্রত্যেকেই অনর্থের মূল। স্ত্রীলোকে অবিদ্বান্ হইয়া প্রাগুক্ত চতুষ্টয়ের সংশ্রবে কি না করিতে পারে? বিবেচনা করিতে গেলে এমন কোন গর্হিত কর্ম্মই নাই যে তাহা মূর্খ দ্বারা হয় না। এই অসার সংসারে, মূর্খ হইয়া কুলকামিনীগণের কলেবর ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। অজাত ও মৃত পুত্র কেবল একবার দুঃখ দায়ক; কিন্তু মূর্খ সন্তান যে কত দুঃখদায়ক ইহা কাহার না চিত্তক্ষেত্রে জাগরিত হইয়াছে? বিদ্যোপার্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয়আকাশ জ্ঞানশশির আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা এই নিখিল ভূমণ্ডলে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্ব্বচনীয় আনন্দোৎপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। তাহারা বিদ্যাবতী হইলে পিতৃ মাতৃ স্বামী প্রভৃতি গুরুজন, সন্তান সন্ততি, ও অন্যান্যের সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, তদ্রূপ ব্যবহার করিতে সক্ষমা হয়। পুত্র বিদ্বান্ হইলে সে যেমন তৎ প্রভাবে পিতৃ কুলোজ্জ্বল করিয়া জীবনের সার্থকতা লাভ করে; পুত্রি বিদ্যাবতী হইয়া সৎপথাবল-

স্বিনী হইলে, সে যে তদ্রূপ পিতৃ এবং স্বামী উভয় কুল সমুজ্জ্বল করিতে সক্ষম হইবে ইহাতে সংশয় কি? এদেশীয় পূর্ব্বতন রমণীগণ মধ্যেও এবিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; লিলাবতী, খনা, রাণী ভবানী প্রভৃতি স্ত্রীগণ আপন আপন বিদ্যা প্রভাবে কিরূপ যশোরাশী বিস্তার করতঃ পিতৃ ও স্বামী বংশ উজ্জ্বল করিয়া জীবনের সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন তাহা সকলি জ্ঞাত আছেন। আহা! এই অনিত্য অবনী ধামে যদি স্ত্রী লোকেরা প্রত্যেকেই বিদ্যাবতী হইয়া ধর্ম্মপথানুগামিনী হন; তবে দুঃখ মণ্ডল পরিবৃত এই ভূমণ্ডল যে কি প্রকার এক আনন্দের ধাম হয় তাহা মনে উদয় হইলে অসীম আনন্দোৎপত্তি হয়। অতএব হে দেশীয় সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা আর স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে উদাসীন থাকিবেন না। যদি এ ধরাধামকে আপনাদের প্রকৃতই সুখধাম দেখিতে ইচ্ছা থাকে তবে অগ্রে আপনাদের স্ত্রীগণকে বিদ্যা ভূষায় ভূষিত করিতে চেষ্টা পান।

শ্রীমতী বিবি তাহেরণ নেছা।
বোদা বালিকা বিদ্যালয়।
১ম শ্রেণীস্থ ছাত্রী।

এই রচনাটীর কোন কোন অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিত্যক্ত হইল। রচয়িত্রী শব্দাড়ম্বরচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া সরল ভাষায় লিখিতে যেন চেষ্টা করেন।

স্তোত্র।

বার বার ধন্যবাদ করিহে তোমায়।
তোমার সৃজন হেরে নয়ন জুড়ায়॥
এই পৃথিবীর কিবা শোভা মনোহর।
হেরিলে শশিরে হয় প্রফুল্ল অন্তর॥
তারাগণ হীরা প্রায় যেন আকাশেতে
অনন্ত কৌশল তব কে পারে বর্ণিতে?
যখন প্রখর রবি উদিত গগণে।
পক্ষিগণ গান করে আনন্দিত মনে॥
গাছের কেমন শোভা ফল আর ফুলে
পরিশ্রান্ত হয়ে জীব বসে তরুতলে॥
যখন মেঘেতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার।
বিদ্যুতের আলো তাহে কিবা শোভাকর॥
ঝাঁকে২ মাছ গুলি জলোপরি খেলে।
সুন্দর দেখায় তায় কমল ফুটিলে॥
কেবা সাজাইল রঙ রামধনুকেতে।
সকলি তোমার সৃষ্টি যাপাই দেখিতে
তোমার আদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়
তুমিহে পরম গতি পরম আশ্রয়॥
নিমেষ মুহূর্ত্ত পক্ষ মাস ও বৎসর।
তোমার নিয়মে সর্ব চলে নিরন্তর॥
বিচিত্র জগৎ তব আশ্চর্য্য রচনা।
প্রার্থনা সাপেক্ষ নহে তোমার করুণা
সকল জীবেরে দয়া করহ সমান।
জননী পালন করে যেমন সন্তান॥
অজ্ঞান প্রযুক্ত কিবা বলিতেছি আমি
যাঁহার তুলনা নাই যিনি বিশ্বস্বামী॥
মনুষ্য সহিত নহে তুলনা তোমার।

ক্ষুদ্র জীব হয়ে আমি কি বলিব তার
অনন্ত শকতি তব অপার ব্যাপার।
কৃতজ্ঞ হইয়ে আমি করি নমস্কার॥

শ্রীমতী ক্ষিরদা দাসী
সাং নিমতলা।

বিজ্ঞাপন

১৭।১৮ সংখ্যা পত্রিকা মুদ্রাঙ্কণের সময়ে যন্ত্রের গোলযোগ হওয়াতে পত্রাঙ্কে দুইশত স্থানে একশত হইয়াছে।

গ্রাহক মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন যে, যাঁহাদিগের নিকট বামাবোধিনীর মূল্য প্রাপ্য রহিয়াছে তাহারা আগামী চৈত্র মাসের মধ্যে দেয় পরিশোধ করিয়া উপকৃত করেন।

পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্ন লিখিত পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

"পদ্যমালা" শ্রীদীনদয়াল প্রামানিক প্রণীত। কলিকাতা কাব্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

"বিলাপতরঙ্গ" শ্রীরামদাস সেন প্রণীত।

"স্ত্রীজাতির বিদ্যাভ্যাসের ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার বিষয়ক প্রস্তাব" শ্রীশ্যামলাল সেন বিরচিত; ঢাকা বাঙ্গালাযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য।০ আনা

"কবিতামঞ্জরী" শ্রীমতী বসন্তকুমারী দাসী প্রণীত; ঢাকা মোগলটুলি সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য তিন আনা।

"কালবর্ণন" শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত; কলিকাতা গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য /৫ পয়সা।

"আলেক্জাণ্ড্রা মাগেজিন এবং ইংলিস ওমান্স জরনাল" অর্থাৎ ইংরাজী বামা বার্ত্তাবহ। বিবি এস, মেরিস্মিথ ইহার সম্পাদিকা। লণ্ডন, ২৭, পেটারনসটার রো। মূল্য ।০ আনা।

'পরিদর্শন' মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ও যন্ত্রের নাম নাই।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য (নাগপুর) ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।৵০

শ্রীবিহারীলাল বসু (টাকী) ১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ১।০

শ্রীমতী বিনোদা ঘোষ (কলিকাতা) ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৬ খানার ।০

শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস (হাবড়া) ১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

শ্রীকালীশঙ্কর গুহ (কলিকাতা) ১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ১২ খানার ৸৵০

☞ ১ ফাল্গুন ১২৭১ বঙ্গাব্দ।

চোরবাগান ৪৫ নং ভবন, স্কুলবুক প্রেসে শ্রীকালীচরণ দাস দে দ্বারা মুদ্রিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

প্রথমভাগ দ্বিতীয় খণ্ড।

বসন্তে না হলো যায় মুকুল সঞ্চার,
গ্রীষ্মে ফল আশা তার বিফলতা সার;
যৌবনে জ্ঞানের শোভা নাধরে যে মন,
চিরসুখ আশা তার করা অকারণ।

২০ সংখ্যা। { চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৭১ } মূল্য /১০ আনা।

উপসংহার।

বর্ত্তমান মাস হইতে আমাদিগের বামাবোধিনীর প্রথম ভাগ পরিসমাপ্ত হইল। ইহা আমাদিগের অল্প আনন্দের বিষয় নয় যে, অল্পকাল মধ্যে আমরা বামাবোধিনীর ক্রমশঃ উন্নতি দর্শনে সমর্থ হইয়াছি। যাঁহার প্রসাদে আমরা এই শুভ কর্ম্মের ফল লাভে কৃতকার্য্য হইতেছি তাঁহাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করি। আমরা সহর্ষচিত্তে পাঠিকাগণের গোচর করিতেছি যে, নববর্ষ হইতে বামাবোধিনীকে নবপরিচ্ছদ ও উন্নতকলেবর করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে প্রদান করিব। বামাবোধিনীর বয়োবৃদ্ধি হইতেছে, পাঠিকাগণ তৎ সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি লাভ করিতেছেন; আমরাও বামাবোধিনীকে সময় ও অবস্থার উপযোগী করিতে চেষ্টার ক্রটি করিতেছি না। কিন্তু আমাদিগের চেষ্টা কতদূর সফলা হইতেছে তদ্বিচারের ভার গ্রাহকগণের উপর রহিয়াছে। অতএব আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে যিনি যেপ্রকারে আনুকুল্য করিবেন আমরা তাহাতে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনোনিবেশ করিব।

এখন আমরা চতুর্দ্দিক হইতে উৎসাহ ও আনন্দ লাভ করিতেছি; বিলাতীয় বামাবার্ত্তাবহ সম্পাদিকার সদ্ভাব-পূর্ণ পত্র পাঠিকাগণের অবিদিত নাই। কিন্তু অস্মদ্দেশীয়া মহিলাগণের উৎসাহ ও অনুরাগ সাধন করাই আ-

মাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য; যতদিন তাহা সম্যক সাধিত না হইবে ততদিন আমাদিগের অভিপ্রায় অসম্পন্ন থাকিবে। বামাগণের লিখিত প্রবন্ধের অসদ্ভাব প্রযুক্ত আমরা যে আক্ষেপ করিয়াছিলাম এক্ষণে সে ক্ষোভ দূর হইয়াছে। এখন প্রচুর পরিমাণে বামারচনা আমাদিগের হস্তগত হইতেছে। উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে আমাদিগকে সময়ে সময়ে কোন কোন লেখিকার উৎসাহ বর্দ্ধনে পরাঙ্মুখ হইতে হয়। তাঁহাদিগের প্রতি এই বক্তব্য যে, বামাবোধিনী বঙ্গীয়া অবলাকুলের বিদ্যোৎসাহ সাধন করিতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাদিগের রচনাদির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা বামাবোধিনীর পক্ষে কোন মতেই সঙ্গত বাক্য নহে; একবার তাহাদিগের রচনা অপ্রকাশিত দেখিলে তাঁহারা যেন ভগ্নোদ্যম না হন। প্রত্যুত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণসহ পুনরায় রচনা প্রেরণ করিলে আমরা আদর পূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিব।

যত সময় গত হইতেছে এই বিশ্বাস আমাদিগের তত দৃঢ়তর হইতেছে যে, বঙ্গ কামিনীকুলের যেমন অবস্থার উন্নতি হইবে বামাবোধিনীরও তৎ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। বামাগণ! তোমাদিগের মঙ্গলার্থে ঈশ্বর আমাদিগের এই আশা পূর্ণ করুন। নববর্ষ হইতে বামাবোধিনীর কলেবর ও পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের কথা যে উল্লেখ করা গিয়াছে; তজ্জন্য অধিক ব্যয় প্রযুক্ত পত্রিকার মূল্যও কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইবে। বিজ্ঞাপন দৃষ্টি করিয়া গ্রাহকগণ নির্দ্দিষ্ট অগ্রিম মূল্য প্রদানে আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

পরিশেষে আমরা অদ্যকার প্রসঙ্গে সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, বঙ্গদেশস্থ বালিকা-বিদ্যালয় সমূহের উদ্দেশে এই পত্রিকা কতিপয় সংখ্যা নিয়মিতরূপে গৃহীত হইলে আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধনের একটী মহৎ উপায় অবধারিত হয়।

ঊর্ণনাভ অর্থাৎ মাকড়সা।

(২১৩ পৃষ্ঠার পর)

জাল প্রস্তুত করিবার জন্য মাকড়সারা প্রথমে একটী সুবিধামত স্থান খুঁজিয়া লয় এবং যে স্থানে নিরাপদে থাকিবার এবং আহার পাইবার সুযোগ বুঝে সেই স্থানই মনোনীত করে। অতঃপর ইহারদের নখরের অগ্রভাগ হইতে এক ফোটা আটা বাহির করে এবং তাহার টানে প্রাচীরের গায় উঠিতে পারে।

সেই স্থানে মাকড়সা কার্য্য আরম্ভ করে এবং সেই প্রাচীর হইতে তাহার বিপরীত দিকে যে স্থানে সুতার

আগা বাঁধিতে হইবে তথায় সংলগ্ন করিয়া দেয়। এইরূপে প্রথম সূত্র গাছির পত্তন হইলে তাহা আঁটা আঁটি করিয়া টানিয়া লয় এবং একবার সম্মুখ একবার পশ্চাৎ দিকে গমন করিয়া যতদূর পারে শক্ত করে। কারণ এই গাছি দৃঢ় না হইলে সমুদয় জাল ছিড়িয়া যাইবে।

মূল সূত্র গাছি প্রস্তুত হইলে বরাবর সমান দূর করিয়া আর কতকগুলি সূত্র টানা হয় এবং তাহার উপর আড় করিয়া কতকগুলি সূতা ফেলিলে ঠিক্ জাল বোনা হয়।

এই কার্য্য সমাধা হইলে জাল গাছটি বাতাসে না ছিন্ন হয়, এজন্য মাকড়সা তাহার ধারের সূতাগুলি দুই তিন ফের দিয়া শক্ত করে। তৎপরে লুকাইয়া থাকিবার জন্য একটী গৃহ প্রস্তুত করিয়া রাখে। এই গৃহটি তৈল ঢালিবার পাত্রের ন্যায় এবং জালের নিম্নে থাকে। ইহার দুইটি দ্বার একটি নীচে ও একটি উপরে। এই উপায়ে মাকড়সা ইচ্ছামত জালের সকল স্থানে যাতায়াত করে এবং যে কোণে কোন পতঙ্গ আসিয়া পড়ে তাহা অনায়াসে খুজিয়া লয়।

জালটি পরিষ্কার রাখিবার জন্য মাকড়সার বড় দৃষ্টি। একটু ধুলা কুটা পড়িলে তৎক্ষনাৎ ঝাড়িয়া ফেলে। কিন্তু সুতা না ছিঁড়িয়া যায় তাহার জন্যও সাবধান হয়।

কখন কখন জালের প্রধান অংশ হইতে চারি দিকে অনেক সূত্র বিস্তৃত থাকে। এই গুলিকে গড়ের বাহিরবন্ধ বিবেচনা করা যাইতে পারে। যখন কোন পতঙ্গ এই সূত্র স্পর্শ করে, মাকড়সা অমনি আক্রমণ বা আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে বুঝিতে পারে।

যদি একটি মাছি আসিয়া সূত্র সকল নাড়িতে থাকে, মাকড়সা দ্রুতবেগে তাহাকে আক্রমণ করিতে যায়, কিন্তু কোন বলবান্ পতঙ্গের দর্শন পাইলে বুদ্ধি পূর্ব্বক যুদ্ধে ক্ষান্ত হয়।

গুপ্ত স্থান করিবার আর একটি অভিসন্ধি দেখা যায়। মাকড়সা তথায় গিয়া সুখে ও নিরাপদে শীকার লইয়া ভোজন করে; এবং মৃত জীবের কোন চিহ্ন বাহিরে পড়িয়া থাকিলে পাছে আর আর পতঙ্গ ভয় পায় তজ্জন্যও সাবধান হয়।

কিন্তু মাকড়সার শীকার বন্ধন ও ভোজন করিবার এতগুলি সুবিধা থাকিলেও অনেক সময় তাহার পরিশ্রমের গৃহটি বায়ু বেগে বা বৃহৎকায় জন্তুর আক্রমণে ছিন্ন হইবার আশঙ্কা থাকে।

এরূপ ঘটনা হইলে সে স্থিরভাবে আপনার ক্ষতি দর্শন করিতে থাকে এবং বিপদ চলিয়া গেলেই অধ্যব-

সায় সহকারে পুনর্ব্বার গৃহ প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত হয়। হয়ত সম্পূর্ণ নূতন জাল তৈয়ার করে, নতুবা পুরাতনটি গোছগাছ করিয়া বজায় রাখে।

কিন্তু মাকড়সার শরীরের আটা কিয়ৎ পরিমাণে থাকে। একবার জাল তৈয়ার করিলে পুনর্ব্বার তাহা যত ইচ্ছা তত পাওয়া যায় না এবং অবশেষে হয়ত এককালে নিঃশেষ হইয়া যায়।

এমত অবস্থায় বৃদ্ধ মাকড়সাকে নিরুপায় হইতে হয় এবং তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বলের স্বত্ব আক্রমণ অথবা এককালে তাহাকে দূরীকরণ ভিন্ন তাহার জীবিকার আর উপায় থাকে না।

বৃদ্ধ মাকড়সা প্রায়ই ছোট মাকড়সাকে তাহার জাল হইতে তাড়াইয়া আপনি অধিকার করিয়া বসে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি এরূপ সুযোগ না হয়, যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিয়া সে আপনার আহার সংযোগ করে। কিন্তু ২।৩ মাস পরে আহারাভাবে মরিয়া যায়।

মাকড়সা এক প্রকার নয়। শুনা যায় এক এক প্রকার মাকড়সা ছোট ছোট পক্ষী গিলিতে পারে। আবার অনেক জাতি এত ক্ষুদ্র যে চক্ষে দেখা যায় না।

রক্তবর্ণের এক প্রকার মাকড়সা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখা যায়। ইহারা বৃক্ষের অত্যন্ত অনিষ্টকারী। কখন কখন ইহাদের রঙ ঈষৎ হরিদ্রা হইয়া যায়। পাতার পশ্চাৎভাগে ইহারা হাজার হাজার একত্র হইয়া থাকে এবং তাহাতে এক প্রকার মলিন হরিদ্রাবর্ণ বোধ হয়। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাল করিয়া থাকে, বৃক্ষের রস খায় এবং তাহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের সমধিক প্রাদুর্ভাব এবং তাহাতে অনেক বৃক্ষ নষ্ট হয়। শীতল জল সেচন ও তমাকের ধোঁয়া ইহাদের মারিবার ঔষধ।

নানা জাতীয় মাকড়সা নানা প্রকার জালও প্রস্তুত করে। গোল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ প্রায় সকল আকারেই জাল দেখা যায়। কিন্তু যে জাল করিয়া মাকড়সারা আকাশে উড়িয়া বেড়ায় ও জলে সন্তরণ করে তাহাই অতিশয় আশ্চর্য্য।

মাকড়সারা ঘাসের উপর বেলুনের আকার করিয়া এক প্রকার জাল বোনে। সূর্য্যের অধিক উত্তাপ পাইলে সেই জাল আকাশে উঠিতে থাকে।

অন্য কীট পতঙ্গের প্রতিই মাকড়সাদের শত্রুতা নয়, নিজের নিজের প্রতিও সেইভাব। ইহাদের পরিশ্রমে মনুষ্যের কোন উপকার হইতে পারে কি না? দেখিবার জন্য এক সাহেব চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইহাদের জাল হইতে এক-

জোড়া দস্তানাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তিনি অনেকগুলি মাকড়সা সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পালন করিতে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের আহারের জন্য মাছি ও আর আর কীট প্রচুর পরিমাণে দিতেন। কিন্তু ইহাদের এরূপ হিংস্র স্বভাব যে অন্য আহার সকল পরিত্যাগ করিয়া আপনা আপনি পরস্পরকে আক্রমণ ও ধ্বংস করিতে লাগিল।

মাকড়সারা মনুষ্যের প্রতিও শত্রুতা করিয়া থাকে। মাকড়সাতে কখন কখন দংশন করে এবং তাহাদের বিষে শরীরের অনেক ক্লেশও দিতে পারে। ক্ষতস্থান পাইলে মাকড়সারা চাটিয়া যায়, তাহা শীঘ্র আরোগ্য হয় না।

যাহা হউক জগদীশ্বর অতি ক্ষুদ্র কীট মাকড়সাকেও ভুলেন না। তিনি তাহার আত্মরক্ষা ও জীবন ধারণের জন্য কি অত্যাশ্চর্য্য কৌশল সকলেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যাহার যেরূপ প্রয়োজন তাহার সেইরূপ উপায় করিয়া দিয়া এই সংসারকে কত সুখেই পূর্ণ করিয়াছেন।

মাকড়সা হইতে অনেক উপদেশ লাভ হইতে পারে, পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। বস্তুতঃ ইহার কার্য্যপ্রণালী নিরীক্ষণ করিলে তাহার অভাব নাই। প্রস্তাব পাছে দীর্ঘ হয় বলিয়া আমরা ইহার একটিমাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিব।

৫০০ বৎসর গত হইল, স্কটলণ্ডের সুবিখ্যাত রাজা রবার্ট ব্রুস ইংরাজ জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া অনেক দুরবস্থার পর জয়লাভে এককালে হতাশ হইয়াছিলেন। এক রাত্রি তাঁহার নিদ্রাই হইল না, একটি যৎসামান্য কুটীরে ছিলেন। প্রাতঃকালে তাঁহার শয্যা হইতে দেখিলেন, একটি মাকড়সা তাহার জাল নির্ম্মাণে অতিশয় ব্যস্ত। জালটি বিস্তৃত ও দৃঢ় করিবার জন্য সে এক কড়ী হইতে অপর কড়ীতে সূত্র বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু যেমন সেখানে যাইবে, এককালে ভূমিতলে পড়িয়া গেল। ছয়বার এইরূপ চেষ্টা করিল, ছয়বারই নিষ্ফল। কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া সপ্তমবার চেষ্টা করিল। তখন সেই মনোগত স্থানে উপনীত হইল, সূত্র বন্ধন করিল এবং যেন জয় জয়কার করিয়া তাহার কার্য্য চালাইতে লাগিল।

রাজা ইহা দেখিবামাত্র নব উৎসাহ ও নব উদ্যমে লম্ফমান হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন 'এই কীট অপেক্ষাও কি আমি অকর্ম্মণ্য হইব! অন্যকে বন্ধন ও ধ্বংস এই নীচ লক্ষ্যে সে বারবার নিষ্ফল হইয়াও যতক্ষণ কার্য্যসিদ্ধি না করিল

ততক্ষণ ছাড়িল না। আর আমার দুর্দ্দশাপন্ন প্রজাগণকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে আমি কি কোন চেষ্টার ত্রুটি করিব ?'

এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সমুদ্রতটে গিয়া একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় চাপিলেন, আয়ার শায়ারে গমন করিলেন এবং গোপনে সৈন্য সমাবেশ করিয়া ক্রমাগত জয়লাভ করত প্রসিদ্ধ 'বানক্‌বরন্' যুদ্ধক্ষেত্রে স্বদেশকে স্বাধীন করিয়া দিলেন। আরান দেশের যেখান হইতে তিনি মাকড়সার নিকট এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাইয়াছিলেন, তাহাকে 'কিং-শ্‌ক্রশ পএণ্ট' অর্থাৎ রাজার যাত্রার স্থান বলে।

আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

গো-পাদপ।

দক্ষিণ আমেরিকায় পারা নামক দেশে এক প্রকার বৃক্ষ আছে। গাভীর ন্যায় ইহা হইতে দুগ্ধ পাওয়া যায়, এই জন্য ইহাকে গো-পাদপ বলে। ইহা সেখানকার বনের সকল গাছ অপেক্ষা উচ্চ। কোন কোনটা ৭০ হাতেরও অধিক হয়। ইহার ফল অতি সুন্দর এবং সুস্বাদু; তাহাতে আম এবং দুগ্ধের সর এই দুয়ের তারই পাওয়া যায়। ওয়েবেষ্টার নামে এক সাহেব সমুদ্র ভ্রমণে আটলাণ্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগে গিয়াছিল। তিনি গোপাদপ বৃক্ষ দেখিয়া যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

"বৃক্ষ হইতে দুগ্ধ হয় একথা শুনিলে অনেকে চমৎকৃত হইবেন কিন্তু আমি ইহা স্বচক্ষে দেখিলাম। এখানকার লোকেরা ইহা উদর পুরিয়া পান করে। গো-দুগ্ধ অভাবে আমরাও ইহা চার সহিত মিশাইয়া পান করিয়াছি কিন্তু কার্য্যে ঠিক একরূপই বোধ হইল। এই দুগ্ধ অত্যন্ত শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, স্বাদ ও গন্ধে সামান্য দুগ্ধের ন্যায়। গোদুগ্ধ যেমন চা ও কাফির সহিত সহজে মিশিয়া যায় এবং কোন বিগুণ করে না; ইহাও ঠিক সেইরূপ জ্বাল দিলে শীঘ্র ইহার কিছু পরিবর্ত্ত হয় না। ঈষৎ উষ্ণ করিয়া রাখিলেও ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত ঠিক্ যেমন তেমন থাকে। ইহার গুণ আর আর গাছের রসের ন্যায় নয়, জন্তুদের দুগ্ধেরই মত। ইহাতে কিছুমাত্র সর পড়ে না, কিম্বা নবনীও হয় না। আমি এক বোতল দুগ্ধ সঙ্গে লইয়া গিয়া প্রায় ২ মাস পরে ট্রিনিডাড দ্বীপে পৌঁছিয়া জাহাজের অধ্যক্ষকে দিয়াছিলাম। অনেক কৌশলে ইহার কিছু অংশ ঘোলের ন্যায় এক প্রকার টক্‌রস এবং মাখনের ন্যায় এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থে পৃথক করিয়াছিলাম। এই মাখন তুলিয়া শুকাইলাম তাহাতে শাদা মোমের ন্যায় এক প্র-

কার বস্তু হইল। ইহা অনেক তাপ না দিলে গলে না, জল এবং সুরাতে মিশ্রিত হয় না এবং ইহাতে কোন গন্ধ পাওয়া যায় না। জ্বালাইলে অতি সুন্দর এবং উজ্জ্বলরূপে জ্বলে কোন প্রকার গন্ধ বাহির হয় না। এবং তৈল বা আটার মতও কিছু মলাও জমে না। অতএব ইহা হইতে এক প্রকার উত্তম মোমবাতি তৈয়ার হইতে পারে। গো-পাদপ বৃক্ষের কাষ্ঠ অতি মূল্যবান্ এবং জাহাজ নির্ম্মাণের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।"

স্ত্রীজাতির সৎকীর্ত্তি।

আশ্চর্য্য ভ্রাতৃ-স্নেহ।

পারস্য রাজ্যের অধিপতি সুবিখ্যাত ডেরায়স্ একদা ইন্টাফার্নিস নামক এক ব্যক্তির কতিপয় গুরুতর দোষ দর্শনে সাতিশয় কুপিত হইয়া সপরিবারে তাহার প্রাণ নাশের দণ্ডবিধান করেন। তাহাতে ঐ ব্যক্তির পত্নী অতিশয় দুঃখভাবাপন্না হইয়া কয়েক দিবস রাজ বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন প্রতিদিন তাহাকে এইরূপ দুঃখিত অন্তঃকরণে উপস্থিত দেখিয়া এক দিবস তাহার দুঃখদর্শনে মহারাজার অন্তঃকরণে দয়ার সঞ্চার হইল এবং তিনি একজন দূত দ্বারা ঐ স্ত্রীলোককে এই বলিয়া পাঠাইলেন যে' "ওহে হতভাগ্যে! মহারাজ ডেরায়স সদয় হইয়া তোমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, তোমার ইচ্ছানুসারে তোমার পরিবারস্থ এক ব্যক্তির জীবন তিনি রক্ষা করিবেন; অতএব কাহাকে তুমি ইচ্ছা কর তাহা বল।"

এই বাক্য শ্রবণে কিয়ৎক্ষণ স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া তিনি তদুত্তর এই প্রদান করিলেন যে,"যদি মহারাজ আমার প্রতি এই অনুমতি করিয়া থাকেন তবে আমার ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে আমি প্রার্থনা করি।" ডেরায়স স্ত্রীলোকটীর এই অসম্ভব কামনা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। এবং তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, "তাঁহার প্রিয়তর সন্তানসন্ততি ও প্রিয়তম স্বামী সত্ত্বে তিনি কি কারণে তদপেক্ষা দূরসম্পর্ক ভ্রাতার জীবন রক্ষার্থে প্রার্থনা করিলেন ?" তাহার উত্তর ঐ স্ত্রীলোক এই বলিয়া পাঠাইলেন ;—"হে মহারাজ! পরমেশ্বর যদি কৃপা করেন, আমি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া পুনরায় স্বামী ও সন্তানের মুখ দর্শন করিতে পারিব।* কিন্তু যখন আমার পিতা মাতা উভয়েরই বিয়োগ হইয়াছে

* আমাদিগের হতভাগ্য ভারতবর্ষের কয়েকস্থান ব্যতীত, পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই স্ত্রীজাতির বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

তখন ভ্রাতা হারাইলে আর ভ্রাতা পাইব না।”

এই যুক্তি সঙ্গত উত্তর শ্রবণে ডেরায়স চমৎকৃত হইলেন এবং সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এবং প্রার্থিত ভ্রাতার জীবন রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন।

যদিও এপ্রকার দৃষ্টান্ত অতি বিরল দেখিতে পাওয়া যায়; স্বামী ও পুত্র কন্যার প্রতি অধিকতর মমতা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথাপি ইহার দ্বারা সহোদরের প্রতি কি অপূর্ব্ব সহোদরাস্নেহ প্রকাশ পাইতেছে!

বামাগণের প্রতি উপদেশ।

যিনি করিলেন এই সংসার সৃজন।
যিনি করিছেন সব প্রাণীকে পালন॥
যিনি করিছেন সদা কল্যাণ বিধান।
অভয় প্রদাতা যিনি করুণা নিধান॥
দয়ার সাগর যিনি বিপদ ভঞ্জন।
যিনি সকলের সার পতিত পাবন॥
অনাথের নাথ যিনি নির্দ্ধনের ধন।
দুর্ব্বলের বন্ধু যিনি জীবের জীবন॥
ভকৎবৎসল যিনি জগৎ কারণ।
সর্ব্বদা করেন যিনি বিপদে তারণ॥
যিনি সকলের সুখ করেন বর্দ্ধন।
অহোরাত্র সকলেরে করেন রক্ষণ॥
অজস্র করুণা যিনি করিছেন দান।
হিতৈষী সুহৃদ্ নাহি যাঁহার সমান॥
যাঁহার কৃপায় সব জীব জন্তুগণ।
পরম সুখেতে করে সময় যাপন॥
নক্ষত্র তারকা আদি সুধাংশু তপন।
যাঁহার নিয়মে শূন্যে করিছে ভ্রমণ॥
নিদাঘ বরষা শীত আদি ঋতুগণ।
যাঁহার নিয়মে সদা করে বিচরণ॥
নদী, তরু, পয়োধর বায়ু, হুতাশন।
নিয়ত যাঁহার আজ্ঞা করিছে পালন॥
যাঁহাহতে পাইয়াছ আত্মা আর মন।
যাঁহাহতে পাইয়াছ বিদ্যা বুদ্ধি ধন॥
যাঁহাহতে পাইয়াছ পিতা মাতা জন
যাঁহাহতে পাইয়াছ ভাই ভগ্নীগণ॥
যাঁহার প্রসাদে সবে পাইয়া জীবন।
মনসুখে সবে কর বিদ্যা উপার্জ্জন॥
এমন করুণাকরে সবে অনুক্ষণ।
বারবার নমস্কার কর বামাগণ!

নূতন সংবাদ।

১।—আমুরিগ্রাম নিবাসী একটী স্ত্রীলোক সহমরণ যাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেন্ট তাহা করিতে দিবেন না, এই কথা শুনিয়া ঐ স্ত্রীলোক একটী কূপমধ্যে পতিত হন; তাঁহার আত্মীয়জন তাঁহাকে তৎস্থান হইতে তুলিয়া একটী গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখেন; কিয়দ্দিন পরে সেই স্থান হইতে মুক্ত হইয়া তিনি অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।

অস্মদ্দেশীয়া বিধবা রমণীদিগকে যে প্রকার দুরবস্থাপন্ন হইয়া জীবনভার বহন করিতে হয় তাহাতে তাহাদিগের পক্ষে গৃহ আর অরণ্য অধিক প্রভেদ নয়।

হায়! কতদিনে এই শোচনীয় ব্যাপার তিরোহিত হইয়া বিশুদ্ধ প্রণালীক্রমে বিধবা বিবাহ সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইবে।

২।—এবার অনেক স্থানে বসন্তরোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। এই সময় সকলেরই কর্ত্তব্য যে, শিশু সন্তানদিগকে গোবীজে টীকা দিয়া সাবধান করেন। কারণ টীকা না দিলে কিম্বা বাঙ্গালামতে মনুষ্যবীজে টীকা দিলে, উভয়েতেই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। আমরা অনেক পরিবার দেখিতেছি তাঁহারা গোবীজে টীকা দিতে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেন না এবং অনেকে কোন প্রকার টীকা না দিয়াও নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। অজ্ঞানতা নিবন্ধন প্রবল কুসংস্কারই তাহাদিগের এপ্রকার আচরণের কারণ। অল্পবয়স্ক শিশু সন্তান, যাহাদিগের একবারও টীকা হয় নাই, তাহাদিগকে যতশীঘ্র হয় তত শীঘ্র টীকা দেওয়া উচিত। বিশেষতঃ যে সময় বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয় সে সময় টীকা না দিলে হঠাৎ বসন্ত হওয়াতে বিপদ ঘটিবার অত্যন্ত সম্ভাবনা। মনুষ্য বীজ অপেক্ষা গোবীজে টীকা দেওয়া যে, সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা বাহুল্য। গোবীজটীকা দ্বারা প্রায় কোন বিশেষ কষ্ট সহ্য করিতে হয় না এবং বিপদেরও কোন আশঙ্কা থাকে না; কিন্তু বাঙ্গালামতে মনুষ্য বীজে টীকা দিলে কোন কোন সময় অত্যন্ত বসন্ত হয় এবং বিপদ ঘটিয়া থাকে।

৩। গতবারের পত্রিকায় আমরা পাঠিকাদিগকে তিনটী বিধবা বিবাহের সংবাদ দিয়াছি, এবারও দুইটী বিধবা বিবাহের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(ক) গত ১৮ই মাঘ বরিশাল জেলায় শ্রীযুক্ত বাবু হরলাল সরকারের সহিত শ্রীমতী পরশমনি দাসীর বিবাহ হইয়াছে। বরের পিতার নাম শ্রীযুক্ত গৌরীকিশোর সরকার। বয়স ২৩ বৎসর, নিবাস ইলুহার গ্রাম; তাঁহার এই প্রথম বিবাহ। কন্যার পিতার নাম শ্রীযুক্ত গোবিন্দপ্রসাদ দত্ত নিবাস জলুহার। উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র পালের সহিত হয় বৎসর বয়সে তাহার প্রথম বিবাহ হয়, ১৩ বৎসরে বিধবা হন, এখন বয়স ১৩ বৎসর; কন্যার মাতা নিজেই সম্প্রদান করিয়াছেন। এই বিবাহে অনেক ভদ্র লোকের সমাগম এবং অতিশয় সমারোহ হইয়াছিল।

(খ) "যশোহরের অন্তঃপাতী নড়াইল বিভাগে গত ১লা ফাল্গুন সিঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র দাসের সহিত তারাসী গ্রামের শ্রীযুক্ত ফকিরচাঁদ ভদ্রের একাদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীমতী ক্ষমাসুন্দরী

দাসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মাজ- পাড়া গ্রামস্থ শ্রীযুক্ত রামনিধি দাসের পুত্র শ্রীযুক্ত বদনচন্দ্র দাসের সহিত তাহার প্রথম বিবাহ হয়। এই বিবাহ বর ও কন্যাকর্ত্তার বিশেষ যত্নে হইয়াছে।”

বর ও কন্যাকর্ত্তার বিশেষ যত্নে হইয়াছে, যদি ইহা সত্য হয় তবে আহ্লাদের বিষয় বলিতে হইবেক; কারণ সচরাচর বর কন্যার যত্নই দৃষ্ট হয়। কর্ত্তৃপক্ষদিগের কুসংস্কার প্রায়ই প্রবল থাকে।

বিলাতীয় সংবাদ।

৪।—শ্রমজীবি-স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যালোচনার নিমিত্ত গত ১২ই অগ্রহায়ণ লণ্ডন নগরে একটী কালেজ স্থাপিত হইয়াছে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাদিবস একটী সভা হইয়াছিল তাহাতে বহুসংখ্যক শিক্ষক, ছাত্র এবং দর্শকের সমাগমে সভা গৃহ পূর্ণ হইয়াছিল। যে সকল স্ত্রীলোক দিবাভাগে কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন; যাহাতে কিছু কিছু বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা তাহাদিগের মনের উন্নতি হয়, এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য।

৫।—স্ত্রীলোক সকল উত্তমরূপে চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া যাহাতে স্ত্রীলোক ও শিশু সন্তানদিগের পীড়ার চিকিৎসা করিতে সমর্থা হন তজ্জন্য সম্প্রতি বিলাতে একটী “ফিমেল মেডিকেল কালেজ” অর্থাৎ স্ত্রী-চিকিৎসা-বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে।

৬।—পুরুষদিগের ন্যায় স্ত্রীলোকদিগের নিযুক্ত হইবার উপযুক্ত নানা প্রকার কার্য্যালয় যাহাতে স্থাপিত হয় তন্নিমিত্ত পাঁচ বৎসর হইল, বিলাতে একটী সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঐ মূল সভার অন্তর্গত অনেক গুলি শাখা সভাও স্থানে স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র ন্যূনাধিক পরিমাণে সভার উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে। আইন সংক্রান্ত কার্য্য অবধি ছবিতোলা পর্য্যন্ত নানা প্রকার কার্য্যে স্ত্রীলোক সকল নিযুক্ত হইয়াছেন।

আমাদিগের বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকদিগের নিমিত্ত এরূপ শুভকর কার্য্য সকল কতদিনে হইবে?

বামাগণের রচনা।

প্রার্থনা।

ওহে বিশ্বনাথ, করি প্রণিপাত,
তোমার চরণে আমি।
তুমি বিনা আর, কে আছে আমার,
তুমি জগতের স্বামী॥
তোমারি কৃপায়, জন্মেছি ধরায়,
তুমি সর্ব্ব সুখদাতা।
তোমারি সৃজিত, তোমারি পালিত,
তুমি মম পরিত্রাতা॥
কতই যতনে, রেখেছ এজনে,
জন্মাবধি চিরকাল।
পড়িলে বিপদে, রাখি নিজ পদে,
ঘুচায়েছ সে জঞ্জাল॥

রোগেতে যখন, হয়ে অচেতন,
তোমার শরণ লই।
তুমি বিনা আর, কে করে উদ্ধার,
গতি নাই তোমাবই॥
এইরূপে কত, বিঘ্ন শত শত,
হইতে করেছ পার।
করি সুরক্ষণ, রেখেছ জীবন,
নাহি কোন দুঃখ ভার॥
যেরূপ আমায়, অজস্র কৃপায়,
রেখেছ হে কৃপাধার।
কর সেই মত, অধর্ম্মে বিরত,
হয় যেন সদাচার॥
শতত এখন, করিহে প্রার্থন,
কর মোর আত্মোন্নতি।
তোমারি চরণ, করিহে স্মরণ,
তোমাতেই থাকে মতি॥
তোমারি আদেশ, পালি সবিশেষ,
তোমাকেই করি ধ্যান।
তোমারি কৌশল, সকলি মঙ্গল,
ইহা যেন থাকে জ্ঞান॥
পড়িলে বিপদ, না ভুলি ওপদ,
বিরাজিত থাক মনে।
ওহে দয়াময়, দিও পদাশ্রয়,
অন্তে এই পাপিজনে॥

শ্রীমতী ক্ষীরদা মিত্র।
সাং কলিকাতা নিমতলা।

অগ্রিম মূল্য প্রাপ্তি।

শ্রীপার্ব্বতীচরণ ঘোষ* [কানপুর]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ১।০

শ্রীসূর্য্যকুমার সেন [হাবড়া]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ৸৵০

শ্রীপার্ব্বতীচরণ গুপ্ত [কলিকাতা]
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ১

শ্রীহরগোপাল সরকার [কলিকাতা]
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৬ খানার ... ।৷০

শ্রীরামদাস সেন [বহরমপুর]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ৸৵০

শ্রীসুরনাথ চৌধুরী [ইছাপুর]
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৬ খানার ... ।৷০

শ্রীভূবনমোহন ভট্টাচার্য্য [খাঁটুরা]
১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ৬ খানার ... ... ।৷০

শ্রীপ্রিয়নাথ ঘোষ [বিসপপ্রেস]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ৸৵০

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যো*[কিশোরগঞ্জ]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ১

শ্রীগোকুলকৃষ্ণ চন্দ্র [কাটোয়া]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ৸৵০

শ্রীকালীকুমার দাস † [মেদিনীপুর]
১৭৮৬ শকের বৈশাখ হইতে চৈত্র
পর্য্যন্ত ১২ খানার ... ১৴০

* একটাকা সাড়ে তিন আনা গচ্ছিত রহিল

* ।৷০ গচ্ছিত রহিল।

† ১৶০ আনা গচ্ছিত রহিল।

১ম ভাগ ২য় খণ্ড বামাবোধিনীর সংখ্যাক্রমে সূচিপত্র।

১২৭১ বঙ্গাব্দ।

কার্ত্তিক—১৫ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ—১৬ সংখ্যা।

পৌষ—১৭ সংখ্যা। পৃষ্ঠ

মাঘ—১৮ সংখ্যা।

ফাল্গুন—১৯ সংখ্যা।

চৈত্র—২০ সংখ্যা।

১ম ভাগ ২য় খণ্ড বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচিপত্র।